INDEX

			Page.
29th March, 1965.			
1.	Question	...	1
2.	General Discussion on the Budget for 1965-66	...	18
3.	Papers laid on the Table	...	81
30th March, 1965			
1.	Question	...	1
2.	Demands for Grants	...	20
3.	Papers laid on the Table	...	71
31st March, 1965			
1.	Questions	...	1
2.	Calling Attention	...	22
3.	Announcement by the Speaker regarding Panel of Chairman	...	22
4.	Announcement by the Speaker regarding Formation of Committees	...	23
5.	Announcement by the Speaker regarding Formation of State Groups of Indian Parliamentary Association	...	24
6.	Demands for Grants	...	26
7.	Papers laid on the Table	...	70

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

MARCH 29, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 29th March, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty-two Members

মিঃ স্পীকার—ইন দি লিস্ট অব বিজনেস, ফাস্ট আই শ্যাল টেক্ আপ্ স্টার্ড কোয়েস্চান। আতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম—২৪৬

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্টার্ড কোয়েসচান নাম্বার—২৪৬

Question	Reply
1) Whether any constable and other police personnel were used for making the tennis ground at the lawn of the S. P.'s Office, Agartala,	Yes
2) If so, under what specific rules or enactment such services of the police personnel is permissible ?	According to Police rgulations.

শ্রীআতিকুল ইস্লাম—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে পুলিশ পারসন্যালকে দিয়ে টেনিস্ গ্রাউণ্ড'এর মাঠ লেপানো হয় কিনা এবং লেপানটা আইনসিদ্ধ কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লেপানো বলতে তিনি কি বুঝাতে চান আমি জানি না, যদি বিপেয়ারিং কিনা সেটা জানতে চান তাহলে সেটা আইনতঃ পারমিসিব্ল।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে টেনিস্ গ্রাউণ্ডের মধ্যে আমাদের কনস্টেব্ল দিয়ে সে মাঠকে লেপানো মুছানো হয় বা ঝাড়ানো মুছানো হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস—পুলিশ গ্রাউণ্ডের মধ্যে কাজ করা পুলিশ রেগুলেশানে আছে সেভাবে তারা কাজ করছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম—টেনিস খেলা সংক্রান্ত বিষয়ে আমি বলেছি।

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি পুলিশ গ্রাউণ্ডে, সেটা টেনিস খেলাই হউক আর যাই হউক পুলিশ দিয়ে কাজ করানো পুলিশ রেগুলেশানে সেটা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপনি কি বলতে চান আমি আমার খেলার মাঠ তাদের দিয়ে তৈরী করতে পারি এবং সেটা আইনসিদ্ধ ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজে কিছু বলতে চাইনা, পুলিশ রেগুলেশানে তাই আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে যখন টেনিস খেল হয়, তখন বল তুলে দেওয়ার জন্য পুলিশকে সেখানে ব্যবহার করা হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস—যদি খেলায় তারা অংশ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সেটা করতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম খেলায় অংশ গ্রহণ করার প্রশ্ন নাই, যখন অফিসাররা খেলেন, তখন বল এদিক সেদিক চলে গেলে সেটা কুড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ পাহাড়া রেখে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস—যারা খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা সেখানে থাকে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের জানা আছে কিনা যে টেনিস খেলার জন্য টেনিস গ্রাউণ্ডে বয় থাকে এবং টেনিস গ্রাউণ্ডে বয়দের কতকগুলি কাজ আছে যেমন মাঠ পরিষ্কার করা, বল কুড়িয়ে দেওয়া, সে কাজ পুলিশকে দিয়ে করান হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যারা খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা সেটা করে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন যে বিধানসভায় যে সমস্ত কন্‌স্টেব্‌ল পাহাড়া দেয়, তাদের দিয়ে এই মাঠ লেপানো মুছানো বা বল কুড়ানো হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস—তারা যদি খেলায় অংশ গ্রহণ করে তাহলে তারা করবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন যে সকলেই যারা এখানে পাহারা দিচ্ছে তারা সকলেই খেলায় অংশ গ্রহণ করে এবং তিনি সেটা জানেন কি না ?

শ্রীবি, দাস—করেন বলে আমাদের জানা নাই, তবে সকলেই সেখানে যেতে পারেন এবং খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এখানে যে সমস্ত কন্‌স্টেব্‌ল পাহারা দিচ্ছে তাদের কাউকে দিয়ে সাক্ষী নিতে রাজী আছেন কিনা যে আমার অভিযোগ সত্যি কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সাক্ষী নেওয়ার কোন প্রশ্ন আসেনা, তারা যদি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তারা যেতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে যেকোনদিন বিকেল বেলায় মাঠে যেয়ে দাঁড়াতে রাজী আছেন কিনা এবং সেখানে কন্‌স্টেব্‌ল দিয়ে বল কুড়ানো হয় কিনা, সেটা দেখবার জন্য ?

শ্রীবি, দাস—তার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা।

Mr. Speaker—All the other members are absent. So I shall call on Shri Atiqul Islam again.

Shri Atiqul Islam—242

Shri B. DAS—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No 242.

Question	Reply
১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সময় শিক্ষার্থীগণের নিকট হইতে কোনরূপ ভর্তিফিস অথবা মাস মাহিনা দাবি করা হয় নাই ?	হাঁ, ইহা সত্য।
২) ইহা কি সত্য যে কয়েকমাস পূর্বে অকস্মাৎ বকেয়া সহ প্রায় ১০০ (একশত) টাকা ছাত্রপিছু দাবি করা হয় এবং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্যক টাকা না দেওয়া হয় তবে শিক্ষার্থীর নাম কাটিয়া বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ জানান ?	না, ইহা সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ভর্তির সময় তাদের কাছে ভর্তির ফীস বা মাসিক মাহিনা না চেয়ে ভর্তি করার পর পরবর্তীকালে তাদের কাছে কেন এক সঙ্গে বকেয়া চাওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় এখানে তার কাজ সুরু করেছে জুন ১৯৬৪তে এবং এটাই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম সংগীত মহাবিদ্যালয়। সেটা প্রথমে তাদের ভর্তি ফি বা মাস মাহিনা নির্দ্দিষ্ট করা যায় নি বলে তাদের কাছে চাওয়া হয়নি। কিন্তু সেপ্টেম্বর ১৯৬৪র মধ্যে সেটা আমরা ঠিক করে নিই। তার কারণ হল এই অন্যান্য ষ্টেটে এই ধরণের সিমিলার ইনষ্টিটিউশন যা আছে সেগুলি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে তার সাথে একটা সামঞ্জস্য রেখে সেভাবে আমরা সেখানে ঠিক করি এবং তখন সেখানে নোটিশ দেওয়া হয় তাদের বলা হয় যে এখন তোমাদের ভর্তির ফিস এবং অন্যান্য যে ফী আছে সকলেই তাদের দিতে হবে এবং সেইভাবে তাদের বলা হয় যে চারটি ইনস্টলমেন্টে তোমরা সেটা দিয়ে দাও। কাজেই এই রকম বার্ডেন যাতে না পরে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি। এ ছাড়া অন্যান্য মাসিক যে মাহিনা আছে তাদের সাথে সেই ফীসগুলি দিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তারা ১৯৬৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেটা না দেওয়াতে তখনই সেই প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় যেমন অন্যান্য ইনষ্টিটিউশনে আছে ঠিক সেই ভাবেই যেহেতু যারা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেয়নি ১৯৬৪ এর তখনি তাদের নোটিশ দেওয়া হয় যে তোমরা না দেওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের নাম রোল থেকে কেটে দেওয়া হবে।

শ্রীইসলাম :—এটা কি ঠিক নয় যে তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত বকেয়া না দিলে পরে তাদের নাম কেটে দেওয়া হবে ?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইহা সত্য নহে। আমি এই সম্বন্ধে উত্তর রাখতে গিয়ে স্পেসিফিক বলেছি যে ৬৪ এর সেপ্টেম্বরে আমরা সেখানে নোটিফাই করি এবং তাদের বলি তাদের যা বকেয়া টাকা আছে সেই টাকাটা এবং মাসিক যে বেতনটা দেওয়া হবে তার সংগে ৪টা ইনস্টলমেন্টে সেই টাকা দিয়ে দাও।

শ্রীইসলাম :—ভর্তি হওয়ার সময়ে কি এই কথা বলা হয়নি যে তোমাদের কোন ভর্তির ফি বা মাস মাহিনা লাগবে না ?

শ্রীদাস ঃ—এইরকম কোন কিছু বলা হয়নি।

শ্রীইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভারত কল্যাণ পত্রিকায় 'এ' সংখ্যায় যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে এইগুলির সত্য নির্ধারণ করার জন্য কোন রকম তদন্ত করেছেন কি না ?

শ্রীদাস :—যখনি কোন কিছু আমাদের চোখের সামনে আসে বা আমরা জানতে পারি সেই সম্বন্ধে আমরা বরাবরই খোঁজ খবর নিই।

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে 'এ' পত্রিকায় যে সমস্ত সংবাদ বেরিয়েছে তাঁরা সেগুলি তদন্ত করে হাউসকে পরবর্তী কালে জানাবেন কি না ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত করে হাউসকে জানানোর প্রশ্ন এখানে আসছে কিনা সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বলতে পারি এই সম্বন্ধে ষ্টেটমেন্ট আমি করেছি এবং সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আমি বলেছি।

Mr. Speaker :—There are some other questions. But the members given notice of the questions are all absent

Sri Bir Chandra Deb Barma :—33 by Hemanta Deb

Sri B. Das:—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No 33

Question	Answer
a) Wheather any special fees are taken from students, including Sch. Caste and Sch. Tribe students such as Laboratory fees, library fees, fees for sports, examinations etc, ;	Yes, beyond the primary stage.

Question	Answers
b) Whether the Commissioner for Sch. Tribes and Sch. Castes had repeatedly recommended for saving these students from this financial burden ;	Yes. Recommendation has been made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the State Governments for consideration in the matter
c) If so, steps taken in the matter ?	Decision has not yet bcen taken in the matter.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ডিসিশনটা অ্যাজ আরলী অ্যাজ তাঁরা কত শীঘ্র নিতে পারবেন এই সম্পর্কে ?

শ্রীবি দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাইমটা লিমিট করে বলা সম্ভব নয়। কারণ এটা কনফিডেন্সিয়াল। প্রয়োজনবোধে ডেসিশনটা নেওয়া হবে।

Sri Promode Ranjan Das Gupta:—Question No. 69.

Sri B. Das: – Hon,ble Speaker, Sir, Starred Question No 69.

Questions	Answers
a) Whether Sri Dhananjoy Deb Barma a teacher of Debra Pry School, Sadar Sub-Division, was transferred last year to Dharmanagar ?	Yes
b) If so, whether he joined his duties at Dharmanagar	No
c) If not, the reasons therefor ;	The order of transfei was cancelled
d) How long this teacher is working at Debra Tehasil Mohanpur, Sadar;	17 years
e) The reasons for keeping him continuously so long at one scnool ;	Neither public interest nor any special reasons called for his transfer.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে উক্ত ধনঞ্জয় দেববর্ম্মা পোস্টাফিসেরও চাকরী করে এবং ডাক্তারী ব্যবসায় করে এবং যার জন্য তিনি স্কুলে খুব কমই অ্যাটেণ্ড করেন এবং যার জন্য এই স্কুল থেকে একটা পিটিশন ডিরেক্টর অব এড়ুকেশনের কাছে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবি দাস :—সরকার তা অবগত নহেন।

শ্রীদাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে উক্ত ধনঞ্জয় দেববর্ম্মার বিরুদ্ধে স্কুলে অ্যাটেণ্ড না করার জন্য এবং স্কুলে শিক্ষা দান না করার জন্য স্কুলের ছাত্ররা স্ট্রাইক করতে বাধ্য হয়েছিল সেটা ইন্সপেক্টার অব স্কুল অবগত আছেন ?

শ্রীদাস :—ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীদাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যদি এটা ফ্যাক্ট হিসাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে এই সম্বন্ধে তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট কাজেই এরপর যদি হয়—যদি হয় তাহলে দেখা যাবে।

শ্রীদাসগুপ্ত :—তদন্ত করতে রাজী আছেন কি না ?

শ্রীদাস ঃ—আমি আগেই বলেছি যে ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

Sri Aghore Deb Barma :—Question No. 45.

Sri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir Question No. 45.

QUESTION	REPLY		
(a) Number of Scheduled caste and Scheduled Tribe students who had been granted scholarships during 1964 and 1965.	Pre-Matric stage	1964	1965
	Scheduled Castes —	18	—
	Scheduled Tribes —	8	—
	Post Matric stage		
	Scheduled Castes —	193	2
	Scheduled Tribes —	134	1

QUESTION	REPLY
(b) the rate of such scholarships.	Pre-Matric Stage — Rs. 10/- P. m. Post-Matric stage — Rates furnished in annexure 'A'
(c) When these rates had been fixed up ;	Pre-Matric stage — 1962 Post-Matric stage — 1954-55
(d) Whether the cost of living and educational costs have risen since then ;	Yes
(e) If so, whether the Government will ask for enhancement of the rates of these scholarships ?	At the Pre-Matric stage these scholarships are awarded to the meritorious students as incentive and not for maintenance. As such the question of enhancing the rates may not arise At the Post-Matric stage the rates being fixed by Government of India on an All India basis, the local Government cannot change these

ANNEXURE 'A'

Rates of Scholarship

Course of study	Monthly rates for those residing in hostels	Monthly rates for day scholars
	Rs.	Rs
Preparatory/Pre-University, I. Sc , I. A., I.Com., I. Sc. (Agr.), B. Sc , B. A , B. Com., corresponding Oriental Language/Fine Art Courses.	40/-	20/-

Rates of Scholarship

ANNEXURE—'A'

Course of study	Monthly rates for those residing in hostels	Monthly rates for day scholars
M. Sc., M A, M. Com, LL. B, and Third Year Class in Hons. Courses, corresponding Oriental Language/Fine Arts Courses	50/-	35/-
D. Sc, D Litt., Ph. D.	60/-	45/-
Diploma/Certificate Courses in Agriculture, Veterinary Science, Hygiene and Public Health Course, Sanitary Inspector's Course, Pre-Engineering & Pre-Medical Courses	40/	27
Diploma and Degree Courses in Indian Medicine.	40	27/
Teacher's Training and Physical Education;		
(a) Under Graduate Course	40/-	27/-
(b) Post-Graduate Course	50/-	35/-
B. Sc. (Agr.), B. V. Sc, Diploma Courses in Rural Services/Civil & Rural Engineering.	50/-	35/-
Post-Graduate Courses in Agriculture, Post Diploma Courses in cooperation Community Development.	60/-	45/-

	Rs.	Rs
Bachelor of Nursing and Bechelor of Pharmacy.	65/-	50/-
Diploma Certificate Courses in Engineering Technology, Architectnre, Medicine and Courses for Overseers Drafts-men, Surveyor, Electrician, Tool Maker and wireless Operator.	65/-	50/-
Degree Courses in Engineering Technology. Architecture, Medicine and B A, M & S or other similar courses Master of Pharmacy,	75/-	60/-
Trade Courses e, g, Telegraphy, Book keeping, Short-Hand, Tailoring, Training & Leather Goods Manufacture, etc	Ad-hoc financial assistance at the Rate of Rs- 20/- p. m- (inclusive of fees)	

In Addition other compulsory institutional charges are re-imbured,

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে কলেজে অধ্যয়নরত কতজন সিডিউল্ড ট্রাইবস ছাত্রকে ষ্টাইফেণ্ড দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে প্রি-মেট্রিক ষ্টেজে ১৯৬৪তে ৮ জন এবং ১৯৬৫ নিল্,
পোষ্ট-মেট্রিক ষ্টেজে ১৯৬৪তে ১৩৪ এবং ১৯৬৫ একজন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উপরের ক্লাসে উঠলে পরে তাদের, সিডিউল্ড ট্রাইবস ছাত্রদের ফিগার কম হয়ে যাওয়ার কারণ বলতে পারেন কি ?

শ্রীদাস ঃ—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে প্রি-মেট্রিক ষ্টেজে Scheduled Tribes ৮ জন এবং পোষ্ট মেট্রিক ষ্টেজে Scheduled Tribes ১৩৪ এবং একজন। অতএব বেড়েই যাচ্ছে, বলেতো আমরা দেখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সে যেমন মেডিকেল এগ্রিকালচারেল ট্রেনিং ইত্যাদিতে সিডিউল্ড ট্রাইবস এর ছাত্র কতজন আছে বলতে পারেন ? মেডিকেল কোর্স, এগ্রিকালচারেল ট্রেইনিং ইত্যাদিতে ।

শ্রীদাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

Mr Speaker :—No other question.

Sri Atiqul Islam :—Question No. 68

Sri B. Das. (Dy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 68.

Question	Answer
a) Whether the teachers employed in privately run aided High and Higher Secondary Schools are getting same pay and allowances as the teachers in Govt. High and Higher Secondary Schools.	Yes
b) If not, the reasons therefor ?	Does not arise.

Sri Atiqul Islam :— Question No. 176.

Sri B. Das (Dy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 176:

Question	Reply
(a) Whether any economy drive was made during the emergency period ;	Yes.

(b) If so, a description of the economy made during each year during this period ?

The following measures of economy were put into effect :—

(a) No new post should be created even when there is budget provision, except where it is directly connected with the present emergency or internal security or with those Plan Schemes which have been assigned a high priority as a result of the rephasing of the Plan ;

(b) Existing vacancies should be left unfilled except when the conditions mentioned in (a) above are satisfied ;

(c) Surplus manpower that may be released as a result of rephasing/staggering of the Plan programmes may be utilised in other essential sectors ;

(d) Expenditure on travelling allowances should be reduced by at least 20% of the original Budget provision of 1962-63.

(e) Under 'Other Charges' no fresh financial commitment should be entered into in respect of furniture, printing and stationery, typewriters, office equipments/machinery etc. and the expenditure for the next year should be limited to the Budget eastimates or revised estimates of the current year whichever is less.

(f) In view of the extended office hours in civil offices and the extended period for entitlement to overtime allowance it should be possible to reduce the expenditure on overtime allowance.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলতে পারেন ইমার্জেন্সী পিরিয়ডে কত টাকার জিপ্‌ কেনা হয়েছে ?

শ্রীদাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলতে পারবেন—ইমার্জেন্সী পিরিয়ডে কত টাকা ওভার-টাইম দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—কোশ্চান নং ২৫১

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫১

প্রশ্ন :-	উত্তর :—
1) Whether Shri Ranada Rai of Khowai Town made any complaint against Shri Kanti Ghose, S. T. O., of Khowai.	1) Not known to the Government.
2) If so, what were these complaints.	2) Does not arise.
3) Whether the complaints were investigated,	3) Does not arise.
4) If so, steps taken after investigation ?	4) Dœs not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এট তদন্ত করে দেখবেন কি যে এই রকম কোন কম্‌প্লেন আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে whether Shri Ranada Rai of Khowai Town made any complaint against Shri Kanti Ghose, S. T. O. সেখানে আমি উত্তর দিয়েছি it is not known to the Government.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—এখানে বলা হয়েছে নট্‌ নোন্‌ টু দি গভর্ণমেণ্ট, কাজেই আমি প্রশ্ন করছি যে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? নট্‌ নোন্‌ যখন, তখন সেটা নট্‌ ডেফিনিট্‌, কাজেই আপনারা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী.বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে এইটুকুই বলতে হয় যে এটা গভর্ণমেণ্ট অবগত নন্‌, কাজেই সেখানে তদন্ত করার কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেণ্ট অনেক কিছুই অবগত থাকেন না, এখানে একটা জিনিষ আমরা অ্যাসেম্বলীর মেম্বার হিসাবে মিনিষ্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেখানে সরকার সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? কারণ নট্‌ নোন্‌ ইজ এন ইভেসিভ রিপ্লাই।

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর'এ আমি যেখানে বলেছি নট্ নোন্ টু দি গভর্ণমেণ্ট সেখানে প্রশ্ন উঠেছে নট্ নোন্ কখন তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? এই ধরণের কোন ঘটনা হয় নাই, এটাই আমার ডেফিনিট্ উত্তর।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত · সেটাই বলুন না যে এটাই আমার উত্তর। নট্ নোন্ টু দি গভর্ণমেণ্ট এইসব কথা না বললেই হত।

শ্রীবি, দাস—সেটাই বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—অল্ রাইট্। শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—১৭৪

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 174.

QUESTION	REPLY
a) Total amount of fish including dry fish imported from Pakistan during 1962-63, 1963-64 and 1964-65.	a) In 1962-63—3, 07, 056 kg. In 1963-64—44,903 kg. In 1964-65—1, 61, 570. 952 kg.
b) Stepes taken to increase the import ?	b) This is the matter of International Trade Policy decided by the Govt. of India.

শ্রীআতিকুল ইস্লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে dry fish উৎপাদনের কারখানা এখানে করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রী বি. দাস – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কারখানা করতে হলে কতকগুলি জিনিষ, আমি আবারও বলছি যে পাঁচটি 'এম'এর দরকার হয় সেগুলি সেটিস্ফাই যদি করে তাহলে সম্ভব হতে পারে।

মিঃ স্পীকার— ক্যাটাগরিক্যাল আনসার দে দি গিভেন্।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম— আমি জিজ্ঞাসা করছি যে এই রকম শিল্প করার কোন চিন্তা আপনাদের মস্তিষ্কে আছে কিনা ? আপনি থাকলে বল্‌বেন হাঁ, আর না থাকলে না বলবেন।

শ্রী বি. দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরটা হাঁ বা না এই অস্তই হতে-পারেনা কারণ এখানে একটা কারখানার প্রশ্ন উঠেছে, কাজেই সেটা সাপ্লাই, এর উপর নির্ভর করে যে সেখানে সাপ্লাই আছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই ড্রাই ফিস্‌টা পাকিস্তান থেকে আনতে কাস্টম ডিউটি মণপ্রতি কত করে লাগে ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে দিস্ ইজ দি মেটার অব ইন্টারন্যাশান্যাল ট্রেড পলিসি ডিসাইডেড বাই দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া। কাজেই যেখানে নাকি রেটের প্রশ্ন উঠেছে সেখানে যেভাবে স্থির হয়েছে সে রেটেই হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম— সেই রেটটা কি সেটা আপনি বলতে পারেন কি না ?

শ্রী বি, দাস— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা-- মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি স্বীকার করবেন যে আমাদের এখানের লোকসংখ্যা অনুপাতে আজকে যে পরিমান এখানে আসছে তার থেকে আরও বেশী লাগে, সে কথা আপনারা চিন্তা করেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাহিদা যখন বাড়ে, সেখানে সেই অনুপাতে আসাতো উচিত, কিন্তু আমরা ইন্টারন্যাশান্যাল ট্রেড পলিসিতে সেখানে আমরা চলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি এই পরিমাণ বাড়ানোর কথা চিন্তা করেননা বা গভর্ণমেন্টের এই রকম কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমি আগেই বলেছি যে এটা ইন্টারন্যাশান্যাল ট্রেড পলিসি, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এবং পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট সেখানে সেটা করছেন।

মিঃ স্পীকার— নো আদার কোয়েসচান ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম— ৯৪

Shri B. DAS—Hon'ble Speaker Sir, Question No. 94.

Question	Answers
a) Whether one Abdul Khaleque of Padmabil, Dharmanagar was arrested in 1964.	Yes.
b) If so, the charges brought against him.	Subversive activities U/S 11 of the West Bengal Security Act, 1950.
c) Totalnumber of persons arrested in this connection ?	32 persons.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—সাবভর্সিভ অ্যাকটিভিটিজটা কি ধরণের সেটা কি বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি—আণ্ডার সেক্‌শন ১১ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অব্ ১৯৫০

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি সত্য যে তিনি একজন কংগ্রেস সদস্য ?

শ্রীবি, দাস-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু আমাদের জানা আছে, তিনি একজন থিয়েটার পার্টির মেম্বার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি সত্য নয় যে তিনি কংগ্রেসের নাম করে অনেক টাকা পয়সা তুলেছেন ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি থিয়েটার পার্টির একজন মেম্বার হিসাবে সেখানে কাজ করছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— একথা কি সত্য নয় যে তিনি সেখানে একটা পাল্টা সরকার করছেন একথা পত্রিকায় বেরিয়েছে ? এবং সেজন্য তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি একটা থিয়েটার পার্টি করেছিলেন এইটুকুই আমরা জানি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—এই থিয়েটার পার্টি কিভাবে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজএ পরিণত হয় সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন ?

শ্রীবি, দাস – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজ আণ্ডার সেকশন ১১ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি আক্ট ১৯৫০, সেখানে থিয়েটার পার্টির দ্বারাও এই ধরণের সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন, কিংবা এই ধরণের কোন কিছু যদি করে থাকেন সে ভাবেরও হতে পারে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—তারা অ্যাকচুয়েলি কি করেছিল। থিয়েটার পার্টি কি করে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজ'এ পরিণত হল সেটা আমরা জানতে চাই। হোয়াট দে অ্যাকচুয়েলি ডু ? সেটা থিয়েটার, এর ভিতর দিয়ে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটি হল না অন্য কিছু, হোয়েদার দে ডু সামথিং আউটসাইড থিয়েট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটীজ ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজ আণ্ডার সেকশন ১১। এ ধারা অনুযায়ী তিনি সোপর্দ হয়েছেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—ধারার মধ্যে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজ থাকেনা, ধারার মধ্যে কোন কিছু পাটিকুলারাইজ থাকেনা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধারাটাই হচ্ছে সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজের জন্য। আমরা জানতে চাই যে থিয়েট্রিক্যাল পার্টি সেটা কি ধরণের সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটীজ করেছে, হোয়েদার দে কনফাইন দেমসেলভস্ অনলি টু দি থিয়েট্রিক্যাল অপারেশন অব সামথিং এল্‌স, উই ওয়াণ্ট টু নো দ্যাট্ ডেফিনিটলি।

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উপর আমি আগেই দিয়েছি যে উনি এই ধারা অনুযায়ী সোপর্দ হয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি জানাবেন যে উনি যে থিয়েটার করতেন সেই নাটকের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করেছেন, না কাহারও বাড়ী লুটতরাজ করছেন না কংগ্রেসের মাথার বাড়ী দিয়েছেন, কি করেছেন, কি তার অভিযোগ যার ভিত্তিতে তাকে এ, ধারায় কেনা হ'ল সেই অভিযোগটা কি ?

শ্রীবি. দাস—এই ধারায় তিনি সোপর্দ হয়েছেন, এই কথাই বারবার বলছি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—বারবারই আমি জানতে চাচ্ছি যে তার অভিযোগটা কি ? ইচ্ছা যদি হয় বলবেন, না হয় বলবেন না।

শ্রীবি. দাস—এই ধারাঅনুযায়ী তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—ধারার মধ্যে ফ্যাকটস থাকেনা, ধারার মধ্যে অফেন্স থাকে, ফ্যাকটস কনস্টিটিউটিং অফেন্স, ইট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম দি সেকশন ইটসেল্‌ফ। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যদি অবগত না থাকেন তাহলে সেটা অন্য কথা কিন্তু তিনি জেনেও যদি না বলতে চান হাউসের কাছে, আই থিংক ইট ইজ দি প্রিভিলেজ অন দি পার্ট অব্ দি হাউস টু অ্যাণ্ডারস্টেণ্ড দি ফ্যাক্ট কনস্টিটিউটিং দি অফেন্স। দি অফেন্স ইটসেল্‌ফ ইজ লেইড ইন দি সেকশন এণ্ড নট্ ইন দি ফ্যাক্ট।

Mr. Speaker—So far it can be understood, from the questions of the opposition, I think, they want to know specific charges under that section, against the gentleman involved If the Hon'ble Minister wishes to give it, definitely he may say so. If there is any odjection to say it, he may with held.

Shri S. L. Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধারাতে সোপর্দ হওয়ার সাথে সাথে যখন একটা লোককে অভিযুক্ত করা হয় তার সাথে সাথে ফ্যাক্টস ফাইলিং থাকে এবং সেই ফ্যাক্টস অনুসারে এবং সেই ধারা অনুসারে তাকে ধরা হয়েছে।
অতএব ডেফিনিট কি চার্জ আছে সেটা অন অন এ সাডেন বলা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker—They want to know the facts. If the Hon'b'e Minister is not in a position to give reply just in this moment, that may be clearly stated. Yes any other question ?

Shri Hlura Aung Mog :—249.

Shri B Das: —Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 249.

Question	Answer
(a) From which month the Khowai Higher Secondary School has no Headmaster ;	September, 1964.
(b) What are the reasons for not posting any Headmaster for that School ?	Suitable personnel for the post not being readily available.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই হেডমাষ্টার পোষ্টে লোক পাওয়ার জন্য কি বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেওয়া হয়েছে।

শ্রীইসলাম :—বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরেও কি কেউ কোন দরখাস্ত করে নি চাকরীর জন্য ?

শ্রীদাস :—আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেণ্টের রেসপন্সে অ্যাপ্লাই করেছে।

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে অ্যাডভার্টাইজমেণ্টটা কবে করা হয়েছিল ?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেটটা ঠিক আমার মনে নেই, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীইসলাম :—একটা স্কুল সেপ্টেম্বর মাসে তার হেডমাষ্টার গেল আর কবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, মাসটা বলতে পারেন না ?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীইসলাম :—এটার কি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গিয়েছে ?

শ্রীদাস—তাদের ইন্টারভিউ হবে এবং সিলেকশনটাও হবে ইন্টারভিউর পরে।

শ্রীইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে ইন্টারভিউটা কবে হবে ?

শ্রীদাস—আমরা অতি দ্রুতই সেটা করার চেষ্টা করছি

শ্রীইসলাম - ইন্টারভিউর কি এখনও ডেট ফিকস্ আপ করা হয় নি ?

শ্রীদাস—অ্যাপ্লিকেশনগুলি পেয়েছি, সেগুলি স্ক্রুটিন করে দেখা হচ্ছে এবং অতি দ্রুত যাতে আমরা ইন্টারভিউ নিতে পারি সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি

শ্রীইসলাম—যখন নাকি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন কি বিজ্ঞাপনের মধ্যে বলে দেওয়া হয় নি যে কবে ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে ?

শ্রীদাস—সেখানে শুধু অ্যাপ্লিকেশন কবে সাবমিট করবে সেই ডেটটা দেওয়া হয়।

শ্রীইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে অ্যাপ্লিকেশন কবে সাবমিট করবে তার তারিখটা বলতে পারেন কিনা ?

শ্রীদাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমি আগেই বলেছি। সেটা ঠিক এই মূহুর্তে আমি বলতে পারছি না।

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 324.

Sri B. Das:—Hon'ble Speaker, Sir, question No. 324.

Question	Answer
(a) Whether a court case has been instituted under Sec. 279 and 338 of I. P. C. against Gouranga Deb, a driver of Agartala, in connection with a motor accident that took place on 23. 7. 62, seriously injuring Sri Surendra Pal of Agartala;	Yes.
(b) Whether it is a fact that no charge-sheet as yet has been submitted in that case ;	No.
(c) if so, the reasons for the delay ?.	Does not arise.

Mr. Speaker :—Here I would like to say a word Particularly to the opposition members who were giving notices of questions.

The usual rule is when a member giving notice remains absent another member is to be authorised. That is the general rule. In occasional cases the Speaker may allow any other member who is interested. But in this case, I see, not a single member has been authorised by the member given notice. This should not be done in future. I like to draw the attention of the Hon'ble Members on this point.

Now I pass on to the next business. Government Businses Financial. General discussion on Budget for 1965-66. Next business to-day for general discussion on budget for 1965-66 which is continuing. I would now call Sri Birchandra Deb Barma to resume the discussion.

Sri Birchandra Deb Barma :—Unstarred Questions ?

Mr. Speaker :—Unstarred Questions may be laid on the table.
Time allowed will not exceed half an hour.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার এই যে বাজেট আমি বলব যে এটাই সর্বপ্রথম একটা জনপ্রতিনিধিমূলক বিধানসভার দ্বারা তৈরী বাজেট। কেননা এর পূর্ব্বেকার যে বাজেট তাকে বলব একটা আংশিক বাজেট। আফটার দি এমপায়ারী অব দি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার অন থার্টি ফার্ষ্ট মার্চ বিধানসভা আংশিকভাবে সেই বাজেটটা করেছে। কাজেই একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট হিসাবে সর্বপ্রথম এই বাজেট, যে বাজেট ত্রিপুরা বিধানসভা পেশ করল এবং এই সর্ব্বপ্রথম আমরা জনপ্রতিনিধিমূলক যে প্রতিষ্ঠান সেই বিধানসভা, সেই বিধানসভার মারফত আমরা এই বাজেট পাচ্ছি। কাজেই হোয়াটেভার মাইট বি দি ড্র ব্যাক আমি এই হিসাবে বলব যে জনপ্রতিনিধিগণ বিচার বিবেচনা করে যে বাজেট হাউসের সামনে রাখছে সেই বাজেট জনপ্রতিনিধিদের সর্বপ্রথম বাজেট হিসাবে নিশ্চয়ই আমরা দেখব এ সম্পর্কে জনতার যে অধিকার একটা বাজেট প্রণয়ন করবার যে নূতন অধিকার তা আমরা পেয়েছি এবং সেই নূতন অধিকার হিসাবে আমরা এই বাজেটটাকে একটা গতানুগতিক পূর্ব্বেকার যে বাজেট সেটা আমলাতান্ত্রিক বাজেট হত যেটা আমলারা বা ব্যুরোক্রেটিক মেশিনারী যে বাজেট তৈরী করত তার থেকে এই বাজেটকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দেখব। এই বাজেট আলোচনার পূর্ব্বে ত্রিপুরার যেসমস্ত অবস্থা সেই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা ত্রিপুরার অবস্থাকে বাদ দিয়ে তার বাজেট আমরা করতে পারি না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বাজেট তৈরী করব। সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরার যে লোকসংখ্যা সেটা অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত হয়েছে। আমরা ত্রিপুরার লোকসংখ্যার ইনক্রীজ সেটা সরকারী ষ্টেটিসটিক মতে দেখি যে ১৯৫১-১৯৬১ এর যে সেনসাস তার মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে ৭৮.৭১ ইনক্রীজ হয়েছে। অর্থাৎ আগে ছিল ৬,৩৯,০২৯, আর ৬১তে হচ্ছে ১১,৪২,০০৫ এবং সেটা ইনক্রীজ হয়েছে ৭৮.৭১ এ।

এর পরে আমরা জানি বহু উদ্বাস্তু এসেছে এবং আসছে, তার ফলে এই যে ইনক্রীজ এটা আরো বেড়ে গেছে। হয়ত ৯০ পার্সেণ্ট গিয়ে পৌঁছে গেছে, এবং এটা অস্বাভাবিক। অন্যান্য প্রত্যেকটা ষ্টেইটের তুলনায় এইটা অস্বাভাবিক, কারণ ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে ইনক্রীজ দেখানো হয়েছে সেইটা হচ্ছে ৩২.৭৯ ৩২.৭৯ ইনক্রীজ হচ্ছে ৬১ এর সেন্সাস ইনকম্পেরিজন উইথ দি পপুলেশন ফিগার অব ১৯৬১। কাজেই ত্রিপুরার অস্বাভাবিক জনস্ফীতি হয়েছে এবং আমাদের বাজেট প্রণয়নের মধ্যে তা একটা বিরাট প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি করবে এটা স্বাভাবিক। এই দিক দিয়ে এটা দূরিকরণের জন্য আমাদের কি করা দরকার, আমাদের রুলিং পার্টির এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ত্রিপুরায় এই যে লোকস্ফীতি কি করে তার রূপরূপ দেওয়া যায়, এখানকার যে অবস্থা সেই অবস্থায় এই পপুলেশনকে যায়গা এবং থাওয়া দেওয়ার যে এরেঞ্জমেন্ট সেটা করা সম্ভবপর কিনা, এবং অন্তত্র তা করা যদি সম্ভব হয়, তা করা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি। তারপরে ত্রিপুরার যে জিওগ্রাফিকেল পজিশন, এটা সকলেই অবগত আছেন যে তিন দিক থেকেই পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। এর উপর এখানে রেলওয়ে কমিউনিকেশন নাই শুধু এয়ার কমিউনিকেশন আছে এবং আমরা শুনেছি যে এয়ার ফ্লাইট আছে তাও ফ্রম ফাষ্ট এপ্রিল বন্ধ হয়ে যাবে, তার ফলে কি যে হবে, এখানকার এসেনসিয়েল কমোডিটিজ এর প্রাইস এর সঙ্গে কিভাবে বাড়বে সেইটাকে বাড়াবে কতখানি, সেইটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজেই এ সমস্ত জিনিষ চিন্তা করে ত্রিপুরার বাজেট রচনা করা এক গুরুত ব্যাপার এবং জটিল এটা আমাদের মনে রাখা দরকার এবং এই প্রোব্লেম সলভ করার জন্য শুধুমাত্র ষ্টেইট গভর্ণমেণ্টই দায়ী হবে না সেণ্ট্রেল গভর্ণমেণ্ট এবং এই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার, কেননা এটা হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার । এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় আনার চিন্তা করা, বিশেষ করে এই ইউনিয়ান টেরিটরিটাকে এই সমস্ত প্রোব্লেম ফেইস করা কতখানি কঠিন সেইটা বিশেষ করে চিন্তা করার বিষয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান বাজেট সম্পর্কে যদি আলোচনা করা যায় তা হলে আমাদের বলতে হবে এই বাজেট ১৫ কোটী টাকার মত হচ্ছে আমাদের এক্সপেণ্ডিচার এবং ৮৭ লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের ইনকাম। with this big deficit we are to rely on the Centrrl Government কাজেই ত্রিপুরার যে resource তা কি করে বাড়ানো যায়, ইনকাম কি করে বাড়ানো যায় এই দিকে আমাদের চিন্তা করা দরকার। আবার চিন্তা করা দরকার যে ইনকাম বাড়ানোর জন্য জনসাধারণের উপর কোনরকম অত্যধিক চাপ না দিয়ে ত্রিপুরার যে রিসোর্স আছে তা utilise করা যায় কিনা চিন্তা করতে হবে । ইণ্ডাস্ট্রিজ করে ত্রিপুরার ইনকাম বাড়ানো যায় কি না চিন্তা করে দেখতে হবে। এখানকার যে সমস্ত এগ্রিকালচারেল লেণ্ড আছে, অথচ তার যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে — Flood and want of proper irrigation সেইটার ব্যবস্থা করে এখানকার agricultural land এর আউটপুট বা প্রডাকশন আরো বাড়ানো যায় কিনা এই দিক থেকে চিন্তা করতে হবে। ত্রিপুরার জনসাধারণ আর অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আছে, তারপর তাদের উপর আরো টেক্সেসন, এমি নিউ টেক্সেশন করা অন্যায় হবে। অতএব রেভিনিউ রেইটস সম্পর্কে আমি বলব যে রেভিনিউ রেইটস্ যেটা এখানে বাড়ান হয়েছে সেটা এনহেন্সড রেভিনিউ ল এবং আমি আগেও বলেছি রুলস্ বা একট এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা না ফলো করেই সেই রেভিনিউ রেইটস বাড়ানো হয়েছে। কাজেই আইন সঙ্গত উপায়ে, ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর চাপ বৃদ্ধি না করে আমাদের ত্রিপুরার রেভিনিউ বাড়াতে পারি কিনা সেটা আমাদের চিন্তা করা উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রেভিনিউ সাইডে আমি দেখি, ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেদিক, ১৯৬৫ এর রিভাইজড্ এষ্টিমেইট্ এ ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার দাঁড়াচ্ছে, রিভাইজ্‌ড এবং বর্তমান বাজেটেও আমাদের ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে বড় হেড্ এবং তার উপর অন্যান্য টেক্সেশন, এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্স এগ্রিকালচার ইন্‌কাম ট্যাক্স, ট্যাক্স অন ভেহিকলস' এক্সাইজ টেক্স এইগুলি, সবগুলি নিয়ে আমাদের ৪০ লক্ষ ২০ হাজার হচ্ছে এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে আল্‌টিমেটলি ৮৭ লক্ষ ৩ হাজার হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ। কাজেই রেভিনিউ বাড়ানোর দিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে গেলে আমি বলব যে ত্রিপুরাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজড করা দরকার এবং এখানকার raw meterials যা আছে সেইগুলি আমরা finished products এ পরিণত করতে পারি কি না এবং সেইগুলি প্রডাকশন করে সেইগুলি বিক্রি কৃত প্রসিডস্ দ্বারা ত্রিপুরার রেভিনিউ বাড়াতে পারি কিনা সেই দিকে আমাদের চিন্তা করা দরকার। আমরা জানি এখানকার যে সমস্ত raw materials রয়েছে সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে utilise হচ্ছে না। একানকার যে সমস্ত pineapple আছে, এক্সপোর্ট এর অভাবে তা নষ্ট হযে যায়। আমি জানি এখানকার যে ছাতার বাঁট, হোল ইণ্ডিয়াতে এখানকার ছাতার বাঁট আমব্রেলা হেণ্ডল্ এটা ত্রিপুরার একচেটিয়া ব্যবসা হতে পারে ; এইগুলি আমাদের ত্রিপুরায় মেনুফেক্‌চার করে সমস্ত ভারতবর্ষে চালান দেওয়া চলে, এখান থেকে নিয়েই কলকাতার বাজারে সেইগুলি বিক্রি হয়। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা নিজেরা যদি ইনিসিয়েটিভ্ নেই আমি মনে করি এই ব্যাপারে আমাদের রেভিনিউ বাড়তে পারে। তারপর আরো সব ব্যাপার রয়েছে, এখানে কেসিওনাট চাষের একটা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু আমরা জানি এখানে চাষীরা কাজু বাদাম করছেন, কিন্তু তার প্রসেসিং এর অভাবে সেইগুনি নষ্ট হয়ে যায়। কাজু বাদাম বিক্রি করে সেই বিক্রিলব্ধ টাকায় যেখানে রেভিনিউ বাড়ানো যায় সেখানে কাজু বাদামের প্রসেসিং এর কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। কাজেই কাজু বাদাম করলেই হবে না কাজু বাদামের চাহিদা বাড়াতে ও তাকে ফিনিস্‌ড প্রডাক্টস এ পরিণত করতে হবে। তার জন্য প্রসেসিং এবং তার যে সমস্ত মেসিনারী সেইগুলি দরকার। কাজেই আমাদের রেভিনিউ বাড়ানোর দিক থেকে এখানকার যে সমস্ত raw meterials আছে সেই মেটেরিয়েলসগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার। এবং সেইদিক দিয়ে দেখে আমাদের ত্রিপুরার যে রেভিনিউ, আমি মনে করি, সেটা আমরা বাড়াতে পারি। পরবর্তী সময়ে এক্সপেণ্ডিচার আলোচনায় আমি দেখাব যে আমাদের বহু টাকা, কেবল এখানকার চাউল খরিদ করতেই ব্যয় হয়। আমাদের এককোটী ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা কেবল চাউল খরিদ করবার জন্য আমাদের খরচ করতে হচ্ছে এবং এখানকার লোকাল পারচেজ দেখানো হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা total one crore 79 lakhs 77 thousand এককোটি ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা আমাদের খরচ করতে হচ্ছে। কাজেই একটা বিরাট

এমাউণ্ট এর চাউল আমাদের বাহির থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমাদের এখানকার লোকাল যে প্রডাকশন সেইটা কি করে ইনক্রিজ করা যায় সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং আমি মনে করি ফ্লাডের জন্য আমাদের এখানকার যে কোয়ানটিটি অফ প্যাডি নষ্ট হয়ে যায় আমরা যদি সেই ফ্লাড প্রটেকশন ঠিকমত করতে পারি তা হলে এখানকার যে প্যাডি তার ইনক্রিজ আমরা অনেক বেশী করতে পারব। কাজেই ফ্লাড প্রটেকশন মেজার যেটা, তার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে, আমি মনে করি বিশেষ ভাবে এই দিকে নজর দেওয়া দরকার যা করে আমরা এই সমস্ত ফ্লাডের হাত থেকে আমাদের যে প্যাডি আছে সেইগুলি রক্ষা করতে পারি। অধিক শস্য ফলনের জন্য আমাদের যে গ্রো মোর ফুড স্কিম আছে. তাকে যাতে ইউটিলাইজ করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমি প্রথমতঃ ফ্লাড প্রটেকশন মেজার হিসাবে বলছি যে নদীগুলি তার খেয়ালখুশীমত বন্যায় আমাদের ফসল নষ্ট করছে, সেগুলি যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চ্যানালাইজ করতে পারি তাহলে আমরা ত্রিপুরার অনেক উন্নতি করতে পারব। এখানে যে পরিমাণ জল বর্ষাকালে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি করছে সেই জলটাকে যদি আমরা কণ্ট্রোল করতে পারি তাহলে একদিকে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে পারি, আরেকদিকে ফ্লাডের যে ভিড়িক সেটাকে রোধ করতে পারি। কাজেই ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে দরকার নদী পরিকল্পনা—ফ্লাড প্রটেকশন মেজার সেটা বিশেষ ভাবে করা দরকার, কি করে বাড়তি জলটাকে—বর্ষাকালের বাড়তি জলটাকে কি করে আমরা রক্ষা করতে পারি, যাতে বাড়তি জলটা বন্যার আকারে দেখা দিয়ে আমাদের যে সমস্ত জমি আছে সে জমি নষ্ট করতে না পারে এবং সেটাকে রক্ষা করে সময়মত শীতকালে যখন ইরিগেশনের দরকার তখন সেই ইরিগেশন' এর জন্য ব্যবহার করতে পারি। এই হিসাবে স্মল ইরিগেশন স্কীমে কিছু টাকা দেখানো হয়েছে, আমি জানিনা এতে ফ্লাড প্রটেকশনের কোন রকম কিছু হবে কিনা, দিক আর অল স্মল ইরিগেশন স্কীম, এতে, ফ্লাড প্রটেকশনের কাজ হবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। স্মল ইরিগেশন স্কীমে নীয়ার এবাউট ৪ লাখস্ ৯ থাউজেণ্ড ফর স্মল ইরিগেশন, এম্ব্যাকমেণ্ট, ড্রেনেজ ওয়ার্কস 'এর জন্য রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এই যে স্মল ইরিগেশন স্কীম সেটা কিভাবে কার্যাকরী করা যায় সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার; বিশেষ ভাবে এখানকার এগ্রিকালচার এর ব্যাপারে যদি আমরা দেখি. আমাদের এখানকার প্যাডি প্রডাকশন বাড়াতে গেলে ইরিগেশন স্কীম দরকার এবং তার সাথে সাথে ফ্লাড প্রটেকশন স্কীম এই দুইটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার. এই দুইটিকে যদি আমরা গুরুত্ব না দেই, তাহলে পরে আমরা যত কিছুই করি. যত ডেমনেষ্ট্রেশন করি; ডেমনেষ্ট্রেশন মডেল ফার্মিং, তারপর অনেক কিছু ডেমনেষ্ট্রেশন স্কীম এবং তার জন্য টাকাও ধার্য্য আছে. কিন্তু আমার মনে হয় এই ডেমনেষ্ট্রেশন স্কীম এইসব কোন কিছুতেই আমরা অগ্রসর হতে পারবনা যদিনা ফ্লাড প্রটেকশন মেজার স্কীম এবং ইরিগেশন সম্পর্কে আমরা অবহিত না থাকি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

যে এক্সপেণ্ডিচার রয়েছে এই এক্সপেণ্ডিচার আমি প্রথমে বিগ হেডে যদি ধরে নেই, তাহলে দেখতে পাব কোন কোন খাতে বাড়ানো হয়েছে; যেমন পুলিশ এক্সপেণ্ডিচার ১,৪৯,৩৩,৫০০, গভর্ণমেণ্ট ট্রেডিং অর্থাৎ চাউল প্রকিউরমেণ্ট ১,৭৯,৭৭,০০০ তারপর এডুকেশন 'এ আছে ২,৪৫,৪৮,০০০, পি, ডব্লু, ডি—রোড ২,৫৫,৬১,৩০০ পি ডব্লু. ডি,—বিল্ডিং ২,০১'৪৫,০০০ অর্থাৎ এইযে ১০,৩১,৬৬, ৮০০ টাকা এই পাঁচটি হেডেই যাচ্ছে, নিয়ার অ্যাবাউট ১১ ক্রোরস অব রুপীজ আমাদের এই পাঁচটি হেডে যাচ্ছে এবং তারপর জেনারেল অ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশন অর্থাৎ ষ্টাফ প্যাটার্ণ রক্ষা করতে আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট ২ ক্রোড়স অব রুপীজ ষ্টাফ প্যাটার্ণ রক্ষা করতে যায়, মাত্র ১৩ কোটি আউট অব ১৫ ক্রোরস, নিয়ার অ্যাবাউট ১৩ ক্রোরস্ অর মোর—কেননা যে সমস্ত ডেভেলাপমেণ্ট ওয়র্ক আছে তার সঙ্গেও ষ্টাফ প্যাটার্ণ আছে সেটা ধরলে আরও বেশী যাবে, কাজেই আমার মনে হয় নিয়ার অ্যাবাউট ১৪ ক্রোরস 'এর মত এই খাতেই চলে যাবে।

ষ্টাফ প্যাটার্ণ মেইনটেইন করার জন্য আর বিগ হেডিং তার মধ্যে ১৪ ক্রোরস চলে যাবে আর ১ কোটি অন্যান্য ব্যাপারে ফর আদার ডেভেলাপমেণ্ট ওয়র্কস আছে তাতে ব্যয়িত হবে। এখন বলতে পারেন পি, ডব্লু, ডি, বিল্ডিং—এগুলিকি ডেভেলাপমেণ্ট ওয়র্কস্ নয়? কিন্তু পি, ডব্লু, ডি'র বিল্ডিংস অনেকটা গভর্ণমেণ্ট কনষ্ট্রাকশনএর উপর ব্যয়িত হচ্ছে কনষ্ট্রাকশন অব অফিসেস কনষ্ট্রাকশন অব ষ্টাফ কোয়ার্টার্স এইগুলিতে ব্যয়িত হচ্ছে। অবশ্য সেগুলির নেসাসিটি নেই সেকথা আমি বলছিনা, অ্যাকচুয়েলী ডেভেলাপমেণ্ট বলতে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ওয়র্কস উন্নয়ন ব্যাপার বলতে যা বুঝায় তার জন্য নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান ক্রোড়স অব রুপীজ খরচ হচ্ছে আর ১৪ কোটী টাকার মত খরচ হচ্ছে বিগ আই-টেম'এ, যে সমস্ত স্টাফ এষ্টাব্লিসড্ রয়েছে প্যাটার্ণ মেইটেন করতে আমাদের সমস্ত খরচ হচ্ছে। তারপর যে সমস্ত ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্কসে আমরা ব্যয় করছি সাধারনতঃ যদি দেখি ইণ্ডাষ্ট্রি হেডে আমরা ২১,০৩,২০০ টাকা ব্যয় করছি, আমাদের রিটার্ণ হচ্ছে ৩,০০০০০ টাকার রেভিনিউ; আমরা সেখান থেকে ইনডাষ্ট্রিয়েল যে ওয়ার্ক তার থেকে পাচ্ছি রিটার্ণ থ্রী লাখস অব রুপীজ। ইণ্ডাষ্ট্রি হেডে যে টাকা খরচ হচ্ছে, আমি প্রথমে বলব সেটা ট্রেনিং 'এর জন্য ব্যয় হচ্ছে, ট্রেনিং কাম প্রডাকশন সেণ্টার সেখান থেকে যে প্রডাকশন হয়, তার যে রেভিনিউ আমরা পাই সেটা হচ্ছে তিন লক্ষ টাকার মত। এখন এই যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং এই যে ট্রেনিং দেওয়ার ফলে ট্রেনিদের কর্ম্মসংস্থান হচ্ছে কিনা অ্যাকচুয়েলি, সেটা খবর নিয়ে দেখা দরকার। অরুনধুতীনগরে আমরা দেখছি যে ৮১ জন এপ্লয়ীজ তারা কাজ করত, তাদের রিট্রেন্স করা হয়েছে, তাদের সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে যারা সত্যিকারের কাজ করে তাদের অবস্থা, ট্রেনিং দিয়ে আমরা যাদের আনছি, যারা ট্রেনিং দিচ্ছে তারা পরবর্ত্তী সময়ে কি করছে, তারা কোন এমপ্লয়মেণ্ট পাচ্ছে কিনা—নিজেরা এমপ্লয়েড হতে পারছে কি পারছেনা সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অবহিত কিনা? আমি বলি যে নিজে কোন ইণ্ডাষ্ট্রির গড়বার মত তাদের কোনরকম রিসোর্স নাই, কাজেই তারা কোনরকম ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারেনা,

আমি জানি এখানকার কতগুলি ট্রাইব্যাল ছেলেকে মনিপুর, ' এ ফর উইভিং ইণ্ডাষ্ট্রি শিখার জন্য পাঠান হয়েছিল, তারা সেখান থেকে শিখে এসেছে, তারা শিখে এসে দেখল যে এখানে নো স্কোপ, নো রুম ভেকেণ্ট ফর দেম ; তারা এখন আনএমপ্লয়েড হিসাবে আছে এবং শুধু তাদের কথাই নয় আরও অনেক যে সমস্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত—যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছে তাদের বেলায়ও একথাটা খাটে। কাজেই আমি বলছি যে আমদের ইণ্ডাষ্ট্রিতে ট্রেনিং দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এদের কাজে প্রভাইড্ করার মত স্কোপ আমরা না করতে পারি, তার জন্য ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমাদের ইন্‌কাম—যেটা রেভিনিউ সেটা আমরা বাড়াতে পারব না এবং যে ম্যান পাওয়ার যাদের আমরা ট্রেণ্ড করে আনছি তাদের আমরা উপযুক্ত সুযোগ দিতে পারবনা। কাজেই ম্যান পাওয়ার যেটা সেটা অপচয় হয়ে যাচ্ছে তাকে কোনরকম কাজে আমরা পাচ্ছি না। এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমি বলছি যে অ্যাগ্রিকালচার—যদি আমরা ইরি-গেশন এবং ফ্লাড প্রটেকশন যে মেজার এই দুইটাকে যদি ঠিকমত কাযকরী করতে না পারি, তাহলে যত টাকাই আমরা খরচ করিনা কেন, ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা আমরা খরচ করছি, এগুলি অনেকটা সোর ব্যাপার হ'য়ে থাকবে; এর দ্বারা প্রকৃতভাবে এখানকার কৃষিজাত যে পণ্য সেটাকে বৃদ্ধি করতে পারবনা যদিনা আমরা ত্রিপুরাকে এই বন্যার প্রকোপ থেকে অনাবৃষ্টির প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারি। কাজেই আমার কথা হচ্ছে এই কতগুলি শো বা ডেমেনষ্ট্রেশন মডেল আমরা খাড়া করতে পারি, টাকাও খরচ করতে পারি তার জন্য আমরা লোক—স্টাফ প্যাটার্ণ নিযুক্ত করতে পারি কিন্তু তার দ্বারা দেশের সত্যিকারের কোন উপকার হবে না। এডুকেশন সম্পর্কে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা পাইলট প্রজেক্ট স্কীম আমরা চালু করেছিলাম কমলপুরে তার যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ছবি ফুটে উঠেছে, কি জন্যে লোক লেখা পড়া শিখতে পারেনা। তাদের যে কি অভাব-অভিযোগ, সেই স্কীমের রিপোর্ট থেকে আমরা পাই। তারা সেখানে বলেছে যে প্রথম যখন তারা গেল তখন দেখল যে ২,৭০০ ছেলে লেখা পড়া শিখতে পারছে না ; তাদের কি কারণ, না অভাব হচ্ছে তাদের মস্ত বড় কারণ, সার্ভিস ইউটিলাইজ ইন আর্নিং এই হচ্ছে আরেকটা কারণ, আরেকটি কারণ এনগেইজ্‌ড ইন হাউজ ওয়ার্ক সেটা একটা মস্ত বড কারণ। তারপর তারা ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড অর্ সীক্, আনস্যাট্রয়েব্‌ল কমিউনিকেশন, লঙ্ ডিষ্টেন্স ফ্রম স্কুল এণ্ড আদার রীজন্স, এইসব কারণে একটা বিরাট সংখ্যক ছেলে মেয়ে পড়তে পারেনা. তারা নিজেরা হাউস টু হাউস গিয়ে ক্যাম্পেইন করেছে, আরও ছেলে আনবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা সত্বেও যে ফিগার হ'ল সেটা ১৯৫৯-৬০ ছিল ২,৭২৩ জন ছেলেকে তারা, যারা লেখাপড়া শিখছেনা নাম্বার ছিল। ডোর্ টু ডোর্ ষ্টেপ নিয়ে তারা দেখল ১৯৬০-৬১এ ১,৯৬৯ জন ছেলেকে তারা নিয়ে আসতে পারলন' এবং লাষ্ট ইয়ার যেটা ১৯৬১-৬২ তাতেও ১,২৬১ জন ছেলেকে নিয়ে আসতে পারলনা এবং তার

মধ্যে দরিদ্রই হচ্ছে মস্ত বড় একটা ফ্যাক্টর....

ছেলেদিগকে লেখাপড়ার কাজে, সাংসারিক কাজে নিযুক্ত করতে হয়, তা একটা মস্তবড় ফ্যাক্টর। তাঁরা বলেছেন যে আমরা ঘুরে ঘুরে উপজাতি কাউকে আমরা নিয়ে আসতে পারলাম না। তারপর জুম কালটিভেশনে যারা অ্যাকাস্‌টমড তাদের সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন যে—it is another kind of problem that was faced in proposing schools in some arears. This is in cases of jum cultivation. They donot live in a place for more than three or four years, It cannot be known in advance when they will desert a place and where they will re-settle. It is a peculiar case and hence it will have to be dealt with very carefully.

(At this stage the red light was lit)

Only 10 minutes, Sir,

তারপর তাঁরা একটা রিপোর্ট দিয়েছে যেটাতে তাঁরা বলেছে স্টাডিজ ইন ওয়েস্টেজ অ্যাণ্ড স্ট্যাগনেশন। বহু ছেলে প্রাইমারী স্টেজ থেকে আপার স্টেজে যখন যায় তখন তারা বাদ পড়ে যায়। এই সমস্ত স্ট্যাগনেশান বা ওয়েস্টেজ এটা স্টাডি করা দরকার। present volume of wastage and stagnation causes a problem of the development of the education. Education in the primary stage. Studies may show that less than 50% of the students enrolling class I reach Class V of primary stage এবং এইভাবে প্রত্যেক প্রায়ার এডুকেশনের সংগে সংগে একটা বিরাট সংখ্যক ওয়েস্টেজ অ্যাণ্ড স্ট্যাগনেশন হয়ে যাচ্ছে। এগুলি স্টাডি করে এখানকার যে পিকিউলিয়ার পজিশন সেটা রিমুভ করা দরকার। বেসিক যে এডুকেশন এই সম্পর্কে কমিশনার অব সিডিউল্ড কাস্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এর যে রিকমেণ্ডেশন ফর দি ইয়ার ৬২-৬৩ তাঁরা বলেছেন যে বেসিক এডুকেশন সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে হোয়েদার ইট স্যুটস। A large number of schools run in tribal areas of basic types and crafts which are taught in these schools are such that they will not be fitting with the economy of these areas. It is, therefore, suggestedthat care should be taken to ensure that craft taught in the schools are related to the daily life of the tribal people and to the economy of the area. সেখানকার তারা যে ধরণের ডেইলী লাইফ, যে ধরণের ক্রাফটের সঙ্গে পরিচিত সেই ধরণের ক্রাফট যদি তাদের শেখানো হয় তাহলে তারা সেই ক্রাফটাকে শিখে নিতে পারবে। কিন্তু যদি অন্য ধরণের ক্রাফট তাকে শেখানো হয়, তার দ্বারা এই বেসিক এডুকেশনের ইউটিলিটি তাদের মধ্যে হবে না, তাঁরা বলেছেন যে কেয়ার নিতে হবে তারা যে ধরণের ক্রাফটে অভ্যস্ত তাদের সেই ধরণের ক্রাফটের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো যায় কিনা সেজন্য তাদের কেয়ার নিতে হবে। তারপর এজ

রিগার্ড রিক্রুটিং অব টিচার্স সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন 'as far as possible attempt should be made to recruit teachers from amongst the tribal comunity themselves. Tribal women should be encouraged to work as teachers in tribal areas. কাজেই proper orientation course for non-tribal teachers should be systematically organised and through monitary price they should be encouraged to learn Education at the primary stage becomes a mockery where teacher has no knowledge of the language spoken by the people.

কাজেই এখানে প্রথম বলেছেন যে ট্রাইবেল কমিউনিটি থেকে এজ ফার এজ পসিব্‌ল আমাদের শিক্ষক নিতে হবে। ট্রাইবেল ওমেনদের মধ্য থেকে শিক্ষক সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের এনকারেজ করতে হবে এবং যদি এই এডুকেশন থ্রু দেয়ার মাদার টাঙ ইম্পার্ট করা না হয় তাহলে দিস এডুকেশন উইল বি এ মকারী। প্রাইমারী স্টেজের যে এডুকেশন that must be imparted through the mother tongue of the tribal students. Otherwise their education would be a mockery. It is not my remark ; it is the remark of the Commissioner for Schedule Caste and Scheduled Tribes. কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান বাজেটে এডুকেশন সম্পর্কে যে টাকা রাখা হয়েছে এটা ভাল বিষয়। আমি বলব যে এটাকে আরো ভালভাবে বিচার করে, ট্রাইবেল লাইফ সম্পর্কে বিচার করে দেখা উচিত এবং লাষ্ট আমি আর একটা কথা বলব যে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক, টি, ডি, ব্লক কতগুলি করা হয়েছে। এই টি, ডি, ব্লক সম্পর্কে যে অব্‌জারভেশন এটা অবশ্যি আমাদের আর এক সদস্য মাননীয় বল্‌ কুকী এখানে বলে গেছেন সেটা একটা study of the tribal development scheme intiated under 3rd Five Year Plan তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছে এবং সেই রিপোর্টটা দেখা যায় যে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকের কাজগুলো সম্পর্কে কিভাবে হচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে যে 'nearly 70% of the tribal development block budget is spent on constructional scheme and out of this about 50% goes to non-tribals, the study reveals. তারপর তাঁরা বলেছেন যে টি, ডি, ব্লকগুলিতে যে সমস্ত স্কীম দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত স্কীম ইনডিভিজুয়াল স্কীম ইনভলভড ইন অ্যাডভান্সড অ্যারিয়াজ হ্যাজ বীন অ্যাপ্লাইড টু দি ট্রাইবেল পিপ্‌ল ইন ট্রাইবেল অ্যারিয়া। কাজেই ট্রাইবেল ব্লকগুলি কিভাবে করতে হবে সেই সম্পর্কে কমিশনার্স ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস অ্যাণ্ড সিডিউল্ড কাষ্ট বলেছেন যে আগে একটা সার্ভে করে নিতে হবে। এটা সার্ভের পর ডেভেলাপ্‌মেণ্ট স্কীমগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু ঠিক এই ধরণের সার্ভে ত্রিপুরার কোথাও করা হয় না। কতগুলি ব্লক যেটা সি, ডি ব্লক ছিল আমি জানি সেগুলি হঠাৎ টি, ডি, ব্লকে পরিণত করা হল। কিন্তু তার যে অবস্থা সেই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে অমরপুরে যে সি, ডি, ব্লক ছিল তাতে এক

সময়ে ছিল ট্রাইবেল পপুলেশন। আজকে দেখা যায় সেখানে ট্রাইবেল পিপল্ তারা সংখ্যায় খুব কমে গেছে। কাঞ্চনপুর যে ট্রাইবেলস ব্লক আছে সেই ট্রাইবেলস ; দে আর গোয়িং এলসহোয়ার। কাজেই majority of the benefits of this tribal area are going to be utilised by the non-tribale people. এটাই এখানকার কমিশনার ফর দি সিডিউল্ড কাস্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস বলে গেলেন।

Mr Speaker :—I am sorry. The time allowed is over.

Sri Birchandra Deb Barma :—Over ? One minute

তাঁরা বলেছেন যে মেজরিটি অব দি বেনিফিট্স—'It has been noticed that in several blocks the benefit of the scheme has been derived by non-tribals or by well to-do section of the tribal people. The benefits of some of the schemes are mailny derived by well to do section of population. Though financial and physical targets are said to have been achieved, the trend of development has been in one direction, the advanced people simply are getting more and more benefit of the welfare scheme than the people who need help and guidance most কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনা করেই আমাদের দেখা উচিত যে একচুয়ালী যে টাকাটা আমরা সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে নিয়ে আসছি উই আর গোয়িং টু স্পেণ্ড ইট ফর দি রিয়েল বেনিফিট অব দি পিপল্। সেটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব এই টাকাগুলি আমরা অপচয় করছি in the name of giving benefit to the people and thereby really needy people are not getting any benefit out the huge amount of money spent in our budget. কাজেই আমি বলতে চাই প্রপার ইউটিলাইজেশন অব দি মানি। টাকা বাড়ানোর কোন কোয়েশ্চান এরাইজ করে না। প্রপার ইউটিলাইজেশন অব দি মানি যাতে হয় সেটা আমি চাই। আমি চাই যাতে not a single farthing of the budgeted money will go in wastage will go for the benefit of those who do not need such benefit and actually needy people get the real benefit কাজেই এই বলেই আমি এই সমস্ত বিষয়ে রুলিং পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাজেট সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : —I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৫-৬৬ সনের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সমর্থন করছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় বাজেটটার যে আলোচনা করলেন এবং তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বাজেটটার যে আলোচনা করলেন তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ বাজেট নিয়ে বিরোধী দলের কোন কোন মাননীয় সদস্য এমন সব আলোচনা করেছেন, বাজেটের হেড্ নিয়ে গালাগালি, ব্যক্তিগত আক্রমণ ইত্যাদি করেছেন। যা হউক সেইগুলি আমি উল্লেখ করব না।

বিরোধী দলের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে বাজেটটা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক, এই রকম উক্তি আমরা দেখেছি যে বাজেটটা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক, কেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক তা বুঝতে পারছি না কারণ বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ ধরা হয়েছে তা মোটেই অপ্রচুর নয় বরং এতো প্রচুর যে আমাদের এই বাজেটের টাকা খরচ করতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নতুবা আমরা যদি খরচের ব্যাপারে একটু সতর্ক না হই তা হলে আমাদের অন্য দিক দিয়ে তার একটা রি-একশন আসতে পারে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে, একটা ইনফ্লেশন এর টেণ্ডেন্সি গ্রো করতে পারে। সেইজন্য বাজেটে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ রাখা হয়েছে সেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ আমরা খরচ করবার সময়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা বিষয় মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় উল্লেখ করেছেন, বক্তৃতার মাধ্যমে একটু উল্লেখ করে গেছেন সেইটা হল আজকে একটা গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেছে। ত্রিপুরায় বিমানে মাল পরিবহন সম্পর্কে একটা গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন আজকে ত্রিপুরা হয়েছে, যেটা কোনদিন হয় নাই। আই, এ, সি, আমাদেরকে নোটিশ দিয়েছে যে পয়লা এপ্রিল থেকে তারা সমস্ত বিমান সার্ভিস তারা বন্ধ করে দেবে, কোন মাল আর বিমানে আনা যাবে না।

এটা ত্রিপুরার পক্ষে একটা অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা। আমি গত বার বাজেট বক্তৃতায় এই পরিবহন সম্পর্কে বলেছিলাম যে আই, এ, সি, এর সঙ্গে একটা বুঝাপড়া আমাদের করা উচিৎ, পেসেঞ্জার সার্ভিসের দিক থেকেও দর বাড়াচ্ছে, ভাড়া বাড়াচ্ছে, মালের ভাড়া বাড়াচ্ছে, তখন বন্ধ করার প্রশ্ন উঠেনি, কিন্তু ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছিল আগে পরে, আবার সার্ভিসও কমে যাচ্ছিল, সেই দিক থেকে আমি গতবারের বাজেটে বলেছিলাম যে আই, এ সি, এর সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করা উচিৎ। কিন্তু আজকে আই, এ, সি, আমাদেরকে এমন একটা অবস্থায় ফেলে দিয়েছে যে তার একটা সমাধান অবিলম্বে না করলে আমরা হয়ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা পাব না এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। তাই আমি মনে করি—তাছাড়া আর একটি বিষয় যে এই আমাদের যে বিমান পরিবহনেরও সমস্যাটা, আই, এ, সি, যে সমস্যা ক্রিয়েট করছিলেন দিনের পর দিন তার সম্পর্কে আমাদের কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন সর্বভারতীয় নেতা এখানে এসেছিলেন তিনি সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গেছেন এবং তিনি আমাদের অসুবিধাটা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে গেছেন। এইটা আমি আশা করি এখন আমাদের মন্ত্রীগণ তাঁর সাহায্যে এই সমস্যার একটা সমাধান করবেন যাতে আই, এ, সি, এর সঙ্গে সব দিক দিয়ে একটা বুঝাপড়া হয়ে যায়। আমি আশা করব যে আমাদের মন্ত্রীরা অবিলম্বে সেইদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে দিল্লী গিয়ে তার একটা সমাধান করে আসবেন। নতুবা আমাদের অবস্থা আরো গুরুতর খারাপ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নাই, বহু কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাবে, আন এম্পলয়মেণ্ট বাড়বে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিষয়েও আমরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে যাব, তাতে হুহু করে দর আরো বেড়ে যাবে, তখন আমরা জিনিষ পত্র কিনতে পারবনা এবং সেইদিকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবার আমি বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করব। বাজেটের আয়ের দিকটা মোটামুটি মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় কিছু বলেছেন। কিন্তু তিনি বিস্তৃত ভাবে সেই আলোচনা করেন নাই, আমি আয়ের দিকটা আরো একটু আলো-

চনা করব। আমাদের আয় এবার দেখা যাচ্ছে ৮৭ লক্ষ টাকা। গতবার আমাদের সামনে যে বাজেট পেশ করেছিলেন তাতে আয় ছিল ৭৮ লক্ষ। নয় মাসের বাজেট আমরা যেটা পেশ করেছিলাম তার আয় ৭৮ লক্ষ টাকা। এইবার বার মাসের বাজেট তাতে আয় ৮৭ লক্ষ টাকা। তাই আয়ের দিক থেকে অমরা এগুতে তো পারি নাই বরং একটু পিছিয়ে গেছি। এই যে অবস্থা সেইটা কিন্তু মোটেই সুলক্ষণ নয়। আমাদের খরচ যেমন করতে হবে আয়ের দিকটা ও আমাদের যাতে বাড়ে সেইদিকে লক্ষ্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাজেটের বড় রকম আয় সমস্ত ষ্টেইটে রেভিনিউ একটা বিশেষ স্থান দখল করে থাকে, সেইটা হল লেণ্ড রেভিনিউ প্রত্যেক ষ্টেইটে। কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে লেণ্ড রেভিনিউ যা কালেকশণ হচ্ছে, এসটিমেইট বাজেটে দেখা যাচ্ছে ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার। আর এই লেণ্ড রেভিনিউ এর ব্যাপারে খরচ হচ্ছে ২৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত। আমি খরচ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করছি না কারন খরচটা হবে আমাদের যে সার্ভে সেটলমেণ্ট প্রভৃতি জরীপ কার্য্য চলছে তাতে খরচ হবে স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে খরচ সেইটা এতো বেশী যে আয়ের চেয়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত বেশী। এই খরচটা আমরা কতদিন এলাউ করতে পারি, কতদিন আমরা এলাউ করব সেইটা হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। আমাদের বেশী দিন সেইটা এলাউ করা উচিত নয় কারন আমাদের যে জরিফ কার্য্য সেইটা যত সত্বর সম্ভব শেষ করে অবিলম্বে আমাদের লেণ্ড রেভিনিউর দিকটা বাড়ানো যায় তার জন্য প্রয়োজন হলে লেণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের কাজকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট স্পিচে একটা কথা স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে জরিপ ও বন্দবস্তের কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই এই কথাটা তিনি স্বীকার করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তার পক্ষে কতগুলি কারন দেখিয়েছেন যে কারনগুলি অবশ্য সত্যি এবং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আর একটা দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে যাতে, সাধারণতঃ হয় কি এই সমস্ত অস্থায়ী ডিপার্টমেণ্টগুলি যদি খুব ভাল করে এই সব ডিপার্টমেণ্ট এর সুপার্ভিশন না করা যায় তা হলে এরা যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব এটাকে লিঙ্গার করার চেষ্টা করে, যেমন নাকি আমাদের পুনর্বাসন ডিপার্টমেণ্ট করেছিল। এমন অবস্থা হল যে যতদিন সম্ভব ডিপার্টমেণ্ট তো রইলোই তৎপর দেখা গেল যে সুষ্ঠ পুনর্বাসন হয় নাই, এমন একটা অবস্থা হয়। সেইদিক থেকে যদি লিঙ্গার করতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর এই ডিপার্টমেণ্ট এর সম্বন্ধে আর একটা দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ভেসটেড ইণ্টারেষ্ট গ্রো করে না যায়। ডিপার্টমেণ্টকে আরো বেশী দিন স্থায়ী করে রাখবার জন্য বা এই পরিমান খরচটাকে বেশী করে স্থায়ী রাখার জন্য কোন ভেসটেড ইণ্টারেষ্ট— অবশ্য গ্রো করছে আমি বলছি না, সেটা যাতে গ্রো না করে সেদিকে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর একটা কথা হল এই ডিপার্টমেণ্টে, এই সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে আমাদের অনেক ডেপুটেশণ কর্মচারী আছেন, ডেপুটেশনিষ্ট আজকে এমন কি উচ্চ পদ থেকে নিম্ন পদ পর্য্যন্ত বহু ডেপুটেশনিষ্ট আছেন। আজকে সার্ভে সেটলমেণ্ট এর কাজ এমন একটা পর্য্যায়ে এসে গেছে যে ষ্টেইজে আসার পরে আমাদের আর ডেপুটেশনিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আজকে আমাদের লোকেল ছেলেরা, ত্রিপুরার লোকেল ছেলেরা, যারা ট্রেনিং পেয়েছে, তারা এমন সুদক্ষ হয়ে উঠছে লেণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট, সার্ভের কাজে এবং এই সমস্ত কাজে বাহির থেকে যারা এসেছেন তাদের থেকে অনেক ভাল কাজ

করতে পারেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সেই ডেপুটেশনিষ্টরা এখানে আছেন, যারা নিম্ন পদে আছেন তাদের প্রমোশনের স্কোপটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইদিক দিয়ে দেখে যারা নাকি এই কাজে লেণ্ড সার্ভে এর কাজে সুদক্ষ হয়ে উঠছেন, ট্রেইণ্ড হয়ে উঠেছেন এবং ভালভাবে কাজ করছেন তাদের প্রমোশণ এর একটা সুযোগ দেওয়ার দরকার এবং তার জন্য ডেপুটেশনিষ্ট এর টার্ম আর একসটেনশন না করে অবিলম্বে সেটা শেষ করে দেওয়া উচিত। এইদিক থেকে তাতে আমাদের কিছুটা খরচ কমবে। ডেপুটেশন এলাউন্স তার থেকে আমরা রেহাই পাব এবং সার্ভিস ও আমরা খারাপ পাবনা সেই কথা আমি বলতে পারি। কাজেই আমাদের লোকেল ছেলেরা যে রকম ট্রেনিং পাচ্ছেন এবং সুদক্ষ হয়ে উঠেছেন এই কাজে তাতে তারা আমাদের ভাল সার্ভিসই দিতে পারবে। সেইদিকে লেণ্ড রেভিনিউ এর আয়টা যাতে আমাদের একটা সাবষ্টেনশিয়েল ইন্‌কামে পরিণত হয় সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত।

Taxes on Vehicles দেখা যাচ্ছে খরচ খুব কম। খরচ এতো কম যে, ত্রিপুরা একমাত্র মটর গাড়ীর উপর নির্ভর, তার সুপারভিশন ঠিক মত হয় কিনা আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এতো খরচ কম দেখে। ২৫ হাজার টাকা খরচ আর আয় হচ্ছে তার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই ডিপার্টমেন্টের খরচের দিকটা যেমন দেখা উচিত এই ডিপার্টমেন্টকে ষ্ট্রেঙ্গদেন করাও উচিত ঠিক তেমনি। আমার মনে হয় এই ডিপার্টমেন্ট থেকে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার স্থলে ১০ লক্ষ টাকা আয় করা যায় এবং আরো ৬ লক্ষ টাকা ইন্‌কাম খুব অবিলম্বে করা যায়। এই সম্বন্ধে একটা প্রপোজেল এস, টি, এ, থেকে কিছুদিন আগে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সম্বন্ধে কি হল তা আমি জানি না। আমি এইদিকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারন এই ডিপার্টমেন্ট থেকে, মটর ভেহিকলস্ থেকে টেক্স এর পরিমাণ আরো বাড়ানো উচিত।

আর একটি কথা হচ্ছে ফরেস্ট, ফরেস্ট'এর ইনকাম প্রায় সমান হয়ে যাচ্ছে। গত বছর দেখেছি সাত লক্ষ টাকা ইন্‌কাম, এটা একটা স্টেটিক হয়ে আছে। এটা কেন হচ্ছে সেটা আমাদের দেখা উচিত। ফরেস্টের জন্য খরচ আমরা করছি ২৭, ৭০, ৬০০ এবং খরচটা জাস্টিফাইড, খরচ আমাদের করতে হবে, ফরেস্টের প্ল্যানটেশন করা, ডেভোলাপমেণ্ট করা সেটা করতে খরচের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের যে আয়টা সেটাকে একটা পার্সেন্টেজে অন্ততঃ যাতে বেড়ে যায়, অন্ততঃ একটা পারসেন্টেজ—ইট মে বি স্মল অর হাই, একটা অন্ততঃ হওয়া উচিত। প্রতি বৎসর তা থেকে স্লাইট একটা রিটার্ণ আমাদের আসা উচিত! এবং তার থেকে সাত-লক্ষ টাকা সারা বৎসর —বছরের পর বছর সেটা থাকবে সেটা হওয়া উচিত নয়, তার থেকে ইন্‌কামটা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। কারন ফরেস্ট.এর ইনকামই ছিল মহারাজার আমলে একটা বড় ইনকাম। সেই ইনকামটা ড্রপ করে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এটার একটা জাস্টিফিকেশান আছে, বনজংগল নাই, বনজংগল কেটে শেষ করে ফেলেছে, এই যুক্তি আছে এই আয় হওয়ার পেছনে। কিন্তু সেগুলির জন্য রেমিডি থাকা দরকার যাতে ফরেস্টের আয়টা যেন বাড়ে। অল্প হউক, বেশী হউক, একটা পারসেনটেজ যাতে ইনক্রীজ করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। আরকটা হল টেক্সের ব্যপার, বহুপূর্ব থেকে মহারাজার আমল থেকে যে টেক্স ছিল সে ট্যাক্সই প্রায় ধরা হয়েছে। অবশ্য কতগুলি ট্যাক্স বেড়েছে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স নূতন হয়েছে এবং রেট্‌ও বেড়েছে, আরও কতগুলি ট্যাক্স আমরা বিভিন্ন খাতে আমরা পেতে পারি, যেমন আমাদের ত্রিপুরা থেকে' মেটিরিয়্যালস বাহিরে চলে যায়, জুট, তিল—অবশ্য

তিল এখন বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তিল এবং মাসটার্ড সীড এইগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জুট আমাদের একসপোর্ট হচ্ছে, কার্পাস একসপোর্ট হচ্ছে, ব্যাম্বু স্টিক, আম্বেরলা স্টিক এইগুলি একসপোর্ট হচ্ছে, আমার মনে হয় এইগুলির উপর একটু কম হলেও ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত. এদিক থেকে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে যদি এইগুলির উপর একসপোর্ট ট্যাক্স বা বোর্ডস ট্যাক্স চাপান হয়, তাহলে যারা প্রডিউসার্স বা কালটিভেটার্স তারা অ্যাফেক্টেড হবে কিন্তু এটা আমি ঠিক সমর্থন করতে পারিনা. কারন প্রত্যেক স্টেটেই এইগুলির উপর বোর্ডস ট্যাক্স, একসপোর্ট ট্যাক্স আছে, তার জন্য কালটিভেটার্সরা খুব একটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছেনা. কারন জুট মার্কেটটা এমন ফ্লাকচুয়েটিং যে কখনও ১০/২০ টাকা নেমে যায়. কখনও ২০/৩০ টাকা বেড়ে যায়। তার মধ্যে যদি আট আনা, চার আনা বা এক টাকাও প্রতিমণে ট্যাক্স ধার্য্য করা যায়, তার ফলে কালটিভেটারসরা খুব অ্যাফেকটেড হবে বলে আমার মনে হয়না। কারন তারা অলরেডি অ্যাফেকটেড হচ্ছে বিভিন্ন কারনে। কারণ জুট মার্কেটটা এমন ফ্লাকচুয়েটিং যে এমনিতেই যখন তারা অ্যাফেকটেড হওয়ার তখন এমনিতেই অ্যাফেকটেড হচ্ছেন। আবার দাদন সিসটেম প্রভৃতি কারনে তারা অ্যাফেকটেড হচ্ছে। সুতরাং যেদিক দিয়ে অ্যাফেকটেড হচ্ছে সেই দিক থেকে প্রতিকার করা উচিত এবং তার জন্য ট্যাক্স ধার্য্য না করা উচিত নয়. ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত যারা একসপোর্ট করবে তাদের উপর সেটা করলে পরে সেটা যে আজকে শুধু ১২ লক্ষ মণ জুট ত্রিপুরা থেকে বাহিরে চলে যাচ্ছে এটা একটা মোটামুটি হিসাব. পুরা কারেক্ট হিসাব আমার মনে হয়না. তার চেয়ে বেশী হবে। এই ১২ লক্ষ মণে যদি আট আনা করে প্রতি মণ প্রতি ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়, তাতে যে আমাদের ছয় লক্ষ টাকা রিটার্ণ দেবে শুধু তাই নয়, আমরা অন্যদিক দিয়ে ট্যাক্স ইভেশন—ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া সেটা বন্ধ করতে পারব। কি করে পারব, না আমি যদি একজন জুট মারচ্যান্ট হই আর আমার ফার্ম যদি থাকে কলিকাতায়, আমি এখান থেকে এক লক্ষ মণ জুট একসপোর্ট করলাম কলিকাতায়, আমার খাতায় লিখিলাম ৫০ হাজার মণ. এখান থেকে কোন চেক নাই আমি যে এক লক্ষ মণ জুট একসপোর্ট করছি সেটা কলিকাতায় যে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট জানছেনা আমি কতটা জুট এখান থেকে একসপোর্ট করলাম. আমি কলকাতার খাতায় লিখলাম ৫০ হাজার মণ জুট এনেছি, বিক্রী করেছি, এবং তার জন্য —তার থেকে যে ইনকাম তার উপর আমি ট্যাক্স দিতে যাচ্ছি, কিন্তু আজকে যদি চায়ের মত—চায়ের উপর একটা এক্সাইজ ডিউটি ধার্য আছে, তার রিটার্ণ দিতে হয়, কতগুলি মাল একসপোর্ট হচ্ছে প্রভৃতির উপর তার রিটার্ণ দিতে হয়, ঠিক সেইরকম যদি একটা সিসটেম আডপ্ট করা হয় এবং ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়, তাহলে কোন পার্টি কত মণ মাল—কত মণ জুট একসপোর্ট কলকাতায় করছে তারও একটা হিসাব আমরা পেতে পারি। তবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে যদি কোন পার্টি বেনামিতে মাল এক্সপোর্ট করে যেমন আমি আমার ফার্ম,এ ৫০ লক্ষ মণ জুট আমার নামে এক্সপোর্ট করলাম আর ৫০ লক্ষ মণ আরেকজনের নামে বেনামিতে এক্সপোর্ট করলাম তাহলে বেনামে যে নামটা সেটাও আমি পাচ্ছি, কিন্তু এখন আমি বেনামি নামটাও পাচ্ছিনা, বেনামটা না পেলে আমাদের কি অসুবিধা হয়, আমরা বেনামিকে পারস্যু করে ধরতে পারবনা, যদি এই ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় তাহলে বেনামিকে ধরার একটা সুবিধা হয় এবং সে দিক থেকে এই জুটের উপর যদি একটা ট্যাক্স বসানো হয় তাহলে সে থেকে যে শুধু আমরা ইনকাম'এর দিক থেকে লাভবান

হব তা নয়, ইনকাম ট্যাক্স যে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, সে ফাঁকিটাও অনেকটা চেক্ড হবে। আমি জানি কোন কোন ফার্মে ঠিক এই পয়েন্টে গত সাত বছরের ইনকাম ট্যাক্স এসেস্‌মেন্ট রী—ওপেন হয়েছে, গত সাত বছরের ইনকাম রী—ওপেন হয়েছে, কেহ জানতনা, এখান থেকে যখন পাটিকুলার্স সংগ্রহ করে কলিকাতায় পাঠান হয়, তখন কলিকাতার ডিপার্টমেন্‌ট দেখল সর্বনাশ ওরা যা এক্পোর্ট করেছে তার চেয়ে অনেক কম দেখিয়েছে এই বেসিসের উপর নির্ভর করে গত সাত বছরের ইনকাম ট্যাক্স এসেস্‌মেণ্ট রী—ওপেন করেছে। এই ফাঁকিটা খুব ভাল করে ধরতে পারব যদি আমরা আমাদের এখান থেকে যে মালটা একসপোর্ট হচ্ছে, তার উপর যদি ট্যাক্স ধার্য্য করি এবং তার দ্বারা আমাদের আয়ও হবে যথেষ্ট। এই হল আয়ের দিকটা। আবার আরেকটিও বলতে পারেন, এই যুক্তি যদি দেওয়া হয় যে কাল্‌টিভেটার্স'রা অ্যাফেক্‌টেড হবে, তবুও আমি বলছি যদিও আমি এটা অ্যাডমিট করিনা, কাকটিভেটার্স'রা, টিলার্স'রা অ্যাফেকটেড হবে আট আনা করে ট্যাক্স বসালে পরে, তবুও যদি বলেন হবে, বেশ ভাল কথা, আট আনা করে যে ট্যাক্স মণ প্রতি আদায় হবে সেই থেকে যে আয় হবে সেই টাকাটা কাল্‌টিভেশনের জন্য, তার বেটারমেণ্ট জন্য, ভাল ফসল ফলানোর জন্য খরচ করুন, তাহলে ও একটা চেক্ হবে, সুতরাং সে দিক থেকে একটা ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত। তারপর বাজেটের খরচের দিকটা। প্রথমে আমি বলছি অ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে—অ্যাগ্রিকালচারের দিকে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী যে দৃষ্টি দিয়েছেন, সেটা সত্যই প্রশংসাজনক এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ব্যাক্তিগত ভাবে অ্যাগ্রিকালচার এবং ডেভ্‌লাপমেন্টের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন, সুতরাং অ্যাগ্রিকালচারের ইম্প্রুভমেণ্ট আমাদের এখানে হবে সেই আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারছি। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা কেউ কেউ বলছেন যে চাউলের বাম্পার ক্রপস হয়েছে তবুও চাউলের দর কমছেনা, চাউলের দর ৩০ টাকা, ক্রপস চাউলের যে বাম্পার হয়েছে সেটা উনারা যেমন জানেন, আমরাও জানি। গত আমন ক্রপস খুব ভাল হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে তবুও চাউলের দর কমছেনা, না কমার কারন হল যে অন্যান্য জিনিষপত্র যেগুলি বাহির থেকে সাপ্লাই পাই, যেগুলি সরবরাহ হয় বাহির থেকে এবং সেখান থেকে আমাদের সেইসব জিনিষ বেশী দাম দিয়ে আনতে হয়, তাতে আমাদের যে কন্সিউমার্স, কাল্‌টিভেটার্স, টিলার্স তাদের অন্যান্য যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেগুলি বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয় এবং তার জন্য চাউলের দরটা সিম্প্যাথেটিক্ রাইজ যেটা বলা হয় সেটা চাউলের হচ্ছে, এবং সেটা যদি না হয়........কালটিভেটার্স'রা যদি এই প্রাইসটা না পায় তাহলে তারা বাঁচতে পারবে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাদের কস্ট অব প্রডাকশন হাই হয়ে গেছে। পূর্বের যে কস্ট অব প্রডাকশন ছিল সেটা বেড়ে গেছে। তাছাড়া তাদের যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয় সেটাও বেশী দরে কিনতে হয়। তার জন্য চাউলের প্রাইসটা যদি তারা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী না পায় তাহলে তাদের পোষাবে না, তারা মারা যাবে। সেজন্যই আমার মনে হয় যে চাউলের যে দর বৃদ্ধিটা সেটা অন্যান্য ফ্যাক্টরের সংগে নির্ভর করেই সেই দর বৃদ্ধিটা হয়েছে। অন্যান্য জিনিষের দর যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে চাউলের দরও কমে যাবে। যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিশেষভাবে যেসকল আমরা ব্যবহার করি সেগুলি হচ্ছে ডাল, সরিষা তেল প্রভৃতি। এগুলির দর অনেক বেশী। এককে,জি ডালের দর দেড় টাকার কম পাওয়া যায় না। যে কোন ডালেই হোক না এমন কি এক কে,জি খেসারী ডাল কিনতে যান তাও পর্যন্ত দেড় টাকা হেঁকে বসে থাকে। এইরকম অবস্থা। ডালের প্রডাকশনটা ত্রিপুরা রাজ্যে

খুব বাড়ানো দরকার। ডাল এবং সরিষা এই দুটোর প্রডাকৃশন অবিলম্বে বাড়ানো দরকার। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে ডালের চাষ সাকৃসেসফুল হবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবং ত্রিপুরায় যদি ডালের চাষের প্রতি জোর দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরা অবিলম্বে অন্তত: ৬ মাসের ডালের খোরাকী প্রডিউস করতে পারবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সরিষাও ত্রিপুরা রাজ্যে হয় এমনকি এক সময় এক্সপোর্টও হত। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে সরিষার প্রডাকশনটা যদি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে জোর দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় আমাদের এই যে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা রোধ করার যে চেষ্টাটা সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে যদি আমরা এখানে সেই কালটিভেশনগুলি করবার দিকে নজর দিই। আজকে খাদ্য সম্পর্কে যে রকম অবস্থা তাতে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের, কৃষি বিভাগের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং তাদের কাজকর্মের দিকে আজকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজকে টাকা খরচ করলাম, মোটর গাড়ী করে গেলাম, সে করলে চলবে না। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেণ্টের, প্রত্যেকটা অফিসারের উপর জেনারেল রেস্পনসিবিলিটির উপরেও স্পেসিফিক রেস্পনসিবিলিটি থাকা দরকার। জেনারেল রেস্পনসিবিলিটি, দেখে এলাম, ঘুরে এলাম, টি, এ, বিল পেলাম সেটা অন্য প্রকার। কিন্তু স্পেসিফিক রেস্পনসিবিটি যদি থাকে তাহলে তাদেরও ভয় থাকবে যে আমি যদি সেই স্পেসিফিক রেস্পনসিবিলিটি ফুলফিল করতে না পারি তাহলে আমি ধরা পড়ে যাব এবং তাতে আমার ক্ষতি হবে। আজকে যে সমস্ত এগ্রিকালচারেল বি, এস, সি, একস্টেনশন অফিসার যে সমস্ত আছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের উপর একটা স্পেসিফিক রেস্পনসিবিলিটি দেওয়া উচিত যে তোমাদের একটা ফারম করতে হবে সেই ফারম থেকে তোমাদের এত মণ এই জিনিষ, এত মণ সরিষা, এত মণ ডাল, এত মণ জিনিষ তোমাকে তুলে দিতে হবে এবং তার জন্য তাকে টাকা অ্যাডভান্স করা হবে সেই ফারমের খরচের জন্য এবং সেই ফার্মটা যদি সুষ্ঠু ভাবে ম্যানেজমেণ্ট করা যায়, যদি তাঁরা করতে পারেন তাহলে সেই ফার্মের ইনকাম থেকেই তাঁদের এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচ তুলে দিতে পারবেন আমার এই বিশ্বাস। সুতরাং এই স্পেসিফিক রেস্পনসিবিলিটি আজকে এগ্রিকালচারের যে এক্সপার্ট তাদের উপর আরোপ করা দরকার। সুতরাং এই স্পেসিফিক রেস্পনসিবিলিটি না দিলে এসেসমেণ্ট করা সম্ভব নয় এবং এই কাজের প্রগ্রেসও হতে পারে না। আর একটা দিক হল, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় ফ্লাডের কথা বলেছেন ফ্লাডটা সত্যিই ভয়াবহ ত্রিপুরা রাজ্যে। আমি গতবার উদয়পুর, সোনামুড়া গোমতীর ফ্লাড দেখেছিলাম এবং সেটা আরও ভয়াবহ হচ্ছে কেন না পাকিস্তানে তারা বাঁধ দিয়ে দিয়েছে, বড় বড় বাঁধ দিয়ে দিয়েছে এবং সেই বাঁধ দেওয়াতে জলটা যেখানে ২৪ ঘণ্টার ভিতরে চলে যেত সেই জল আজকে ৭ দিনের মধ্যেও যায় না এবং সেই জল ৭ দিন পর্যন্ত স্ট্যাণ্ড স্টিল হয়ে থাকে। এটা আর নড়ে চড়ে না, এমন অবস্থা। তাতে হয় কি, এসে যদি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে জলটা চলে যায় তাহলেও গাছগুলি বাঁচে। কিন্তু যদি থাকে তাহলে সেই মাঠে আর কিছু থাকবে না। সুতরাং সেদিক থেকে ফ্লাডের উপদ্রবটাও খুব বেশী এবং তার জন্য আমাদের সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন গোমতীর পরিকল্পনা, আমার মনে হয় গোমতীর পরিকল্পনা যদি শেষ হয় তাহলে একমাত্র গোমতীর দ্বারা যে ক্ষতিটা হয় সেই ক্ষতিটা যদি রোধ করা যায় তাহলেও আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যকে একমাত্র গোমতী ভ্যালীই ত্রিপুরা রাজ্যকে খাইয়ে রাখতে পারবে আমার

যা ধারণা, এই গোমতী ভ্যালীই ত্রিপুরা রাজ্যকে খাইয়ে রাখতে পারবে। এবং এই গোমতী ভ্যালী যদি সাকসেসফুল হয় এবং এই ভাবে যদি ফ্লাড কন্ট্রোল করা যায় তাহলে ত্রিপুরার একটা দিকের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তারপর এদিকে খোয়াই নদী আছে। আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে সেগুলিকেও ফ্লাড কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হবে, একটার পর একটা ধরা হবে আমি এই বিশ্বাস রাখি এবং এই দিক থেকে আমাদের এগ্রিকালচারের উন্নতি সাধিত হবে।

আর একটা বিষয় এগ্রিকালচারের দিক থেকে—পোকার আক্রমণ। পোকার আক্রমণ আজকাল বছরের পর বছর একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আগে এত ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃই দেখা যাচ্ছে প্রতি বৎসরেই যেন সেই পোকার আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই পোকার আক্রমণ দমন করার যে ব্যবস্থাটা সেটা সরকারের থেকে যত সাহায্যই করা হোক না কেন আমাদের এমন একটা অবস্থা যে সেটা সম্পূর্ণভাবে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি না। সরকার থেকে স্প্রেয়িং মেশিন, ঔষধ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেটার প্রপারলী ইউটিলাইজ আমরা করতে পারছি না। আমি কতগুলি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখেছি যে এক ভদ্রলোকের হয়ত, একজন কৃষকের সেই স্প্রে মেশিনটা আর ঔষধটা নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে জাঁকজমকে একটা স্প্রে করে তারপর সেটা তিনি রেখে দিলেন। ৭ দিন পরে আবার ফেরত দিলেন। তারপর আবার আর একজন নিয়ে গেলেন। বাই দিস টাইম এই যে তিনি নিজের জমিটা স্প্রে করলেন পার্শ্ববর্তী জমির যে পোকাটা সেই পোকাটা আবার বাই দিস টাইম তার জমিতে এসে পৌঁছে যায়। এইরকম যে আন সিস্টেমেটিক স্প্রে তার দ্বারা পোকার আক্রমণ রোধ করা অসম্ভব যাবে না এবং তার জন্যই চাই একটা ব্রড স্কেল-এর স্প্রেয়িং। যখন নাকি একটা লার্জ স্কেলের পোকার আক্রমণ হয় এবং যখন একটা এক্সটেনসিভ এরিয়া ধরে পোকার আক্রমণটা হয় তখন আমার মনে হয় এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমাদের পশ্চিমবংগ থেকে বা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে সেই হেলিকপ্টারের সাহায্যে একস্টেনসিভ্‌ স্প্রেয়িং করা দরকার। কারণ আজকে আমি ১০ কানি জমি স্প্রে করলাম আবার ৭ দিন পরে পাশের আরও ১০ কানি জমি স্প্রে করলাম। তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ আজকে যে ১০ কানি জমি আমি স্প্রে করে এলাম এ'র পরের জমিটা স্প্রে করার পূর্বেই পাশের জমি থেকে পোকাটা এসে আবার সেই জমিতে এসে পড়ছে। সুতরাং এক সংগে মারতে না পারলে পোকাকে সেই পোকার নিবৃত্তিও হবে না। তার জন্যই দরকার ব্রড স্কেল এর স্প্রেয়িং এবং তার জন্যই দরকার হেলিকপ্টার স্প্রেয়িং। এবং সেটা অযৌক্তিক নয়। কারণ যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়, কোন ইন্টারিয়রে, যেখানে রাস্তা, ঘাট নেই সেখানে দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলে গভর্ণমেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়া থেকে প্লেনে এয়ার ড্রপিং করে তাদের রক্ষা করা হয়। ঠিক তেমনি আমাদের পোকার আক্রমণটাও সেইভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ এটার সংগে আমাদের দুর্ভিক্ষের সমস্যা জড়িত। তার জন্যই আমাদের হেলিকপ্টার ভাড়া করে আনা। কারণ আমাদের হেলিকপ্টার হয়ত মেণ্টেন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তার জন্য ভাড়া করে এনে সেই হেলিকপ্টার স্প্রেয়িং করা দরকার। তাহলে আমরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারব। এই হল এগ্রিকালচার।

তার আদিবাসী কল্যাণের সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় আদিবাসী কল্যাণের জন্য প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় স্বীকার করেছেন। তবে তিনি কতগুলি সাজেশান দিয়েছেন যাতে টাকাগুলি প্রপারলী ইউটিলাইজড হয় এবং আদিবাসী কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় সেজন্য তিনি কতগুলি সাজেশান দিয়েছেন। তবে টাকা যে প্রচুর ধরা হয়েছে এবং এডিকোয়েট অর্থ ধরা হয়েছে সেই বিষয়ে তিনি কোন দ্বিমত প্রকাশ করেন নি। সেদিক থেকে আমি দেখেছি—আমি একটা পয়েন্ট মাত্র দেখব। আদিবাসী কল্যাণের ৩ নম্বরে লিখা আছে যে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গৃহ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি ছাত্রাবাসের জন্য ছাত্রদের বৃত্তিদান এবং আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পরিকল্পিত। আশ্রম বিদ্যালয়টা কি আমি বুঝতে পারছি না। তবে এই সম্বন্ধে আমি যতটুকু সাজেশান দিতে পারি যে আমাদের আদিবাসীদের জন্য আশ্রম বিদ্যালয় যদি করেন সরকার, খুব ভাল হবে এবং তাদের একটা সময় এসেছে এই আদিবাসী ছেলেদের আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে তোলা। আজকে দেখা যাচ্ছে যে আদিবাসীর মধ্যে অন্য একটা বিদেশী সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা রোধ করা একান্ত দরকার।

আদিবাসীদের আমাদের ভারতীয়, সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত। অথচ তারা একটা বিদেশী সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে, বিদেশী শিক্ষা পেয়ে তারা আমাদের দেশের স্বার্থের দিকে ক্ষতিকর হয়ে দাড়াতে পারে, এমন একটা অবস্থা হয়ে দাড়াচ্ছে তার জন্য প্রয়োজন তাদেরকে আমাদের দেশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলে, এমন পার্টি আছে, এমন অনেক দল আছে যারা তাদের মধ্যে নিজেদের দেশাত্মবোধ হানি করছে। দেশাত্মবোধ জাগাচ্ছে না বরং তার বিপরীত কাজ করছেন। সেইদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে দেশবাসীদের মধ্যে যেন দেশাত্মবোধ জাগে, তারা যেন নিজের দেশকে পরের দেশ বলে মনে না করে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাদের মধ্যে নিজের দেশের বিরুদ্ধে যে প্রচার কার্য্য চলছে, কোন কোন দল করছেন, সেইটা যাতে করতে না পারেন সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর অর্থ ধরা হয়েছে এবং আমার মনে হয় ত্রিপুরায় শিক্ষার যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে অন্যান্য কোন ষ্টেইট-এ ঠিক তেমন হচ্ছে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। কারণ ত্রিপুরায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, বহু স্কুল বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে এবং যে গতিতে ত্রিপুরা শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেইটা সত্যই খুব প্রশংসনীয়। তবে একটা দিকে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে এই শিক্ষা প্রসার আমাদের যেন কর্মবিমুখতা না এনে দেয়। এই শিক্ষা প্রসার আমাদেরকে কর্মমুখী করা উচিত। কর্মবিমুখ হওয়া উচিত নয়। কারণ আমরা দেখেছি ক্রমে ক্রমে স্কুল কলেজ ছড়িয়ে পড়ছে, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু তারা যাতে সেই শিক্ষা পেয়ে, রাস্তার মাটি কাটতে হবে এবং সেই শিক্ষা যদি আজকে তাদেরকে নিজেদের যে কাজটা সেইটাকে যদি ঘৃণ্য মনে করে সেই শিক্ষা পেয়ে তাহলে সেই শিক্ষা স্বার্থক হয়ে উঠবে না। (রেড্ লাইট্) (ইণ্টারাপশন) কারণ শ্রম কি ঘৃণা? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাকে একটু সময় দেওয়া হউক। এইদিকে থেকে রাস্তার কাজ করাটা, যিনি রাস্তার কাজ করতে পারেন, সেইটা

অমর্য্যাদার কাজ নয়, সেইটা আজকে বুঝানো দরকার। যদি স্বাস্থ্যে সেইটা কুলায় আমি সেইটা করব. হাঁ করব, নিশ্চয়ই করব, করব না কেন, হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই করব। শ্রমের মর্য্যাদা আজকে রাশিয়াও করছে, আপনাদের চীন দেশও করছে, সব জায়গাতেই করছে, তারা রাস্তায় কাজ করাটাকে বা এগ্রিকালচারেল কাজ করাটাকে কোন অমর্য্যাদাকর, মনে করছে না আর এখানে উনারা মনে করেছেন এটা, অমর্য্যাদাকর, চমৎকার ব্যাপার, এই শিক্ষাই দিচ্ছেন আদিবাসীদেরকে যে তোমরা লেখাপড়া শিখে পেণ্ট, কোট পরে বাবু হয়ে বসে থাকবে। তোমাদের এগ্রিকালচার করতে হবে না, এই শিক্ষাই উনারা দিচ্ছেন এবং সেইটা যাতে না দিতে পারেন সেইদিকে চেষ্টা করা দরকার এবং শ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদা যাতে আমরা দিতে শিখি এবং শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা কর্মবিমুখ না হই সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা এখানে দেখেছি প্রকৃত শ্রমিকের অভাব যথেষ্ট হয়ে দাড়িয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে এগ্রিকালচার যারা করছেন তারা এগ্রিকালচার যে করছেন তারাও ডালাও ভাঙ্গবেনা এবং ক্ষেতটাকেও ভালভাবে বাছ দেন না, এমন অবস্থা হয়ে দাড়িয়েছে। ভাল ফসল পেতে হলে ক্ষেতটাকে ভাল করে বাছ দিতে হবে। তাকে বাছ দিতে হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না, আমি বহু জায়গায় গিয়ে দেখছি সেটা হচ্ছে না। তার অর্থ শ্রমের অভাব পড়ে গেছে। সেইটা যাতে না হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ফায়ারব্রিগেড সম্বন্ধে, যে কয়টি ফায়ার ব্রিগেড আমাদের ছিল সেটাই আছে। সেই থেকে আর বাড়ানো যায় কি না সেইদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে আমরা জানি যে কতগুলি বৃহত্ত ইণ্ডাষ্ট্রি বা শিল্প এখানে গড়ে উঠবে এবং তার জন্য প্রাইভেট সেক্টারে কাজ দেওয়া হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টারে দেওয়া হচ্ছে। আমি একটা বিষয় উল্লেখ করব তারা এখানে ইণ্ডাস্ট্রি স্থাপন করবে, ইণ্ডাষ্ট্রী স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য হল এখানে প্রডাকশন বাড়ানো, আর একটা উদ্দেশ্য হল এম্পলয়মেণ্ট. তাদের সঙ্গে আগে চুক্তি হয়েছে কি না আমি জানিনা। মাননীয় মুখমন্ত্রীকে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাদের সঙ্গে চুক্তি করার সময়ে যাতে লোকেল লেবার এম্পলয়েড করে সেইদি থেকে একটা বিশেষ ভাবে চুক্তি রাখেন তা না হলে আমার বিশেষ লাভ হবে না। আমাদের আনএম্পলয়মেণ্ট আনএম্পলয়মেণ্টই থেকে যাবে লেবার সম্বন্ধে এই দুইটিই আমি এক সঙ্গে আলোচনা করব. আজকে লেবারের অভাব এইরকম যে স্কিল্ড লেবার অত্যন্ত অভাব হয়ে পড়েছে আজকে যদি ইঁট কাটতে হয় ইঁট কাটতে হলে এরোপ্লেন করে বিহার থেকে বা ছোট নাগপুর থেকে লেবার এনে ইঁট কাটতে হয়। (মেসনারী' রাজমিস্ত্রী) লেবারেরও অভাব। চা বাগানের কথা তো বলাই যায় না। চা বাগানের কাজটা আমাদের দেশী লেবাররা একদম করতেই পারে না। কাজেই আমাদের চা বাগানের কাজ করতে শ্রমিক আমাদের আনতে হয় বিদেশ থেকে বাহির থেকে লেবার আনতে হয়। সেইদিক থেকে আমাদের লেবার এবং ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব (রেড লাইট) আমি আর বেশীক্ষণ বলব না স্যার, আমি আর একটু সময় চাই, আর কয়েকটা পয়েণ্ট আছে

Sri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, from our time we may give him more time .

Mr. Speaker :—Two minutes time you may get.

Sri Bhattacharjee : আমাকে আর দশ মিনিট দেওয়া হউক, আমি দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব।

Mr. Speaker:—We have two minutes now, alright you may speak after recess.

Shri Bhattacherjee :—রিসেসের পরে আমি আরো ১৫ মিনিট বলব। আমি এখন বলব যে কতগুলি ইণ্ডাষ্ট্রি, এইগুলিতে বহু লেবার দরকার। ত্রিপুরাতে ইঁটের চাহিদা অনেক বেশী, ইঁটের ভাট্টা অনেক হচ্ছে। সেইদিক থেকে ব্রিকস্ মেনুফেক্‌চারের জন্য আমাদের কতগুলি স্কিল্ড লেবার তৈরী করা দরকার। মেশনারী লেবার, ফিল্ড লেবার তৈরী করা দরকার এবং চা বাগানের জন্য ট্রেনিং দিয়ে, সরকারী খরচে ট্রেনিং দিয়ে চা বাগানের কাজের জন্য কতগুলি লোককে চা বাগানের কাজ শেখানো উচিত। কারণ টি ইণ্ডাষ্ট্রি একটা মেইন ইণ্ডাষ্ট্রি। এবং সেই মেইন ইণ্ডাষ্ট্রিতে আজকে যদি আমাদের লেবার এম্‌প্লয়েড্ করতে পারি তা হলে আন-এম্‌প্লয়মেণ্ট প্রব্লেমটা অনেকটা সল্‌ভ হয়ে যাবে। চা বাগানগুলি এক্‌স্টেনশন্ হচ্ছে এবং গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে চা বাগানের অনেক বৃদ্ধি, একস্টেনশন হচ্ছে তাতে প্রচুর লেবারের প্রয়োজন হবে। সেইটাতে যদি আমরা এখানকার লেবার নিয়োজিত করতে পারি আন-এম্‌প্লয়মেণ্ট প্রব্লেম সল্‌ভ্ হবে। আর যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি সেট্ আপ্ হবে, নূতন যে জুট্ মিল, স্পিনিং মিল, সুগার মিল এইগুলির জন্য দক্ষ লেবার আমাদের এখানে নেই এবং ওরা যে আসবে, ওরা এসে প্রথমেই বলবে যে তোমাদের এখানে সুদক্ষ লেবার পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের বাহির থেকে লেবার আনতে হবে, তার জন্য আমাদের এখন থেকে তৈরী হওয়া উচিত। যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি তৈরী হবে এখানে প্রাইভেট সেক্টারে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিতে যদি আমরা এখানকার লেবার, ইণ্ডাষ্ট্রির কাজে যাতে আমাদের এখানকার লেবার শিখে উঠতে পারে সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং একটা শিখবার স্থান ঠিক করে তাদেরকে ইমিডিয়েলি ট্রেনিং দেওয়া উচিত নতুবা যে নূতন ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি এখানে আসবে তাদের মধ্যে আমাদের এখানকার লেবাররা স্থান পাবে না। বাকিটা আমি পরে বলব।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The Member Speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—Business before the house, the General Discussion on the Budget is to continue. I would call on Sri Krishnadas Bhattachrjee to continue his speech.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বাজেট বক্তৃতার সমালোচনা করেছিলাম, Labour সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য এই House এর সামনে পেশ করছি। Labourদের immediately trained করে নেওয়া দরকার। নতুবা Industrialisatonএর সার্থকই হবে না। আমরা বড় বড় Industry set up করতে পারি, Industry, বড় বড় Industry আসবে। তার দ্বারা আমাদের unemploy-

ment Problem solve হবে না, যদি না আমরা Labourকে সুদক্ষ করে তুলতে পারি। কারন এই সমস্ত Industry তে দরকার skill labour, সুদক্ষ labour এর। তারা যখন এসে দেখবে যে আমাদের এখানে সুদক্ষ লেবার নেই, তখন তারা বলবে যে আমরা বাইরে থেকে লেবার আনব এবং সে দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে, যদি আমরা skill labour supply করতে না পারি। সে দিক থেকে অবিলম্বে তার জন্য একটা base সৃষ্টি করা দরকার, তৈরী করা দরকার। তারপর স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধে বলব। আগরতলা স্বায়ত্তশাসন বিভাগের যে কার্য্যকলাপ—সেটা খুবই প্রশংসনীয়। শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তাই, বড় রাস্তায় আজকে পীচ হয়ে গেছে এবং শহরের সন্নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত undeveloped area, সেগুলোতে জনসাধারণের জায়গা এবং Municipality সেখানে ও অনেক রাস্তা করতে সক্ষম হয়েছে। সে দিক থেকে Municipality র কাজের আমি প্রশংসা করছি, এবং সেই সঙ্গে এখন বড় রাস্তাগুলির যে পীচ ডালাই সেটা শেষ হয়ে গেছে। এখন গলিগুলির দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। গলিগুলোকেও, শহরের যে গলিগুলো আছে সেগুলোকেও পীচ করে নেওয়া যায় কিনা আগামী ৩/৪ বৎসরের মধ্যে সে দিকে একটু Municipality র লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আগরতলা শহরের বাজারগুলোর কাজ সবই শেষ হয়ে গেছে, যেমন দুর্গা-চৌমুহনীর বাজার, বটতলা বাজার, গোলবাজার, তারপর মঠ চৌমুহনীর বাজারটির ও কাজ কর্ম্ম আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই দিক থেকে খুবই উন্নতি হয়েছে। একটিমাত্র বাজার বাকী রয়েছে, সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। লেক চৌমুহনী বাজার, রাজ বাড়ীর পেছনে যে বাজারটি রয়েছে, তাকে লেক চৌমুহনী বাজার বলা হয়। সেই Development এর কোন programme নেওয়া হয়নি সেটিকে যাতে অবিলম্বে Develope করে সেখানে একটি বাজারের ব্যবস্থা করা হয়, সেই বাজারটিকে উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয় সেই জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ বাজারটি এখন প্রায় রাস্তার উপর বসছে, অথচ এই চৌমুহনীটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চৌমুহনী। এখান দিয়ে Air port যাচ্ছে, বিভিন্ন যায়গায় গাড়ী যাচ্ছে। রাস্তার উপর বাজারটি বসার দরুন নানা রকম accident হওয়ার সম্ভাবনা। সে দিক থেকে আর এই বাজারটির পেছনে যে একটি পুকুর রয়েছে, ডোবা রয়েছে সেটা খাসের জায়গা।

সেটিকে ভরাট করে সেই বাজারটিকে উন্নত করা যায় কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আগরতলা শহর ছাড়াও অন্যান্য শহরেও Municipality স্থাপন করার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকে ধর্ম্মনগর, বিলোনীয়া, কৈলাশহর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানেও Municipality স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং গতবার ধর্ম্মনগর গিয়ে দেখেছি যে ধর্ম্মনগরের বেশীর ভাগ জায়গা জলের নীচে, D. M. Bidyamandir নামে একটি স্কুল আছে, সে স্কুলটির ভিতরে হাটু জল ছিল। আমি যখন গেলাম তখন খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। কারণ হল, সেই flood এর দরুন নানা প্রকারের রোগ, যথা কলেরা টাইফয়েড, ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সেখান থেকে এসে ambulanceএ বিশেষ medicine পাঠাবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম, তারা পাঠিয়েছিলেন। এই ভাবে রোজ রোজই রোগ বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকাতে এবং municipalityর ব্যবস্থা না থাকাতে। অন্য সব

শহরগুলিতেও যাতে municipality স্থাপন করা হয় তার জন্য আমি সরকারকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব।

Medical Deptt সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এখানে dispensary এবং primary Health Centre প্রভৃতি হচ্ছে। Recently কতগুলি Primary Health Centre open করা হয়েছে এবং T.B. wardটি ৫০ beded এর জায়গায় আরও ২০টি bed বাড়ানোর যে প্রস্তাব দেখছি তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। T. B. Patient দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যদি আরও ২০টি bed বাড়ানো হয় তাহলে খুবই উপকার হবে। সেই সঙ্গে আমি আর একটি suggestion রাখছি যে দুইটি স্থানে যথা উদয়পুর ও কৈলাশহরে দুটি Chest clinic স্থাপন করার জন্য এবং সেই সঙ্গে যদি Chest clinic যেখানে খুলবেন সেখানে যদি একটি ছোট খাট হাসপাতালের মত রাখা হয়, T. B. রোগীদের জন্য থাকবার মত একটা ব্যবস্থা করা হয say six bedded or twenty bedded তা হলে মনে হয় সুবিধা হবে! সেই দিক থেকে, সেই bed গুলি রাখার ব্যাপারে Tripura Tuberculosis Association ও সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করতে পারে। কাজেই fund এ যে টাকা আছে সেই টাকাগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে পারে এই ব্যবস্থা করার জন্য।

কাজেই উদয়পুর ও কৈলাশহরে যে Chest clinic স্থাপিত হবে, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বোধ হয় তার সঙ্গে যাতে T. B. রোগীদের জন্য কয়েকটি bed রাখা হয় তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। আমার মনে হয় Tripura Tuberculosis Association এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করলে সেটা সম্ভব হবে। এখানে mental রোগীদের জন্য যারা নাকি মানষিক রোগাক্রান্ত হয় তাদের চিকিৎসার জন্য, seat reservation এর জন্য রাখা হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা —বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে পাঠাবার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরাতে সে রকম কোন mental রোগীদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের অবশ্য টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে তবে তাতে একটু অসুবিধা দাঁড়ায় এইজন্য যে একটা রোগীকে examine করে তার details পাঠিয়ে seat পেতে এত সময় লেগে যায় তাতে রোগটা আরও গাঢ় হয়ে যায়। Mental রোগীদের একটা বিশেষ ব্যাপার হল যদি সময়মত রোগটার চিকিৎসা করা যায়, তাহলে রোগটা ভাল হয়ে যায়। কিন্তু রোগটা যদি বেশীদিন স্থায়ী হয় তাহলে রোগটা সহজে ভাল হতে চায় না এবং পরে রোগটা স্থায়ী হয়ে যায়। সেই দিক থেকে যাতে সত্বর চিকিৎসা হয়, mental রোগীরা সত্বর চিকিৎসা পেতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রয়োজন ত্রিপুরায় একটি mental Hospital স্থাপন করা। একটা mental Hospital যাতে স্থাপন করা হয় তার অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য mental Hospital চালাবার মত ডাক্তার পাওয়া খুবই কষ্টকর। সেই দিক থেকে একটু চেস্টা করতে হবে। আমি জানি ত্রিপুরা সরকার ডাক্তারের জন্য চেষ্টা করছেন এখনো পাচ্ছেন না, তবে সেইদিকে দৃষ্টি দিয়ে যাতে ডাক্তার পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে এখানে একটি mental Hospital স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর আর একটি কথা হল যে Cancer যাতে early detection হয় তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা তহবিল স্থাপন করেছেন, সেটার নাম হল Chief Minister's Cancer Fund

এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই যে উদ্যোগ তারজন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি যদি এখানে অবশ্য যে পরিকল্পনাটি গ্রহন করার কথা সেটি হল detection এর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। তার সঙ্গে যদি একটা Cancer Hospitalও স্থাপন করা হয় তবে সেটা আমার মনে হয় যদি কোন বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যেমন UNICEFএর সাহায্যে united Nations এর সাহায্যে যদি সেটা সম্ভব হয় তবে তাদের সঙ্গে একটা negotiation করে দেখা যেতে পারে। ওরা আমাদের aid দিতে রাজী আছে কিনা? UNICEFএর দিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব কিনা technical qualified person এর দিক দিয়ে। সেই বিষয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষ negotiation করে দেখতে পারেন, তাহলে ওদের সাহায্য পেলে খুব সহজেই আমরা এখানে একটা Centre বা Hospital স্থাপন করতে পারব। বর্ত্তমানে যে হাসপাতালগুলো আছে সেগুলোর চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার—রাখা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ডাক্তারকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আনা এবং রাখা প্রয়োজন, এ হল Medical Deptt এর কথা।

Jail সম্বন্ধে ত্রিপুরার আগরতলা Jailটি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। বাহির থেকে যারা আসছেন সকলেই এই জেইলখানাটী দেখে খুবই প্রশংসা করেছেন এবং তার জন্য এখানকার যিনি কারাধ্যক্ষ তিনি সকলের কাছ থেকে এবং আমাদের কাছ থেকেও প্রশংসা পাচ্ছেন। জেইল হল যে আসামীদের শাস্তি হয় তাদের রাখার জায়গা। কিন্তু যারা নাকি এক প্রকার আসামী আছে, এক প্রকার Culprit আছে—যাদের বয়স কম, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অবুঝ রয়েছে তাহাদিগকে রাখা হয় এটাকে Delinquent Home বলা হয়। আমাদের এখানে এটা একটা করা দরকার। শিশুরা যারা অবুঝ রয়েছে খারাপ পথে চলে যায় তাদেরকে যাতে ফেরানো যায়, তাদেরকে যাতে উপযুক্ত training দিয়ে উপযুক্ত স্থানে রেখে তাদের চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তার জন্য attached to Jail একটা Delinquent Home স্থাপন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট।

Police সম্বন্ধে—ত্রিপুরা Border State এবং তার জন্য পুলিশের বাজেট একটু বড় হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই পুলিশের বাজেট বড় হওয়া স্বাভাবিক। পুলিশ আমাদের external security এবং internal security উভয় দিক থেকে যে কার্য্য করে যাচ্ছে সেটা খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং আজকে বর্ডারের ব্যাপারেও পাকিস্থানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। এবং আমি মনে করি যে এখন পাকিস্থানী আক্রমণাত্মক যে মনোভাব তার সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীর হয়েছে। সেই দিক থেকে তাদের কার্য্য খুবই satisfactory এবং internal securityর দিক থেকেও তারা যে পরিচয় দিচ্ছেন সেটাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি সর্ব্বভারতে যখন ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, সারা ভারতে যখন আগুন জ্বলে উঠেছিল, ত্রিপুরায় সে তুলনায় কিছুই হয় নাই, যদিও দু একটা stray case হয়েছিল কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট খুব প্রশংসা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে সেগুলিকে মোকাবিলা করেছেন এবং ভাষা আন্দোলনকে ত্রিপুরাতে প্রসার লাভ করতে দেয়নি যার জন্য তারা কৃতকার্য্য হয়েছে তারজন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আর একটা দিক সম্বন্ধে আমি suggestion দিচ্ছি। এ দিক দিয়ে পাকিস্তানের

বর্ডার এবং internal securityএর দিক দিয়ে তাদের যে কার্য্য তা বড়ই দোষনীয় আর একটা বিষয়ে চিন্তার কারন হয়ে দাড়িয়েছে সেটি হচ্ছে মিজো বর্ডারটা। ঐদিকের যে বর্ডারটা, সেখানে আমরা অনেক খবর পাচ্ছি যে ঐদিক দিয়ে নাকি নাগাদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। নাগাদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে এবং এখানেও নাকি ঐ জাতীয় একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করার পরিকল্পনা কোন কোন ব্যক্তি বা কোন কোন লোক গ্রহন করছে আর তা ছাড়া আরো পত্র পত্রিকায়, লোকেল পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সংখ্যক Tribal নাকি পাকিস্থানে চলে যায় এবং তার পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে যে পাকিস্থানে গিয়ে গরিলা war টা শিক্ষা করে তারা আবার চলে আসবে। ইত্যাদি নানা ধরণের খবর আমরা পাচ্ছি। সে দিক দিয়ে Covt সতর্ক আছেন কিনা আমি জানিনা। তবে মাথাটা কার খারাপ সেটা Police Report দেখলে পরে বুঝা যাবে যে ওরা যাচ্ছেন কিনা, এবং নেতারা যে Naga Leaderদের সাথে meet করেছিলেন সে খবরও আছে। সুতরাং ঐদিকের বর্ডার security tackle করার জন্য আমি প্রস্তাব জানাচ্ছি নতুবা ভবিষ্যতে সরকারকে বিমুখ হতে হবে কারণ সময় থাকতে সাবধানতা অবলম্বন না করার দরুন আমাদের ভারত সরকারকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সরকার যদি সময় থাকতে সতর্ক না হন তা হলে ভবিষ্যতে আরো দুর্ভোগ ভুগতে হবে। এবং সেই দিক থেকে পুলিশ বিভাগের একটি দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় Speaker মহোদয়, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দেওয়া হোক। বাজেটে আর একটা দেখছি যে আসাম রাইফেলের জন্য ত্রিপুরায় একটা শেয়ার ৩২৯২৭০০, টাকা ত্রিপুরা সরকার বহন করছে আসাম রাইফেলকে maintain করার জন্য।

আসাম রাইফেল কে maintain করতে হয় আমাদের securityর জন্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আমার চোখে লেগেছে তার কারণ আমি জানি না। আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসে যে মার্চ হয়েছিল সেখানে আমরা আসাম রাইফেলকে দেখতে পাই নাই। সেটা আমাদের সকলের মনে একটা সন্দেহ, সন্দেহ না মানে ওদের যে আচরণটি তা সকলের চোখে লেগেছে। যেখানে তাদেরে পোষার জন্য আমরা এতগুলি টাকা দিচ্ছি সেখানে ওরা কেন আমাদের এমন একটা জাতীয় উৎসবে···(Interruption) দেখুন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা ঠাট্টা করবেন না। বিশেষ একটা জাতীয় উৎসবে ওরা কেন অংশ গ্রহণ করেনি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য এবং এরকম ব্যাপার যাতে আর না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। P. W D.র ব্যাপারে যথেচ্ছ রাস্তা ঘাট হচ্ছে এবং হবে এবং সেই সঙ্গে আমি একটি দাবী রাখছি যে আগরতলার সঙ্গে ধর্মনগরের দূরত্বটা যতটুকু সম্ভব কমানোর ব্যবস্থা যাতে সরকার করেন। তার দ্বারা আমরা Economically অনেক benifited হবো। আমাদের অনেক ভাড়া কমবে, জিনিষ অনেক তাড়াতাড়ি আসবে এবং আনতেও খরচ অনেক কম পড়বে। সেইদিক থেকে আমরা লাভবান হব। তাই ধর্মনগর—আগরতলা যে একটি শর্ট্-কাট রোডের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটিকে যাতে সত্বর কার্য্যকরী করা হয় তার জন্য সরকারকে আমি অনুরোধ করব। Feeder Roadগুলিকে যাতে যানবাহনের চলাচলের উপযোগী করা হয় অবিলম্বে তার জন্য আমি দাবী রাখছি। বিলোনীয়া—রাজনগর, বিলোনীয়া—ঋষ্যমুখ, উদয়পুর—অমরপুর, তেলিয়ামুড়া—অমরপুর, বি কে রোড্, ধর্ম্মনগর—কৈলাসহর রোড্, এগুলি বহুদিন যাবৎ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এইসব রোডে

যানবাহন চলাচল করতে পারছে না এবং যানবাহন চলাচলের কোন Permission পাচ্ছে না। অথচ সেখানকার ডিমাণ্ড অনেক বেশী। সেখানকার লোকের যানবাহন চলাচলের দাবী অত্যন্ত বেড়ে গেছে। যাতে অতি সত্বর আমরা সেইসব ফিডার রোডগুলিতে যানবাহন place করতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি। আর একটি বিষয়, Central Govt, কোয়ার্টার সম্বন্ধে একটি আইন করেছেন যে, যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের posting place এ নিজেদের বাড়ী আছে তাদেরে Govt. কোয়ার্টার দেওয়া হবে না। সে নিয়মটি এখানে চালু করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

অবশেষে আর একটি বিষয়, ঠাকুর দেবতার জন্য যে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই Co-ordination to Public Relation worhsip, Rs. 35,0000। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এতেও কুলায় না। সরকার যখন এগুলি হাতে নেন তখন একটা চুক্তি করে নিয়েছেন যে ওরা এটা maintain করবেন। যদি সেই চুক্তি তারা করে থাকেন, আমি জানি না তা হয়েছে কিনা যদি তা করে থাকেন তাহলে তাদের দায়িত্ব এগুলিকে maintain করা। তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভালভাবে maintain করা উচিত এবং অনেক লোক আছে, অনেক কর্ম্মচারী আছে সেই মন্দিরগুলিতে, তারা ২০ ২৫৲ মাত্র বেতন পাচ্ছে। তাদের পক্ষে সংসারের ভরণপোষণ করা সম্ভব নয় এই ২০ ২৫ টাকায়। সেইদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি—তারা যাতে বাঁচতে পারে সেটুকু ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। যখন সরকার একটা moral responsibility নিয়েছেন এইগুলি maintain করার জন্য। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :—

I would call on Sri Atiqul Islam. Not exceeding 30 minutes curtailing time at the request of the leader of the House-

Sri Atiqul Islam —

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বাজেট আলোচনার আগে বাজেটের একটা back ground দেওয়ার চেষ্টা করব। ১৯৬৪ সালে জয়পুর নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেসনে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজতন্ত্রের শত্রু। গত কয়েক বৎসরে একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যতটা বেড়েছে ঠিক সেই পরিমাণে আমরা সমাজতন্ত্রের পথ থেকে দূরে চলে গেছি। কাজেই একথাকে মনে রেখে যদি আমরা ওদের জিজ্ঞাস করতে যাই তা হলে দেখতে পাই যে সারা ভারতবর্ষে নেহেরুজীর এই কথার পরেও দেশে একচেটিয়াদের প্রতিপত্তি বেড়েছে এদের মুনাফা বেড়েছে এবং ধনী আরও ধনী হয়েছে। আমি সংক্ষেপে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। Company গুলি যেগুলি limitedনয় গত সাত বৎসরে কত মুনাফা লুটেছে। যদি ১৯৫৫ '৫৬ সালকে ১০০ ধরি তাহলে আমরা দেখব ১৯৫৬/৫৭ সালে ১০৯'৭, ৫৮-৫৯ সালে ১১৩'৭, ৬০/৬১ সালে ১৪৪'১, ৬২/৬৩সালে ১৭৮'১, ৬৪-৬৫ সালে ১৯৪'৬। অর্থাৎ গত সাতবৎসরে নীট মুনাফার পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায়

double আর Ltd. Company গুলি যদি ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০ ধরি তাহলে ১৯৬২-৬৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে গিয়ে ২৫৮'০৮ অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় আড়াই গুণেরও বেশী কাজেই এই জিনিষটা যদি আমরা দেখি তা হলে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা যতই বলিনা কেন, আমরা ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। এবং সমাজতন্ত্রের একটা আবরণ কেবল আমরা নিয়ে রাখছি ভুবনেশ্বরের সমাজতন্ত্রের যে খানিকটা চেহারা দেখা গিয়েছিল, দুর্গাপুর কংগ্রেসে গিয়ে সেই সমাজতন্ত্র শবে পরিণত হয়েছে এখন কেবলমাত্র দাহ করা বাকী এবং এই দাহটা যে কবে হবে সেটুকু মাত্র সময় নিয়ে .... একথা যদি আমি বলতাম বা Communist Partyর কেও বলত তাহলে ওরা খারাপ বুঝতেন। কিন্তু আমরা দেখেছি Parliamentএ কৃষ্ণ মেনন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কে. ডি, মালব্য তারা পর্য্যন্ত বলেছে যে আমরা সমাজতন্ত্রের পথ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, এবং, ক্রমশঃ আমরা একচেটিয়া পুঁজিপতির কাছে surrender করছি। কৃষ্ণমেনন তার বক্তৃতায় পরিষ্কার বলেছে যে দুর্গাপুর কংগ্রেস থেকে যে resolution আমরা নিয়ে এসেছি তাতে ক্রমশঃ আমরা পুঁজিপতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যখন ভুবনেশ্বরের কংগ্রেস করা হয়, সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয় তখন সেখানে একটা Committee করা হয় এবং সেই কমিটির যিনি নেতা তিনি হচ্ছেন ধেবর, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সে Committeeর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রকে যাতে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তার একটা সুপারিশ করা এবং সেই Committee ৮ দফা একটা সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেই সুপারিশকে কোনরকম কার্যে পরিণত করার কোন ইচ্ছা আমরা কংগ্রেস সরকারের মধ্যে দেখিনি এবং দুর্গাপুর কংগ্রেসে সেই ধেবর কমিটির report নিয়ে তারা কিছুমাত্র আলোচনা করেননি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা একথাটা এই জন্য বললাম যে আমরা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ এবং সারা ভারতবর্ষ যে পথে যাবে, ভারতের বাজেট সে back groundএ তৈরী হবে, ত্রিপুরার বাজেট সেই back ground থেকে ভিন্ন হতে পারে না এবং তার সঙ্গে যখন আমাদের লেজ বাধা সেই সরকার আমাদের যে দিকে নিয়ে যাবে আমরা সে দিকে যেতে বাধ্য হব। একথা বলছি এজন্য যে আজকে কংগ্রেস সরকার সমাজতন্ত্রের কথা মুখে যতই বলুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি করছে না তারা পুষ্টি করছে পুঁজিবাদ এবং সারা দেশকে পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরার বাজেটের দিকে দেখি, ত্রিপুরার অবস্থার দিকে তাকালে আমরা এইটুকু দেখি ত্রিপুরার Per Capita Income কত? আমরা যে starred question করেছিলাম তার জবাবে আমরা পেয়েছি যে ত্রিপুরার Per Capita Income হচ্ছে ২৩৫। অর্থাৎ বছরে একজন লোক ১৯ টাকা রোজগার করে; অর্থাৎ দৈনিক তার রোজগার হচ্ছে ৬৩'১০ পয়সা। ত্রিপুরার মানুষের গড়পরতা আয় হচ্ছে ৬৩'১০, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটাকি ত্রিপুরার উন্নতির লক্ষণ? ১৭ বৎসর কংগ্রেস শাসনের পর যখন দৈনিক একজনের রোজগার হয় ৬৩ পয়সা। এই ৬৩ পয়সা দিয়ে একটা মানুষ আধপেট খেতে পারেনা। আমাকে তাহলে বলতে হবে সেটা খুব অগ্রগতির লক্ষণ। আজকে খুব ফলাও করে বলা হয়েছে যে আমরা কৃষির খুব উন্নতি করেছি। কৃষির উন্নতি কতখানি হয়েছে আমি আমার হিসাব সরকারী যে তথ্য সে তথ্য থেকে দিতে চাই। একথা বলা হয়েছে এখন যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু এমন বলা হয়নি যে খাদ্য শস্যের Per acre যে yield সেটা বেড়েছে কিনা, একথা তারা বলেননি। আমরা দেখি খাদ্য শস্যের প্রতিটি item এর yield যেমন

কমেছে তার Production ও অনেক ক্ষেত্রে কমেছে, আমি Rice এর কথা বলছি। ১৯৬১-৬২ সালে চাউল হয়েছিল ১, ৬৯ ৬৭০ মেট্রিক টন, ৬২-৬৩সালে হল ১, ৭৩ ৪৮০ মেট্রিক টন ৬৩-৬৪ সালে হল ১,৭৩ ৯৪০ মেট্রিক টন। খানিকটা বেড়েছে। আমি স্বীকার করছি। এই তিন বৎসরে ৪২৭০ মেট্রিক টন চাউল আমাদের বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে আমাদের Per acre যে yield তা বৃদ্ধি পায়নি বরং সেটা কিছু কমেছে। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এই যে Production বৃদ্ধি সেটা intensive cultivation এর জন্য নয়, আমরা additional জমি চাষে এনেছি এবং সেই জন্যই খাদ্য একটু বেড়েছে, যদি আমরা Per acre হিসাবে দেখি তাহলে ১৯৬১-৬২ সালে চাউলের Per acre উৎপাদন হচ্ছে ১০·৪৪ মণ, ৬২-৬৩ সালে সেটা কিছু কমলো ১০·৩৫ মণ, ৬৩-৬৪ সালে সেটা আরো কমলো ১০·২৬ মণ ! যানা কি ছিল ১০·৪৪ মণ সেটা কমে গিয়ে দাড়াল ১০·২৬ মণ, তাহলে কিসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিসেতে আমরা অনেক উন্নতি করেছি একথা বলার ভিত্তিটা কোথায় ? ভিত্তি কোথাও নেই। শুধু rice নয়, আমরা যদি suger caneএ আসি আমরা যদি Cottonএ আসি তাহলে আমরা দেখব যে ১৯৬১-৬২ সালে ১৫০ বেইল, ৬২-৬৩ সালে হয়েছে ১৬৩ বেইল, ৬৩-৬৪ সালে হয়েছে ১৪৫ বেইল, । অর্থাৎ কমে গেল।, যেখানে ছিল ১৫০ বেইল, সেখানে এসে দাড়াল ১৪৫ বেইল। আসুন। Juteএ ১৯৬১-৬২ সালে ৩ বেইল, ৬২-৬৩ সালে ৩ বেইল' ৬৩-৬৪ সালে হয়েছে ২·৭৫ বেইল। Mesta ছিল ২·৫০ ...বেইল ..

(VOICES)

Yes Sir, এখানে যা answer আছে সেকথাই বলছি। এটা আমার তৈরী করা কথা নয়। এবং ৬৩-৬৪ হচ্ছে ২·৭৫ বেইল। এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটি itemএ যাই তাহলে আমরা এটুকু দেখি যে আমাদের Production per acre কমে গেছে। Riceএ কমেছে, sugar caneএ কমেছে, Cottonএ কমেছে, প্রত্যেকটি itemএ তার per acre production কমেছে এবং তারও আজকে এখানে এসে বলতে হবে যে আমাদের ত্রিপুরার production বেড়েছে, আমাদের কৃষির খুব উন্নতি হয়েছে—এই সব বড় বড় কথা আমাদের এখানে বক্তৃতায় শুনতে হবে। আজকে কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে agriculture production বাড়ছে না কেন ? বাড়ছে না এজন্য যে আমাদের এখানে কোন irrigation facility নেই। আমাদের কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির উপরে এবং যদি বৃষ্টি আসে তাহলে ভাল ফসল হবে আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ভাল ফসল হবে না। যেখানে সবকিছু নির্ভর করছে rain fall এর উপরে সেখানে production এর কোন guarantee থাকতে পারে না এবং তার থেকে কৃষককে বাঁচাবার জন্য আমরা যে irrigation facilities দেব তার কোন সুযোগ সুবিধা আমরা এখানে করছি না। অথচ আমরা এখানে tank, well irrigation করতে পারি। Techno economic survey বলেছিল যে pumping set যে irrigation system সেটা এখানে চালু করা যায়। এবং তা করলে পরে আমাদের কৃষকরা অত্যন্ত উপকৃত হয়। Techno economic surveyতে একথা পরিষ্কার বলেছে যে ত্রিপুরা offer good

scope for installing pumping set. Supply of standard Kerosin fuel set................ Techno economic survey এর এ রকম পরিষ্কার recommendation থাকার পরও আমরা এখানে কোন pumping set ব্যবহার করার ব্যবস্থা বা কোন রকম initiative আমরা নিচ্ছি না। বলে আমাদের কৃষক সম্পূর্ণভাবে nature এর উপর depend করে আছে। একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের কৃষক fertilizer ব্যবহার করে না কেন? তারা যদি fertilizer ব্যবহার করে তাহলে তার ফসল অনেক বাড়াতে পারে, ফসলের অনেক উন্নতি হতে পারে, ফসল বাড়তে পারে। এখন fertilizer ব্যবহার করা না করা শুধু বক্তৃতা দিয়ে কারোকে বুঝান যাবে না। যদি কৃষকরা বুঝে যে fertilizer ব্যবহার করলে পরে ক্ষেতের ধান বাড়বে, ফসল বাড়বে তাহলে সে বিনাপ্রশ্নে, বিনাদ্বিধায় fertilizer ব্যবহার করবে। এইখানে আমি বক্তব্য রাখতে চাই যেখানে একটা কৃষককে তার উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণভাবে depend করতে হচ্ছে rain fall এর উপর সেখানে কৃষক fertilizer ব্যবহার করতে পারে না, তার সাহস থাকতে পারে না। কারণ irrigation facilities যদি না থাকে তাহলে যে কৃষক fertilizer ব্যবহার করবে, যদি সময়মত বৃষ্টি না হয়, যদি ধানের দর পড়ে যায় তাহলে সে সবচেয়ে বেশী suffer করবে। একথা শুধু আমি বলছি না, এটা শুধু আমার কথা নয়। National Committee of Applied Economic Research—তারাই সম্প্রতি একটা মন্তব্য রেখেছেন। তারা বলেছেন যে, "If the price of produce falls at the harvest time or if the rain fall or if the irrigation facilities do not come available or the crop is affected by the pest, the fertilizer user might be wort of than the non-user" যারা নাকি সার ব্যবহার করে, যদি সময়মত বৃষ্টি না হয়, যদি পোকামাকড়ে ফসল নষ্ট করে, যদি ধানের দর পড়ে যায় তাহলে যারা সার ব্যবহার করছে তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে—যারা সার ব্যবহার করেনি তাদের থেকেও। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের মনে রাখতে হবে যে কৃষকদের শুধু বললেই হবে না যে তোমরা সার ব্যবহার কর। সার ব্যবহার করলে তার ভবিষ্যত কি হবে সে সম্বন্ধে যদি আমি guarantee দিতে না পারি তাহলে সে সার ব্যবহার করতে পারে না এবং কৃষকরা দেখে যে সার ব্যবহার করার জন্য তারা অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হয়েছে এইজন্য যে জল সে পায়নি, পোকায় তার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার কোন protection আমরা দিতে পারিনি। এবং পারিনি বলেই কৃষক আজকে fertilizer নিতে চায় না এবং সেইজন্যই আমি দেখেছি যে Agriculture Deptt যখন কাহাকেও কৃষিঋণ দেয়, তখন কৃষিঋণ দেওয়ার সময় তার টাকা থেকে একটা টাকা ধার্য্য করে দেয় যে ঐ টাকা দিয়ে তাকে সার কিনতে হবে। এই দিয়েই deptt. তার quota পূর্ণ করতে পারে, সে বলতে পারে যে আমার রাজ্যে এতটা সার বিক্রী হয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে কৃষকের উন্নতি হবে না এবং আমাদের সমস্যারও সমাধান হবে না। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। তার ফসল উৎপাদনের যে Capacity, তার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। একটা highly productive north Comprising Sadar, Khowai, Kamalpur Kailashahar and Dharmanagar, medium—north & south-w st Udaipur, Sonamura and Belonia, low

Production—Amarpur and Sabroom এইভাবে তিনটা zone এ ত্রিপুরাকে তার Productive Capacity অনুযায়ী ভাগ করতে পারি। এ ভাগটা আমি করিনি, এটা Techno Economic Survey করেছে এবং তারা দেখেছেন যে ঐ সব যে হারে ত্রিপুরাকে ভাগ করেছেন, যদি সেই হারে ত্রিপুরাকে ভাগ করে আমরা ফসল উৎপাদনের দিকে সেইভাবে নজর দেই তাহলে ত্রিপুরার ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের ত্রিপুরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। তারা একথাও বলেছে যে "Dharmanagar is the highest per acre yield for rice, Kailashahar for Cotton and both are also important sugar cane area" আজকে আমাদের জানতে হবে Techno Economic Surveyর যে recommendation সেই recommendationকে আমরা কতখানি follow করেছি, সেই recommendation এর দিকে লক্ষ্য রেখে যেখানে চাউল বেশী যেখানে sugar cane বেশী, যেখানে Cotton বেশী হয় আমরা সেভাবে irrigation টাকে আমাদের agriculture টাকে আমরা develope করছি কিনা? যদি আমরা figure দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সেই figure এখানে নেই, সেই figure একথা বলেনা। যদি আমরা figure দেখি, যেখানে বলা হয়েছে যে ধর্মনগর চাউলের পক্ষে একটা স্বর্গ, ধর্মনগরে চাউলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়। সেখানে এই figure কি বলে, আমার সরকারী figure থেকে আমি একটা হিসাব দেখাচ্ছি এখানে। ধর্মনগরে ১৯৬১-৬২ সালে ধান হয়েছিল ৩১,৭৭০ টন আর ৬৩-৬৪ সালে সেটা কমে গিয়ে দাড়িয়েছে ৩২,৩৪৪ টন, যে ধর্মনগরে এত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, যার জন্য Techno Economic Survey এত recommend করেছেন, সে ধর্মনগরে আজকে ধানের উৎপাদন কমছে। কমছে কেন? কারণ আমরা কোন Plan and Programme নিয়ে এগোচ্ছি না। কৈলাশহরের দিকে যদি আমরা তাকাই যাকে বলা হয়েছে যে এখানে Cotton বেশী হয়; সেই কৈলাশহরের অবস্থাটি কি? না, যেখানে Cotton হয়েছিল ১৯৬১-৬২ সালে ১,৪৬০ মণ। আর ১৯৬৩-৬৪ সেটা কমে গিয়ে হয়েছে ১৪০৬ মণ। কমছে, কোন বাড়তির দিকে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি না। Oil seeds, ধর্মনগরে Oil seeds বেশী হওয়ার কথা সেখানে ৬১ ৬২ সালে হয়েছিল ৫২২ টন। আর ৬৩-৬৪ সালে হয়েছিল ৪৯২ টন। কাজেই এই যে figure সেটা সরকারী figure আমি তৈরী করিনি। আপনারা তা study করে দেখবেন এবং Techno Economic Surveyর recommendation সেটা মিলিয়ে দেখবেন। তারা যে recommend করেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেটা মোটেই follow করেনি তারা খুশিমত কৃষি ছেড়ে দিয়েছে, যেখানে যা খুশি তৈরী করেছে। কোথায় ধান হতে পারে, কোথায় Cotton হতে পারে, কোথায় সরিষা হতে পারে, সেইসব দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেনি, তাদের খুশিমত কাজ করে গেছে। Techno Economic Survey আরো বলেছে যে আমাদের কৃষকদিগকে যদি ঋণমুক্ত করতে চাই, উৎপাদনে যদি তাদের উৎসাহিত করতে চাই, তাদের যা Credit তাদের যা ঋণ করতে হয়, অন্ততঃ তার ৬০% গভর্ণমেন্টকে দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সেদিকে সরকার কোন কিছুই করছেন না। আমরা জানি Reserve Bank of India Survey যা হিসাব দিয়েছেন তাতে আছে সে কৃষকদের খাতে সারা ভারতবর্ষে ঋণের বোঝা হচ্ছে ৩০০০ কোটি টাকা এবং প্রতি গড়পড়তা হিসাব করলে একটা পরিবারের ঋণের বোঝা

হচ্ছে ৪০৬৲ টাকা। এই যে ঋণের বোঝা দিনের পর দিন বাড়ছে, তার থেকে মুক্ত হওয়ার কি উপায় তা বুঝি না। ঋণ সালিশী বোর্ড করার কথা আমি বলছি না—যে তা করে তাদের ঋণ মকুব করে দেওয়া হোক। তবে তাদের কিছুটা ঋণ লাঘব করা দরকার। সব সময়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঋণ চাই, ঋণ চাই বলে কৃষকেরা চীৎকার করছে—তার চাওয়ার কোন শেষ নাই। আমি জানতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের মারফতে বা কো-অপারেটিভের মারফতে কত ঋণ আজ পর্য্যন্ত দিয়েছে। তারা যে ঋণ চাচ্ছেন তার কত percent গভর্ণমেণ্ট দিয়েছে। আমরা যদি All India figure দেখি তাহলে দেখব যে All Indiaতে কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে—মহাজন এবং অন্যান্য লোক থেকে তার মাত্র ৮ শতাংশ ঋণ দিচ্ছেন কো-অপারেটিভ। আমাদের ত্রিপুরাতে এই হার থেকে ভিন্ন হার হওয়ার কোন কারণ নাই—কিন্তু ত্রিপুরাতে ৮ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে আমরা তার চেয়েও আরো কম ঋণ দিয়ে থাকি, ফলে naturally কৃষকদের পক্ষে যাহারা মহাজন, তার কাছে জমি বন্ধক দেয়, কারণ তাছাড়া আর কোন উপায় থাকে না—এবং ৫/৭৲ টাকা দরে তারা সমস্ত ধান বিক্রী করে দিয়ে আসে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কৃষির উন্নতির জন্য অনেক Plan তৈরী করেছি, এবং আমরা দেখেছি যে অনেকগুলি Schemeএর কোন বাস্তব রূপ নেই—এগুলি শুধু খাতার কাগজে রয়ে গেছে, এগুলি পরিকল্পনা নয়—শুধু কল্পনা। কারণ পরিকল্পনা একটা বাস্তব জিনিষ, যা ধরা ছুয়া যায়, একটা রূপ নেয়।

কিন্তু কল্পনা সবসময় কল্পনাই থাকে তার কোন রূপ নেয় না আমরা দেখেছি তিল, সরিষা conservation of seed for experimetal Resource কথা ছিল একটা Main station আগরতলা হবে, আর দুটু Sub-station দুই প্রান্তে হবে, সেই Sub station আজ পর্য্যন্তও হয়নি। Pilot scheme on high soil preservation উদয়পুরে একটা করা হয়েছে আর কোথাও করা হয়নি। Jute Development scheme যার main problem হচ্ছে ভাল Jute করা সেগুলি Rolling এর অভাবে তারা করতে পারছে না। সরকার থেকে যে টাকা দিচ্ছেন তা দিয়ে পাট ভিজাবারও খরচ হচ্ছে না। এবং যে সব জায়গায় সরকার টাকা দিয়েছেন তা দিয়ে তারা ঠিকমত কাজ করছেন কিনা তার কোন খতিয়ানও তারা নেননি।

Fishery সম্বন্ধে কথা ছিল যে সরকারী যত জলা জায়গা আছে তাতে মাছের চাষ করা ও survey করা। যাতে 1st March অন্তত ৩০০ একর জমিতে মাছের চাষ করা যায়। আমরা দেখেছি যে survey staff একটা আছে, প্রতি বছরেই staff continue করছে কিন্তু উদয়পুরে সামান্য একটু জলায় মাছের চাষ করা ছাড়া আর কোথাও কিছুই করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কৃষির যে চেহারা এই চেহারাটা আমি দেখাচ্ছি যে প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কৃষি সে কৃষির কোন উন্নতি হয়নি। আমরা যেখানে ছিলাম আজ সেই খানেই দাড়িয়ে আছি—প্রত্যেক বৎসর খাদ্যের ঘাটতির জন্য প্রচুর আমদানী আমাদের করতে হয় এবং সেই হারে ত্রিপুরার কৃষির অগ্রগতি চলছে। আমরা সেখানে কোন দিন ত্রিপুরার খাদ্য শষ্য উৎপাদনের কাজ সমাধান করতে পারব কিনা, খাদ্যের ঘাটতি আমরা সমাধান করতে পারব কিনা তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

অতএব এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। আমাদের একটা calling attention এর প্রশ্নে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যেখানে ৩০ টাকা চাউলের দাম চড়বে, ঠিক সেইখানে ration দোকান খোলা হবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে আমারই একটি starred question এর answer এ বলা হয়েছে যে যেখানে চাউলের দাম ২৫ টাকা হবে, আমরা সেইখানে ration shop খুলব। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে কোনটা সত্যি? Starred question No 29 এখানে একথা বলা হয়েছে যে Fair Price shops are opened in places where open marked price of rises above Rs. 25 Per maund—২৫ টাকার বেশী দর উঠলে আমরা রেশনে চাউল দিব এ হচ্ছে আমার একটা starred question এর answer। আর Calling attention এ মুখ্যমন্ত্রী দাড়িয়ে বললেন যে ৩০ টাকা দর না উঠলে পরে আমরা কন্ট্রোলের দোকান খোলব না। আমি জানতে চাচ্ছি যে কোনটা সত্যি? Houseকে এ ভাবে দুরকম তথ্য পরিবেশন করে House কে mislead করে লাভ কি? এ ছাড়া তারাওত mislead হচ্ছে। একান্ত ভাবে যদি House কে mislead করা হয় তবে যিনি বলছেন তার যেমন Prestige থাকে না তেমনি যে Houseএ একথা বলছেন সেই House এরও Prestige থাকে না। কাজেই এসমস্ত প্রলাপ উক্তি না করে যা সত্যি সেই সত্য তথ্য House এর সামনে তুলে ধরা উচিৎ। আমি Industryর connection এ দুটি কথা এখানে বলতে চাই। যদি আমরা ত্রিপুরাকে শিল্প সমৃদ্ধ না করতে পারি, যদি ত্রিপুরাতে আমরা নূতন কোন Industry গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমরা ত্রিপুরাতে আর অগ্রসর হতে পারব না। এ সম্বন্ধে নূতন কোন কথা আমি বলতে যাচ্ছি না। Techno economic survey তে যে সমস্ত Industry grow করার কথা বলেছে আমি তারই কতগুলি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তারা একথা বলেছেন যে আমাদের এখানে অনেক বাঁশ আছে এবং বাঁশ দিয়ে আমরা বাড়ী, ঘর, বেড়া ইত্যাদি তৈরী করি। কাজেই এখানে একটি Bamboo Splitting Mill হতে পারে। যে Industryটা bambooকে split করবে, ছোট ছোট করে কাটবে। কাজেই এখানে একটা Bamboo Spliting Mill হতে পারে। এটা আমার কথা নয়, এটা Techno Economic Surveys এর কথা। তারা বলেছে যে এখানে আমরা file করার জন্য, Pin Cushion করার জন্য Ink shed করার জন্য, roller করার জন্য, Geometry Instrument করার জন্য আমরা Industry এখানে গড়তে পারি। এখানে কিছু যে হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু সেগুলি বাইরের Competition এর সঙ্গে টিকতে পারছে না। ফলে শুধু হয়ত board file, flat file যেটা হচ্ছে এছাড়া আর কোন instrument আমাদের কোন Industry তৈরী করছে কিনা, অন্ততঃ আমার জানা নেই। অথচ এগুলি করতে পারি। Geometrical Instrument, Pin Cushion, roller এগুলি করা এমন কোন একটা আয়াসসাধ্য বা খুব একটা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। আমাদের এখানে Leather Industry আছে। সেই Leather Industry আজকে Compititionএ টিকতে পারছে না। এখন Leather Industryগুলিকে Compititionএ কি করে টিকানো যায় সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের Tea Industry আজকে যে অবস্থায় দাড়িয়েছে, যদি সরকার খুব নজর না দেন তাহলে Tea Industry-

গুলি ক্রমশঃ Collapse করবে। তার yield per acre কমছে এবং সেখানে Cost of Production বাড়ছে এবং Cost of transport, exceise duty ইত্যাদি দিয়ে চা বাগানগুলি টিকতে পারছে না। এখন তাদের যদি Govt রক্ষা করার জন্য এগিয়ে না যান তাহলে এই Industryগুলি টিকতে পারব না। এবং আমার ভয় হচ্ছে যে আর কিছুকাল পরে হয়ত অনেক চায়ের বাগান বন্ধ হবে, যার ফলে কয়েক হাজার গরীব লোক বেকার হয়ে যাবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে বিভিন্ন চা বাগানের যারা মালিক তাদের ডেকে আমাদের মূখ্যমন্ত্রী বলুক, বসে আলোচনা করুক কি করে এসব tea Industryগুলি রক্ষা করা যায়।

আমাদের Third planএ municipalityর অনেক কিছু করার কথা ছিল। Town Hall করার কথা ছিল, Park করার কথা ছিল, Garden করার কথা ছিল, Bus stand করার কথা ছিল। আজকে সে সমস্ত কোন কিছুর চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি না। Third Plan যেগুলি করার কথা ছিল তার একটাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাহলে এ সমস্ত Plan কেন করা হয়? এ সমস্ত plan implement করার কোন গরজ আমাদের নেই। যে plan কেবল কাগজেই থাকবে বাস্তবে কোন দিন রূপ নেবে না, সে সমস্ত plan তৈরী করে, কতগুলো ভাঁওতা দিয়ে আমাদের লাভ কি? আজকে আমি Industryর কথা বলছি। এবং যদি আমরা Industry গড়তে যাই তাহলে আমাদের যে power' সে powerকে আমাদের বাড়াতে হবে। যদি আমরা power বাড়াতে না পারি তাহলে আমাদের Industry গুলিকে আমরা বাড়াতে পারব না। এবং সে জন্য আমাদের power কি করে আরো বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিৎ। Third plan এ অনেক জায়গাতে power দেওয়ার কথাছিল, বিলোনীয়া পানীসাগর কুমারঘাট, অমরপুর, কমলপুর, সাব্রুম, সোনামুড়া এবং সদরের আসেপাশে বিশালগড়, নরসিংগড়ে এসব জায়গায় electric দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে সব জায়গায় কি দেওয়া হয়েছে?

কেন, কেন হযনি? বিশালগড়, নরসিংগর এইসব জায়গায় light যায় নি কেন? এবং যদি না যাবে তবে planএ এগুলির রাখার সার্থকতা কি? আমি আজকে plan করলাম তারপর সেটাকে implement করতে পারলাম না। এটা হল আমার মতে একটা ভাঁওতা। এবং এই ভাঁওতা দিয়ে যদি জনসাধারণকে নিয়ে যেতে চাই তা হলে তারা সেই ভাওতা বুঝবে না, এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই। মাননীয় Speaker Sir, আমরা দেখছি যারা আমাদের শাসক দল তারা তাদের ক্ষমতাকে কি ভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। কি ভাবে তাদের দলটা গড়ে উঠবে। সেইখানে তাদের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করছে এবং সেই জন্য Opposition এ যারা থাকবে তাদের পেছনে পেছনে সব সময় লোক লাগিয়ে রাখে। ঘুম থেকে উটে দরজা খুলেই দেখা যাবে সামনে একটা টিকটিকি দাড়িয়ে আছে। একটা I B. সারা দিনই ঘুরে পেছন পেছন। সকালে বাসা থেকে বেড় হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে বাসায় ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত I. B. কুকুরটা কোন সময় পেছন ছেড়ে যাবে না। এটা গণতন্ত্রের কিসের লক্ষণ? কোন গণতন্ত্রে এই কথা বলে যে

একটা opposition member এর পেছনে ২৪ ঘণ্টা একটা I. B. লাগিয়ে রাখতে হবে? না হলে গণতন্ত্র থাকবে না। এটা গণতন্ত্রের কোন পাঠে শিক্ষা দিয়েছে যে ২৪ ঘণ্টা একটা কুকুর পেছনে লাগিয়ে রাখতে হবে। এটা গণতন্ত্রের কথা নয়। গনতন্ত্রের নামে একটা authoratarian মনোভাব grow করছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। মাননীয় Speaker Sir, আমরা জানি এই শাসক দল কি ভাবে সেদিন তেলিয়ামুড়াতে কংগ্রেস সম্মেলন করেছে। সেই সম্মেলনে কি করা হয়েছে? আগরতলা থেকে একটা high power transmiter এবং একটা V. H. F. অর্থাৎ very high frequency যাতে নাকি মুখে talk করে, সেই একটি Instrument সেখানে নেওয়া হয়েছে। নিয়ে সেখানে তিনটি দিন ব্যবহার করা হয়েছে। আমি জানতে চাই যে কংগ্রেস সম্মেলনের জন্য আমাদের transmiter সেখানে যাবে কেন? এবং সেটা সেখানে ব্যবহার করা হবে কেন? সরকারের transmiter! কংগ্রেস সম্মেলনে ব্যবহার করার জন্য নয়। তবুও সেগুলো সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি যখন আমরা চাউল খেতে পাই না তখন আগরতলায় চালের দর ৩০/৩৫/৪০ উঠে। এবং আগরতলার বড বড সরকারী কর্ম্মচারী high Official যারা, যারা Secretary, D. M. তারা Khowai থেকে Dharmanagar থেকে সরকারী গাড়ী দিয়ে মাসের খোরাক, বছরের খোরাক, ধান, চাল নিয়ে আসে। তখন সেটা আইনে বাঁধেনা। তখন Anti-corruption Deptt. বা কোন Deptt সেখানে থাকে না। একবার একটা হয়েছিল! একটা গাড়ী খুব সম্ভবতঃ Finance Secretaryর গাড়ী T R A 63 তখন Khowai থেকে চাল নিয়ে আসছিল। মধ্য পথে ধরা পড়েছিল। তারপর অনেক অনুনয় বিনয় করে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে আসা হয়। আমি জানতে চাই সেই ঘটনাটার কি হল। সেই ঘটনাটি পত্রিকায় বেড়িয়েছিল। যারা পত্রিকা পড়েন তারা দেখে থাকবেন। এই ঘটনাটি অস্বীকার করতে পারবেন না যে Dharmanagar থেকে Khowai থেকে সরকারী গাড়ী দিয়ে, Jeep দিয়ে বড় বড় officerরা মাসের খোরাক, বছরের খোরাক চাল নিয়ে আসেন এবং নিয়ে এসে তারা আরমে দিন কাটান। আর আমরা এখানে ৩০/৩৫/৪০ করে চাল কিনি। আর আমরা যদি ১ মণ চালের Permit চাই সে Permit আমাদের কপালে জুটে না। মাননীয় Speaker Sir, আমি আর একটি কথা বলব শুধু। Education সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হচ্ছে

Mr Speaker :—Five minutes are alloted.

Sri Atiqul Islam :—

Education আমাদের এখানে বাড়ছে। অনেক স্কুল, অনেক হাই স্কুল তারা করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে শিক্ষার হার কত বেড়েছে? পরীক্ষা পাশের Percentage কত বেড়েছে? গত বৎসর সরকারী স্কুলগুলি থেকে শতকরা ৫০ জনের বেশী পাশ করেনি। আর বাকী ৫০ জন যে ফেল করল তার দায়িত্ব কে নেবে? এই অর্থের অপচয়, energyর অপচয় কে বহন করবে?

(INTERRUPTION)

অনেকছাত্র আগরতলা স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারেনি। আমাদের একটা unstarred question এর answer এ তারা বলেছেন যে ৯১৭৬ ছাত্র ভর্ত্তির আবেদন করেছিল, তার মধ্যে ভর্ত্তি হতে পেরেছে ৬০৫৫ জন। অর্থাৎ ৩১২১ ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারেনি। আপনারা কি বলতে পারেন যে তারা কোথায় যাবে? তারা শিক্ষার জন্য কার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরবে এবং এর জন্য কারা দায়ী? আমাদের education Dept অনেক বই select করে। আমি গত বৎসর একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম education থেকে কি রকম বই select করা হয়। এবৎসরও আমি একটা উদাহরণ দেব। আমাদের Class V এর একটা বইতে লেখা হয়েছে যে, খুব সম্ভব বাংলা কি ভূগোল বই আমি তা Produce করব, প্রথম নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় একটা advisory Board গঠিত হয়। কাদের নিয়ে গঠিত হয়, না electoral college এ যারা নির্ব্বাচিত হয়েছে তাদের নিয়ে এই Advisory Board গঠিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এই তথ্য তারা কোথায় পেলেন? যারা electoral collegeএর member তাদের নিয়ে Advisory Board গঠিত হয়েছে এরকম তথ্য কোথায় পেলেন? এবং এরকম তথ্য যদি ছাত্রদের পড়ানো হয়ে থাকে তা হলে তারা জ্ঞান কি রকম অর্জ্জন করছে আমরা তা বুঝতে পারি। Advisory Board যাদের নিয়ে গঠিত হয় তারা কেউ electoral collegeএর member ছিলেন না। শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্ব্বাচনে, কিন্তু নির্ব্বাচনে হেরেছেন। সুখময় সেনগুপ্ত দাঁড়ান নি। নাম দিয়ে প্রত্যাহার করেছেন। আর ছিলেন জীতেন দেববর্ম্মা, তিনি election এ contestই করেন নি। Advisor ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, এবং জীতেন দেববর্ম্মা। তারা কেউ electoral college এর member ছিলেন না। কিন্তু আমাদের পাঠ্য বই এ লিখা হল যে আমাদের যে Advisory Board গঠিত হয়েছে যারা electoral college এর member— তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এরকম শিক্ষা দিলে, শিক্ষা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা আমরা এমনি বুঝতে পারি। কাজেই এই নিয়ে গর্ব্ব করা চলে না। আমি হয়ত আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারতাম এবং বইটা আমি House এ Produce করব। গত বৎসর আমি অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছিলাম। কিন্তু step তারা নেননি। ওরা চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। কে কাকে ধরবে? এত বৎসর কংগ্রেস শাসনে আমরা কি পেয়েছি আপনারা শুনবেন? আমাদের প্রাক্তন বিচারপতি, শ্রীমেহের চাঁদ মহাজন বলেছেন "চরমতম দুর্ভাগ্য যে আমাদের উচ্চ নেতারা শুধু নিজেরাই পাপাচারণ করেন না, তা গোপন করতে চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, দেশের মধ্যে অন্য নেতারা যে সব পাপ করেন তাকেও গোপন করার চেষ্টা করেন। এর পাপের পর পাপ করেই চলেছেন। সর্বোপরি এই পর্য্যন্ত এই মানুষেরা কি করেছেন, তাদের ১৮ বৎসরের শাসনে তারা সৃষ্টি করেছেন, কোটা, পারমিট এবং লাইসেন্স, সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাষার গোড়ামিকে উষ্কানী দিয়েছেন। এরা সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করেছেন অন্য কিছু করতে পারেন নি।"

এ কথাটি আমার নয়। এই কথাটি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীমেহের চাঁদ মহাজনের। শ্রীমেহের চাঁদ মহাজন, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বলেছেন ১৮ বৎসরে কংগ্রেস শাসনের সৃষ্টি হয়েছে কতগুলি কৌটা. পারমিট আর লাইসেন্স, সৃষ্টি হয়েছে চোর, জোচ্চোর, বদমাইশ,১৮ বৎসরের শাসনে আর কিছু তারা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সৃষ্টি করতে পারবেন না। মাননীয় Speaker Sir, তারা বলে থাকেন যে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ব। সমাজতন্ত্র কাকে বলে আপনারা জানেন কি? সমাজতন্ত্র কি এই কথাই বলে যে আমরা কেবল ধনীকে পোষণ করব আর গরীবকে মারব। যদি কোন ব্যক্তির এক পয়সা খাজানা বাকী পড়ে তার থেকে আমরা সুদে আসলে ক্রোক্ করে সব আদায় করে নেই। তখন আমাদের আইন কাউকে ক্ষমা করেনা। কিন্তু যে আগা খাঁ, মারা গিয়েছে, সেই আগা খাঁর একাশী লক্ষ টাকা হয়েছিল আয়কর। তাঁর যে উত্তরাধিকারী তিনি বলছেন যে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ভারত সরকার অত্যন্ত নরম হয়ে গিয়েছেন। গিয়ে বলেছেন যে তোমাকে অত টাকা দিতে হবে না, তুমি বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে দাও তাহলে আমরা খুশী।
৮১লক্ষ টাকা আয় করের মধ্যে তিনি দিলেন মাত্র বিশ লক্ষ টাকা! আর বাকী সব টাকা একদম বকেয়া মুকুব। ৬১ লক্ষ টাকা তার মাপ করা হল। তারপরও কি আমাকে বলতে হবে যে কংগ্রেস সরকার ধনী পোষণ করেন না, তারা সমাজতন্ত্র চান? সমাজতন্ত্রে কি এই কথা বলে যে আমরা কেবল গরীবদের থেকে tax খুব করে আদায় করব আর যারা ধনী তাদের বকেয়া মাপ করব,। আর ইনকামটেক্স মাপ করব। আপনারা সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করছেন না। আপনারা সৃষ্টি করছেন ধনীকতন্ত্র। এবং দেশের মানুষ একদিন তারই জবাব দেবে। তারা জানে যে যারা শয়তান তাদের কি করে ধ্বংস করা হয়।

Mr. Speaker :—I now call on Shri Karunamay Nath Choudhury, your time is 20 minutes only.

Sri Karunamay Nath Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আয় ব্যয়ের কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যয়ভার যে পর্য্যায়ে এসেছে ত্রিপুরা কোনদিন আত্মনির্ভরশীল হয়ে একবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই রাজ্যের সীমান্তের তিনদিকে পাকিস্তান। সাতশত বিশ মাইল যেক্ষেত্রে তার বর্ডার, তার সে সীমান্ত রক্ষা করতে বিরাট বাহিনী তার রক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সাহায্য তা ত্রিপুরার বাজেট উঠবেই। সুতরাং বাজেটের পরিমাণ আমাদের কাছে অত্যন্ত বৃহৎ লাগবে। এই রাজ্যে যেক্ষেত্রে শতকরা পঁচাত্তর জন কৃষক সেই কৃষকের উন্নতি যদি আমরা না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অন্য কোন পন্থায় ইতিমধ্যে হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখছি না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে তৈল সম্পদ কবে আমরা তা নিষ্কাশিত করতে পারব, ত্রিপুরা রাজ্যের যে বন সম্পদ, যা বর্তমানে সৃষ্টি হচ্ছে তা বহু পরে গিয়ে হয়ত একদিন লাভজনক পর্য্যায়ে যাবে, ত্রিপুরায় খাদ্যের যে পরিমাণ ঘাটতি সে খাদ্য যদি ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপন্ন করতে হয় তাহলে প্রথমতঃ বিশেষ

করে কৃষির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। অন্যথায় এরাজ্যের পুরাণ অধিবাসী যারা আছেন, তারপর যারা নূতন এসেছেন এই দুইদল মিলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে চৌদ্দ লক্ষের মত লোক হয়েছে তার যে অর্থনৈতিক কাঠামো তা উন্নতির দিকে এই কথা বলা চলে না। আজকে একটা কথার এখানে আলোচনা হয়েছে যে এরাজ্যের কিছু লোক বাহিরের প্ররোচনায় এরাজ্য ছেড়ে, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক চলে যাচ্ছে। যদিও আমরা একথা স্বীকার করি যে প্ররোচনায় চলে যাচ্ছে তবু এটা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। কারণ মাতৃভূমি ছেড়ে কেউ কখনও যেতে চায় না, প্রলোভনে পড়ে যদি চলে যায়, তবে সে প্রলোভনও আমাদের পক্ষে হবে একদিন মারাত্মক। মাননীয় সদস্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবু একটু আগে উল্লেখ করেছেন, আজকে জুমিয়া পুনর্বাসনে যদি আমরা তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে অন্যের প্ররোচনায় ক্ষুধার্ত মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে সে অসম্ভব নয়। আজকে ক্ষুধার্ত মানুষকে যদি আমরা ক্ষুধার অন্ন না যোগাতে পারি তাহলে দেশের বিরাট লোকসংখ্যা, বেক্ষেত্রে আদিবাসীর, যেঅংশ সবে মার্চ মাসেই চলে যাচ্ছে। আগামী আষাঢ় মাস পর্যন্ত সমস্ত দেশেই খাদ্যাবস্থা যে পর্য্যায়ে পৌঁছবে তাতে যে কি বিপর্যয় উপস্থিত হবে তা এখনই আমাদের ভাবা উচিৎ। এখানে খাদ্য সংগ্রহ, অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয় চাউল ইত্যাদি কেনার জন্য এখানে টাকা রয়েছে। সেই চাউল যদি আমরা পূর্ব মুহূর্তে না কিনি তাহলে আমাদের সকলকে হয়ত দুর্ভোগ ভুগতে হবে। আমরা গত ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্য করেছি যে রাজ্যের সর্বত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ফলেছে। কিন্তু সেই খাদ্যশস্য সম্পর্কে একটি ধারণা আমাদের যে, এতে বোধহয় আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাব। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। সারা রাজ্যে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে তা দেশবাসীর পক্ষে একটা বিশেষ পরিমাণ নয়। আজকে মার্চ মাসের ২৯ তারিখেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের দর ৩০৲ টাকা, বিশেষ করে চাউলের দর ৩০৲ টাকার উপরে উঠেছে। আমরা যদি যথ সময়ে এই চাউল সংগ্রহ করতে পারতাম তাহলে হয়ত চাউলের দর আজকে এত বেশী উঠত না। মহাজনদের ঘরে ইতিপূর্ব্বেই চাউল গিয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথায় কিভাবে সেই চাউল আছে তা খুঁজে বের করা এত সোজা জিনিষ নয়। কারণ আজ কালকার দিনের মানুষ সে তার সংগ্রহের নীতি ও পাল্টিয়ে দিয়েছে। আজকে যদি এই মুহূর্তে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে দুদিন পরে test relief এর দ্বারা এ দেশ রক্ষা করা খুব শক্ত হবে। গত বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা test relief এ ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু তাতে ত খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। যারা জুমিয়া তারা যদি জুমের কাজ না করে, রাস্তায় এসে যদি test relief এর কাজ করে তাহলে খাদ্য উৎপাদন হল না, খাদ্যের ঘাটতি আমাদের ভোগ করতে হবে। আজকে মহাজনদের ঘরে যদি চাউল গিয়ে থাকে তাহলে আজকে সেই চাউল তারা দয়া করে মানবতার খাতিরে ক্ষুধার্ত মানুষকে তা তুলে দেবে না, তারজন্য আবার যখন Police operation আরম্ভ হবে তখনই আমাদের বিরোধী দল আবার সুযোগ পাবে, আবার চীৎকার আরম্ভ করবে। তার কারণ তারা তখন গরীবের দিকে না গিয়ে তারা তখন ধনীর দিকে থাকতে লজ্জাবোধ করবে না। আর Police operation যদিই বা হয় তাহলে খাদ্য বা কতটুকু মিলবে। আমাদের স্মরণ থাকা দরকার যে কৃষিতে ইংরেজীতে Diminishing return বলে একটা কথা আছে। Law of Diminishing return

আমরা খুব সম্ভব ভুলে যাচ্ছি যে Diminishing return সম্পর্কে আমরা অবহিত নই বলে আজকে আমরা হিসাব নিকাশ দেখে ভাবছি যে খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে গেছে। একবৎসর যদি খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে তাহলে স্বভাবতঃই পরবর্তী বৎসর খাদ্যের উৎপাদন কম হয়। এবৎসর যে উৎপাদন হয়েছে তার উপর যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসত তাহলে ত আর রক্ষাই ছিল না। Diminishing return এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি, আপনারা অপেক্ষা করুন। এখানে গত বৎসরে সারা রাজ্যে যে পোকার আক্রমণ হয়েছিল তাতে খাদ্যের উৎপাদন আমাদের অনেক কম হয়েছিল। আমি ভুল বলেছি ৬৩ সালে পোকার আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু ৬৪ সালে পোকার আক্রমণ না হওয়ার জন্যই এই উৎপাদন আমরা দেখেছি। কেউ কেউ এককানি জমিতে ৪০ মণ ধান হওয়ার হিসাব করেন, কিন্তু যদি ঠিক ঠিক হিসাব করেন তাহলে সেখানে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমিতেও আজকাল ১০ মণ ধান ফলানো খুব শক্ত হয়ে গেছে। গড়ে পাঁচমণের বেশী যেখানে ধান উৎপাদন করা শক্ত হয় সেক্ষেত্রে যদি একটা ভাল জমি দেখে হিসাব করা হয় ১০ মণ। তাহলে যে ভুল তথ্যের মধ্যে আমরা পৌছব, ঠিক সেই তথ্যের উপরই আমাদের statistics ready হয়ে যাবে, আর তার কুফল ভুগতে হবে আমাদের। এসম্পর্কে আমি উল্লেখ করে বলতে পারি যে ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লকে, যেখানে Block Committeeর meeting হয়েছিল এবং সরকারী দপ্তরের যে হিসাব, সেই হিসাব নিয়ে সেখানে যেসব সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি সেখানে তখন দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হত তাহলে ঠিক ঠিক হিসাবটা ধরা পড়তে পারত। আমি মনে করি এই হিসাব নিকাশের চেয়ে বড় কথা হল যে দেশে যদি খাদ্য থাকে তাহলে খাদ্য সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব? যদি খাদ্যই না থাকে তাহলে তর্কবিতর্কের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে না, তাতে রাজনৈতিক দলাদলি আর রাজনৈতিক উচ্চবাচোর চাইতে কি করে আমরা সত্যিকারের সমস্যার সমাধান করতে পারি সেদিকে যদি আমরা দৃষ্টি না দেই তাহলে এই যে বিরাট বাজেট তা দিয়ে রাস্তাঘাট দালানবাড়ী প্রভৃতির অনেক উন্নতি হবে। কিন্তু প্রকৃত যে অভাব সে অভাব থেকেই যাবে। আজকে এটা স্বীকার্য্য সত্য যে কমলপুরে আমরা Pilot Project করেছিলাম Pilot Schemeও আমরা নিয়েছিলাম শিক্ষার জন্য, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র শেষ পর্যান্ত স্কুলগুলিতে যে আসবে, তাদের পিতার বা অভিভাবকের যে আয় সে আয়ে তারা কুলাতে পারেনি। এটা আমাদের statisticsএ বলেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে যে কি করে খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম সমস্যাই হল বন্যা নিরোধ। আজকে যদি আমরা বন্যা নিরোধই না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের গত ১৫ বৎসর ধরে যে কৃষকসমাজ নিজের সম্বল দিয়ে মহাজনের থেকে ধান এনে, সরকার থেকে ঋণ নিয়ে তারপর ফসল ফলিয়েছে, তার সে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত যে অর্থনীতি আছে তাতে সে কতটুকু শক্তিশালী হয়েছে তা আমাদের আজকে তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। আজকে কৃষক তার সর্বস্ব দিয়ে সে ফসল ফলালো, কিন্তু যখন তার ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন ত ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। তার ক্ষতিপূরণ কেউ করবে না। মহাজনও তার উপর থেকে এক পয়সা সুদ বাদ দেবে না, বিশেষ করে বর্তমান সনে আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কৃষকের সে সমস্যা হলো ঋণ পাওয়ার সুযোগ, ঋণ পাওয়ার জন্য, এখন আর কোন মহাজনও

তাদেরকে ঋণ দেবে না, কারণ Land Reformation Actএ সরকারেই সমস্ত জমি অর্পিত হয়েছে। এখন যদি জমি বন্ধক রেখে কোন মহাজন টাকা দেয় তাহলে সেই টাকা তাকে ফেরত পেতে হবে না। কারণ জমি বন্ধক দেওয়ার যে অধিকার তাও আজকের দিনে অনেক বেশী শিথিল হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে চলতি প্রথা ছিল সাব কবলায় জমি বন্ধক দেওয়া হত, একখানা agreement থাকত। তারপরে কোর্টে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের মামলা হয় সে সারা রাজ্য ব্যেপে আছে—কেও জমি দেয়, কেও জমি দেয় না। এইভাবে সারা রাজ্যেই বিশৃংখলা চলেছে। এখানে আমাদের যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাও অতি অল্প, আমাদের যে land Mortgage Bank সেই Bank কতটাকা বা ঋণ দিতে পারে কৃষককে। আজকে সমস্ত রাজ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ঋণের দরকার কিন্তু কয়েক লক্ষ ছাড়া এই Mortgage Bank টাকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। যে ক্ষেত্রে সরকারের নীতির জন্য কৃষকরা নিজের মহাজনদের কাছে গিয়ে ঋণ পেত এতদিন, আজকে সেই অধিকার আইনের দ্বারা খর্ব হয়েছে।

সুতরাং সরকারকেই আজকে সেই দায়ীত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হতে হবে যাতে কৃষক তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ পেতে পারে। আমরা সরকারী দৃষ্টিতে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করছি সেইগুলি শুধু আদর্শ মূলক হওয়াই উচিত, তার ফলে এগুলি দেখে কৃষকরা কি করে বেশী ফসল নিজেদের ক্ষেত্রে ফলাতে পারে সেই দৃস্টিতে তারা কাজ করবে। পানীসাগরে একটি সরকারী খামার রয়েছে এই খামারে যে শ্রেণীর চাষ বাস হয়। সেখানে এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, গ্রামবাসীকে শেখাবার যিনি Instructor তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, তার পর গ্রামদেশের একজন লোক উঠে পরিষ্কার বলেই বসলে, অতঃপর আপনারা যদি দয়া করে জমিগুলিও খাস করে নেন তাহলে আমরা বরং আগের চাইতে সুখেই থাকব অর্থাৎ শ্রমিক হয়ে সরকারী জমিতে আমরা দিন কাটাব। কারন সরকার শ্রমিক হিসাবে রোজ ২্ টাকা করে দিবে এই gaurantee আমাদের আছে কিন্তু সমস্ত বৎসরেই আমরা আমাদের ক্ষেত থেকে দৈনিক ২ টাকা করে রোজগার করতে পারিনা, আমাদের মহাজনের কাছে যেতে হয় জমি বন্ধক দিতে পরিষ্কার বলেই বসল যে অতঃপর আপনারা যদি দয়া করে আমাদের জমিগুলো খাস করে নেন তাহলে আমরা বরং এখন আগের চাইতে সুখেই থাকব। অর্থাৎ শ্রমিক হয়ে সরকারী জমিতেই আমরা আমাদের দিন কাটাব, কারণ সরকারী শ্রমিক হিসাবে রোজ দু'টাকা করে পাই এই গ্যারান্টি আমাদের আছে, কিন্তু সমস্ত বৎসর আমরা আমাদের ক্ষেত থেকেত গড়ে দু টাকা করে দৈনিক রোজগার করতে পারি না আমাদের মহাজনের কাছে যেতে হয়, জমি বন্ধক দিতে হয় আবার অনেক ঝামেলা আমাদের পোহাতে হয়। তার চাইতে জমি আমাদের নিয়ে যাক, যেভাবে আপনারা সরকারী বাগান করছেন এভাবে আরো জমি নিয়ে যান। আমরা রক্ষা পেয়ে যাই। আগে যে কৃষক এক সময় জমির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করেছে খাস করার জন্য, সেই কৃষকই কয়েক বৎসর পরে বলছে আমি শ্রমিক হয়ে যাব, কৃষক আর থাকব না। এই যদি চিত্র হয়, তাহলে দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হবে। এখানে নেমে আসবে অন্য দেশের চিন্তা ধারা আমরা সে দিকে যেতে চাই না। তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে কি করে কৃষকদের সত্যিকারের স্বাবলম্বী করে গড়ে

তুলতে পারি। তাহলে আজকে কৃষক সন্তানের জন্য বুক গ্র্যান্ট আর সমিতি সাহায্যের প্রয়োজন হবে না তারা নিজের টাকায় যাতে নিজেদের গড়তে পারে সে সামর্থ তাদের গড়ে তুলতে হবে। আজকে সরকার থেকে স্কুল দেওয়া হলো, কিন্তু সেই স্কুলে পড়বে কে? সেই কৃষকদের সন্তান যদি নিজে স্বাবলম্বী হতে না পারে। তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যে পরিকল্পনা করছি সেই পরিকল্পনা পুরাপুরি রূপায়িত হবে না। আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সকল নদী বিশেষ, করে মনু, ধলাই খোয়াই, দক্ষিণে গোমতী এবং তার উপনদী মুহুরী নদী ইত্যাদি সমস্ত রাজ্যে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করে, সেই নদীগুলিকে কি করে আমরা প্রথমে control করতে পারি। জলাধারের সৃষ্টি করে আমরা কি করে জল রক্ষা করতে পারি, সেই চিন্তা আমাদের প্রথমে করা দরকার, তা না হলে আমরা যে রকম বর্ষায় বন্যা ভোগ করি ঠিক তেমনি শীতকালে যখন আমাদের জলের প্রয়োজন হয় তখন আমাদের ক্ষেতে জল দিতে পারি না। সমস্ত জল চলে যায়, তার ফলে আমাদের ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য তখন হাহাকার করি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে কারণ জঙ্গলের পরিমাণ কমেছে। এখন যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হবে, কিন্তু সে অনেক দূরে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য একসময় বৃষ্টি বেশীও হয় তাহলে বন্যাটাও বেশীই হবে। তা কম হবে না সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আমরা যদি কোন সময়ে বেশী পরিমাণ বৃষ্টি হয় তবুও যাতে বন্যা নিরোধের জন্য এই মুহুর্তে প্রস্তুত হতে পারি, সেই জন্য আমার মনে হয় যে, পরিকল্পনায় যে যে ক্ষেত্রে সংশোধন করা দরকার, সেইগুলি আমাদের এখন দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তা না হলে আমরাখাদ্যে যে পরিমাণ ঘাটতি ভোগ করছি সেই ঘাটতি আমাদের থেকে যাবে। গত বৎসর মনু অঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা ছিল, সেখানকার আদিবাসীরা যে দুর্যোগে পড়েছিল, সেখানে আমাদের কংগ্রেসের বহু নেতা গিয়েছেন, আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল. আমিও সেখানে গিয়েছিলাম. কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের অবস্থা দেখে আমি এসেছি যে কৃষি করার যে ক্ষমতা তাদের শরীরে সে শক্তি যাতে সকলে তারা কৃষি কাজ করতে পারে সে শক্তিটুকু তাদের সে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর পরিকল্পনার যদি প্রয়োজন পড়ে তার recastingও আমাদের করা উচিৎ। আজকে এক জমিতে যে পরিমাণ সার দিলে আমরা যে পরিমাণ ফসল পাব, সেইজমিতে যদি আমরা দ্বিগুণও সার দেই তাহলেও সেখানে দ্বিগুণ ফসল ফলবে না। কারণ জমির মাটি এবং সার দুইটা মিলে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করতে পারে, তার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার ভিতরে তার উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে এবং ইহাকে Law of deminishing return বলে. এই সীমার ভিতর যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে যে সমস্ত তদন্ত হয়েছে তাতে ত্রিপুরার উৎপন্নের পরিমাণ কোন জায়গায় কি হতে পারে সে সম্পর্কে কতটা সরকারী তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? আমি অনুরোধ করব যে ত্রিপুরায় যাতে আমাদের মাটী পরীক্ষার জন্য যে বিভাগ রয়েছে' তারা পরীক্ষা করে বিভিন্ন যায়গায়, কোন জায়গায় কি ফসল হতে পারে সে সম্পর্কে যদি দৃষ্টি দেন তাহলে ত্রিপুরার ফসলের একটা সুরাহা হতে পারে। ত্রিপুরায় যে জঙ্গল আমরা এখন জঙ্গল অর্থাৎ বনাঞ্চল সৃষ্টি করছি, সেই বনাঞ্চলে যে সমস্ত গাছ রোপণ করা হচ্ছে, তা দীর্ঘদিন পরে আয় করার অবস্থায় পৌছবে, আমাদের চিন্তা করতে হবে, যে কি করে আমরা স্বল্প মেয়াদী গাছ, উৎপাদন

করতে পারি, এবং আমাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের School Health programme এর মধ্যে একটা Scheme রয়েছে যে ছাত্র যারা তাদেরকে আমরা স্কুলে ফল ইত্যাদি দেব, Expecting mother যারা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও আমরা ফল ইত্যাদি দেব। যারা T. B. রোগী আছে, হাসপাতালে যারা রোগী আছেন, তাদের আমরা ফল দেব, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হবে। ইত্যাদি Scheme রয়েছে কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে যে পরিমাণ রোগী হাসপাতালগুলিতে থাকে বা হাসপাতালে চিকিৎসিত হয় বা সমস্ত রাজ্যে যে পরিমাণ ছাত্র আছে তাদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের দরকার হয় আমরা সেই খাদ্যদ্রব্য যাতে এই ত্রিপুরায় সৃষ্টি করতে পারি সেজন্য আমাদের একটা মৌলিক চিন্তাধারা থাকার প্রয়োজন এবং সেই দৃষ্টিতেই আমরা আমাদের forest যেগুলি আছে যেগুলি বনাঞ্চল, রিজার্ভ বন ইত্যাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে : সেগুলিতে আমরা আরও অল্প মেয়াদে যাতে ফল উৎপাদন করতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার। আমি এর পরে কৃষি সম্পর্কে না বলে অন্য দুটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের এখানে Judicial Department এ যারা চাকরী করেন তাদের গাড়ীর অভাব দেখা দিয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে বিচার বিভাগের অনেক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী রিক্সায় আসা যাওয়া করেন। আমার মনে হয় যে বিচার বিভাগের প্রয়োজনে আমাদের যদি কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়, তাহলে এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ গাড়ী ইত্যাদি কেনার আমাদের যথেষ্ট Provision রয়েছে। আর যদি তা আমরা নাও করি, তাহলে অন্ততঃ বিচার বিভাগে যারা কাজ করেন তাদের জন্য যদি একটা Pool এর ব্যবস্থা করা হয় তাহলেও আমার মনে হয় যে একটা শোভনীয় হবে। আর আমার মনে হয় বিচার বিভাগে যারা থাকেন, তাদের সর্বসাধারণের সঙ্গে যেভাবে বাধ্য হয়ে এখন মেলামেশা করতে হয়, তা থেকে তাদের দূরে থাকা ভাল। আমি এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছি। আমি আশাকরি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবিষয়ে বিশেষ করে দৃষ্টি দিবেন। আমি আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টী আকর্ষণ করব যে যদিও আমাদের Union Territory তবুও এখানে বিধান সভা হয়েছে। এখানে যে Judicial Commissioner Court আছে তা High Courtএ পরিণত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কেও আইনগত সুযোগ থাকলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবেন এবং রাজ্যের বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমি আমার যে বক্তব্য রেখেছি আমি আশা করি যে এটাকে যুক্তি যুক্ত মনে করলে অবশ্যই দৃষ্টী দেবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—

I now call on Srimati Renu Chakraborty.

Srimati Renu Chakraborty—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৫-৬৬ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত করেছেন তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য সামনে রেখে একটি ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা করা হয়। এবং এই যে ব্যয় বরাদ্দ ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটি আর্থিক সামাজিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং প্রত্যেকটি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি

জনসাধারণের বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। আজকে বাজেট আলোচনায় আমাদের বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ থেকে আমি একটি নূতন সুরের অবতারণা দেখতে পেলাম। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা বাজেটটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন এবং কতগুলি Suggestion রেখেছেন এবং তিনি অনুরোধ করেছেন মন্ত্রীমণ্ডলীকে যাতে Proper utilisation of the money কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য রয়েছে যে Proper utilisation of the money হয় করতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যের, প্রত্যেকটি জনসাধারণের সচেষ্ট থাকা দরকার। মন্ত্রীরা বাজেট প্রণয়ণ করেছেন অবশ্য। কিন্তু তা রূপায়ন করার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য প্রত্যেকটি জনসাধারণের এবং প্রত্যেকটি সরকারী কর্ম্মচারীর। সে বিষয়ে যদি বিরোধী সদস্যরা সচেষ্ট এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখেন তাতে কোন গাফিলতি আছে কিনা, তার মধ্যে কোন দুর্নীতি আছে কিনা এবং সম্পূর্ণভাবে রূপায়ন হচ্ছে কিনা—তাহ'লে আমি মনে করি এই বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে রূপায়ন হবে। কিন্তু আজকে বিরোধী পক্ষের নেতা তিনি যা বলেছিলেন আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেছিলেন যে এই বাজেট হতাশা ব্যঞ্জক, নিষ্প্রাণ figure, দেশের কোন Problemএর উল্লেখই এতে নাই কিন্তু তিনি এই কথা কিভেবে বললেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। যেখানে ত্রিপুরার আয় ধরা হয়েছে মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ কোটি টাকারও উপর এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার নানাবিধ সমস্যার কথা চিন্তা করে মুক্তহস্তে টাকা সাহায্য করে যাচ্ছেন। এ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে উনি Construtive কোন suggestion দেন নাই, শুধু গালিগালাজই করে যাচ্ছেন। আমরা দেখেছি যে এই বাজেট খুব সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। কৃষির দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়—সেখানে শতকরা ৭৫ জনই কৃষিজীবি সেই শতকরা ৭৫ জন লোকের আর্থিক ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার নানারকম সেচ ও উন্নতধরণের সার ও বীজের দ্বারা যাতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা যায় তার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রমবর্দ্ধমান জনস্রোতের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য আমাদের প্রয়োজন তা উৎপন্ন করতে পারছি না। তাছাড়া প্রাকৃতিক নানারকম দুর্যোগ, পোকার আক্রমণ ইত্যাদির জন্য অনেক ফসল নষ্ট হয়, যার ফলে খাদ্যশস্যের দাম কিছুটা বেড়ে যায়। তিনি বলেছেন যে আমাদের Calculation ঠিকমত হয় না, Calculation ঠিকমত করার অসুবিধার কারণ হল, যে কোন ২ বৎসর বন্যার দরুণ ফসল নষ্ট হয় আর কোন ২ বৎসর তা হয় না। এইসব অবস্থায়ও ত্রিপুরা সরকার এখানকার খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এখানে প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসী আছেন, তাদের উন্নতির জন্যও ত্রিপুরা সরকার নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং ১৭ হাজার জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং ৪১টি Jumia Colony স্থাপন করে আদিবাসীদে উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। আদিবাসীর শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা এইসব দিকেও সরকার সচেষ্ট আছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংখ্যার তুলনায় যে বোর্ডিং খোলা হয়েছে তার সংখ্যা অল্প এবং স্থানাভাবের জন্য হয়ত অনেকে লেখাপড়ার সুযোগ পান না। তাদের জন্য যাতে

বোর্ডিং এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায়, সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব। ধাই শিক্ষাপনার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ধাই শিক্ষাপনার পর তারা চলে যায়, তাদের যে একটা ব্যাজ দেওয়ার কথা, সেই ব্যাজও তাদের দেওয়া হয় না এবং তারা নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়, তাতে তারা যে ধাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তা কোন উপকারে আসে না। তারা ধাই trainingএর পর যাতে কাজে নিযুক্ত হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য করবার জন্য এবং একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করব। শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যা ব্যবস্থা করা হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় তাহা অভূতপূর্ব। সরকার পরিচালিত স্কুল ত্রিপুরার মত আর কোন প্রদেশে নেই। আমাদের একটা target ধরা হয় যে এত বৎসর হইতে এত বৎসরের মধ্যে শিশুদের আমরা স্কুলে ভর্ত্তি করব। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং পাকিস্তান হইতে ছাত্রছাত্রীদের আগমনে সবসময় সবাইকে স্কুলে ভর্ত্তি করতে পারি না। তা সত্বেও যাতে তাদের ভর্ত্তি করা যায় সেজন্য সব স্কুলেই চেষ্টা করা হয়। স্কুলের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তিনটি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, বিশ্রাম ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ হয়েছে এবং নানাবিধ কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি বলব যে বারোয়ারী স্কুলের জন্য কোন ব্যবস্থা এখানে নেই, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, সেই শিশুদের যদি জীবনের প্রথম থেকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া না যায়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে শৃংখলাভাবে চলতে পারে না। কিন্তু বারোয়ারী স্কুলের জন্য যে সমাজসেবিকারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাদের সরকার থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাতে Public Contribution এত বেশী আদায় করতে হয় যার জন্য স্কুলটিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এমনকি তাদের স্কুল ঘরটি যদি পড়ে যায়, তার মেরামতের কোন ব্যবস্থাও তারা করতে পারে না। শিশুদের জন্য এখানে কোন পার্ক নেই, এখানে একটি মাত্র Children Park ছিল, সেটাও এখন নাচ গানের জায়গা, পিচ রাখবার স্থান ও Exhibition এর জায়গায় পরিণত হয়েছে।

কাজেই শিশুদের কল্যাণের জন্য যাতে এখানে একটা Park এর ব্যবস্থা করা হয়—সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব। আর একটা জিনিষ হল যেসমস্ত মেয়েরা চাকুরী করে জীবনযাপন করে, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা Caretakerএর ব্যবস্থা করা, তারা আর্থিক অনটনের জন্য চাকুরী করতে চলে যায় কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার কেহ থাকে না, রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে এবং লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা হয় না। কাজেই প্রত্যেক কাজের জায়গায় জায়গায় যদি একটি করে Caretaker থাকে তাহলে যেসমস্ত মেয়েরা চাকুরী করেন, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই চিন্তা করতে হয় না এবং তারা তাদের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে পারে। ত্রিপুরাতে দেখা যায় বিশেষ করে একটা বড় সমস্যা Adult education—গ্রামে গ্রামে ঘুরলে দেখা যায় বহু মেয়েরা Class V– VI পর্য্যন্ত পড়েছে কিন্তু educationএর সুযোগ পায় না, তারা কাজ করতে চায়, শিখতে চায় কিন্তু শিক্ষার কোন সুযোগ তারা পায় না। এখানে Condensed Course training class খুলা হয়েছে কিন্তু তার সংখ্যা অতি সীমিত। সেইজন্য প্রত্যেক Sub-Divissionএ যদি একটি দুইটি করে Condensed training class খুলা যায়—তাহলে পার্ব্বত্য মেয়েরা বা অন্যান্য refugee মেয়েরা যারা Class V– VI পর্য্যন্ত পড়ে আর বেশী পড়তে পারছে না তাদের সেই

সুযোগ যদি দেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি সেটা খুব প্রয়োজনে আসবে এবং তারা নিজেরাও কাজের মধ্য দিয়ে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। মেয়েরা স্বাভাবিক পরাশ্রিত এবং আর্থিক অবস্থার চাপ সাধারণতঃ মেয়েদের উপর পড়ে থাকে, তারা সারাদিন পরিশ্রম করে কিন্তু recreationএর কোন ব্যবস্থা তাদের নেই। সেইজন্য মেয়েদের কতকগুলি Club খুলার দরকার আমি মনে করি, তারা যদি recreation পায় তবে সাংসারিক এবং গঠনমূলক কাজে বেশী করে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। শিল্প ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নানারকম ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের পরিবর্দ্ধন এবং যোগাযোগের অভাবে কোন শিল্প সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখানে যে শিল্প কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে—সেটা যদি হয় তাহলে আমি মনে করব যে মেয়েদের শিল্প সংস্থার একটি বিশেষ সুবিধা হবে। Industry থেকে অনেক মেয়েদের training দেওয়া হয় কিন্তু তাদের কার্য্যের কোন সংস্থান করা হয় না। তাই Industry trainingএর পর তারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, কার্য্যের জন্য কোন ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থা তাদের নেই—যাতে যে শিক্ষা তারা নিয়েছে তা দিয়ে দুপয়সা রোজগার করতে পারে। অবশ্য এখানে তাঁতের কাজ আছে কিন্তু নানারকম যন্ত্রের অভাবে তারা Marketএ Compete করতে পারে না। সেইজন্য এখানে Calendering planএর যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এতে যেসমস্ত মেয়েরা তাঁতের কাজ করে দুপয়সা রোজগার করে, তাঁদের একটা সুরাহা হবে।

চিকিৎসার ব্যাপারেও এখানে অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শয্যা সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু যেসমস্ত নার্সরা সেবাশুশ্রূষা করে, তাদের Pay Scaleটা বিশেষ সুবিধাজনক হয়নি—সেজন্য শীঘ্র যাতে এটা একটা সুব্যবস্থা হয়, সেইদিকে মন্ত্রী মহোদয় নজর দিবেন। দেখা যায় যে Children Wardএ নার্সদের অত্যন্ত অভাব, শিশুরা নিজেরা কিছু করতে পারে না, খাবার দিলে খাবারগুলি পড়ে যায়, যে সংখ্যায় নার্স আছে, তার সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার। বসন্ত, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন, গত বৎসরে যে টিকা দেওয়া হয়েছে সেটা রাশিয়ান টিকা, এই টিকা দিলে তিনবৎসর আর টিকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

Chicken pox বেড়ে গেছে বলে মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন; Chicken poxএর কোন Preventive সাধারণতঃ নেই। টিকা নিলেও সাধারণতঃ Chicken pox হয়ে থাকে। এটা প্রশংসার বিষয় যে B. C. G. বসন্ত নিরোধ ও ম্যালেরিয়া নিরোধক প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

Mr Deputy Speaker—Teme is over

Srimati Renu Chakraborty এই বলে বাজেট সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

Mr. Deputy Speakea – I would now call on Sri Pramode Ranjin Das Gupta.

Sri Pramode Ranjan Dasgupta.

মাননীয় স্পীকার মহোদয় আজকে আমাদের সামনে যে budget উপস্থিত করা হয়েছে ১৯৬৫-৬৬ সালের সেই বাজেট ১৫ কোটী টাকার উপর ব্যয় হয়েছে এবং সেই টাকা কিভাবে ব্যয় হবে তাহাও দেখান হয়েছে। বাজেট আলোচনার আগে আমি একটি কথা এখানেও বলি। ইদানিং বসুমতী পত্রিকায় আমাদের Development Minister এর একটা প্রবন্ধ দেখেছিলাম। তিনি লিখেছেন এত টাকা ত্রিপুরায় আসল কিন্তু শিল্পে কোন উন্নতি নেই। তার কারণ কি? ঠিকই, ত্রিপুরার কত আয় সেটা প্রশ্ন নয়, কত টাকা ত্রিপুরায় এসেছে? সেই ত্রিপুরার আজ এ অবস্থা কেন? তার শিল্প উন্নতি হয়নি, কৃষির দিকেও তার কিছু হয়নি। তার কারণ কি? সেই কারণটা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা হলে তার উত্তর হচ্ছে—সেটা Parliament এ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেছিলেন আমরা prisioner of decision নিতে অর্থাৎ এই ঢেউ ত্রিপুরায়ও লেগেছে। কোন ব্যাপারেই আমরা decision নিতে পারি না। আমরা এখানে কংগ্রেস Ruling Party—কংগ্রেস যে সমাজতন্ত্রের কথা বলে বড় গলায়, সেই সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমার কথা বলছিনা—মাননীয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সেটা Parliament এ বলেছেন তারই কয়েকটি জায়গা উদ্ধৃত করলে বুঝবেন যে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র কোনদিকে। তিনি বলেছেন Krishnamachari Black marketer এবং টাকা যারা গোপন করে রাখে তাদের সম্বন্ধে যে সুবিধাটুকু দিয়েছেন তার সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য রেখেছেন—যাহারা অসৎ উপায়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এবং কর ফাকি দেবার জন্য যে সম্পদ ঘোষণা করেন নাই অর্থমন্ত্রী তাদের সাথে আপোষ করেছেন। এইসব কর ফাকি দাতাদের জন্য অর্থমন্ত্রী নৈবদ্য সাজাইয়া দিয়াছেন। এর উপর আর বিশেষ কোন মন্তব্য প্রয়োজন হয়না। এটা আমার মন্তব্য নয়, এটা কংগ্রেসেরই মাননীয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মন্তব্য। কাজেই আজকে কংগ্রেসের যে সমাজতন্ত্র তা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা আমরা তার মন্তব্যের মধ্যেই পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার Sir, এই যে অবস্থা সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন করবার দিকে ত্রিপুরার যে Ruling Party তার কোন চেষ্টা আছে কি না। মাননীয় Speaker মহোদয়, এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমি যে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি বাজেটে সেটাই তুলছি, প্রথমতঃ Administrtaion যেখানে আমরা সারা ভারতের যে নীতি Judiciary Executive হতে separation করা, সেটা আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় হয় নাই এবং তার result জনসাধারণ বিশেষ ভাবে ভোগ করিতেছে Ruling party Executive officer দের উপর প্রভাব বিস্তার করে আইনের মর্য্যাদাকে অমর্য্যাদা করছে। আমি এখানে সেই কথাটাই বলব। একটা S. D O. বা S. T, O. তাদের হাতে যে আইন দেওয়া হয়েছে—তারা একদিকে Executive Head তারাই warrent issue করে এবং যে লোকটাকে ধরাচ্ছেন তারাই আবার তার বিচার করছেন এবং সেই executive Head যারা S. D. O—zonal S. D O তাদের কাজ হচ্ছে—zonal S D. O সবসময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, তিনি চারিদিকে যান, organisation work এ নানা কাজে যান এবং তিনি সময় পান কম। কিন্তু তার court এর মধ্যেও যেসব case উঠে মাসের পর মাস তা undis-possed অবস্থায় পড়ে থাকে। এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থার প্রতিবিধান যদি করতে হয়

তা হলে Executive থেকে Judiciary separation করা দরকার; কিন্তু আজকের এই বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই, তার কোন বক্তব্য নেই। এই যে Executive Head তাদের মধ্যে —আমাদের বিরোধীপক্ষের মাননীয় নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী যে charge zonal S, D. O এবং S. T. Oর বিরুদ্ধে এনেছেন সেই সব charge এর মধ্যে প্রধান বক্তব্য হচ্ছে এইসব S D. O খেটে খেটে এবং panchayet নির্ব্বাচনে এবং ইদানিং কংগ্রেসের যে সম্বর্ধনা সেই সম্বর্ধনারমধ্যে বাজে কাজের সম্বর্দ্ধনার মধ্যে এই S. D. O. কংগ্রেসের প্রত্যেক panchayet এর মধ্যে শেষে পঞ্চায়েত প্রধানদের ২০০/৩০০ লোক নিয়ে উপস্থিত থাকবার নির্দ্দেশ দিয়েছে। এই যে S. D. O যার কাজ হচ্ছে কংগ্রেসের প্রচার করা, কংগ্রেসের প্রচার করা যে S. D. Oর প্রধান কাজ হয়ে দাড়িয়েছে, তার হাতে যদি বিচার থাকে, তার হাতে যদি আইনের ভার থাকে তাহলে এটা সত্যি কথা বিরোধীদল শুধু নয় জনসাধারণের পক্ষেও সে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাকে তার আইনেরআঘাত পেতে হবে।

অতএব এই Judiciary এখনই Executive থেকে separation করা দরকার। তার পর আর একটা হচ্ছে Redtape file—লাল ফিতার বাধন, এই জিনিষটা ত্রিপুরায় একটা মামলা হোক্ দরখাস্ত হোক, মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে তার কোন সুরাহা হচ্ছে না। তার কারণ কি? এ সম্বন্ধে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি একটা কাগজে পড়ে ছিলাম যে বিহার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনার একজন candidateকে প্রশ্ন করে ছিলেন যে শাসন করে কে? সে উত্তর দিয়েছিল যে শাসন করে কেরাণীকুল। একথাটা সত্যি, কারণ কেরাণীর লাল ফিতার বাঁধনে যদি কাগজ চলে যায় সে বাঁধন খুলতে বহু দেরী হয়। এই যে অবস্থা তার প্রতিবিধান করার প্রয়োজন এখন দেখা দিয়েছে। নতুবা সাধারণ কৃষক যারা দরখাস্ত করে টিনের জন্য, সাধারণ কৃষক যারা দরখাস্ত করে দাদনের জন্য, সাধারণ কৃষক যারা মামলা করে, নামজারী করে, প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সেই লাল ফিতার বাঁধনে মাসের পর পর মাস কাগজ থেকে যায়—৫, ১০, ২০, টাকা খরচ করেও তাদের আগরতলায় আসতে হয় তার কোন সুরাহা হয় না। সেইটার প্রতিকার করা দরকার এবং তারপর আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরায়—আমার মনে হয় যে শতকরা ৭৫ জন কিংবা তার চেয়েও বেশী কর্ম্মচারী temporary যারা ৫|৬|৭|৮ বছর পর্য্যন্ত চাকুরী করছেন তারা এখনও temporary। quasi-pemanent হয়নি, প্রত্যেকটি department এ এই অবস্থা। কিন্তু ৩ বৎসর পরেই quasi-permanent করা দরকার তার কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরায় নেই।

ত্রিপুরায় হচ্ছে না, বা না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এই শাসকগুষ্টি তাদের হাতে Rule 5 এর হাতিয়ার সৎসময় খাড়া রাখছে এই কর্ম্মচারীদের উপর এবং কর্ম্মচারীদের অঙ্গুলী হেলনে তাদের সুবিধামত যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে চালাবার সুযোগ তারা গ্রহন করছে এই জন্য। তাই আমি অনুরোধ করব এবং দাবী রাখব যাদের ৩ বৎসরের উপর চাকুরী হয়ে গেছে তাদের যাতে quasipermanent করা হয় দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে ত্রিপুরার উন্নতির একট কথা হচ্ছে এই যে আমরা জানি যে electricity is civilization, eletricity is the advancement. কিন্তু সেই দিক দিয়ে

যদি আমরা বাজেট দেখি আমাদের আজ ১৭ | ১৮ বৎসর চলছে যে স্বাধীনতা পেয়েছি, এতদিন বলেছিল যে আমরা নাবালক কিন্তু আজ আমাদের গোঁফ উঠেছে, ১৮ বৎসর হয়েছে স্বাধীনতার যুবক হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার যে কথা বহু বৎসরের পর বৎসর আমরা শুনে এসেছি যে Dumbur Hydroelectric তার সম্বন্ধে কোন রকম বরাদ্দ এই বাজেটে নেই। তার পর আসাম থেকে যে Electricity আনার প্রস্তাব সেখানেও আমরা দেখছি যে মাত্র ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, অতএব ত্রিপুরাতে যদি power না আসে, ত্রিপুরাকে কিভাবে Indnstrialised করা হবে ? Power দরকার, যার কথা বলেছিলাম যে electricity is the advancement, electricity is civili zation, সেই জিনিষটা নিয়ে আজ ১৮ বছর ধরে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত Dumbur Hydro electric বা কোন রকম প্রস্তাব কার্য্যকরী হয় নাই। এবং সেই সব প্রস্তাব যদি কার্য্যকরী করলে যে টাকা এসেছে সেই টাকার মারফতে অনেক কিছু সুরাহা করা যেতে এবং আমাদের অনেক বেকার যুবক সেখানে চাকুরী পেত এবং অনেক বেকারের সমস্যা সমাধান হোত। যে প্রস্তাব এখানে আমাদের মাননীয় চিফ্ মিনিষ্টার রেখেছেন তার মধ্যে unemployment এর কোন প্রশ্ন, কোন কথাই তিনি লিখেন নাই। ত্রিপুরায় যে unemployment দিন দিন বেড়ে চলেছে তার কোন উল্লেখ নাই। আমি এইজন্য এই কথা বলছি যে এই উল্লেখ থা..ল Industryর কথাও সামনে এসে দাঁড়াও। Industryর কথা বলা হয়েছে বসুমতীতে আমাদের Development Minister বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরায় private capital খাটাবার উৎসাহ নাই, তারা বিমুখ। কিন্তু উৎসাহের প্রশ্ন হচ্ছে যদি তাকে কতকগুলি scope দেওয়া হয়, সুবিধা দেওয়া হয়, সেখানে উৎসাহের প্রশ্ন আসে। আর ত্রিপুরায় যে Inustryর বাজেট ধরা হয়েছে যে বাজেটে বহু লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু Indusry সম্বন্ধে বক্তৃতায় পাই যে আমরা Jute Indutsry করব, spinning Mill করব আমরা cloth Mill করব কিন্তু কার্য্যত এই বাজেটের মধ্যে সেই জিনিষটা পাওয়া যাচ্ছে না। কার্য্যত তা ধরা হয়নি—কি plan এ কি non plan এ কোন অবস্থায়ই Industry খাতে সেই টাকা ধরা হয়নি। অতএব গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিলেই চলেনা, মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে সেই বিভ্রান্ত বেশীদিন চলে না, সেই Industry কে কার্য্যকরী করার যে প্রচেষ্টা, বাজেটে তার বরাদ্দ রাখা, সেই চেষ্টা এই বাজেটের মধ্যে আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে তার বরাদ্দ নেই। এখানে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ভারত সরকার ৪৫টি spining Mill এর licence দিবেন এবং এই সম্বন্ধে বলেছেন যে backward stateগুলিকে তাহা preference দিবেন। আমি জানিনা যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে সে রকম কোন প্রার্থনা করা হয়েছে কিনা। এবং যদি না করা হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে সেদিকে চেষ্টা করা দরকার।

যখন এক একটা Pine-appleএর দাম এক পয়সা, দুই পয়সা করে বিক্রি হতো, তখন সেগুলো তারা abundon করল। কিন্তু বড় চমৎকার বিষয় যে Agriculture আবার ৪০ হাজার টাকা দিচ্ছে Pine-apple cultivation এর জন্য। এই Pine-apple cultivation যে ত্রিপুরায় ছিল, ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় Cash crop ছিল Pine-apple, সেই Pine-apple

যেহেতে Canningএর সুবিধা নেই, যেহেতু মূল্য যা প্রয়োজন মূল্য পাওয়া দরকার। ন্যায্য মূল্যের অভাবে, এমন কি কৃষক যে ভাড় নিয়ে Pine-apple নিয়ে আসে সেই ভাড়ের দেড় টাকা কি পাঁচ সিকি ভাড়ের Pine-apple সে বিক্রি করতে পারে না এক পয়সা দু' পয়সা সেই Pine-appleএর জন্য Agriculture থেকে আবার ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি তার সাথে সাথে Pine-apple consume করার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, কিংবা কৃষক যাতে উপযুক্ত price পায় তার জন্য marketing co-operative বা অন্য কোন co-operative করা হয়েছে কিনা এবং যাতে Calcuttaতে সেই Pine-apples উপযুক্ত দর পায় এবং তার কোন ব্যবস্থ করা হয়েছে কিনা। তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেজন্য আমি মনে করি প্রত্যেক Sub-divissionএ Pine-apple canning Industry করা দরকার factory করা দরকার এবং তা বাড়ানো দরকার। কিন্তু সেই সমস্ত আমি বাজেটে পাচ্ছি না। তারপর private capital বিমুখ। যে জিনিষটা বসুমতীতে আমাদের Development Minister লেখেছেন, আমি বলি যে এখানে একটা জিনিষের আমি instance দিচ্ছি যেখানে private capital কোন কোন enter-priser খুব উৎসুক যেমন রলিং মিল। রলিং মিল ত্রিপুরায় হতে পারে, কারণ ত্রিপুরায় রডের খুব প্রয়োজন এবং আমার মনে হয় ত্রিপুরায় ১০ হাজার মেট্রিক টন রড consume করা হয়? প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই রড তৈয়ার করবার যে মিল সেই Rolling Mill ত্রিপুরায় হতে পারে যদি সেইসব সুবিধা সেইসব enter-priserকে দেওয়া হয়। Billet যেটা Rolling Millএ দরকার, সেই billet সম্বন্ধে আমরা জানি সেই billet যে millএর থেকে F O R distination Calcutta যা rate ত্রিপুরায় যদি আসে ত্রিপুরারও সেই rate Millএর থেকে ex-mill F O R distination থাকে। অতএব যদি সেই billet আগরতলায় আনা হয় এবং আগরতলায় যদি Rolling Mill হয় তাহলে cheaper rateএ মাল দিতে পারে আমাদের। অনেক cheaper rateএ দিতে পারে। কিন্তু এ প্রচেষ্টাকে আমরা যদি উৎসাহ দেই তাহলে দেড় শত থেকে দুই শত কর্মচারী এ দিক দিয়ে Rolling Millএ employed হতে পারে। কিন্তু তার কোন প্রচেষ্টা নেই এবং সেই জিনিষটা সম্বন্ধে তারা যারা private enter-priser তারা চাচ্ছে যে Govt. তাদের site দেওয়া হউক, power দেওয়া হউক, তাদেরকে রাণীগঞ্জ থেকে cook আনবার সুবিধা দেওয়া হউক আর যাতে তারা Registered re-roller হিসাবে registered হয় সেজন্য India Govt.এর কাছে তার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হউক। অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগী হয়ে করলে একটা Rolling Mill ত্রিপুরায় হতে পারে এবং দেড় শত থেকে দুই শত লোক সেখানে employed হতে পারে। অতএব তা করবার যেটা প্রচেষ্টা সেই উদ্যোগ যদি থাকে তাহলে কেন industry হবে না। কেন industry হবে না— মানে অনেক জায়গায় দেখা যায়, আমরা অর্থনীতির যে কথাটুকু জানি MOMENTUM of SHART, Momentum of Shartটা যদি অনেক সময় করা যায় তাহলে আরম্ভ যদি করা যায় তাহলে অনেক industry গড়ে তুলতে পারে এবং সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমরা জানি Relief & Rehabiletion Deptt.এর মারফতে বহু কোটি টাকা এই ত্রিপুরায় এসেছে এবং তার মারফত কতগুলো কলোনীতে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে Co-operative মারফত এবং সেইগুলি আত্মসাৎ

করেছে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা। কিন্তু এই সব টাকা যদি সত্যি মাঝারী শিল্প পাঁচ লাখ থেকে দশ লাখ—মাঝারী শিল্পই বলা চলে, small industryও বলা চলে, সেই শিল্প করার জন্য যদি ব্যয় করা হত তাহলে সেখানে সেই শিল্প হতে পারত। তারপর আর একটা শিল্প যে শিল্প মারফতে ত্রিপুরায় এখন ১৪ হাজার শ্রমিক কাজ করে সেই চা শিল্প। চা শিল্পের উন্নতির জন্য কোন রকম চেষ্টা এই বাজেটে আমি পাচ্ছি না, তার জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা নেই। আমি একবার বলেছিলাম যে ত্রিপুরার চা Calcutta marketএ আসাম, দার্জিলিং, ডোয়ার্স, টেরাব,' South Indiaর marketএর সাথে Compete করতে পারে না। তার কারণ একটা হচ্ছে machineryর অভাব। যে machinery যেমন C T. C. machinery যার মধ্য দিয়ে চায়ের quality ভাল হয় সেইসব machineryর অভাব এবং এক একটা বাগানে ৮০ হাজার ৯০ হাজার টাকা দরকার হয় এক একটা machineryর জন্য। এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছিলাম। সেগুলো যদি implement করা হয় তাহলে ত্রিপুরার Tea industry rise করতে পারে এবং Tea industry মারফত Excise এবং নানারকম income tax, agricultural income tax, Excise tax—বেশ বহু income হচ্ছে, ভারত সরকারের। তারও একটা অংশ ত্রিপুরা সরকার দাবী করতে পারে। কিন্তু তার তো কোন প্রচেষ্টাই নাই যে ত্রিপুরার চা শিল্পকে উন্নয়ন করা। ত্রিপুরার চা শিল্পকে উন্নয়ন করা দরকার তো দূরের কথা, ত্রিপুরার চা শিল্পকে ধ্বংস করাই যেন তাদের একটা উদ্দেশ্য। তার দু' একটা উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম। এ বারও এই বাজেটে যখন নাই তার দু' একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। আমি দিচ্ছি এই জন্য যে কতগুলি বাগান যেমন নরসিংগড় যে বাগান তাহা Relief & Rehabilitation মারফতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের কৃষ্ণদাস বাবু এই মাত্র বক্তৃতা দিয়ে গেলেন যে Revenue বাড়ে নাই, revenue ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার। এটা বাড়ানো দরকার; ঐ কৃষকের উপর ট্যাক্স বাড়াও, কৃষকের উপর revenue বাড়াও এবং কৃষক যাতে affected হয় সেই অনুযায়ী সমস্ত tax বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু industryর বেলায় তিনি কোন কিছু বিশেষ বলেন নাই। বলবেন কি ভাবে, তিনির হাতে প্রতাপগড় চা বাগানটী ধ্বংস হয়েছে। প্রতাপগড় চা বাগানটী তিনির হাতে ধ্বংস হয়েছে, তিনি একজন industrialist, তিনির চা বাগান আছে কিন্তু তিনি সেই দিক দিয়ে প্রচেষ্টা করেননি।

প্রতাপগড় চা বাগানটী ধ্বংস করে লাখ টাকা তিনি কামাই করে নিয়ে গেছেন

Expunged as ordered by the chair on 12-4-65.

এবং এই যে কৃষ্ণবাবুর কথা বলছি এবং তিনিকে বেশ পুষ্ট করেছেন আমাদের নাতুন্-মুদুন সিংহ মহাশয়, তার জন্ম আপত্তি করবার বিশেষ কোন কারণ নেই। এখন প্রশ্ন Indnstry সম্বন্ধে আমি এই বক্তব্য রাখছি। তারপর আমি Medical সম্বন্ধে বলব। Medical সম্বন্ধে আমার অন্ম কিছু বলার নেই। কয়েকটা জিনিষের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, Student healthএর সম্বন্ধে আমি দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের একটা report ইদানীং পত্রিকায়। তারা যে একটা survey করেছে তার report তারা প্রকাশ করেছে। কিন্তু ত্রিপুরার student health সম্পর্কে কোন রকম survey নাই, কোন রকম latest report নাই। ছেলেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছু আমরা জানি না। এটা ইদানীং খুব দরকার। আর তা যদি থাকে তা বইয়ের মধ্যে আছে, সেটা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নেই। কিন্তু studentদের স্বাস্থ্যের যে অবস্থা, কত সংখ্যক ছাত্র অসুখে ভুগছে, কত সংখ্যক ছাত্রের weight কম standard weight থেকে তার দিকে দৃষ্টি রেখে তারপর তার স্বাস্থ্যের কিভাবে উন্নতি হয় তার জন্ম পরিকল্পনা, তার জন্য Scheme নেওয়া দরকার। কোন survey ছাড়া কোন scheme হয় না। সে দিক দিয়ে কোন survey আজ পর্য্যন্ত হয়নি। কোন report আমরা পাইনি এখানে। তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, আমরা বহু টাকা খরচ করেছি, আমি বহুবার বলেছি প্রত্যেকটি Dispensaryতে Microscope থাকা দরকার। Microscope থাকা দরকার এই জন্য যে M. B. B. S. একজন ডাক্তার তিনিও interest পান না যদি তার dispensaryতে একটা Microscepe না থাকে। সে রোগ ascertain করতে পারে না। বহু dispensary আছে, সেইসব dispensaryতে Microscope নেই এবং তাতে এইসব M. B. B. S. ডাক্তাররা খুবই discourage feel করে। একটা রোগী, আসলে কি রোগ তা ধরবার বা রক্ত পরীক্ষা করবার কোন বন্দোবস্ত অনেক dispensaryতে নেই। যেমন ১০ মাইল, ১৫ মাইল দূরে গিয়ে Primary Health Centreএ সেগুলো পরীক্ষা করতে হয়।

(Interruption)

যার জন্য diagnose Confirm করা বড় প্রয়োজন। কারণ চক্ষু বুজে চিকিৎসা করাটা ঠিক উচিত নয়, তা জানা উচিত। আমাদের G B. Hospital সম্বন্ধে আমি দু' চারটী কথা বলছি। G. B. Hospitalএ সত্যি, এ কথা ঠিক, Surgeon কি ডাক্তার তারা খুবই ভাল, খুবই সহানুভূতিশীল, খুবই আন্তরিকতা আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে under staff. একটা surgical ward, আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে Surgical wardএ ৫০ জন ৬০ জন রোগী। Immergency surgical wardএ মাত্র ২ জন Nurse, এবং বেশী সময়ে থাকে একজন Nurse ও একজন traince। তাতে কি অবস্থা দাঁড়ায়? রোগীর যে সেবাশুশ্রূষা তা ঠিকমত হতে পারে না। তারপর একটা surgical wardএ একটা ward boy, তার অবস্থা সে সব দিকে যেতে পারে না। তারপর খাওয়ার ব্যাপারে একটা সাংঘাতিক অবস্থা: আড়াইটার সময়ে রোগীর ভাত দেওয়া হয় G. B Hospitalএ এবং রাত্র ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রোগীর ভাত দেওয়া হয়। এই যে একটা অবস্থা, আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত করুণা বাবু হাসপাতালে ছিলেন। তিনি বলতে পারেন।

আমার কথায় যদি ওনারা বিশ্বাস না করেন privately কংগ্রেস অফিসে নিয়ে উনাকে জিজ্ঞেস করুন যে কি অবস্থা। এই যে অবস্থা, আমাকে Superintendent বলেছেন যে আমরা undone, contractor কোন অবস্থাতেই এ কথা শুনবেন না, সে একটার সময় দেড়টার সময় জিনিষপত্র এনে দেবে। এ অবস্থার যদি প্রতিবিধান না করা হয় শুধু ঔষধ খাওয়ালে কিংবা Surgeon ভাল কাটা চিরা করলে হবে না, তার খাদ্যটা ঠিক সময়ে পাওয়া দরকার।

তারপর একটা হট্টগোল। মেছো বাজার একটা, সেখানে এত হট্টগোল, এত হৈ চৈ রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত, আর যে যাওয়ার গাড়ী ২টা ২৷৷টা সময় কোন রোগী অসুস্থ অবস্থায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ী চলছে, ঘড় ঘড় শব্দে চলছে গাড়ী। অবশ্য রোগী ঘুমুতে পারেনা. ঘুম ভেঙ্গে যাযে। এই যে একটা অবস্থা G. B. হাসপাতালে চলছে তার প্রতিবিধান করা দরকার। এবং সেই দিকে আমি সেখানে, বিশেষ একজন ডাক্তার, ভাল ডাক্তার আগরতলায়, তিনি একজন আমাদের উপমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব তাঁহার। তিনি microscope set সম্বন্ধে যতই ব্যাঙ্গ করুন, আশাকরি তিনি সেটা একটু তদন্ত করে দেখবেন যে সেই জিনিষটা সত্যি কিনা এবং যদি সত্যি হয় তবে আমি অনুরোধ করব যে রোগীর দিকে চিন্তা করে যাতে তার প্রতিবিধান করা হয়। তারপর আমি আর একটি কথা বলছি Survey and Settlement এবং Agriculture সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে আমি কথা বলতে গিয়ে আমি একটা জিনিষ দেখেছি যে জিনিষটা আমি বলছি যে Land Revenue and land Reform Act 1960 সেটা প্রজা হিত সাধনে যতটুকু না গিয়েছে, প্রজার উপর অত্যাচারের দিক দিয়ে সেটা বেশী গিয়েছে। কারণ খাজনা বৃদ্ধি, প্রজা উচ্ছেদ এসব কাজেই এবং নজরানা বৃদ্ধি এবং নজরানা আদায় সেই সব দিকে যত কাজ করেছে, কিন্তু right of Rayat রায়ত যে ছিল right of Rayat যেটা সেখানের দিকে কোন কিছুই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয়নি। তারপর brsic holding, family holding যেটা সেটা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে quality of land এটা দেখতে হলে সেই quality অনুসারে basic holding এর তারতম্য করা উচিৎ। টিলা এবং লোঙ্গা নয়, লোঙ্গা এবং plane land এর মধ্যে সেই তারতম্য করা উচিৎ এবং সেটা যদি না হয় তা হলে কৃষকের যে জমির ক্ষুধা সেই ক্ষুধা তার মিঠতে পারেনা, তার ফসল উৎপাদনের দিকে সে যেতে পারে না। অবশ্য আজকাল মায়াপুরীতে, পশ্চিম বঙ্গের মায়াপুরীতে লাঙ্গল যার জমি তার সেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গুরুদেব সেই প্রস্তাব নিয়েছেন। অতুল্য বাবু এবং মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শচীন বাবু এখন গ্রামে হাটে লাঙ্গল যার জমি তার বলবে। কিন্তু প্রস্তাবটা হয়েছে মায়াপুরীতে বাস্তবপুরীতে নয়, মায়াপুরীর প্রস্তাব সেটা মায়ার মধ্যেই থাকবে সেটা কার্য্যত হবে না। অতএব প্রস্তাবটা যেখানে নিয়েছে সেই নামটাই বলে দিচ্ছি যে ধনীদের জন্যই থাকবে জমিদারের জন্য যাবে, গরীবের জন্য এ প্রস্তাব কোন দিন কার্য্যকরী হবেনা, মায়াপুরীর প্রস্তাব মায়াতেই থাকবে। এখন আর একটা হচ্ছে Agricultural produce, তার economic Price দরকার। মানে কৃষক যদি তার জিনিষের উপযুক্ত মূল্য না পায় তাহলে উৎপাদন করার তার যে একটা incentive সেই জিনিষটা তার আসেনা। সেই জিনিষটা যদি তার আনতে হয় তবে কয়েকটা জিনিষ করতে হয় irrigation bund। আর একটা করতে হয় যখন সেই সব কৃষক ঝড় অথবা flood এর দ্বারা affected হয় তখন।

তার remision of revenue. তার revenue মাপ করা উচিত। মাপ করে তাকে যাতে পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে তার জন্য সেই ব্যবস্থা রাখা উচিৎ। সেই দিক দিয়ে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতার মধ্যে কোন কিছুই পাইনি, যার জন্য আমি এ বাজটকে সমর্থন করতে পারছি না। আজকে বাজেটের অনেক জায়গায় অনেক যে Industry কিংবা Agriculture ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক figure আছে সত্য। কিন্তু কার্য্যত কোন কিছু কাজের মধ্যে কিছুই নাই। Tribal welfare সম্বন্ধে

Mr Sperker – Your time is over

আর দুই মিনিট।

tribal welfare সম্বন্ধে আমি যে কথাটা বলছি, যে tribal welfare এর money Landing Act যেটা সেটাসম্বন্ধে হচ্ছে যে আমাদের Tribal এর হিতার্থে সেটা কার্য্যকরী হয় না এবং সে reportটা আমার নয়। Commissioner for sheduled caste & Scheduled Tribe এক জায়গায় লিখেছেন এ কথা যে"It has baen reported that first Act has not been really helpful to the Scheduled Tribes. "তার কারণ হচ্ছে Scheduled Tribes এর ignorance এবং বেশীসংখ্যক Inspector যেসব moneyL anderকে Licence দেওয়া হবে তাদের integrity সম্বন্ধে যদি সম্পূর্ণ জানা না থাকে তাহলে তার integrety বিচার করে যদি License দেওয়া না হয়, তাহলে Tribal আগের মতই exploited হবে। কারণ interest পর্য্যায়ে যেটা সেটা সম্বন্ধে Tribal people যারা তারা ignorant. তারা সেই সরলতার সুযোগ নিয়ে ১০০্ টাকা দিয়ে ২০০্ টাকা লিখানো, এবং এই যা করা হয় তারথেকে তাদের রক্ষা করতে হলে Inspecting staffকে strong করা দরকার। আর একটা কথা হচ্ছে, আমরা দেখেছি এবং মানমীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখেছেন Goldsmithদের সম্বন্ধে

Mr Speaker—time is over.

Sri Promade Ranjan Dasgupta :—আচ্ছা মাননীয় স্পীকার মহোদয় তা হলে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

Mr Speaker :— I would now call on Sri Manoranjau Nath and request him to finish within 10 minutes.

Manoranjah Nath :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৬৫-৬৬ সালে আর্থিক বৎসরের যে বাজেট বিধান সভায় পেশ করেছেন আমি তাহা সমর্থন করছি। এই বাজেটে যে যে কার্য্যকারণে যে যে খাতে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই টাকা যদি ব্যায়িত হয় তাহলে মোটামুটি কাজ

হবে বলেই আমার ধারণা এবং সে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা সময়োপযুক্ত বলেই আমি মনে করি। এই বাজেট আলোচনা করলে দেখা যায় যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে খাদ্যোৎপাদন কৃষি এবং অন্যান্য জিনিষের উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর বাজেট বলা চলে। বাজেট আলোচনা করলে দেখতে পাই যে কৃষি ও শিক্ষা এবং অন্যান্য খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এই বাজেটকে অত্যন্ত হতাশাজনক বলে যে উক্তি করেছেন আমি মনে করি তা সম্পুর্ণ বিভ্রান্তিকর এবং অমূলক। তাঁরা যদি আগেকার ত্রিপুরার সঙ্গে আজকের ত্রিপুরার তুলনা করেন তা হলে দেখবেন যে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক দিয়ে প্রভুত উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই বাজেট সর্ব্ব-সাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা করা হয়েছে এবং এই বাজেট হতাশাব্যঞ্জক এই উক্তি অমূলক বলেই আমি মনে করি। এই বাজেট আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা সীমান্তে পাকিস্তান থেকে নানারকম প্ররোচনা মূলক কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে এবং পত্র পত্রিকাতেও এইসব বিষয়ে সমালোচনা হচ্ছে, এই বিষয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা একটি কথাও বলেন নাই। আজকে ত্রিপুরার সীমান্তে পাকিস্তান নিয়ত আসে এবং অভ্যন্তরেও নানারকম দুষ্কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এ সম্বন্ধে কোন কিছুই বলেন নাই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল নয় এবং ত্রিপুরার চারিদিক পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত, সেই পাকিস্তান অনবরতই আমাদের সীমান্তের এদিক ওদিক নানাদিক দিয়ে গুলি ছুড়ছে এবং হামলা করছে, সেই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক এবং সরকারের সেই সমস্ত জটিল অবস্থা বিস্তারিত দেখাশুনা করতে হয় এবং ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। আমাদের এই ত্রিপুরাতে anti state activity চলছে এবং subversive activities রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার সেই সমস্ত antistate workerদের দমন করছে এবং সেই জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে হয়। পক্ষান্তরে Black marketer এর হাত দিয়ে ত্রিপুরার মূল্যবান সম্পত্তি পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সেই সমস্ত Black marketerদের যদি ত্রিপুরা সরকার দৃঢ় হস্তে দমন করেন তবে ত্রিপুরার মূল্যবান সম্পত্তি পাকিস্তানে পাচার বন্ধ হয়ে যাবে— সেই দিক দিয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ত্রিপুরার বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আয় ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাধারণ কৃষক যেমন তার আয় ব্যয়ের হিসাব করে, একজন দোকানদার যেমন আয় ব্যয়ের হিসাব করে, বাজেট করে সেই রকম ত্রিপুরার আয় ও ব্যয় বাজেট আলোচনায় আমাদের দেখা দরকার। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আয় মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় প্রায় ১৬ কোটী টাকা, এই অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ার উপরে নির্ভর করে আসছি। এই অবস্থায় যদি আমরা চিন্তা করি, তবে বাজেট আলোচনায় বিশেষ সময় থাকে না। এখানে আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ ঐ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে নানারকম আলোচনা করেছেন। পুলিশ হল সরকারের একটি যন্ত্র স্বরূপ। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকার পরিচালনার জন্য পুলিশের আবশ্যক, উপযুক্ত পরিমাণ পুলিশের

যদি inadequate number of Police হয় বা ineffecient police হয়, তাহলে সরকার ভেঙ্গে পড়ে, শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে, এই জন্যই sufficient পুলিশ রাখা আবশ্যক। অবশ্য বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে Police Budget এ যে টাকা ধরা হয়েছে তা বেশী, police এর number বেশী। আবার কোন কোন সদস্য বলেছেন যে Police বেশী রেখে intetior এ out post স্থাপন করা হয়েছে। out post কোন জায়গায় বসান হবে, বা কোন জায়গায় বসানো হবেনা এমন কোন আইনগত বাধা নাই। যেখানে Crime হয়, সে জায়গাতেই out post বসানো হয়। যদি interior এ কোন out post হয়ে থাকে তবে যারা শান্তিপ্রিয় লোক, নিরীহ লোক, তাদের পক্ষে বিক্ষিপ্ত হবার কোন কারণ নাই, যারা অপরাধ প্রবণ যারা অপরাধী তাদের পক্ষে এটা একটা বিঘ্নের কারন হতে পারে। out post বর্ডারে রাখা যায়, এবং রাখা হচ্ছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরেও out post বসানো আবশ্যক। এখানে আর একটি কথা বলব পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা এখানে যে S. I. of police আছেন তারা অবশ্য experienced তবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব S. I of police দের আরো training দেওয়ার জন্য। কারণ মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ বলেছেন যে অনেকগুলি Police Report এর case dismissed হয়। Police যে investigation করে তাতে অনেক irregularities থাকে অনেকগুলি tecnicalities. আছে সেই জন্য পরবর্তী অবস্থায় case গুলি dismissed হয়।

Mr. Speaker :—There is no time, two minutes you may take. Chief Minister must be allowed time to wind up the debate.

Mr. Manoranjan Nath :—আরেকটি কথা বলব এখানে কোন Forensic Laboratory না থাকায় Criminal, Culprit যারা তাদের detection করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি বলব যে ত্রিপুরার জন্য একটা ছোট খাট Forensic Laboratory থাকলে পরে এই সব Criminal, Culpritদের detect করতে এবং পুলিশদের investigationএর সুবিধা হবে। এই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে Forensic Laboratory হয়, Foot print, Finger print পরীক্ষা করার জন্য—আমার মনে হয় তাহলে এখানে crime অনেকটা কমে যাবে। Judicial সম্পর্কে আমি একটা কথা বলব এখানে ত্রিপুরার Magistrate যারা আছেন তাহাদিগকে ত্রিপুরার বাহিরে নিয়ে training দিবার জন্য। যদিও তারা experienced তথাপি আরো trainingএর আবশ্যক আছে বলে মনে করি—এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একজন বিরোধী সদস্য বলেছেন যে Judicial এবং Executiveএর Seperation হওয়া আবশ্যক, এটা কোন নূতন কথা নয়, এ আমাদের Constitutionএ আছে এবং সরকার এ সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং চেষ্টা করছেন। আরো বলেছেন যে S. D. O.রা নাকি executive powerও চালাচ্ছেন এবং Magistracyও চালাচ্ছেন কিন্তু কোন লোক যদি মনে

করেন যে S D O.র কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে না তাহলে অন্য Court-এ অর্থাৎ Trying Magistrate-এর Court-এ বা মুন্সেফ কোর্টে বিচার প্রার্থী হতে পারেন, কাজেই বিচার বিঘ্নিত হবার কোন কারণ নাই। এই বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on the Honerable Chief Minister to give his final reply.

Shri Sachindra Lal Singha (Chief Minister) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাজেট সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে বাজেট সমাজবাদের পথে রাখা হয়নি। তবে আমি বলব যে এই বাজেট সমাজবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাজেটের উপর আক্রমণ করা হয়েছে—Central বাজেটকে। Central Budgetকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে একচেটিয়া ব্যবসা দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে Pubic sectorকে দিনের পর দিন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং private sectorকে দিনের পর দিন সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। অতএব এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের সমাজবাদের দিকে যাওয়ায় যে প্রক্রিয়া সেটাতে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে অগ্রসর হচ্ছি কিনা। অতএব গণতান্ত্রিক দিক দিয়ে যদি অগ্রসর হতে হয় তাহলে Plan-এর সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের যে Manpower তাকে কিভাবে effective বা সক্রিয় বা জাগ্রত করতে পারি, প্রাণবন্ত করতে পারি। সেই দিকে লক্ষ্য রাখলে পরেই আমরা দেখতে পাব যে আমাদের প্রথম যে পরিকল্পনা ছিল আড়াই হাজার কোটি টাকা, পাঁচ হাজার কোটি টাকা, ১০,০০০ হাজার কোটি টাকা এবং এখন যে 4th Plan চলছে তাতে ২১০০০ হাজার কোটি টাকা এবং সেখানে Public Sectorকে সর্বভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং Private Sectorকে দিনের পর দিন সঙ্কুচিত করে আনা হচ্ছে। আনা হচ্ছে এই জন্য যে যাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রের উপর, পুঁজির উপর আধিপত্য আসতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে করা হচ্ছে এবং সেটাকে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। বণ্টনের ব্যবস্থা সেই জায়গাতেই হবে যে National Wealth বাড়ল কিনা। আমরা দেখেছি 1st Plan-এ National Wealth বেড়েছিল 5 to 7%, 2nd Plan-এ 10% to 12% এবং এখন এই 3rd Plan-এ 15% এবং 4th plan-এ 44% national wealth বাড়বে আমরা আশা করি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবারে যে বাজেট করা হয়েছে তাতে কৃষির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিপুরাতেও আমরা কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। বিভিন্ন বক্তা কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। এখানে কৃষির উৎপাদন সম্বন্ধে যে Statistic আছে তা আমি বলব। আমরা দেখেছি ১,৩৬,৮৮৭ মেট্রিক টন ছিল ১৯৫১-৫২এ। এবং এখানে ১৯৬৩-৬৪এ ১,৭৩,৯৪০ মেট্রিক টন। তারপর production of বরো আমরা দেখছি আগে ছিল ৬,৭৪৬ মেট্রিক টন, এখন হল ৯,৬২০ মেট্রিক টন। Potatoর production হচ্ছে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন, পূর্বে ছিল ২,৭১৩ মেট্রিক টন। তারপর Jute-এর production আগে ছিল ১,৫০০ মেট্রিক টন, এখন সে জায়গায় হয়েছে ৮১,১২০ মেট্রিক টন এবং মেস্তা হল ৭২,২৫০ মেট্রিক টন। তা'হলে আমরা

দেখছি দিনের পর দিন কৃষক যাতে উন্নত হতে পারে সেদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। কেন সেই বাজেট করা হয়েছে তার কারণ হ'ল এই ত্রিপুরার শতকরা ৮০জন লোকই হ'ল কৃষক। তাদের যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহ'লে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয় এবং সেদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট প্রণয়ণ করা হয়েছে। এবং কৃষকদের যাতে উন্নতি করা যায় সেই দিক দিয়েও আমরা দেখব। তার Cash crop—Jute. Mesta, Potato, Sugarcane প্রভৃতির উন্নতি করতে হবে। Cotton সম্বন্ধে বলা হয়েছে, Cotton আমাদের জুমেতে চাষ হয় এবং জুমের যে Agriculturist ছিল, তাদের মধ্যে এটা প্রচলিত ছিল এবং সেটা জুমের থেকে তারা কৃষিতে যাওয়ার সাথে সাথে, ঐ যে ১৭ হাজার পরিবারের কিছু উপরের লোক কৃষি কাজে নিযুক্ত হবার ফলে, তারা এখন আর Cotton উৎপাদন করছে না। তার ফলে Cotton Production কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এখানে আমরা দেখব এই—কৃষক জনসাধারণ যারা ছিল, জুমিয়া জনসাধারণ যারা ছিল, landless যারা ছিল—তাদের আমরা আমাদের যে অর্থনৈতিক রূপায়ন—সেই রূপায়নে তাদের ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োজিত করতে পেরেছি কিনা: আমরা দেখছি যে তাদের ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা দেখেছি এমন কতকগুলি জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে—যেমন জুট এবং মেস্তা—যার Foreign exchange আছে। জুট এবং মেস্তাকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরাতে Foreign exchange আছে। আর একটি জিনিষ এখানের যে Tea তার উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সেই জায়গাতেও আমরা Foreign exchange earn করছি। তাহলে আমরা দেখছি যে democratic wayতে যে Socialism করছি, কৃষক এবং শ্রমিককে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সেই দিকে নিয়োজিত করেছি এবং তারাও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছে এবং দেশকে সম্পদশালী করছে। এই জায়গাতে প্রশ্ন হল এই যে ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হল না কেন? আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন, আগে যে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল, তা ছিল ৪ লক্ষ, তারপর দেশ বিভাগে বাস্তুত্যাগী আসার ফলে সেই সংখ্যা হলো ১১ লক্ষের উপর। তাহলে এই সতের বৎসরে আমাদের লোকসংখ্যা local population যা ছিল তার double হয়েছে, তাহলে এখন চিন্তা করতে হবে এই--যে এই অর্থনীতি বজায় ছিল বলেই এই বর্দ্ধিত লোককেও আমরা খাওয়াতে পারছি, রক্ষা করতে পেরেছি, বাঁচাতে পেরেছি। এই লোকগুলি এখন সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হয়েছে। তারা কারা—যারা সর্ব্বহারা ছিল, যারা গৃহবাড়ী পরিত্যাগ করে এসেছিল– কোন কিছুই ছিল না, সেই লোকগুলি আজকে মাটির উপর বসেছে উৎপাদন করছে উৎপাদন বৃদ্ধি করছে, এমন কি Foreign exchange earn করার সে কাজ সেই কাজেও ত্রিপুরাকে সাহায্য করছে! অতএব এই দিক দিয়ে আমরা দেখব যে এই সব লোক যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল, যারা জুমিয়া, যারা Landless তাদের ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োজিত করে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত করতে পেরেছি কিনা! এই সব জনসাধারণ সক্রিয় ভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছিল বলেই আমরা এই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছি এবং এতবড় যে চাপ সেই চাপকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি—আমাদের অর্থনীতিকে বজায় রেখে আমাদের ত্রিপুরাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি। এমন অবস্থা ছিল যখন চতুর্দ্দিকে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত এবং মাননীয় সদস্যও

এ কথা বলেছেন এবং Influx of refugeeর কথাও বলেছেন কিন্তু ভুলে গিয়েছেন যে এর সাথে সমতা রক্ষা করে—ভারতবর্ষের কোন জায়গায়ও এ রকম অবস্থা ছিল না। এই জায়গার পরিবেশ নানা রকম সঙ্কটাপন্ন থাকা সত্ত্বেও এই জায়গার planকে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পেরেছি। এই যে নিঃস্ব লোক যারা সর্ব্বহারা ছিল তাদের মাটিতে বসাতে পেরেছি। সেই জায়গাও প্রশ্ন হল সে মাটিতে তারা বসতে চায় যারা একবার পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আমরা জানি এখানেও সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ এমন এক বিরাট আকার ধারণ করেছিল—refugeeদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের হত্যা করা এবং হত্যা করার জন্য terrorism এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে refugee দের দিয়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়ে সেই গর্ত্তে তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল—এরূপ প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও refugee দের আমরা পুনর্বাসনের কাজে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার কাজে, কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত করার কাজে জয়যুক্ত হয়েছি। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যে দ্বিগুণ লোক সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই, তা না হলে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত। যার Rail line ছিল না, communication ছিল না, এরূপ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা বলতে পারি যে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত আমরা রাস্তা করতে পেরেছি। রাস্তা করার কাজেও আমরা দেখেছি যে সেই রাস্তার কাজের labourকে হত্যা করা হয়েছে, এই সমস্ত কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণকে বুঝানো হয়েছে যে এই রাস্তা যদি হয় তবে police আসবে Military আসবে। আসবেই ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, Police চাই Military চাই, কিন্তু সমাজ বিরোধীরা সেই কাজে বাধা দিয়েছিল। তথাপি আমরা জনসাধারণকে সেই কাজে নিয়োজিত করতে পেরেছি এবং সেই জন্যই আজকে এই Plan successful হয়েছে। আমরা সার্থক করেছি। এই plan সেই জায়গাতেই জয়যুক্ত হয়েছে। এই জায়গার যারা লোক, ঐসব নিরস্ত্র সর্ব্বহারা লোকদের, যারা আজকে গৃহ পেয়েছে, উৎপাদন করছে, সেই সব লোককে, বিপথে চালিত করার প্রচেষ্টা যেমন আগেও চলেছিল, আজকেও চলছে।

আর একটা কথা বলা হয়েছে যে অনেক লোক পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। কত সংখ্যক চলে গেছে তা চিন্তা করতে হবে। কারা চলে গেছে? যারা migrate করত from place to place তাদের সংখ্যা কত? খুব বড় তোড়জোড় করা হচ্ছে, কিন্তু আমার যা মনে হয় তাদের সংখ্যা ১ শতের বেশী হবে না। ১ শত family যদি যায় তবে আমাদের দেখতে হবে তাদের natureটা কি ছিল। তারা ময়ালের থেকে এখানে আসে, এখান থেকে ময়ালে যায়, এই হল nature of the people. যেখানে ১৭০০০ familyকে বসিয়েছি তার মধ্যে যদি ১০০ family সেখানে যায় তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে Jumia Rehabilitation Scheme unsuccessful. Unsuccessful এইটা প্রতিধ্বনিত করে দেখাতে হবে তার কারণ আছে—কারণটা হল এই যে অনেকে হয়ত দাদন নিয়েছে—migratian systemএ আছে, হয়ত দাদন দিতে পারে না। ১০০ পরিবারের মধ্যে আমার মনে হয় ৬০টি পরিবারই এইরকম, তারা হয়ত চলে গেছে। ১৭০০০ পরিবারকে বসানোর মধ্যে যদি ১০০ পরিবার চলে যায় সেটাকে প্রতিধ্বনিত করে plan গেল, jumia Rehabilitation বানচাল হল, এসব তারাই বলতে পারে যারা স্বপ্নের রাজত্বে বাস করে—এটা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব।

পুলিশ বাজেট সম্বন্ধে একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে যে পুলিশ বাজেট অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই জায়গায় পুলিশ বাজেট হল ১ কোটী ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫ শত টাকা। কিসের তুলনায় বৃদ্ধি হল সেটা দেখতে হবে। একদিকে বলছেন সীমান্তকে রক্ষা করা দরকার, আমাদের কতকগুলি Battalian raise করা দরকার, অথচ Assam Riflesও থাকবে, তাকেও রাখতে হবে, তাদেরও আমাদের State fund থেকে টাকা দিতে হবে; এই যে ৩১ লক্ষ টাকা এইটা আমাদের State বাজেটেই ধরা হয়েছে। Border রক্ষার জন্য যে post থাকে প্রত্যেক stateই সেই খরচ নিজের বহন করে; আমাদের টাকা নেই, অর্থ নেই, অতএব সেই টাকাটা—৩১ লক্ষ টাকা State Budget এ ধরা আছে যেটা Central Govt. দিচ্ছে এবং সেই অনুসারে সেই টাকা আমরা Assam Riflesকে দিচ্ছি। অতএব ১ কোটী থেকে যদি সেই টাকা বাদ যায় তা হলে আর কত থাকে State Budget এ। Civil post রাখতে হবে। Interiorএ ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে যারা চৈনিক কম্যুনিষ্টপন্থী তারা, তার আগে থেকেই ১৯৫০ সালেও মানুষকে হত্যা করত। একমাত্র কল্যাণপুরেই —জনসাধারণই সেখানে বলেছে যাহাদিগকে হত্যা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ১২৬টি পরিবার। আমি মহিম দেববর্মার কথা বলব বিশেষ করে তার পরিবারের সকলকেই হত্যা করা হয়েছে, এবং জীবন্ত মাটির নীচে পুতে ফেলা হয়েছে এবং সেটা এমন একটা সময় ছিল যে সময় একটা transition period ছিল। যখন চৈনিক কম্যুনিষ্টরা মনে করল আমরা arms ammunition নিয়ে তেলেঙ্গানার মত ত্রিপুরা রাজ্যের যে Govt. আছে armed revolution করে তাকে আমরা হস্তগত করব। কিন্তু তাদের নেশাটা ভেঙ্গে গেল। কারণ তাদের এই যে বিদ্রোহ, এই যে পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হল, তখন তারা আর একটা সুযোগ খুঁজতে লাগল। সেই সুযোগ হল এই যে তখন border অনেক দূরে ছিল কারণ Communist Land এর যে border সে border থেকে Arms ammunition না পেলে তাদের সে সংগ্রাম বা বিদ্রোহ successful হবে না, কৃতকার্য্য হবেনা তা তারা বুঝেছিল। তাই তখন তারা নিবৃত্ত হয়েছে। তারপর চীনের আক্রমণের সাথে সাথে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা terrorism এর যে কেন্দ্রগুলি তারা করেছিল, গুহা তারা তৈরী করেছিল, সেই গুহাতে তারা তৎপর হল এবং সেই সব জায়গাতে arms ammunition পাওয়া গেল। সেই সব জায়গায় মানুষকে হাতকড়ি দিয়ে আনত। কারারুদ্ধ করত। সেই সমস্ত আবিষ্কার অতি সত্বর করা হল বলেই তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল এবং তাদের Securityর জন্য আটক করা হল। এইসব কারণে আমাদের পুলিশের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও সেই সংখ্যা আরো বেশী বৃদ্ধি করা উচিৎ ছিল, আমরা তা করিনি। কারণ আমরা বুঝেছি যে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতায় এই দুষ্কার্য্য দমন করতে পারলে সেটা বেশী কার্য্যকরী হবে। জনসাধারণ তাদের এই terrorismকে উৎখাত করেছে এবং সেই জন্য police Budget আর বাড়াতেই হয়নি। Police Budget যা ছিল, তাই আমরা রেখেছি। বেশী বাড়াতে হয়নি কারণ জনসাধারণ সক্রিয় হয়েছে। ঐ সব পকেটে ঠিক ঠিক সময় হস্তক্ষেপ করার ফলেই তাদের terrorismকে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই জন্য এই পুলিশ বাহিনীকে অন্তর্বিরোধ দমন করার জন্য রাখার প্রয়োজন আছে। এটা আরো বাড়ার কারণ এই জন্য যে এইটা একটা border state এবং পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে যখন মিতালী হয়ে গেল তার সাথে সাথে যখন অন্তর্বিরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল সেই অবস্থায় আমরা যদি আমাদের forceকে

frontierএ এবং borderএ employ না করি তাহলে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যাবে না। সেই সব চিন্তা করেই পুলিশ বাজেট এখানে রাখা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই পুলিশ বাজেটের প্রয়োজন আছে। আমরা 'হিন্দী চিনি ভাই ভাই' বলেছিলাম বলেই তার সুযোগ গ্রহণ করে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেছে বিভীষণ বাহিনী। চরম চীন বিভীষণ বাহিনীতে পর্যাবসিত হতে পারে, আমাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে পারে, কিন্তু দেশের লোক, দেশের অন্ন খেয়ে, দেশের জল গ্রহণ করে এবং সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের কথা বলে সমাজতন্ত্রের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করবে সেটা কোন জাতি সহ্য করতে পারে না। এইজন্য ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে পার্লামেন্টে বলা হচ্ছে যে special tribunal করে সেই সব বিভীষণকে বিচার করার জন্য। অন্যান্য বিরোধীদল যারা আছেন তারাও একযোগে বলছে এই সব বিভীষণকে দেশের নিরাপত্তার জন্য বিচার করার জন্য।

Agriculture এবং Animal Husbandaryতে ৩৬ লক্ষ টাকা এবং ১৮ লক্ষ টাকা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার উপর Public Healthএর জন্য ২৭ লক্ষ টাকার উপরে, Medicalএ ৫৯ লক্ষ টাকার উপরে, Educationএ ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার উপরে, Civil supply প্রভৃতির জন্য ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ১ শত টাকা। জুডিসিয়েলে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮ শত টাকা, জেলে ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত টাকা, জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশনের জন্য ৩৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৮ শত টাকা, পার্লামেন্ট, ষ্টেট লেজিস্লেচারের জন্য ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ২ শত টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব এই দিক দিয়ে আমরা দেখব যে ত্রিপুরার এই বাজেট সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক পন্থাকে গড়ে তুলবার জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং সেটাকে জয়যুক্ত করতে গেলে পরে বছর বছর Co-operativeএর সৃষ্টি করতে হবে। সেই দিক দিয়ে Co-operativeএর জন্য ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং Cottage Industry ও অন্যান্য Industryর জন্য ২১ লক্ষ ৩ হাজার ২ শত টাকা এবং Community Developmentএর জন্য ৩০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪ শত টাকার মত। অতএব আমরা দেখেছি এই যে টাকার অঙ্ক এখানে রাখা হয়েছে এবং ব্যয়ের অঙ্ক রাখা হয়েছে, এর প্রত্যেকটি হল আমার দেশের উন্নতির জন্য এবং প্রগতির জন্য, যাতে দেশের জনসাধারণের হাতে সেই টাকা যেতে পারে। তারই জন্য পরিকল্পনা অনুসারে এই টাকার অঙ্ক রাখা হয়েছে, এবং সেই দিক দিয়ে ব্যয় করা হচ্ছে। Public worksএর জন্য ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত টাকা রাখা হয়েছে। Electric and power supplyর জন্য ২১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং Miscellaneous Social & Developmental Organisationএর জন্য রাখা হয়েছে ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা—Labour & Employmentএর জন্যে। অতএব এই বাজেট জনসাধারণের উন্নতির জন্য, কৃষক এবং জুমিয়া, শ্রমিক, landless যারা আছেন তাদের জন্যই এই টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাজেটকে আক্রমণ করে যারা বলছেন যে এই বাজেট অবাস্তব, তারা নিজেরাই অবাস্তবের রাজত্বে ও স্বপ্নের রাজত্বে বাস করছেন বলেই এই কথা বলছেন। তার কারণ এই বাজেটে এই যে টাকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেটা সমস্তই হল state planএর Budget আমাদের যে আয় তা হল ৮৭ লক্ষ টাকার মত, অবশ্য আমরা আশা করছি যে ঠিক ঠিক ভাবে এই টাকা পাব, অতএব এই টাকার অঙ্ক দিয়ে আমরা

ঠিক সেই ভাবে অগ্রসর হয়েছি সেইটাকে ঠিক ঠিক ভাবে আমরা যাতে নিয়োজিত করে Man-Power অনুসারে এবং আমার দেশের যে Materialকে কাজে লাগাতে পারি, সেটা westage না হয়ে জাতির জন্য, জাতিগঠনের জন্য ব্যয় দেশের জন্য যাতে ব্যয়িত হয় এই দিকে দৃষ্টি রেখে এই পরিকল্পনাকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই দিক দিয়ে আমরা Public works এর মধ্যে যে কার্যাকে গ্রহণ করেছিলাম, রাস্তা ঘাটের জন্য, সে রাস্তা তৈরী করতে গেলে পিচ্ থেকে আরম্ভ করে সব জিনিষের জন্য এমনকি ইটের জন্যও আমাদের অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, কলিকাতার দিকে বা আসামের দিকে। সেও আবার আনতে হলে এই যে দুর্গম রাস্তা তা অতিক্রম করে আনতে হয়। অতএব এই যে ২কোটির উপরে যে টাকা public works এর জন্য রাখা হয়েছে, এই টাকা আমরা দেখছি এই planing টা আমাদের এই ভাবে হচ্ছে যে আমাদের এই যে রাস্তা তৈরী হয়, তার মধ্যে কতগুলি ইট লাগবে, তার মধ্যে কতটা কয়লা লাগবে, ইত্যাদি সব দিকে দৃষ্টি রেখে এক একটা পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা রচনা করেন ভারতবর্ষের যারা Expert তারাই, বিশেষ ভাবে ত্রিপুরার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা তা করেন। অতএব কতগুলি টাকার অঙ্ক রেখে দিলেই আমার হবে না। আমাকে দেখতে হবে যে আমার technical man আছে কিনা আমি কয়লা আনতে পারব কিনা। আমি যদি ৪ কোটি ইট পোড়াই, সেই পরিমানে কয়লা আমি আনতে পারব কিনা এবং সেই কয়লা rail দিয়ে আমি book করতে পারব কিনা। আমার যে food ও অন্যান্য essential materials আছে তাও আমার আনতে হবে এবং ঐ রাস্তা দিয়ে আনার জন্য Truck, Bus আমার আছে কিনা যাতে ঐ সময়ের মধ্যে ঐ মাল আনা যায় তাও ভাবতে হবে। ঐ সব দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। সমস্ত পরিবেশ চিন্তা করে টাকার অঙ্ক ধার্য্য করা হয়েছে।

মাননীয় এক সদস্য বলেছেন যে আমরা এই planএ ত টাকার অঙ্ক রাখিনি, ডুম্বুর এর জন্য রাখিনি এবং সেই উমিয়াম plan এর জন্য রাখিনি। আমি আগেও বলেছি যে এই পরিকল্পনা Technically sanction হয়েছে। এবং Planning Commission sanction করেছেন। অতএব আমরা জানি তার প্রাথমিক কাজের জন্য আমরা টাকা পেয়েছি। এবং সেই অনুসারে সেই Plan কে যদি আজ কার্য্যকরি করতে হয় তা হলে, Technical man আমাদের নাই বললে ও চলে, সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই যে Hydroelectric scheme আমরা প্রবর্ত্তন করব, এই Hydroelectric scheme প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে আমাদের Technical man আনতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের নিয়োগ করতে হবে। সেই অনুসারে টাকার বরাদ্ধ করা হয়েছে। এবং সেই জায়গাতে preliminary work, রাস্তা করতে হবে, তাদের থাকার জায়গা করতে হবে, Store room করতে হবে। এই সমস্ত জিনিষ যদি আমরা এখন থেকে না করতে পারি তা হলে আমরা পাঁচবৎসরের মধ্যে সেই পরিকল্পনাকে কার্যযুক্ত করতে পারবনা। অতএব সেইজন্য Preliminary works sanction হয়েছে। অতএব সেই দিক দিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেটা অমূলক বলে আমি মনে করি। আমরা কেবল Hydro-electrical Schemeএর উপর বসে নেই ভারতবর্ষের সাথে ত্রিপুরা যখন সংযুক্ত হয় তখন ত্রিপুরাতে ২০০KW এর মত power ছিল,

এবং আজকে সেখানে ১৭৫৩ KW power। এ বাজেটে ৩০০০ KW আমরা বৃদ্ধি করতে পারব। এটা Hydal scheme নয় এটা হল ডিজেল স্কিম। ডিজেল দিয়ে এটা করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? যতদিন পর্য্যন্ত এই Hydal schemeকে আমরা কার্য্যকরী করতে না পারব তার মধ্যবর্ত্তী সময়ে মানুষ বিদ্যুত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবেনা। বিদ্যুৎ একটা মস্তবড় শক্তি যে শক্তির উপর নির্ভর করে শিল্প, ব্যবসা বানিজ্য সমস্ত কিছু গড়ে উঠবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এটাকে বাদ দেওয়া যায়নি। এর সাথে সাথে এই পরিকল্পনাকেও এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে আজকে যদি ত্রিপুরাকে কৃষির দিক দিয়ে উন্নত করতে হয় তবে কৃষকের যে অধিকার সেটা তাকে দিতে হবে। সেই অনুসারে ভূমি আইন করা হয়েছে। বর্গাদার যারা তারা যাতে ভূমির উপর তাদের স্বত্ব রাখতে পারে সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আইন করা হয়েছে। যারা জোতদার, যারা তালুকদার, যারা জমিদার ছিলেন তাদের পক্ষে এটা মারাত্মক বটে। কারণ সেখানে non-tribal বা tribal এর জমি, যারই জমি হউক না কেন যদি কোন জোতদার সেই জমিতে non-tribal রেখে চাষ করায় তবে Land Reforms Act অনুসারে তার অধিকার, সেই জায়গাতে সাব্যস্ত হবে। Possessional right, তাকে যখন survey settlement করা হবে সেই জায়গাতে রেখে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। কারণ এক দিক দিয়ে যারা বর্গাদার যারা সত্যিকারের কৃষক যারা চাষী তারা জমি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জোতদার, তালুকদারের অধীনে রাত্রের পর রাত্র দিনের পর দিন কাজ করবে অথচ অধিকার তাকে দেওয়া হবেনা। কিন্তু আমরা দেখেছি যখন তাদের landless colony গঠন করার জন্য সমস্ত জায়গাতে আন্দোলন হয়েছে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতে জোতদারদের লেলিয়ে দিয়েছিল সমাজ বিরোধীদল। খোয়াইয়েতে আমরা এই সমস্ত দেখেছি। খোয়াইয়েতে এক একটা জায়গাকে মস্কোগ্রাদ লেলিনগ্রাদ, ষ্ট্যালিনগ্রাদ বলতো। সেই জায়গায় আমরা দেখছি লোকেরা জোতদার, তালুকদারদের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদিগকে উচ্ছেদ করার জন্য, তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করিয়ে তাদেরকে সর্বশান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তাদের পক্ষে এই বাজেট বাস্তবিকই মারাত্মক। এই আইন বাস্তবিকই মারাত্মক। কারণ তারা চায়না যারা ভূমিহীন, যারা Landless, যারা বর্গাদার তারা জমির অধিকার পায়। সেই অনুসারে তাদেরকে জমির অধিকার সেই আইনের বলেই দেওয়া হচ্ছে। সেইভাবে কাজ চলছে। এই জায়গাতে একটি কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের দৃষ্টি দিতে, যাতে তারা ঠিক ঠিকভাবে তাদের কাজ ত্বরান্বিত করে। কারণ temporary যে সমস্ত department আছে তাদের লক্ষ্য থাকে যাতে কাজটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এই যে গঠনমূলক উপদেশ দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ আমি সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেব যাতে আমরা সেই কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারি। তারপর কৃষিকে যদি উন্নত করতে হয় তবে জুমের জন্য আমাদের যে জমি errosion হয়েছে ভূমিক্ষয় হয়েছে, সেই ভূমিক্ষয় থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। সেজন্য সেখানে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, সেই টাকাও কৃষকের জন্য ধার্য্য করা হয়েছে। জলসেচের পরিকল্পনার জন্য, lift scheme এর জন্য, 10″×15″ diameter এর যে tube well তারও পরিকল্পনা আছে। Lift scheme পরিকল্পনা আছে, এবং বাঁধের, tube wellএর এবং tankএর পরিকল্পনা আছে এই বাজেটে। অতএব এই বাজেটে কৃষকের উন্নতির জন্য irrigation এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের

জন্য উদয়পুর থেকে সুরু করে সোনামুড়া, সদর, খোয়াই, ধলাই এই সমস্ত নদীকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় কিনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা এই পরিকল্পনায়, এই বাজেটে এটাকেও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এবং তার কার্য্য আমরা করে চলছি। অতএব এই যে কার্য্য করা হচ্ছে যাতে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে পারি সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। plantation করা হচ্ছে যাতে ভূমিক্ষয় নিবারণ করতে পারি। অতি বৃষ্টি এখানে কমে গিয়েছে। সেই বৃষ্টির পরিমাণ যাতে আমরা বজায় রাখতে পারি তার জন্যও plantation করা হচ্ছে। এই plantation এবং errosion of soil সব কাজকে যদি আমরা ত্বরান্বিত করতে পারি, flood protection কার্য্যকে এবং irrigation systemকে আমরা যাতে চালু রাখতে পারি তার জনাই এই বাজেটে এই টাকা সন্নিবিষ্ট রাখা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার এই যে বাজেট রচনা হয়েছে কৃষকের দিকে দৃষ্টি রেখে, চা বাগানের দিকে দৃষ্টি রেখে Jute এর দিকে দৃষ্টি রেখে এবং তাদের Cash Crops যাতে বাঁচতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে এখানে যে co-operative system হয়েছে সেই co operative এর মাধ্যমে আমাদের দেশের জনসাধারণ সেই co-operative-এ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে কিনা। আমরা দেখেছি এর মধ্যে আমাদের দেশে ৬৫৫টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। যে জনসাধারণ dorment ছিল, যে force dorment ছিল সেই force, শক্তিকে আমরা এই কাজে লাগিয়েছি, এবং ২৮ শতাংশের উপর ঋণদান সমিতি করেছে। Land Mortgage Bank আছে তার থেকেও ঋনদান করা হচ্ছে। Tribal যে Department আছে তার থেকেও ঋণদান করা হচ্ছে। Revenue Department থেকেও ঋণদান করা হচ্ছে কৃষকদের।

অতএব কৃষকের দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষকের উন্নতির জন্য এবং যাতে আমরা দেশকে উন্নত করতে পারি সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং কোন কোন মাননীয় সদস্যের যে সন্দেহ শতকরা ১০ভাগ ঋণ co-operative থেকে দেওয়া হয়না তা অমূলক আমি বলছি যে শতকরা ২৮ ভাগ ঋন এই Co operative থেকে দেওয়া হয়।

মাননীয় এক সদস্য বলেছিলেন যে ২৫্ টাকা চাউলের মূল্য যখন হবে তখন দেওয়া হবেনা ৩০্ টাকা হলে দেওয়া হবে কোনটা সত্য। এবিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের নিকট আবেদন করব—মাননীয় সদস্য হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন তখন আমাদের চাউলের দর ছিল ১৮্ টাকা, আমাদের govt এর price ছিল ১৮্ টাকা। আর এখন সেই Govt এর price হয়েছে ২৩্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। আর আমরা চাউলের দর ধার্য্য করেছি কৃষকের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বনিম্ন দর ২১্ টাকা ২৫ নঃ পঃ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ৩০্ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব ২৫্ যখন বলা হয়েছিল ২৫্ টাকার পরিপ্রেক্ষিতে—এবং ৩০্ টাকা সেটা হয়েছে—৩০্ টাকার পরিপ্রেক্ষিতে। ২১্ টাকা যেদিন চাউলের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য হল এবং যেদিন ২৩্ ২৫ নঃ পঃ চাউলের মূল্য ধার্য্য করা হল সেই দিনই সেটাকে declaration দেওয়া হয়েছে—৩০্ টাকা যখন হবে তখন চাউল দেওয়া হবে। সেই অনুসারেই তা দেওয়া হচ্ছে।

তারপর Judicial এবং Executiveকে separate করা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে আমি এই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব যে, একথা বলতে গিয়ে তিনি নানারকমের কথা বলেছেন। একটা বলেছেন এই যে S. D, O. যারা আছেন তারা ধরবেন এবং বিচার করবেন।

S. D. O. যারা আছেন তারা ধরেন নাই। পুলিস যারা আছেন তারা ধরেন, অতএব এই দিক দিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করার যারা চেষ্টা করছেন তারা নিজেরা ব্যর্থ হচ্ছেন। S. D. O.র কাজ আসামীকে ধরা নয়, S, D. O র কাজ হল Executive যে post আছে সেই post এর কাজ চালু রাখা। সেই জায়গাতে একটি কথা বলা হয়েছে এই যে মাননীয় সদস্যদের পিছনে পিছনে পুলিশ থাকে এবং সেই পুলিশ যদি সন্দেহাত্মক কোন কাজ কেউ করে, সে মাননীয় সদস্য বা যেই হোক না কেন পুলিশ তার কর্তব্য কাজ করে থাকে। এখানে উনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে সে জাগাতে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। এলসেসিয়ান কুকুর রাখা হয়। Criminal যারা তাদের খোজতে এলসেসিয়ান কুকুর রাখা হয়, তাদের ভাল ভাবে রাখা হয় to find out the culprits, to find out the murderer, to find out the dacoits এবং সেই সমস্ত কাজের সাহাযোর জন্য এলসেসিয়ান কুকুর রাখা হয়। তারপরে বলা হয়েছে Zonal S D O, কামরাজ আসছে সেইজন্য নবগ্রামে নাকি ৩০০ লোককে বলেছে তোমরা প্রস্তুত থাক। এ সম্পূর্ণ অমূলক, কামরাজের ঐ যে meeting হয়েছে সেই meeting দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। অতএব ওটাকে যাতে নিন্দিত করা চলে, তাদের কাজই হল যে কোন জিনিষ ভাল দেখুক না কেন তারা সেটাকে নিন্দা করবে। তাদের চিন্তা বৃত্তি ঐ ধরনের ঐ ধাতে চলছে, সেই দৃষ্টি নিয়ে তা তারা করছে। সেটা হল সর্ব্বৈব একটি প্রচার মূলক কাজ করা হচ্ছে। Zonal S. D. O. কে সেই কাজে তাদের প্রচারের একটি যন্ত্র স্বরূপ করতে চেয়েছিল। তারা হয়ত তা করছেননা সেইজন্যই তাদের ঈর্ষা আজ প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত তারা ঠিক ঠিক ভাবে সেই জায়গাতে কাজ করছেন। অতএব কর্তব্য পরায়ণ যে কর্মচারী তাহাদিগকে নিন্দিত করে শাসন-যন্ত্রকে যাতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, বিশৃঙ্খলা চালানো যায় তারই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রচার করেছেন। তাছাড়া আর তার কোন মনে আছে বলে আমি মনে করিনা। তারপরে বলা হয়েছে তেলিয়া-মুড়াতে অনেক কিছু পাঠানো হয়েছে, একটী একটী high ... ... পাঠানো হয়েছে। সেটা হল তাদের প্রচার মূলক, অভিসন্ধি মূলক একটী প্রচার কার্য্য; এ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাদের চক্ষু স্থির হয়েছে ঐ সভার জনসমাগম দেখে এবং তাদের যে গুণ্ডাগুলি ছিল, তারা সেখানে মানুষকে সেখানে terrorise করেছিল, terrify করে তাদের সন্ত্রস্ত করে, তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে হাতে রেখেছিল। সেই জায়গার থেকে সেই স্বাধীন মুক্ত মানুষ সেই সভাতে স্বাধীনভাবে যোগদান করেছেন, সেই ভয়ে ভীত হয়ে আজ এ প্রচার শুরু করেছেন। অতএব আমরা জানি এটা হল অত্যন্ত নির্জ্জলা fact এর বিরোধী।

(Interruption)

Mr Speaker: — Three minutes more.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ:—কারণ আপনাদের এ দিক দিয়ে খুব বিশেষ দৃষ্টি আছে। কারণ আপনারা যখন মাটি খুঁড়ে মানুষকে ঐ জায়গায় ফেলেছেন, জীবন্ত দগ্ধ করেছেন তখন এই জায়গার নামে মানুষ কি বলে আপনাদের প্রাণের ঐ তন্ত্রীতে সেটা

যখন প্রকাশিত হয় তখনই উষ্মা প্রকাশ হয়। মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার জন্যই সেই সমস্তই চিন্তাধারা পরিস্ফুট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরে T. B. Hospital সম্বন্ধে কতগুলো কথা বলা হয়েছে যে সেখানে রোগীর ভীড় হয়। সেই জায়গাতে যদি দৃষ্টি রাখতে হয়, রোগী যারা থাকে তাদের discipline of the Hospital তা মানতে হয়। অতএব সেই জায়গাতে যদি মাননীয় সদস্যরা discipline of the Hospital রক্ষা করেন তাহলে অন্তত: পক্ষে হাসপাতালে ভীড় হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তাদেরই relative সময়ে সময়ে যায়, অতএব সেই জায়গাতে ভীড় করেন। তারপরে সেই জায়গাতে আর একটি কথা বলা হয়েছে যে সেখানে Nurse এর অভাব আছে। রোগীর সংখ্যা অনুপাতে সেখানে Nurse রাখা হয়। সেই অনুসারে Nurse সেখানে আছে এবং তারা কাজ করছে। তারপরে বলা হয়েছে সেখানে অত্যন্ত বিকট শব্দ হয়। বিকট শব্দ হয় সেই জায়গাতে রোগীদের জন্য যখন খাওয়া নিয়ে যায় গাড়ীতে করে, তখন সেই গাড়ীর একটু শব্দ হবেই। যদি শব্দ কমাতে হয় তবে গাড়ীর চাকার নীচে রাবার পিচ লাগিয়ে নিয়ে তারপর টানতে হবে। এমন কোন কাজ সেখানে হয়না যারফলে সেই জিনিষটা সেখানে হতে পারে।

(Interruption)

আমাদের দেখতে হবে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ডাক্তার নার্স এই সমস্ত এখানে trained up করে আমাদের সেই হাসপাতালগুলো চালাতে হয়। তারপরে তার জায়গায় একটি কথা বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি dispensaryতে যাতে microscope রাখা হয়। প্রত্যেক Health Centre গ্রামেই অবস্থিত। অতএব সেই জায়গাতে প্রত্যেকটি জায়গাতে microscope আছে এবং সেই সমস্ত জায়গাতে সেই কার্য্য চলছে। অতএব সেই ভাবে প্রকল্প অনুসারে সেই কার্য্য চলছে। অতএব এটা বলতে হবে, বলার মানে হল এই—বলা দরকার তাই বলতে হয়, তাই বলছি। তারপর খাদ্য নিয়ে গাড়ী সেখানে যাচ্ছে, সেই অনুসারে সেখানে শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দতে হয়ত অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ হতে পারে।

Mr. Sperker : – The time is over.

The general discussion on the Budget is over. The general discussion on the Budget for 1965-66 is over. The House stands adjourned till 11 P. M. on Thursday, the 30th March, 1965.

Unstarred Question No. 129—Asked by Shri Atiqul Islam.

QUESTION	ANSWER
a) How many posts of Inspetors of Police are still vacant in Tripura ?	civil police - 3 posts. Armed Police - 11 Posts.
b) and for what reasons ?	Civil Police One posts due to retirement. one Post due to reversion of a deputationist to his parent state and the remaining post due to promotion of the incumbent. Steps for deputation of another officer and for promotion of two sub-Inspectors have already been taken. Armed Police 3 posts in the armed branch will be filled up after completion of training. 8 post in the battalion will be filled up after completion of training and when the unit in question is raised.

Unstarred Question No 164 by
Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION	REPLY
will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state :—	
(with refereuce to answer given to starred question No. 249 date 21.12.64)	
a) Name of the Contractors who have been punished for loss of foodgrains during transit in period between 1959 and 1964.	A statement is laid on the table of the House.

Statement Laid On The Table Of The House In Reply To Unstarred Question No 164

Part (a) of the question. Year	Name of Contractors
1959—60	1. Shri Amar Chandra Chakraborty 2. M/s. Subh Karan Madanlal 3. Shri Janmajoy Kar 4, M/s. Co-operative Transport Society Ltd. 5. M/s. Tripura Co-operative Society Ltd.
1960—61	1. Shri Amar Chandra Chakraborty 2. M/s Subh Karan Madanlal

1961—62	I. M/s Saha Brothers 2, " Raima Co-operative Society Ltd. 3 " Continental Transport Agency 4. " Subh Karan Madanlal
1962—63	1. Shri Amar Chandra Charkaborty 2. Shri Nirode Baran Barua
1963—64	1. M/s. All Tripura Truck Owner's Association. 2. Shri Amar Chandra Chakraborty 3 Shri Santosh Chandra Saha.

UNSTARRED QUESTION No. 213

Name of the Member Shri Nripendra Chakravorti, M L A.

Question	Reply
1 A division-wise break-up of the number of Adult literacy centres run during each of the 1st, 2nd and 3rd Plan periods ;	Information furnished in the form of a statement Annexure 'A'.
2) total number of adults made literate in each of these divisions during the plan periods:	
3) a division-wise break-up of the reading rooms and libraries started during the plan periods ;	Information furnished in the form of the statement Annexure 'B'-
4) total amount of money spent for these adult literacy centres, reading rooms and libraries in each of these d visions ?	Division-wise expenditure is not maintained Total expenditure during the second plan period as well as Third plan upto 31 3 64 has been shown.

ANNEXURE—'A

Sub-Division	Position of Adult Literacy Centres during								
	Ist Plan			2nd Plan			3rd Plan upto 31, 3. 64		
	No. of Adult lite-racy cen-tres	No. of Adult made lite-rate	Expendi-ture	No. of Adult litera-cy cen-tres	No. of Adult made lite-rate	Expen-diture	No. of Adult lite-racy cen-tres	No. of Adult made literate	Expenditure
			Rs			Rs			Rs
Sadar	—	—	40	4237		54,672/-	40	2822	36,180/-
Dharmanagar	—	—	—	—	—	—	20	1394	17, 870/-
Kailashahar	—	—	—	—	—	—	15	980	11, 822/-
Kamalpur	—	—	—	—	—	—	8	550	5, 940/-
Khowai	—	—	—	—	—	—	8	576	6, 110/-
Udaipur	—	—	—	—	—	—	8	510	5, 992/-
Sonamura	—	—	—	—	—	—	8	501	5. 880/-
Amarpur	—	—	—	—	—	—	15	970	11, 740/-
Belonia	—	—	—	—	—	—	8	547	6, 142/-
Sabroom	—	—	—	—	—	—	10	705	7, 835/-
TOTAL	—	—	40	4237	54.	672/-	140	9555	1, 15,511/-

ANNEXURE—'B'

Sub-Division	Position of Libraries during					
	1st Plan		2nd Plan		3rd Plan	
	No. of library	Expenditure	No. of library	Expenditure	No. of library	Expenditure
		Rs.		Rs.		Rs.
Sadar	1	—	1	--	1	—
Dharmanagar	1	—	1	—	1	—
Kailashahar	1	—	1	—	1	—
Kamalpur	1	Total expenditure Rs. 1,94,464/- on library services	1	Total expenditure Rs. 5,51,097/- on library services	1	Total expenditure Rs 4,75,691/- on library services.
Khowai	1	—	1	—	1	—
Udaipur	1	—	1	—	1	—
Sonamura	1	—	1	—	1	—
Amarpur	-	—	1	—	1	—
Belonia	1	—	1	—	1	—
Sabroom	—	—	1	—	1	—
Total	8	Rs. 1,94,464/-	10	Rs. 5,51,097/-	10	Rs 4,75,691/-

Unstarred Question No, 238
by Shri Nripendra Chakraborty.

Question

will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state :—

a) Name of the contractors appointed for carrying ration from Tripura Damcherra to Khedacherra and Simlong ration shop.

b) Rates given to each of these contractors for carrying ration to these 2 shops during 1960-61, 61-62 62-63, 63-64, and 64-65

c) If these rates are at variance with one another the reasons therefor ?

Reply

a) Secretary, Damcherra co-operative purchase and Sales Society Ltd.

b) Foodgrains were not carried from Damcherra to Khedacherra & Simlong shops during 1960-61, 61-62, & 62-63. Rates during 1963-64 and 1964-65 are as bellow :—

Year	Name of contrac -tor	Rates per quintal for carrying of food grains,	
		from Damcherra godown to Simlong	from Damcherra to Khedacherra
1963-64	Secretary, Damcherra Co-operative purchase Sales Society Ltd.	Rs. 24'32	Rs. 17.32
	(from Jan, 1964)	Rs. 22'50	Rs. 7.50
1964-65	-do-	Rs. 11.54	Rs. 3 90

c) The lowest quotation available on each occasion was accepted

Unstarred Question No 167 asked by Shri Hlura Aung Mog, M. L. A.

Question	Answer
1) T, A. drawn by the Chief Minister, Development Minister and three Deputy Ministers for Making journey to Calcutta and to Delhi during the period from July, 1963 to February 1965.	Intromation furnished as per statements below,
2) Purpose for which each of these journey was made ?	

Statement of T. A. Drawn by Deputy Minister (Shri Das for the period from July, 1963 To February, 1965.

Period	Place of visit.	Amount Drawn	Purpose of Journey
19.9.63 to 5.10.63,	Calcutta and Darjeeling.	Rs 662'75 P	Visit to Industrial areas of West Bengal and North Bengal.
4.8.64 to 15.8.64	Calcutta.	Rs. 368'90 P.	Visit to Calcutta Medical College Hospital and all India Handloom Board.
	Total :	Rs 1,031'65 P.	

Statement of T. A. Drawn By the Chief Minister, Tripura during the period from 1st January, 1963 to 28th February, 1965.

Period.	Places of visi-	Amount Drawn.	Purpose of Journey.
12.7.63 to 19.7.63.	Delhi	Rs. 1081,15 P.	Discussion with various Ministries at Delhi. Offi-
20.9 63 to 25.9.63.	Calcutta		cial tour at Calcutta,

Period	Places of visit	Amount Drawn	Purpose of Journey
24.10.63 to 19.11 63	Delhi and Calcutta	Rs. 998'52 P.	Official tour.
21.1.64. to 30.1.64	Calcutta.	Rs. 187'50 P.	Discussion with Union Minister at Calcutta.
26.12.63 to 5.1.64 and 4.4.64 to 16.4.64.	Calcutta and I elhi.	Rs. 2027'60 P.	Govt Business.
24.4 64 to 30.4.64.	Calcutta.	Rs. 187'50 P.	Government Business.
27.5,64. to 3.6.64.	Calcutta and Delhi.	Rs. 881'10 P.	Official tour.
18 5.64. to 23.5.64 and 22,6,64 to 1,7,64,	Calcutta and Delhi	Rs. 1064,31 P,	Government Business
9,7,64 to 17,7,64,	Calcutta	Rs, 234'37 P'	Government Business
9,8,64 to 28,8,64	Calcutta and Delhi,	Rs, 861'40 P,	Government Business
6,8,64 to 14,8.64	Calcutta and Delhi	Rs, 851'80 P,	Government Business
11,10'64 to 5,11 64	Calcutta and Delhi	Rs, 1155'30 P,	Government Business

17.11.64 to 27.11.64	Calcutta and Delhl	Rs. 809'72 p,	Government Business
3.12·64· to 5.12.64	Calcutta.	Rs. 199'50 P,	Government Business,
12.12.64 to 17.12.64	Calcutta and Delhi	Rs. 775'25 P	Government Business
3·1 65 to 16.1.65	Calcutta,	Rs· 293'25 P	Government Business
February, 1965,	Delhi	Rs. 800'00 P,	Government Business
		Rs· 12.408'27 P,	

Statement of T. A. Drawn By The Development Minister : Tripura During The Period From July, 1963 To February, 1965.

Period	Place of visit	Amount Drawn	Purpose of Journeys
12.7 63. to 22 7 63.	Delhi.	Rs. 864'87 P.	Discussion with the various Ministries.
28.7.63 to 10.8 63	Calcutta and Delhi	Rs. 1015'15 P.	To attened the conferrence on Community Development & Panchayat
21.8 63 to 3 9 63	Calcutta and Delhi	Rs. 925'95 P.	Discussion with various Ministries in Delhi and taking interview at Calcutta.

5.11.63'to 14.11.63	Calcutta and Delhi	Rs. 8I7·57 P.	For attending the National Council Meeting
25 12.63. to 8.1,64.	Calcutta and Delhi	Rs 905'45 P.	For attending the Working Group meeting and for discussion with State Minister of Irrigation and power in Delhi
17.1.64 to 30 1.64	Calcutta and Delhi	Rs. 944'95 P.	Attending the Flood Control Meeting at Delhi and for discussion with Union Minister at Calcutta.
3.2.64 to 8.2,64,	Caicutta and Delhi	Rs, 782'55 P,	To attend the Union Ministers. Discussion Regarding Development of Tripura and Discussion with Vice Chancellor of Calcutta University for opening post Graduate Classes.
23.3.64 to 31,3,64	Calcutta and Delhi	Rs 820'27 p	Discussion with various Ministries in Delhi
5·6·64 to 7 6.64	Calcutta and Delhi	Rs, 748'45 p.	Government Business
23.6.64 to 3.7.64	Calcutta and Delhi	Rs, 870'20 p,	Government Business

13.7.64 to 10.8.64	Calcutta and Delhi and Srinagar	Rs. 1514·75 p,	Discussion with various Ministries in Delhi and to attend meeting of Tourist and Transport Dev. Com. at Srinagar,
1.9.64 to 5.9.64	Calcutta.	Rs. 199·50 p,	Discussion with Rehabilitation Industries authorities,
	Total :	Rs. 10,409·66 p.	

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

UN-STARRED QUESTION NO. 169

Name of the Member :—Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION	REPLY
1) The names of the Members of the Social Welfare Board of Tripura.	(a) Smti. Madhumati Mukherjee, Chairman (b) „ Renuka Chakraborty, Vice-Chairman (c) „ Sanghamitta Chatterjee, Member (d) „ Sushila Ghosh, Member (e) „ Maya Dubey, Member (f) „ Baby Gupta, Member (g) Shri G. N Chatterji, (Director of Education) Member-Secretary.

2) names of the non-official organisation who are given grant or aid by the Board but are now defunct ;	Tripura Arts and Crafts Insitute (Regular Branch of Tripura Home Industry Co-operative Socitety Ltd,),
3) number of women employed under different schemes of the Board	95 as on 1, 3, 1965.
4) whether any statement has been made by the Govt. to Education Department regarding utilisation of jeeps under the Board ;	No.
5) If so, the details there of ?	Does not arise,

UNSTARRED QUESTION NO. 175

By Shri Bulu Kuki, M. L. A.

QUESTION	REPLY
Will the Hon.ble Minister-in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state—	
1) What are the commodities imported in Tripura from Pakistan in accordance with Indo-Pak Trade Pact, during 1964-65 ;	Fresh fish and Hilsa fish salted wet,

(2) An item-wise description of the amounts imported during the period ?	Fresh fish—1,57,745.290 Kg. Value—Rs, 4,72,116'50 P, Hilsa fish Salted wet—3,825,662 Kg, Value—Rs, 11,500,00

UNSTARRED QUESTION NO. 178 by

SHRI BULU KUKI, M. L. A.

Question	Reply
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supplies Deptt. be pleased to state—	Not known as this is not a controlled commodity,
1, Total amount of flour consumed by each of the Bakeries of Tripura, 2, What arrangements have been made for supply of flour and sugar to these Bakeries ; 3, Whether there has been made any break down of that arrangement 4, If so, the reasons thereof ?	Flour is not a controlled commodity, However, as there is scarcity of flour in the market, special arrangements are being made to get flour from outside, At our request Govt, of India have Instructed the Govt, of West Bengal to release wheat Products to Tripura proportionate to the release of wheat by the Govt, of India upto the extent of 250 MT per month, The Govt. of West Bengal have agreed to supply 50 MT of flour and 18 MT of Suji during this month, Sugar is being supplied according to demands,

UNSTARRED QUESTION No, 179 BY SHRI BULU KUKI.

Question	Reply
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supply Deptt be pleased to state, :—	
1. A division-wise break up of the number of tenders accepted by the Government from the agents for the purchase of Aman paddy and rice,	No tender has yet been accepted,
2. Total purchase made by each of these agents,	Does not arise,
3. total purchase of paddy and rice made by tea Estate.	Rice................48 M,T, Paddy............25 M,T,
4. Whether any restriction was imposed on their purchase of food-grains.	Yes
5, if so, what are they ?	Tea Garden authorities are allowed to purchase foodgrains upto their annual requirement from specified markets through co-operative Societies having Food-Dealer's Licence,

Unstarred Question No. 182

By BULU KUKI, M. L. A.

Question	Reply
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state :—	
(a) What are the fatcors taken into consideration while issuing permits to individual consumers for cement, steel, and C. I. Sheets :—	Permits are issued for bonafide use depending on the stock position and in consideration of the merits of each case
(b) Whether there is any special quota of these/commodities ear-marked for refugees. agriculturists and people belonging to scheduled castes and scheduled tribes :—	So far as Civil Supplies Organisation is concerned there is no such special quota ear-marked for refugees. agriculturists and people belonging to scheduled castes and scheduled tribes. There is quota of G. C. I. sheets for Development Department in which the requirement of C. I. sheets for implementation of schemes for wel fare of scheduled castes and scheduled tribes are included. Rehabilitation Department has special quota of G. C. I sheets for rehabilitation of displaced persons. Agriculture Deptt has special quo'a of Iron and Steel and C. I. Sheets ear-marked for use for Agricultural purposes eigher by Cultivators or by Government Departments.

(c) If so, the total amount of these commodities issued to each of these categories during 1960-65 ?	Total quantities of iron/and steel issued from Agricultural quota are as follows :— 1. Barbed wire ....39.00 M. T. 2, C. I. sheets ....104.81. M. T. 527 bundles of C. I. sheets were issued to scheduled caste families from Development Department quota. 792 bundles of C I. sheets were issued to displaced persons by the Rehabilitation Department.

Unstarred Question No. 213
by SHRI BULU KUKI, M. L. A.

Question	Reply
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state :—	
(1) Whether any special permit was given directly by Civil Supply Department to any person or Organisation for sugar during 1965 ;	Yes.
(2) If so, the names of the persons and organisations and the quantity of sugar given to each of them ;	A statement is laid on the Table of the House,
(3) What are the principles adopted in issuing such special permit ?	Special Permits are issued on special occasions depending on the stock position,

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 213

—):(—

Part (2) of the Question. .

5. 2. 65	Chairman, All India Womens' Food Council	10 Kg
,,	Bharati Sangha. Agt.	5 ,,
,,	Sipra Choudhury	5 ,,
,,	Paresh Choudhury	5 ,,
,,	G. N. Chattarjee, D. E,	5 ,,
,,	Arun Chowdhury	5 ,,
11. 2. 65	Promode Kr. Roy	$7\frac{1}{2}$,,
12. 2. 65	Girish Ch. Bhowmik	5 ,,
10. 2. 65	Adinath Chakraborty	8 ,,
15. 2. 65	N. L. Dev Barma	5 ,,
,,	Chief Commissioner	5 ,,
13. 2. 65	Principal, Craft Teachers' Training Inst,	15 ,,
16. 2. 65	Mita Chemical Works	5 ,,
19, 2. 65	H. K. Chakroborty	15 ,,
17, 2, 65	Indian Air Lines	5 ,,
10, 2. 65	P. Mukherjee	10 ,,
17, 2, 65	T, R, Talapatra	10 ,,
17, 2, 65	All India Womens' Food Council	10 ,,
5. 2, 65	Secretary, Tribeni Sansad	5 ,,
11, 2, 65	Anil Ch. Deb	5 ,,
5, 2, 65	Secretary, Nabin Saugha	5 ,,
,,	Secretary, Town Pratapgarh Sangha	6 ,,
,,	Head Master, Bardwali	10 ,,
,,	Head Master, Rajnagar	10 ,,
,,	Head Mistress, Shishu Bihar	5 ,,
,,	R, K, Deb Barman	10 ,,
,,	Secretary, Jubak Sangha	6 ,,
,,	Secretary, Ajanta Club	5 ,,
,,	Secretary, Agrani Club	5 ,,
,,	Secretary, .P, Committee, M. T. Girls' School	20 ,,
,,	Hindi Junior School	10 ,,
,,	Head Clerk, Supdt, of Post Office	6 ,,
,,	Secretary, P. Committee, Prachya Bharati	15 ,,

,,	Shasadhar Bhattacherjee, President	15 Kg.
,,	Dy. Supdt, of Police (R. Das)	5 ,,
,,	Nirmalendu Das Gupta	5 ,,
,,	Sambhu Gan Choudhury	7 ,,
,,	Tripura Artist Assocn,	5 ,,
,,	Head Master, Madhuban Basic School	8 ,,
,,	Ranir Bazar Bidya Mandir	8 ,,
,,	New Agragani Sangha	5 ,,
4, 2, 65	Supdt, M. B. B. College, Hostel No. 1	15 ,,
5, 2, 65	Head Master, B, K, Senior School	10 ,,
,,	G. Union, Agartala	8 ,,
,,	Pallimangal Club	5 ,,
,,	Parimal Kanti Dutta	5 ,,
,,	Secretary, United Bank of India	10 ,,
,,	Friend Union Club	8 ,,
,,	Head Master, Nabagram School	15 ,,
,,	J. K. Deb Barma	5 ,,
,,	Nripendra Ch. Saha	5 ,,
,,	Durgesh Ch. Dutta	5 ,,
9. 2. 65	Bharati Youth Samaj	8 ,,
8. 2. 65	Aerodrome Officer	5 ,,
9. 2. 65	Dilip Krishna Roy	5 ,,
,,	Milan Kanti Sengupta	5 ,,
8. 2. 65	N. L. Deb Barma	5 ,,
,,	Harilal Das	7½ ,,
9 .2. 65	P, Majumder	5 ,,
3 ,3. 65	H. S. Dubey	10 ,,
6. 3. 65	Birendra Ch. Dey	10 ,,
2. 3. 65	Mahananda Roy	10 ,,
5. 3. 65	Biraj Mohan Roy	10 ,,
,,	Jogeswar Das	8 ,,
,,	Hiralal Roy Karmakar	5 ,,
,,	A. C. Chaturvedi	5 ,,
,,	Commandant	5 ,,
,,	Sunil Kumar Paul	10 ,,
6. 3. 65	Monmohan Banik	10 ,,

3. 3. 65	Ajit Kumar Das Gupta	25 „ Kg
4. 3. 66	S. Dutta	5 „
6. 3, 65	A. K, Sen	15 „
„	All India Womens Food Council	15 „
„	Arun Kar	15 „
„	Nepal Ch Banik	8 „
4. 3. 65	Hiran Chatterjee	20 „
.3. 3. 65	Sefali Banerjee	20 „
11. 2. 65	Nirmal Ch. Deb Barma	15 „
„	E. H. Denham, Nursing Supdt.	8 „
18. 2. 65	Dinesh Ranjan Chakraborty	5 „
„	Jatindra Kr, Deb	5 „
4, 3, 65	Amar Ch, Das	10 „
3, 3, 65	P, K Ray	5 „
3. 3. 65	S. C Bhattacharjee	5 „
4 3 65	Benode Ch. Deb	10 „
„	A. C. Chowdhury	10 „
5. 3. 65	Sunil Kr Paul	10 „
„	Rabindra Chandra Saha	7½ „
„	Radhika Mohan Saha	10 „
„	Narendra Chandra Saha	25 „
„	Sri M, R Sen Gupta	10 „
„	Umakanta Students	20 „
10. 2. 65	Jatindra Ch, Ray	5 „
„	Abani Baran Chakraborty	15 „
18. 2, 65	P, A, to Deputy Minister	5 „
„	Arun Baran Chakraborty	5 „
17, 2, 65	Bhupendra Ch Adhikari	5 „
18, 2, 65	Jitendra Ch Adhikari	7½ „
„	Akhil Ch. Ray	10 „
17. 2, 65	Manada Ranjan Bhattacharjee	5 „
„	Tripura Geological Party	5 „
19, 2, 65	Saha Brothers	100 „
23, 2, 65	Sarala Stores	100 „
3, 3, 65	Ajit Das Gupta	70 „

GOVERNMENT OF TRIPURA

STATISTICAL DEPARTMENT

Unstarred Question No. 224

By Shri Sudhanwa Deb Barma, M. L. A.

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Deparment be pleased to state :—

(a) Names of the articles taken into account while compiling (i) Middle class and (ii) Working class Consumers' price Index number at Agartala.

(b) Whether changes in consumption patterns had been taken into consideration, and if so, when :—

(c) What is the method of collection of actual real prices from month to month which was necessary for the compilation of this price index number ?

Reply

Food

(a) Cereals :—

Rice, wheat, wheat flour other careals.

(b) Pulses.

Moog, Masuri, Khesari, other pulses.

(c) Milk & Fats.

Milk, milk/products, Mustard oil.

(d) Vegetable.

Potato, Onion, Other Vegatable

(e) Condinents

Salt. Chillies. Turmeric, other spices.

(f) Animal Food.

Goat's meat, other meat, Fish Eggs.

(g) Miscellaneous.

Tea, Sugar, Gur, Sweet-meat, Biscuits, Muri Chira, etc. Other food.

Clothing

Dhuti, Sari, Shirtings, Hosiery & Others.

Housing

House reat

Fuel & Lighting

Fire wood, Kerosine, Match-box, Electricity (for Middle class only), others

Miscellaneous

Children Education, Washing Soap, Toilets, Hair oil, Amusement Expenses, Pan Suparl, Tobacco, Opium, Shoe, Other Miscellaneous.

No, It is under consideration

Retail prices are collected twice a week from local markets.

UN-STARRED QUESTION NO. 228

by Shri Sudhanwa Deb Barma.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :—	
a) Total number of persons filed declaration in accordance with Tripura Declaration of Foodgrains Order, 1964	Nil
b) a division—wise and category-wise break-up of that number of declarations ?	Does not arise
c) total quantity of Foodgrains declared in these declarations;	Does not arise.
d) whether any permission has been given for the disposal of stocks of foodgrains declared ;	Does not arise.
e) if so, a division-wise break-up of the amount of foodgrains permitted to be disposed of by different categories of stockists.	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 231

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

QUESTION	REPLY
a) Who are the students enrolled in Janata College, Dharmanagar ;	Social Education workers, Tribal Supervisors, Rural Youth Workers and Functional Village Leaders.
b) What are the objectives of the trainings given in that College ;	i) to organise and conduct training for Village leaders and rural Youths. ii) to conduct short-term and long-term courses of training for social Education Workers, iii) to conduct specialised training for work in tribal areas. iv) to organise library services in the project area specially taken up for the purpose of development of rural libraries v) to organise programmes of various types for creating awareness amongst rural people in an attempt to bring about synthesis between agriculture and other domestic crafts.
c) What is the per capita cost of training at the Janata College ;	Rs. 373/- (during 1963-64).
d) whether such expenditure is worth while ;	Yes.
e) if not, whether this college will be converted into an institute for technical training for the rural unemployed youth ?	Does not arise.

SHORT NOTICE QUESTION NO. 305
BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

Question	Answer
1) Number of Houses gutted and families affected due to fire devastation at Bhattapukur, Agartala on 17. 3. 65	1) No. of houses gutted—69. No. of families affected—47.
2) relief measures taken by the Govt ?	2) a) Gratuitous relief in kind given to the victims from Govt. on 17. 3. 65— i) Chira —1½ mds. ii) Gur — ½ md. iii) Milk powder 10 lbs. b) Relief given from private sources on 18. 3. 65 — ii) Rice —1½ mds. ii) Dhuti & Sari — 33 pieces.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASEEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

30th March, 1965.

The House met in the Assemly Chember, Agartala at 11 A. M. the 30th March 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty one Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business first item is Questions. I take first the Starred Questions. I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kumar Choudhury : - Question No. 75.

Shri B Das (Dy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 75.

a) What is the rate of maintenance assistance given to unattached women rehabilitated under different schemes both inside and outside rehabilitation centres—

The unattached women are in transit camps only. Rates of maintenance allowance are :

	1st instalment payable between 1st & 3rd of the month	2nd instalment payable between 11th & 13th of the month	3rd instalment payable between 21st & 23rd of the month	TOTAL
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Family with 1 member —	10·00	10·00	10 00	30·00
Family with 2 members —	13·00	13·00	14·00	40·00
Family with 3 members —	16·00	17·00	17·00	50·00
Family with 4 members —	19·00	19·00	19·50 P·	57·50
Family with 5 members —	21·00	22·00	22·00	65·00
Family with more than 5 members —	23 00	23·00	24·00	70·00

b) Whether the rate was considered adequate in view of rising cost of living —

Government of India has revised the rate of maintenance assistance to the rate mentioned against (a) with effect from 1. 11. 64 considering that the previous rate is inadequate.

c) If so, whether the rate will be enhanced —

এই সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি এই যে রেইট সেটা কোন্ বৎসর ঠিক হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—আমি যে রেইটটা বলেছি সেটা ১।১১ ৬৪ ঠিক হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এর আগে যে রেইট ছিল অর্থাৎ ১৯৫০ যে রিফিউজি এসেছিলেন তাদের মধ্যে আন-এটাস্‌ড যারা তারা যে রেইটে এসিস্‌টেন্স পেতেন তার সঙ্গে এটার পার্থক্য কি ?

শ্রীবি, দাস : এটা বেড়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :– মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কিছু আন্-এটাস্‌ড ওমেন্ তাদেরকে বাহিরে রেখে মাসিক ডোল দেওয়া হয়।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোশ্চান এই আছে what is the rate of maintenance assistance given to unattached women rehabilitated under defferent schemes both inside and outside rehabilitation centres, কাজেই আউট সাইডে যারা আছেন তাদেরও দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিবাহিরে যারা এই রিহেবিলিটেশণ অসিস্‌টেন্স পান যে সমস্ত আন্-এটাস্‌ড ওমেন তাদেরকে মাসিক তের টাকা মাত্র দেওয়া হয়।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি বলেছি যে এ ফেমেলি উইথ টু মেম্বার্‌স ফার্ষ্ট ইন্‌ষ্টলমেন্ট এ ১৩ টাকা পাচ্ছেন কিন্তু থার্ড ইন্‌ষ্টলমেন্টে এ ১৪ টাকা পাচ্ছেন। অ্যাণ্ড টোটেল তারা ৪০টাকা পাচ্ছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা তা নয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মাসিক ১৩ টাকা মাত্র তারা পান কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা উঠেছে তা আমার জানা নাই। আমরা যতটুকু জানি এই রেইট দেওয়া হয়, মাননীয় সদস্য মহাশয় যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা আমরা খুঁজে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—যদি ১৩ টাকা মাত্র পান তাহলে এটা বাড়ানোর জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—আমরা খুঁজে দেখব বলেছি এবং তা যথাযোগ্য ভাবে চেষ্টা করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন এই যে রেইটটা ঠিক করা হল সেটা কে ঠিক করেছে , সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ঠিক করে দিয়েছে না ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট ঠিক করেছে ?

শ্রীবি, দাস :—এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ঠিক করেছে।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Birchandra Dev Barma.

Shri Birchandra Dev Barma :—Question No 98.

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোশ্চেন নং ৯৮।

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industries Department be pleased to state :	
(a) Whether Jayanti Industries have taken any interest in establishing a Paper Mill in Tripura.	(a) No.
(b) If so, what are the terms and conditions offered to them ;	(b) Does not arise.
(c) Whether any site has been selected for the Mill ;	(c) Does not arise.
(d) If so, the name of the place.	(d) Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে গণরাজ পত্রিকায় এই খবর বেড়িয়েছে যে তাদের এই পেপার মিল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, National Industrial Development Corporation Limited এটা Government of India undertaking তারা সেখানে preparing a project report for setting up of a Paper Plant in Tripura. কাজেই তাদের সেই রিপোর্ট এর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এটা পাবলিক সেক্টারে হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty : Question No. 115.

Shri B Das (Dy. Minister) : –Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 115.

QUESTION	ANSWER
a) Whether attention of the Government was drawn to reports published in Rudrabina of 17-1-64 14-2-65 and 21-2-64 bringing complaints of wastage etc, against the Republic Day Exhibition of 1964, held at Children's Park, Agartala,	a) No Republic Day Exhibition as such has ever held at Children's Park, Agartala.
b) If so, the steps taken in the matter,	b) Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—১৯৬৪ তে চিল্ড্রেনস্ পার্কে কোন এক্‌জিবিশান হয়েছিল কি গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ?

শ্রীবি দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৪তে একটা এক্‌জিবিশান হয়েছিল এবং সেটার নাম হচ্ছে দি ডিফেন্স অ্যাণ্ড ডেভেলেপমেণ্ট এক্‌জিবিশান, নাইনটিন্‌থ সিক্সটিফোর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আচ্ছা, সেই যে একজিবিশান সে সম্পর্কে কোন রিপোর্ট "রুদ্রবীণাতে" কি বেরিয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুদ্রবীণাতে রিপোর্ট বেরিয়েছিল এবং সেই সম্বন্ধে, আলিগেশন সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট এনকোয়ারি করেছেন এবং এগুলি বেসলেস্ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 156.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 156.

QUESTION	ANSWER
a) Whether all the Panchayat Pradhans under Khowai Block have taken their oath ;	Yes.
b) If not, the reason thereof.	Does not arise,

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে উত্তর পদ্মবিল এবং আশারামবাড়ীর পদ্মবিলের যে প্রধান তাদের শপথ কবে নেওয়া হয়েছে। কারেকশন প্লীজ, উত্তর পদ্মবিল এবং বেহালাবাড়ী। আশারামবাড়ী নয়।

শ্রীবি, দাস :—তাঁরা নিয়েছেন ৯.৩.৬৫ এ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এদের ইলেকশনটা কবে হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইলেক্শনটা হয়েছিল নভেম্বর-ডিসেম্বরে, ১৯৬২ তে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ৬২তে ইলেক্শান হওয়ার পর ৬৫ এ ওদের শপথটা নেওয়া হল কেন ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেট অব এডমিনিষ্টারিং অব ওথ সেটা ছিল ডিসেম্বর ১৯৬২ তে। আমরা বলেছি সেখানে তারা টার্ণ আপ করেনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই দুই ভদ্রলোক তারা জেলে ছিল এবং তারা অগাষ্ট মাসে রিলিজড হয়েছে ১৯৬৪ এ।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাতো সেপারেট কোশ্চেন বলেই আমার মনে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে তারা লিখিত ভাবে পঞ্চায়েত যিনি নাকি অফিসার এবং বি, ডি, ও, তাদের জানিয়েছেন যে আমরা ওথ নিতে চাই ?

শ্রীবি, দাস ঃ—এটা আমাদের জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, এ' এলাকার এম, এল, এ, তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত অফিসারকে যে তাদের ওথ নেওয়ানো দরকার ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওথ নেবেন পঞ্চায়েত প্রধানরা এবং উনারা টাইমলী টার্ণ আপ করেননি এই কথাটাই আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে যখন নাকি তাদের জানানো হয়েছিল ৬২তে ওথ নেবার জন্য এবং তারা টার্ণ আপ করেননি' তার পরবর্তীকালে ওদের ওথ নেবার জন্য কি কি বব্যাস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এই তিন বছরের মধ্যে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি 'এর উত্তর আগেই বলেছি যে উনারা ওথ নিয়েছেন এবং মাননীয় সদস্যের সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারেই বলেছি ১৯৬৫ এ নিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—সেটা আমার প্রশ্ন নয়। ৬২ তে ইলেকশান হয়েছে এবং ৬৫ এ তাদের ওথ নেওয়া হল। এই যে তিন বছর পার হল, এই যে তিন বৎসরের মধ্যে তাদের ওথ নেওয়ার জন্য কি কি চেষ্টা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা ৯.৩.৬৫ এ ওথ নিয়েছেন এইটুকু আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—স্যার, আমার প্রশ্নটার উত্তর আমি পাচ্ছিনা। তারা 'হ্যাঁ' বা 'না' একটা কিছু বলুন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ৬২ তে ইলেকশান হল ৬৫ এ তারা ওথ নিলেন। এই তিন বছরের মধ্যে তাদের ওথ নেওয়ার জন্য কি প্রচেষ্টা গভর্ণমেন্ট করেছেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেট অব এডমিনিষ্ট্রেশান অব ওথ, যে ডেটে ছিল সেই টাইমে তারা টার্ণ আপ করেন নি। উনারা পরে ৯, ৩, ৬৫ এ উনারা সেই ওথ নিয়েছেন এবং তার জন্য সরকারের তরফ থেকে যা যা ব্যবস্থা করা দরকার সেগুলি সবই করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে শ্রীবিদ্যা দেববর্মা বেহালাবাড়ীর সদস্য তাকে এখনও ওথ নেওয়ানো হচছে না ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সেপারেট প্রশ্ন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখবেন যে তাকে কি কারণে ওথ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচছে না। তিনি বার বার ওথ নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তা সত্বেও তাকে ওথ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচছে না কেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি যে এটা একটা সেপারেট প্রশ্ন, সে জন্য আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই দুজনের যে শপথ ৬৫ এ নেওয়া হয়েছিল তারা তাদের ওথ নেওয়ার জন্য কোন পিটিশন ডাইরেকটর অব পঞ্চায়েতের বা বি, ডি, ও, এর কাছে করেছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয, সরকারের তরফ থেকে যা যা প্রচেষ্টা, যা যা চেষ্টা দরকার তা সবই করেছিলেন এবং ৯,৩,৬৫ এ উনারা ওথ নিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্যার, সেটা আমার প্রশ্ন নয়। এই সমস্ত উত্তর দিলে তো প্রশ্নের কোন সার্থকতাই থাকে না। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে যে দুইজনের ওথ ৬৫ তে নেওয়া হল তারা নিজেরা কোন পিটিশন ডিরেক্টর অব পঞ্চায়েত বা বি, ডি, ও, এর কাছে করেছেন কিনা তাদের শপথ

নেওয়ার জন্য এবং যদি করে থাকে সেগুলি কবে করেছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন যে আমি জানিনা বা ডিমাণ্ড নোটিশ যা খুশি বলতে পারেন।

Mr. Speaker :— The question is whether they submitted any application to the Panchayat Officer or B. D. O.

শ্রীবি, দাস :— তা সরকার অবগত নহেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেই চিঠির জবাব আছে এবং আমি এটা পেশ করতে পারি এখানে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে তা সরকার অবগত নহেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— এটা কি সত্যি নয় যে কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তাদের ওথ নিতে দেরী করেছেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্যি নয়।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Question No. 147.

Shri B, Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 147.

QUESTION.	ANSWER.
(a) Whether the displaced persons from East Pakistan settled in Simnacherra Colony, Sadar have been representing for new land for cultivation since land allotted to them is almost unfit for cultivation on account of high and stiff tilla ;	No.
(b) Whether the Govt. have made any enquiry about their condition and how many families have left the colony for the absence of bare sustenance ;	Does not arise.
(c) What amount of money has been spent by the Relief and Rehabilitation Department for this colony ?	Rs. 5,22,692·46 P.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — মাননীয় স্পীকার স্যার, সেকেণ্ড কোয়েশ্চনটা হচ্ছে whether the Government has made any enquiry about their condition সেটা ডাজ নট এরাইজ কি

করে হল সেটাতো আমাদের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছেনা। তাঁর মাথার মধ্যে কি আছে আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু মানুষের এনাটমি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে সাধারণতঃ মাথার মধ্যে ব্রেন থাকে। তবে যাদের মাথা থেকে এই ধরণের উক্তি বেরোয় তাদের মাথার মধ্যে কি আছে সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়েদার দি ডিসপ্লেস্‌ড পারসন্স সেটার উত্তরে না বলেছি আমরা! কাজেই এর পরে ডাজ নট এরাইজ হয় (ইন্টারাপশান)।

Mr. Speaker :— The question is whether the Govt. have made any enquiry about their condition. There are two parts of the question.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে হল about whose condition? Condition — whether the displaced persons from East Pakistan settled in Simnacherra এটার সম্বন্ধে সে জায়গায় 'নো' বলা হয়েছে। অতএব ওদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তারা গেছে কিনা। তবে এই জায়গাতে কি করে বলব যে 'ইয়েস'। কাজেই এটা 'ডাজ নট এরাইজ'।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— একটা হচ্ছে যে তারা ল্যাণ্ডের জন্য রিপ্রেজেনটেশান করছেন কিনা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে তারা কতজন কলোনী লেফ্‌ট করেছে কিনা সেটা জানাবেন অথবা 'আই ডিমাণ্ড নোটিশ' এই কথা বলতে পারেন। এটাতো আলাদা কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, থার্ড কোয়েশ্চানটার কি জবাব হ'ল আমরা বুঝতে পারলামনা। টাকার অংকটা কোথায়?

Mr. Speaker :— What amount of money has been spent by the Relief and Rehabilitation Department for this Colony.

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কোয়েশ্চানের আনসারে বলেছি ৫,২২, ৬৯২,৪৬ পয়সা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন থেকে রেসিডিউয়েল ওয়ার্কের জন্য যারা কম জমি পেয়েছে তাদের জমি কিনে দেওয়ার একটা প্রভিশন আছে?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিমনাছড়া কলোনির প্রশ্নে এখানে আমি বলেছি। সেখানে each family has been provided with two acres of cultivable land.

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি সেটা সাফিশ্যান্ট বলে মনে করছেন?

শ্রী বি, দাস ঃ— আমাদের এখানে যে নিয়ম, সে নিয়মেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি টু একরস্‌ অব্‌ ল্যাণ্ড যেখানে সেখানে প্যাডি ল্যাণ্ড বা লুঙ্গা ল্যাণ্ড বলতে যা বুঝায়, প্যাডি ল্যাণ্ড কত একর পড়েছে মাথা-পিছু, নাল জমি যেটা?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে প্যাডি ল্যাণ্ড বলিনি, টু একরস অব্ কাল্টিভে্ব্ল ল্যাণ্ড বলেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—সেখানে নাল জমি পেয়েছে কিনা, নাল জমি অথবা সুন্দা জমি পেয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— আমি কাল্টিভে্বল্ ল্যাণ্ড বলেছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এই যে কালটিভে্ব্ল ল্যাণ্ড তার মধ্যে কতখানি লুঙ্গ এবং কতখানি টিলা ?

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা মনে করেন যে তাদের আর জমি দেওয়ার প্রয়োজন নাই ?

শ্রী বি দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যেভাবে নিয়ম আছে সেভাবে আমরা দিয়েছি এবং দরকার বোধে যদি প্রয়োজন হয় তখন সেভাবে বিবেচনা করা যাবে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, তদন্ত করবেন যে সেখানে ১০০ জন পরিবারের উপর কলোনি ছেড়ে চলে গেছেন, সে বিষয়ে তদন্ত করবেন কিনা ? এক-শত জন পরিবার।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে এই মুহূর্তে সরকার কোন কিছু অবগত নহেন, তবে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি তুলেছেন, সেই প্রশ্নটি সম্বন্ধে এনকোয়েরীর কথা তিনি তুলেছেন এবং খোঁজখবর নেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি এবং সেটা আমাদের ডিউটিও বটে, সুতরাং আমরা সেটা খোঁজখবর নিয়ে দেখব।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— খোঁজখবর নিয়ে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি যে কি কি কারণে তারা এই কলোনি ত্যাগ করেছে ?

শ্রী বি দাস ঃ – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেত আমরা খোঁজ করে দেখি, তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে !

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীবুলু কুকি।

শ্রী বুলু কুকী ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৪

Shri B. Das :— Hno'ble Speaker Sir, Starred Question No. 184

Question	Reply
Will the Hon' ble Minister in-charge of the Industries Department be pleased to state—	

Question	Reply :—
(a) Nunber of rice mills in Tripura and total amount of paddy milled by them during 1964-65 ;	101 Nos. 9,472 M. T. of paddy.
(b) number of rice mills belonging to scheduled tribe and scheduled caste people ;	2 Nos. (Owned by Scheduled Tribes.)
(c) number of applications made for starting rice mills during 1964-65 ;	55 Nos.
(d) number of applicants permitted to start rice mills during the period.	36 Nos.

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ১৯৬৪-৬৫ যারা দরখাস্ত করেছেন, তার মধ্যে শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইব কত ?

শ্রী বি. দাস :— নাম্বার-ফাইভ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ— এদের দরখাস্তগুলি বিবেচনা করা হবে কি ?

শ্রী বি. দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৪-৬৫'এ ফিফটি ফাইভ নাম্বার অব্‌ অ্যাপ্লিকেশন ছিল, তার মধ্যে ৩৬ জনকে দেওয়া হয়েছে, নাম্বার ফাইভ যেটা আমরা বলেছি শেডিউল ট্রাইব, তাদেরগুলি বিবেচনা করা হযেছে।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— তাদের দরখাস্তগুলি কি কি কারণে বাতিল হয়েছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ফর্ম্ম আছে, সেই ফর্ম্মেতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী সেখানে কাজ হয়, এবং সেগুলি স্ক্রুটিনি করে যারা পার্মিট পেতে পারেন, তারাই পারমিট পান।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না, না, গ্রাউণ্ড—কি কি গ্রাউণ্ডসে সে দরখাস্তগুলি বাতিল হয়েছে সেটা এই হাউসকে একটা আইডিয়া দিতে পারেন কি যে, এই গ্রাউণ্ডসে সেই দরখাস্তগুলি বাতিল হয়েছে ?

শ্রী বি. দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মুহূর্ত্তে এটা বলা সম্ভব নয়।

Shri Sachindra Lal Singh ঃ— Before granting any permit the Government have to cause a full and complete investigation in regard to the following points as laid down in the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958—

a) the number of rice mills operating in the locality

b) the availability of paddy in the locality,

c) the availability of power and water supply for the rice mill in respect of which a permit is applied for,

d) whether the rice mill in respect of which a permit applied for will be of the huller-type, sheller type or combined sheller huller-type ;

e) whether the functioning of a rice mill in respect of which a permit is applied for would cause substantial un-employment in the locality.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, কমিশনার ফর্ শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইব, তাঁরা রিকম্যানডেশন করেছেন যে এই শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইবদের এই সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— যে কণ্ডিশানগুলি দেওয়া আছে সে কণ্ডিশানগুলি যদি ফুলফিল্ করে তাহলে সেখানে কন্সিডার করা হয়। এর পরে আরেকটা প্রশ্নও এর মধ্যে রয়েছে যে অল্ ইণ্ডিয়ার একটা পলিসি ছিল যে যেখানে হ্যাণ্ড পাউণ্ডিং ইণ্ডাষ্ট্রি আছে সেখানে খাদি বোর্ড'এর একটা পারমিশন লাগে, খাদি বোর্ড যদি বলে যে এই সমস্ত জায়গায় হ্যাণ্ড পাউণ্ডিং ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করতে পারে কিংবা গ্রো করেছে তাহলে সেইসব অঞ্চলে এই রাইস্ মিল দেওয়া হয়না, সেইসব কারণেই হয়ত যেগুলি বাদ পড়েছে, সেইসব কন্সিডারেশানেই বাদ পড়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলতে চান যে এইযে ৩৪টি গ্র্যান্টেড হয়েছে, সবগুলিই খাদি বোর্ড থেকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— তাঁদের ওপিনিয়ান নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সবগুলি ক্ষেত্রে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রায় সবগুলি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে রাইস্ মিল, তার ডিভিশন ওয়াইজ ব্রেক্ আপটা জানাতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেটা এই প্রশ্নের অন্তর্গত নয় বলে এটা পরে জানান হবে।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Ram Charan Dev Barma.

Shri Ram Charan Deb Barma :— Question No. 188.

Shri B. Das (Dequty Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No 188

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister In-Charge of Industries Department be pleased to state :—	

QUESTION	REPLY
a) Total amount of loan advanced to Shri Gopal Banerjee, Jnanendra Narayan Roy and Amal Chandra Nandi of Sabroom,	a) i) Gopal Banerjee of Sabroom Rs. 8,000/= for Brick kiln. ii) Jnanendra Narayan Roy Choudhuri of Sabroom Rs. 10,000/= for Brick kiln. iii) Amal Chandra Nandi of Harina bazar Rs. 10,000/=for Brick Kiln.
b) industries started by them ;	b) Brick kiln.
c) whether any portion of the loan and interest has been paid by them ;	c) i) Gopal Banerjee of Sabroom Rs. 1,777 78 principal and Rs. 1,070 00 interest. ii) Jnanendra Narayan Roy Choudhuri of Sabroom. nil. iii) Amal Chandra Nandi Rs. 1,111.11 principal and Rs. 901.25 interest.
d) steps taken for the recovery of the rest of the loan ;	d) Steps taken as per terms and conditions of the agreement in case of i) & ii) who are defaulters.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে শ্রীগোপাল বানার্জি, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং শ্রীঅমল চন্দ্র নন্দী অফ সাবরুম ওদের কোন্ বৎসর এই লোনটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি. দাস ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তিন জনের ব্রিক্ কিলন চালু আছে ?

শ্রী বি দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমল চন্দ্র নন্দীর ব্রিক কিলন চালু আছে এবং ভাল কাজ করছে আর দুইজনের সম্বন্ধে আমি তো বলেছি ষ্টেপ্ নেওয়া হচ্ছে।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sudhanwa Dev Barma.

Shri Sudhanwa Dev Barma :—Question No. 225.

Shri B Das (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 225.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—	
a) Names of the Fruit Canning Centres started uptil now ;	2 (Two) Fruit Canning Centres— one at Ramnagar, Agartala, and the other at Arundhutianagar – were started by this Government.
b) Total amount of products during 1962-63, 1963-64 and 1964-65 ;	During 1962-1963, 34,303 Nos. of Cans & Bottles of fruit products were produced From the 27th May, 1963, the management of these Centres was transferred to the Rehabilitation Industries Corporation Ltd. Upto the date of transfer to the Rehabilitation Industries Corporation Ltd. i e , during April, 1963 and upto May 26th, 1963, there was no production.
c) Total number of pineapples, Oranges and Lemons consumed by these Centres ;	1962-63 Pineapple—72,000 Nos. Orange—40,000 Nos. Lemon—10,000 Nos. 1963-64 :— Till the date of transfer to the Rehabilitation Industries Corporation Ltd there was no production.
d) Steps taken for expansion of these Centres ;	Since these Centres were transferred to the Rehb Industries Corporation Ltd with effect from 27.5.1963, the question of expansion of these contres does not arise at the moment by the Government.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—রিহেবিলিটেশন ইন্ডাষ্ট্রিয়েল কর্পোরেশন বা আর, আই, সিকে দেওয়ার আগে কি কি কারণে এইটার প্রডাকশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর, আই, সিকে দেওয়ার আগে সেখানে যে প্রডাকশন হয়েছিল ৬২-৬৩ তে তা আমি বলেছি যে ৩৪,৩০৩ নাম্বার of Cans & Bottles of fruit products were produced.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি তারপরে ৬৩-৬৪এ যখন দেওয়া হয় তার আগে কোন প্রডাকশন ছিলনা সেইটা কি কারণে প্রডাকশন ছিলনা সেটা জানাতে পারেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস — এপ্রিল ১৯৬৩ আপটু ২৬শে মে ১৯৬৩ প্রায় এক মাসের মত সেই সময়ে আমাদের প্রডাকশন বন্ধ ছিল।

Shri Chakraborty :—I may make my question clear. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাতে পারেন কি কি কারণে এটা আর, আই, সিকে দিতে হল এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এটা চালাতে পারলো না ?

শ্রী বি দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই মুহূর্ত্তে এই উত্তর দিতে পারছি না, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No 240.

শ্রীবি, দাস উপমন্ত্রীঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে, ১৯৬৫ ইং গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পদে কত জনকে নিয়োগ করা হইয়াছে ?	১৯৬৫ ইং সনের বিগত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৯০ জনকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হয়।
২। গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পদে প্রার্থী-দের মধ্যে কতজন উপজাতীয় ছিল এবং কতজনকে ঐ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে ?	প্রার্থীদের মধ্যে ৪০ জন তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে ১১ জনকে নিয়োগ করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পদে নিয়োগের জন্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি দরকার ?

শ্রীবি, দাস ঃ —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই পদে নিয়োগের জন্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন নন্ মেট্রিক।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তপশিলী উপজাতীয়দের জন্য কত পার্সেন্ট পোষ্ট রিজার্ভেশন আছে, এই রাজ্যে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজার্ভেশন আছে ৩০ পার্সেন্ট।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন সেই ৩০ পার্সেণ্ট এর কোটা এই ক্ষেত্রে ফুলফিল হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় নাই।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—কি কারণে হয় নাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় হয় না। সেখানে ৪০ জন উপজাতীয় এসেছিলেন, দরখাস্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ৩০ জন বাচনিক পরীক্ষার জন্য আসে এবং তার মধ্যে ১৩ জন সিলেকটেড হয় এবং ১৩ জনকেই সেখানে অফার দেওয়া হয়, তার মধ্যে মাত্র ১১ জন জয়েন্‌ করে, বাকীরা আসে নাই।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে বাকীদের দরখাস্ত বা আবেদন বাতিল করা হল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়ে গেছি—সেখানে ৪০ জন এপ্লাই করেছিলেন, তারমধ্যে পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য মাত্র ৩০ জন আসে, ১০ জন আসেন নাই, কেন আসেন নাই তা তো আমরা অবগত নই।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যারা এসেছিলেন তাদের কি হল ?

শ্রীবি, দাস ঃ— যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে পরীক্ষার পরে সেখানে মাত্র ১৩ জন সিলেকশন হল।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটাই তো আমি জিজ্ঞাসা করছি কি কারণে, হোয়াই (ইণ্টারাপশন)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন তাদের কি ধরণের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ইণ্টারভিউ এর সময়ে তাদের কি ধরণের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেখানে সিলেকশন বোর্ড বা ইণ্টারভিউ বোর্ড এ যারা বসেন তারাই পরীক্ষা নিয়েছিলেন।

শ্রীন্‌পেন্দ্র চক্রবর্তী : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ধেবর কমিশন বা Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes তারা এই কথা পরিষ্কার বলেছেন যে যেখানে এই ধরণের চাকুরি খালি থাকে সেখানে বেসিও থেকে বেশী নেওয়া দরকার কারণ কোয়ালিফাইড্‌ পোষ্টে তারা কম যেতে পারেন সেইজন্য তাদের যে বেসিও আছে ফিক্সট্‌ তার বেশী নেওয়া দরকার এবং এই ক্ষেত্রে তারা কম নিয়েছেন, they are working against the principle lc d down by Dhabor Commission and Commissioner for Se a luled Ca tes and Scheduled Tribes.

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribes তাদের recommendation সেটা আমরা মানবার জন্য বরাবরই চেষ্টা করি কিন্তু সেখানে আইনগত মিনিমাম্‌ কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার এবং সেই দেখেই আমরা সিলেকশন করে থাকি।

শ্রীন,পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে কোন ক্ষেত্রেই আপনারা সেইটা ফলো করেন না এমন কি ক্লাস ফোর এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে সেটা ফলো করছেন না এবং এই ক্ষেত্রেও এটা ফলো করছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা স্বীকার করবেন কি যে এখানকার মন্ত্রীসভা তারা সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এর স্বার্থের বিরোধী বলেই তারা এটা করছেন?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানকার মন্ত্রীসভা সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এর বিরোধী মোটেই নয়। এবং এই কথাটা আমি জোর গলায় বলতে চাই যে সর্বক্ষেত্রেই সেটা মানবার চেষ্টা করা হয়। (ইন্টারাপশন)

মিঃ স্পীকার ঃ— এনি আদার কোশ্চান?

শ্রীলড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যে নিয়োগ করছেন এই ব্যাপারে সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ দেখিয়েছেন কিনা?

শ্রী বি, দাস : -- তা মোটেই না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পদে যে লোক নেওয়া হয়েছিল তাদের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি চাওয়া হয়েছিল?

শ্রী বি, দাস ঃ – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

Mr Speaker : - I would call on Shri Nripendra Chakraborti again.

Shri Nripendra Chakraborty : Qutstion No. 125.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 125.

Question	Answer
(a) whether attention of the Government was drawn to reports published in 'JAGARAN' of 5.3.64, and 6.3.64, bringing about some complaints against the authorities of Kailashahar Sub-Jail;	(a) Yes.
(b) If so, steps taken in the matter.	(b) The complaints reported in the daily 'JAGARAN' dated 5.3.64 and 6.3 64, were inquired into and nothing was found to warrant any step to be taken.

শ্রীন,পেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে নেচার অব দি কম্প্লেন কি ছিল?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা ছিল যে ডাক্তারবাবু প্রতিদিন আসেন না। আর একটা ছিল যে কন্ট্রাক্টার রেশন সেখানে দিচ্ছেনা, সেটা সাপ্লাই দিচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটা কাকে কাকে দিয়ে এনকোয়ারী করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ — কম্পিটেন্ট অথরিটি সাধারণতঃ করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— এখানে আমি বলছি সেই অথরিটিটা কে ? তার ডেজিগনেশন ত থাকবে।

শ্রী বি, দাস ঃ - সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কৈলাসহর সাব-জেল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই সাব-জেলে কোন নন- অফিসিয়াল ভিজিটার আছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— নন-অফিসিয়াল ভিজিটার সব জায়গায়ই থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই নন-অফিসিয়াল ভিজি-টাররা এই জেলে এই যে অভিযোগ হয়েছে তারপরে তারা কোন তদন্ত করে দেখেছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস — আমাদের কাছে এই ধরণের কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কথা বললেন তিনি কি সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ?

শ্রী বি, দাস ঃ— কৈলাসহর সাব-জেলের। এই কথাটা আমি আগেই বলেছি।

Mr. Speaker :— Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 131.

Shri B Das :— Hon'ble Speker, Sir, Question No 131.

Starred Question No. 131 raised by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

Question	Reply
(a) Total acreage of land receiving benefit of irrigation facilities at present under various irrigation Scheme.	About 4 100 acres have been provided with irrigation facilities from the completed M. I. Schemes.
(b) And its Division wise break up	A statement showing Division-wise break up is enclosed herewith.

SUB-DIVISION WISE BREAK UP OF IRRIGATION POTENTIAL

Sub-Divisions		Areas
Sadar	......	1,400
Khowai	......	750

Kamalpur	……	650
Belonia	.. .	450
Udaipur	……	150
Kailashahar	……	600
Sonamura	… ..	100
	Total;	4,100

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে পারেন কি যে মোট আবাদী জমি এটা কত পারসেন্ট ?

শ্রী বি. দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Bulu Kuki,

Shri Bulu Kuki :— 186.

Shri B Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 186.

Question	Answer
a) Exp nditure made per indoor patient in the Hospitals of Agartala town and to other Sub-Divisional towns;	Expenditure on diet is Rs. 2.00 per indoor patient per day in all Hospitals and Primary Health Centres in Tripura.
b) Wheth r the rate of expenditure will be enhanced due to rise in the price index of essential commodities;	A proposal for eahancement of rate of diet in respect of outlying Hospitals and Primary Health Centres where the number of patients is very small is under consideration of the Government.
c) Expenditure made per T.B. patient in the T. B. Hospital;	There is no T.B Hospital in Tripura. However, there is a T.B. Ward named the Kirit Bikram T.B. Ward at Kunjaban, Agartala. Expenditure on diet is Rs. 2.00 per indoor T.B patient per day.
d) Whether the expenditure is adequate?	Not adequate. The question of enhancement of fund for the purpose is under consideration of the Government.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে রেইটটা ২ টাকা করে এটা কোন বছর ঠিক হয়েছে ?

শ্রী বি. দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, কোন বছর এই মুহূর্ত্তে সেটা বলা সম্ভব নয়। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— No other supplementary ? Then I would call on Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma :— 187.

Shri B Das :— Hon'ble Speaker. Sir, Starred Question No. 187.

Question Answer

MEMORANDUM.

Question :—			Reply :—
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industries Department be pleased to state—			
(a) Total amount of Industrial loan adv nced to Shri Rakhal Bhattacharjee of Agartala ;	...	(a)	Rs. 22,000/-
(b) Industries started by him with that loan ;	...	(b)	Not yet.
(c) Whether the loan has been repaid ;	...	(c)	Repayment is not yet fallen due
(d) If not. steps taken for realisation of the loan ;	...	(d)	does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন বছরে এই লোনটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— অক্টোবর ১৯৬৪।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— কি কি ইনডাষ্ট্রীজ ষ্টার্ট করার জন্য এই লোনটা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস ঃ— সাইকেল পার্টস, ব্রাস ফিটিংস, বিল্ডিংএর ফার্ণিচার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— এই ভদ্রলোক কি জানিয়েছেন কি কি কারণে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রী ষ্টার্ট করতে পারেন নি ?

শ্রী বি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু আমাদের খবর আছে উনি কাজ করবার জন্যই তৈরী এবং সেই ভাবেই উনি তৈরী হচ্ছেন, আস্তে আস্তে।

Mr. Speaker : – I would call on Shri Nripendra Chakraborti

Shri Nripendra Chakraborty :— 163.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 163.

Question	Answer
(a) Whether any enquiry has been made regarding the complaint that under-trial prisoners in Tripura Jails are made to work under compulsion ;	(a) Yes.
(b) If so, with what result ?	(b) It transpires that under-trial prisoners of Tripura Jails are not made to work under compulsion.

Mr. Speaker : –I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 154

Shri B. Das : – Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 154.

Question	Reply
(a) Whether it is a fact that Sri P. K. Paul, Partner M/S Ramkanai Stores, Agartala has not yet paid the amount to Sri Dinesh Chandra Roy, an employee of the said stores as per settement made in the trip rtite meeting held on 29-8-64	(a) Yes.
(b) if not, what are the reasons ;	(b) Not known.
(c) and what step Government pro poses to take in the matter ?	(c) The Govt may take steps to realise the amount through certificate procedure as per Section 33C(1) of the Industrial Disputes Act 1947.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এগ্রিমেন্টে কত টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—৪০৫ টাকা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—এই টাকাটা আদায় করা সম্পর্কে কি গভর্ণমেন্টের কোনকিছু করণীয় নাই ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরই মধ্যে খবর পেয়েছি যে এই টাকাটা পেইড্ আপ হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—এখনই যে বললেন নো। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনই বললেন নো, আবার এখনই বলছেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে .... (ইন্টারাপশন)।

আমার প্রশ্ন ছিল টাকাটা দিয়েছে কি দেয় নাই, আপনি বলেছেন নো, অর্থাৎ টাকা দেওয়া হয় নাই, এখন বলছেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এত হাভিজাবি কথা কইলে আমরা কোথায় যাই ?

Mr. Speaker : The Starred Questions are over and there are number of Unstarred Questions viz 64, 267 by Shri Sunil Kr. Choudhury. No 116 by Shri Atiqul Islam, No 171 by Shri Aghore Deb Barma No. 195, 196, 202, 204 by Shri Bulu Kuki. Nos. 284 and 290 by Shri Ramcharan Deb Barma. The Minister concerned may lay on the table of the House the replies of all the Un tarred Questions

Shri Aghore Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, we have not yet been supplied the reply of Unstarred Questions. আমরা আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের যে রিপ্লাই এই সিটিং'এর আগে যা হয়েছিল সেটা আমরা পাচ্ছি না, সেগুলি পাওয়া দরকার। আজকেরটা আজকে না পেলেও আগেরগুলি পাওয়া দরকার। একটাও আমরা এখন পর্যন্ত পাই নাই।

Or Speaker : – We decided that this will be supllied to the Members on request. Only the leader of the opposition requested and he was supplied, not any other member. It is not general rule to supply all the members but on request, it may be supplied So the member willing to have them may send a requisition

DEMANDS FOR GRANTS

Yes, Next item is Government Business-Financial-Voting on Demands for Grants for 1995-66.

To-day in the List of Business 8 Demands viz Demand No. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax, Agricultural Income Tax, No 3-State Excise Duties. No 4-Taxes on Vehicles, No 5-Other Taxes and Duties No. 2-Land Revenue, No. 6 Stamps, No. 7-Registration Fees and No. 8- Parliament, State & Union Territory Legislature are to be disposed of.

Mombers have received the List of Business along with the APPENDIX showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move his demands standing, in his name one by one when called by me and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there wlll be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter, when the debate is closed, I shall dispose them one after another by voice vote. I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax, No 3 State Exeise Duties, No. 4-Taxes on Vehicles and No. 5-Other Taxes and Duties together and Demand Nos. 6-Stamps and No. 7-Registration Fees together and I shall have one general debate on these four and two demands respectively as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand Nos 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax, No. 3-State Excise Duties, No. 4-Taxes on Vehicles, and No. 5-Other Taxes and Duties together.

Shri S L. Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 7,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax.

Demand For Grant No. 3, Major Head-10-State Excise Duties.—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 72,500/- (inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965), be grantsd to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 3-State Excise Duties

On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965), be granted to

defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No 4-Taxes on Vehicles. On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 1,000/- (inclusive of the sums specified in Column 5 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill 1965), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 5-Other Taxes and Duties.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমান্ডগুলি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি, অতএব আমি আশা করব হাউস এই ডিমান্ডগুলি ইউন্যানিমাসলি সাপোর্ট করবেন।

Mr. Speaker :—We have taken up four Demands for Grants No. 1, 3, 4 and 5 together. Now Demand for Grant No. 1-Major Head—4-Taxes Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax etc. Against this, there is no motion for reduction of grants. Now against Demand for Grant No. 3-State Excise Duties, also there is no motion for reduction Against Demand No. 4-Taxes on Vehicles, there are two Cut Motions—one by Shri Hlura Aung Mog The cut motion is that the demand be reduced by rupees one hundred to discuss on absence of provision for introducing bus-services at the roads of Ampi-Teliamura, Teliamura-Khowai-Teliamura. Agartala-Konaban, Udaipur-Amarpur, Kumarghat-Kailashahar, Pecharthal-Kanchanpur. Choraibari-Ranibari T. E , Belonia-Rajnagar. Belonia-Hrishyamukh, Amarpur-Nutanbazar, Agartala-Takarjala etc. and there is another cut motion given notice of Shri Birchandra Deb Barma that the demand be reduced to Re 1/ to discu s on failure to introduce State Transport, and then against Demand for Grant No 5, there is no Cut Motion I may call upon Hon'ble Members who have given notices of cut motions to say first, then other members also to say what they have got to say

শ্রীলুড়াআং মগ ঃ ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ড নাম্বার—৪ এটার মধ্যে দেখতে পাই, বাজেটের মধ্যে নূতন বাস সার্ভিস দেওয়ার যে প্রভিশন এখানের মধ্যে দেওয়া হয় নাই। এবং সেজন্য আমার কাট মোশন আনার উদ্দেশ্য যে এইসবখানে যেমন অম্পি তেলিয়ামুড়া, তেলিয়ামুড়া খোয়াই—তেলিয়ামুড়া, আগরতলা—কোনাবন, উদয়পুর অমরপুর, কুমারঘাট—কৈলাসহর, পেচারথল—কাঞ্চনপুর, চোড়াইবাড়—রাণীবাড়ী টি ইষ্টেট, বিলোনিয়া—রাজনগর, বিলোনিয়া—রিষ্যমুখ, অমরপুর—নূতনবাজার, আগরতলা—টাকারজলা ইত্যাদি এইযে এই সমস্ত জায়গাগুলির সাথে এখনও মেইন রোডের এবং টাউনগুলির কোন বাস চলাচল এখন পর্যন্ত হয় নাই। আজ এই সতর বছরের ভিতর

আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বাস চলাচল এইসব আভ্যন্তরীণ এলাকার সাথে ডিভিশন্যাল হেড-কোয়ার্টার টাউনগুলির সাথে কোন বাস সার্ভিস হয় নাই।

তার ফলে অনেক যাত্রী অভ্যন্তর থেকে যারা সাবডিভিশন টাউনের মধ্যে বিভিন্ন কাজ করবার জন্য আসে, অনেকে মামলা মোকদ্দমা এবং অনেক ব্যবসায়ী আছেন অনেক। কাজের জন্য তারা টাউনে আসে। তারা গাড়ী, সেই গাড়ী চলাচলের সেই সুবিধা এখানে পাচ্ছে না। সেই যে আমলে ছিল এখনও সেই আমলেই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও যে সুযোগসুবিধা যাতায়াতের বা যানবাহনের যে সুযোগসুবিধা এটা থেকে তারা বঞ্চিত এবং সেইসব এলাকার জনসাধারণ জিজ্ঞাস করে আমাদের এখানে যে রাস্তাঘাট হয়েছে তাতে আজ পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চলাচল করে না কেন এবং শুধু দেখা যায় মন্ত্রীদের গাড়ী, এস, ডি, ও দের গাড়ী। তাদের সেই এলাকায় সেই গাড়ীর রাস্তা দিয়ে যায় এবং এখন পর্য্যন্ত কোন বাস সার্ভিস এখনো পরিচালিত হয় নাই। সেই যানবাহনের সুযোগসুবিধা তাদের কি জিপ গাড়ী চললেই হবে? আমাদের জনসাধারণের সে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাস সার্ভিস খোলা, সেদিকে তারা যাচ্ছে না। সেই জন্যই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত এই কথা জানাই যে এই কাটমোশন রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত জায়গাতে যাতে বাস সার্ভিস অবিলম্বে খোলা হয়। সেই জন্য আমি এই ডিমাণ্ডটা আমি রাখছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার আছে। এই যে কাট মোশন এনেছেন গভর্ণমেণ্ট তো কোন বাস সার্ভিস চালনা করে না। এইটা পলিসি কাট হওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—নেভার মাইণ্ড দে য়্যেন্ এট দেস্ট্ দিস এণ্ড স্টেজ এণ্ড ইট কেন বি ডিসকাস্ড আই উড্ কল শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড ফর টেক্স অন ভেহিকলস সম্পর্কে আমার কাট মোশন রেখেছি। সেটা হচ্ছে 'ফেলিওর টু ইনট্রোডিউস ষ্টেইট ট্রানসপোর্ট'। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রান্সপোর্ট এর যে বর্তমান অবস্থা তাতে যাত্রীদের যে অসুবিধা এই সম্পর্কে বলবার কিছু নাই। এটাযে কি অবস্থা, এটা প্রত্যেকে অবগত আছেন যে এই বাস সার্ভিস এ যারা যাতায়াত করছেন কি অসুবিধার ভিতর দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়। কাজেই এই অসুবিধা দূর করার দিক থেকে যদি ষ্টেইট ট্রেন্সপোর্ট চালু হয় যাত্রীসাধারণের সেই অসুবিধা দূর হতে পারে, কেননা গভর্ণমেণ্ট মেনেইজমেণ্ট এ সেই ট্রেন্সপোর্ট চলবে। জনসাধারণের যে সুখসুবিধা সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হবে, সাধারণতঃ যে প্রাইভেট বাস সার্ভিস তাতে জনসাধারণের সুখসুবিধার চাইতে তাদের প্রফিটই তারা বেশী দেখে। দ্বিতীয় কথা হল এই ষ্টেইট ট্রান্সপোর্ট এর দ্বারা আমাদের রেভিনিউও বাড়বে। ষ্টেইট ট্রান্সপোর্ট আমরা জানি অনেকখানেই চালু হয়েছে, অনেক খানেই এটা রেভিনিউ বাড়াবার উপায় হিসাবেই গণ্য হচ্ছে। তারদ্বারা শুধু জনসাধারণের উপকারই নয় ষ্টেটের রেভিনিউ তাতে বাড়ছে। কাজেই সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরায় ষ্টেইট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, কেন চালু হচ্ছেনা আমরা বুঝতে পারিনা। আমরা জানি যে রকম এখানকার বাস সার্ভিসের বাসগুলি যে মডেল সেটা মোটেই আপ-টু-ডেইট্ মডেল নয় সেটা পুরানো মডেল, এর দ্বারা অনেক রকম দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয়। যাত্রীদের জীবন নিয়ে অনেক

পেসেঞ্জার তাতে মারা পড়ে, এই রকম ঘটনা বিরল নয়। কাজেই আমার মনে হয় ত্রিপুরায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট চালু করা অগৌণে দরকার যাতে করে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের যাতায়াতের যে অসুবিধা সেটা লাঘব করতে পারি। এখানে রেলওয়ে নাই, যদি ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট থাকে, আমরা মনে করব যে সরকারী পরিচালনায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট থাকবে, জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে এবং তাতে জনসাধারণের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বাড়বে এবং তারপর যে জিনিষটা আমি বলেছি যে এর দ্বারা আমাদের রেভিনিউও বাড়বে, যে প্রফিট প্রাইভেট ওনারদের কাছে চলে যায়, তারা অতিরিক্ত মুনাফা করে, জনসাধারণের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখেই, তাদের একমোডেশনের দিকে লক্ষ্য না রেখেই তারা যে মুনাফা নিয়ে যায় সেটা সরকারের যে রেভিনিউ সোর্স তাতে অবগত হবে এবং সরকার জনসাধারণের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখতে পারবেন, তাই আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট চালু করা অগৌণে দরকার এবং সেই জন্যই এই পলিসি কাট এই হাউসের সামনে রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে যে কাট মোশনটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ, এই সম্বন্ধে আমি দুই একটা কথা বলব। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা যে পলিসি কাট এনেছেন সেই সম্পর্কে বলব। প্রথমে যে কাট মোশনটি তাতে বলা হয়েছে, কতগুলি রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে যেখানে বাস সার্ভিস নাই। সেখানে বাস সার্ভিস যাতে হয় তার দাবী জানিয়েছেন শ্রীলুড়াআং মগ। বাস সার্ভিস ইন্ট্রডিউস করার জন্য আমাদের কতগুলি রুলস্ রেগুলেশন ফলো করতে হয়, যে রাস্তায় আমরা বাস চালু করব সেই রাস্তাগুলি ভাল আছে কিনা এবং সেই সার্টিফিকেট আমাদের পি, ডবলিউ, ডি, দেবেন কিনা সেই সম্পর্কে জিনিষটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কারণ যদি পি, ডবলিউ, ডি, এর রাস্তায় বাস দেওয়া যায় এবং পি, ডবলিউ, ডি, এর কোন দোষে বা রাস্তায় পুল না থাকার দরুণ বা পুল ভাঙ্গা থাকার দরুণ বা রাস্তায় কোন ডিফেক্ট থাকার দরুণ যদি কোন এক্সিডেন্ট হয় তার জন্য পি, ডবলিউ, ডি,কে জবাবদিহি করতে হয়। পি, ডবলিউ, ডি, সেইগুলি চিন্তা করে তাদের রাস্তায়—Whether it is fit for traffic or not সেইগুলি দেখে P. W. D. certificate দেন যে এই রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করা যেতে পারে, তখনই বাস সার্ভিস চালু করা হয়। যে সমস্ত রাস্তার নাম বলেছেন, এখানে দিয়েছেন তার মধ্যে দুই একটি রাস্তা ছাড়া বাকী রাস্তাগুলির এখনও ফিটনেস সার্টিফিকেট আমরা পাই নাই। খোয়াই-কুমারঘাট আর খোয়াই-তেলিয়ামুড়া এই রাস্তাগুলি, তবে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সম্বন্ধেও কতগুলি ব্রিজ ভাঙ্গা ছিল। সেইজন্য খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তায় বাস দেওয়া হয় নাই এতদিন। এখন দেওয়া হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই হবে, সেই রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু হবে। আর একটা কথা বলছেন যে মন্ত্রীদের গাড়ী, এস, ডি, ও, দের জিপ গাড়ী তারা যায়। এস, ডি, ও, দের গাড়ী বা মন্ত্রীদের জিপ গাড়ী প্রয়োজন হলে যেতে হয় সেই জন্যই তারা যায়। এমন কি কোন বিশেষ কারণ হলে বড় বড় ট্রাকও যেতে হয়. মিলিটারি ট্রাক পুলিশের ট্রাক যেতে হয়। তার জন্য পেসেঞ্জার ট্রাফিক, তারা নিজের জীবন বিপন্ন করেও যায়, বিশেষ কাজে, দেশের কাজে যায়। সুতরাং সেই যায়গাতে তাদের নিজেদের জীবন

বিপন্ন করে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু পেসেঞ্জার সার্ভিস সেই অবস্থায় দেওয়া যায়না, পেসেঞ্জারদের জীবন বিপন্ন করা যায় না। তার জন্য ভাল করে দেখে শুনে বাস সার্ভিস চালু করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আমাদের যে ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সংগে করেসপনডেন্স করেছেন, নেগোসিয়েশন করেছেন এবং তাঁরা অবিলম্বেই হয়ত সেই রাস্তাগুলিতে বাস চালু করবেন। মাঝে আমরা একবার চালিয়েছিলাম কিন্তু রাস্তাগুলিতে মেটালিং সম্ভব হয়েছিল এবং ঐ সময়ে বাস সার্ভিস চালু করলে সেই মেটালিং এর গতি দ্রুত করা যেতনা এবং তাতে মেটাল অনেক নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য মাঝে একবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন মেটালিং মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে এবং আশা করি যে কিছুদিনের মধ্যেই অন্ততঃ দুয়েকটি রাস্তা ছাড়া প্রায় বাকী সব রাস্তাগুলিতেই আমাদের বাস চলবে এবং দেওয়া যাবে। সুতরাং এই কাট মোশনটি রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ এ সম্বন্ধে অলরেডি সরকার বিশেষ চেষ্টা করছেন এবং তাড়াতাড়ি যাতে বাস সার্ভিস চালু হয় সেজন্য ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পি, ডব্লিউ, ডি, উভয় পক্ষই বিশেষ চেষ্টা করছেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেটা চালু হয়ে যাবে সেই আশ্বাস আমরা পেয়েছি। সেজন্যই এ কাটমোশনটির দরকার হয় না।

দ্বিতীয় কাটমোশনটি বলেছে যে 'ফেল্যুর টু ইন্ট্রডিউস ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট'। এই সম্বন্ধে ১৯৬০তে অক্টোবর মাসে একটা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং সেই পরিকল্পনা মত কাজ আরম্ভ হবে এই রকম যখন উদ্যোগ হয় তখনি আমাদের সীমান্তের অপর পাড়ে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যে আছে তারা আমাদের দেশটি আক্রমণ করেছিল এবং সেই কারণে আমাদের যে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ন্যাশনেলাইজেশন এর যে স্কীমটা সেটা সাসপেণ্ড হয়ে যায় এবং সেটা আর কার্য্যকরী করা হয়নি। তারপর এখন অবশ্য সেটা নিয়ে আবার তদ্বির করা হচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ ন্যাশনেলাইজেশন করার কতগুলি ডিফিকালটিজ আছে। অবশ্যি কতগুলি কথা বলেছেন যে পুরাতন বাসে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি মাননীয় বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন। তবে এটা সত্যি কথা এবং তার জন্য প্রাইভেট সেকটারের যে বাসগুলি আছে সেগুলিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গ্র্যাডুয়ালী যাতে নতুন করে নেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আপনারা দেখে থাকবেন যে লং রুটের বাসগুলি প্রায় নতুন হয়ে গেছে এবং শর্ট রুটের বাসগুলিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এবং সেটা যে গতিতে হচ্ছে সেটা খুব নিরাশজনক নয়। কারণ এক বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটি বৎসরের মধ্যে ৪ট মেইন রুটের বাস নতুন হয়ে গেছে। নতুন ডিল্যাক্স বাস হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে। এবং তারা ফেজ বাই ফেজ এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য রুটের বাসগুলিকেও নূতন বাস করে ফেলা হবে যাতে ভাল সার্ভিস দিতে পারে এবং দুর্ঘটনা যাতে কম হয় তার জন্য এই নূতন বাসগুলি করা হবে এবং ইতিমধ্যেই কতগুলি রাস্তা নোটিফিকেশন করা হয়েছে যেখানে নূতন বাস আনার জন্য বলা হয়েছে যেমন রাণীরবাজার রুটের অলরেডি নূতন বাস তৈরী হয়েছে। তারা টাউন বাস এবং রাণীরবাজার রুটে বাস চালাবে। এইভাবে ক্রমশঃ এগুলি নূতন করে নেওয়া হবে। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে যে আজকে যদি সম্পূর্ণ ন্যাশনেলাইজেশন করে ফেলা হয় তাহলে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাতে সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। যুক্তিসঙ্গত হবেনা আমি বলছি না। তবে এই

সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করা উচিত যে তাতে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাস সার্ভিস চালাচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় মধ্যবিত্ত। তাঁরা ক্যাপিটালিষ্ট কেউ নয়। পুঁজিবাদী নয় এবং প্রত্যেকেই একটা মধ্যবিত্ত রিফ্যুজি, ডিসপ্লেসড পারসনস বা তাঁরা পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে এসে কম দরে বাস-টাস কিনে কোনরকমে চালাচ্ছেন। এখন তাঁরা হয়ত কোন আর্থিক সাহায্য বা নিজেদের কিছু পুঁজি নিয়ে, পার্টনারশিপেই হোক বা কো-অপারিটেভেই হোক বা যেভাবেই হোক নূতন বাস কিনে সেগুলিকে চালাবার চেষ্টা করছে। তাদের সেই সুবিধা থেকে ডিপ্রাইভ করা কিনা সেই একটা বিবেচনার বিষয় এবং তাঁরা রিফ্যুজি বলেই সেই বিবেচনা করতে হচ্ছে। তাঁদের যদি প্রচুর অর্থ থাকত তাহলে হয়ত সেই বিবেচনাটা আমরা করতাম না। কারণ তাঁরা অন্যভাবে টাকাটা ইউটিলাইজ করতে পারতেন এবং তাঁদের খাওয়া-পড়ার কোন অভাব থাকত না। কিন্তু আজকে তাঁদের জীবনমরণ সমস্যা। আজকে যদি তাদের আউষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে হয়ত তাঁদের বাঁচাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আজকে তবু বাঁচতে পারবে যেখান থেকে হোক ক্যাপিটাল যোগাড় করে, পার্টনারশিপে গিয়ে যেভাবেই হোক তাঁরা বাঁচতে পারবে একটা বাস করে। এই সমস্ত বিষয় আজকে চিন্তা করার আছে। তারজন্য কমপ্লিট ন্যাশনেলাইজেশনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। চিন্তা করে মোটামুটি একটা বিষয় সিদ্ধান্ত করা গেছে যে ওঁদের নিয়ে প্রাইভেট সেক্টারকে নিয়ে একটা কর্পোরেশন করে গভর্ণমেন্টের মেজর শেয়ার রেখে একটা করা যায় কিনা এবং তার জন্য ফোর্থ প্ল্যানে টাকা ধরবার জন্য যাতে গভর্ণমেন্ট মেজর শেয়ার কিনতে পারেন এবং প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর মিলিয়ে একটা কর্পোরেশন যাতে রাস করা যায়। তাঁরাও যাতে না মরেন আবার এই দিকে জাতিকে যাতে সুবিধা দেওয়া যায় ষ্টেটের যাতে কন্ট্রোল থাকে তার উপর, তারজন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারজন্য ফোর্থ প্ল্যানে টাকা বরাদ্দ করার জন্য বলা হয়েছে। সেটা যদি হয় তাহলে উভয়দিকেই রক্ষা পাবে। তাঁরাও বাঁচবে আর এইদিকে জাতিদের সুযোগ-সুবিধা পাবে। এবং কমপ্লিট ন্যাশনেলাইজেশনের দিক থেকে মনে হয় এটাও খারাপ হবে না। কারণ তাতে একটা এফিসিয়েন্সী বুঝা যাবে। দুটো সেক্টার মিলিয়ে যদি হয় তাহলে দুটো সেক্টরের মধ্যে একটা কম্পিটিটিভ মনোভাব থাকবে কে ভাল এফিসিয়েন্টলী চালাচ্ছে, কে কম এফিসিয়েন্টলী চালাচ্ছে। এ নিয়ে একটা এফিসিয়েন্সী ইনক্রীজড হবে এবং মনে হয় সেটা গ্রহণ করাই সঙ্গত হবে কমপ্লিট ন্যাশনেল ইজেশন না করে। তাই এই কাট মোশনটা এখানে আসে না। কারণ 'ফেল্যুর' হয়নি। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করার জন্য ফেল্যুর হয়নি। ডিফারেন্ট ফরমে এটাকে চালু করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং ফেল্যুর হয়েছে একথা বলা যায় না। তারজন্য এই কাট মোশনটা আমি সমর্থন করি না।

Mr Speaker : - I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কাটমোশন দুটো শ্রীলুড়া আং মগ এবং শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা উপস্থিত করেছেন তার সমর্থনে আমি কিছু বলতে চাই।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member may speak on other demands also.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আমি এটার উপরে স্পেসিফিকেলী বলে পরে যদি আমি সময় পাই তাহলে অন্যটার উপরে আমি বলব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কথা এখানে বলা হচ্ছে যে রাস্তাগুলি

খারাপের জন্য এই অম্পি-তেলিয়ামুড়া, তেলিয়ামুড়া-খোয়াই, আগরতলা-কোনাবন, উদয়পুর-অমরপুর, কুমারঘাট-কৈলাসহর, পেচারথল-কাঞ্চণপুর, চোরাইবাড়ী-রাণীবাড়ী, বিলোনীয়া-রাজনগর ইত্যাদি যে রাস্তা সেই রাস্তায় বাস সার্ভিস ইন্ট্রডিউস করা যাচ্ছে না। প্রথমত মাননীয় সদস্য এই আলোচনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে গভর্ণমেন্টের এটা জেনারেল পলিসি না চালু করা এটা ঠিক নয়। এটা জেনারেল পলিসি ডিসকাসান নয় এইজন্য যে বাস চালু আছে এবং পি, ডবলিউ, ডি-এর পারমিশন নিয়ে সেগুলি চালু করা হয়েছে। কতগুলি জায়গাতে চালু নাই। কাজেই স্পেসিফিক গ্রিভেন্সেস এই জন্য যে এই রাস্তাগুলিতে চালু কেন হচ্ছে না সেই গ্রিভেন্সটা জানাবার জন্যই আমরা এই কাটমোশনটা এখানে রেখেছি। রাস্তা এর চেয়ে অনেক খারাপ ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যে। সেই খারাপ অবস্থাতে আমরা বাস সার্ভিস চালু করেছি এবং কি কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত জায়গায় পি, ডবলিউ, ডি, নিজেও বাস চালু করার যে পারমিশন, সেটা দিয়েছে। আমি কালাছড়া-পদ্মবিল রাস্তার কথাই যদি বলি সেখানে এখন বাস সার্ভিস চালু আছে কিন্তু সেই রাস্তার অবস্থা কি ছিল? আমি অনেক সময়েতে সেখানে চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা ওয়েট করতে হয়েছে, আটক হতে হয়েছে। কিন্তু তার ফলেতে বাস সার্ভিস তুলে দেওয়া হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে এই রাস্তায় গেলে যে খরচ এক টাকা বার আনায় হয় সেটা সাড়ে পাঁচ টাকা খরচ হয় ঐ তেলিয়ামুড়া দিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের দেশ হচ্ছে গরীব, মন্ত্রী মহাশয়রা জীপে চলেন, হয়ত অ্যাম্বাসাডারে চলেন, কাজেই তাদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয় বা এটা অনুভব করা সম্ভব নয়। এত বেশী ভাড়া দিলে এটা মানুষের পকেট কাটা হয় এবং আজকের অবস্থাতে সেই পকেট কাটা কতবড় দুঃখজনক—মানুষ ফুর্তি করার জন্য যায়না, মন্ত্রী মহাশয়রা নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য, ফুলের মালা নেওয়ার জন্য তাঁরা সারা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তাঁদের পয়সা লাগেনা, সরকারী গাড়ী আছে কাজেই ফুলের মালা নেওয়ার জন্য সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে পারেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ ফুর্তি করার জন্য আগরতলা আসেন না খোয়াই থেকে, তারা বাধ্য হয়ে (ইন্টেরাপশন) (শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইরকম গাধার ডাক হলে অ্যাসেমব্লিতে বলা মুস্কিল, আমি প্রটেক্‌শন চাই)।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to allow the discussion go on undisturbed

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একথাই বলছি যে মানুষ বাধ্য হয়ে যাতায়াত করে এবং সেই যাতায়াতের ভাড়াটার ডিফারেন্সটা কত? আজকে আগরতলা থেকে খোয়াই যেতে হলে সাড়ে পাঁচ টাকা যেখানে দিতে হয়, সেখানে আজ যদি তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই বাস সার্ভিস হত যেটা ২২ মাইল রাস্তা সেখানে আমি দেখছি যে আমাদের প্রচলিত হারে—সে হারেও অর্দ্ধেক খরচে সেখানে মানুষ যাতায়াত করতে পারত। ঠিক তেমনি এইযে কৈলাশহর থেকে কুমারঘাট এই রাস্তাটার জন্য সেখানে সম্ভবতঃ তিন টাকা ভাড়া দিতে হয় সে রাস্তা হচ্ছে ২২ মাইল কি ২৩ মাইল রাস্তা যার জন্য তিন টাকা ভাড়া দিতে হয় এবং সেই ভাড়া দিয়ে মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। পি, ডব্লু, ডি, পারমিশন'এর কথা ওঁরা বলেছেন, কিন্তু আমিত দেখছি যে খোয়াইতে রিজার্ভ বাস খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে, তার জন্য পি, ডব্লু, ডি পারমিশন দিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং

সেই রিজার্ভ বাস এই সমস্ত রাস্তায় যেতে পারে, সেখানে বাস সার্ভিস্ যেতে পি, ডব্লু, ডি আপত্তি করে, এটা আপত্তি করার-তো কথা নয়, ট্রাক যেতে-পারে, রিজার্ভ বাস যেতে পারে কিন্তু আমাদের বাস সার্ভিস তুললে গরীব জনসাধারণ সেখানে কিছু উপকৃত হতে পারে সেটা ওঁরা করেন না কারণ জীপ মালিকদের স্বার্থে ওঁরা করেন না. কারণ জীপ মালিকরা আমি শুনেছি যে কংগ্রেসের লোকেরা ওদের কাছে জীপ চায় বিনা ভাড়ায় বিনা পয়সায় ওঁরা সে সমস্ত জীপ ওঁদের দেয়, কাজেই কংগ্রেসের লোকেরা, মন্ত্রী মহাশয়রা জীপের মালিকদের কাছ থেকে ওঁদের কংগ্রেস সম্মেলন করার জন্য জীপ বিনা পয়সায় পাবে, এই স্বার্থে ওঁরা এই সমস্ত জায়গায় বাস ইনট্রুডিউস করছেন না এবং সেইজন্য আমরা মনে করি যে এইগুলি এখানে করা দরকার। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে এইযে ফেইলিউর টু ইনট্রুডিউস দি ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট সেই কথাটার উপর আমি একটা বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই, কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা দেখান যে কোন রাজ্যে বা কোন এলাকাতে এমনকি টেরিটোরিতেও এই ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট নাই। সেটা ওঁরা দেখাতে পারেন না। আমি জানি যে মণিপুর একটা ছোট্ট জায়গা সেখানেও ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট আছে এবং সেই ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট থাকার অর্থ এই নয় যে প্রাইভেট বাসগুলি-সেগুলি উঠে যাবে কারণ… (ইন্টেরাপশন)।

Mr Speaker :—I would request the Hon'ble Minister to allow the Hon'ble Member go on. I would appeal to both the side.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখছি যে ওঁরা প্রাইভেট বাস মালিকদের বা গাড়ীর মালিকদের মধ্যে ওঁরা একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেন যে তোমাদের বাস বন্ধ হয়ে যাবে যদি ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট হয়, কিন্তু তাত হয় না। আমি দেখেছি ইম্ফল বা অন্যান্য ষ্টেটে সাইড বাই সাইড প্রাইভেট বাস সার্ভিস থাকে কিন্তু তার একটা কল হয়, মেইন যে সেই রাস্তাগুলি যেমন এ, এ, রোড সাবরুম থেকে আগরতলা রোড এইযে দুইটি মেইন রাস্তা এবং আগরতলা টাউনের বাস সার্ভিস এইগুলি যদি আমরা ন্যাশানালাইজ করতে পারি তাহলে বহু ছোট ছোট রাস্তা আছে যেখানে প্রাইভেট বাসগুলি চলতে পারে এমনকি এ, এ, রোডে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট পাশাপাশি প্রাইভেট বাস চলতে পারে এবং একটা কম্পিটিশন চলতে পারে এবং তাহলে পরে যাত্রীদের সুবিধা হয়, যাত্রীরা যেরকম ভাবে একেবারে গাঁদা হয়ে যেখানে হয়ত ২৮টি সীট আছে সেখানে মুড়া নিয়ে বা অন্যান্য এমনকি নীচে বিছিয়ে দিয়ে সেখানে একেবারে ভেড়ার পালের মত যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার করা হয়, যে অ্যামনিটীজ দেওয়ার কথা সেগুলি বিন্দুমাত্র যাত্রীরা পায় না। অথচ ভাড়া বেশী দিতে হয় এই সমস্ত অসুবিধার হাত থেকে এই সমস্ত যাত্রীরা মুক্ত হতে পারে যদি এই কাজটি করা হয়। আমরা প্রস্তাবে যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেইন রাস্তাগুলিতে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট চালু করা হউক, যেখানে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ দীর্ঘ পথ চলতে হয় এবং সেখানে যেভাবে আজকে নেওয়া হচ্ছে সে সমস্ত দিকে আমি জানি এই যে কমলপুরের সদস্য আছেন তিনি বলতে পারবেন, ধর্মনগরের সদস্য আছেন তিনি বলতে পারবেন যে কিভাবে এই বাসগুলির মধ্যে যাত্রী বোঝাই করা হয় এবং কি কষ্টের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত যাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়। এমনকি একটি রাস্তার মধ্যে একটা বিশ্রামাগার পর্য্যন্ত এই বাস-এর মালিকরা

আজ পর্য্যন্ত করেননি, একটা জলের কল এই সমস্ত জায়গাতে বসাল না। কোন একটা অ্যামিনিটীজ তারা করলেন না, ওঁরা শুধু যাত্রীদের পকেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যার একখানা বাস ছিল তিনি তিনখানা বাস করবেন, কিন্তু যাত্রীরা কোন সুবিধা পাবেনা এটা আমরা চলতে দিতে পারিনা। কাজেই এই জিনিষটা আমরা এখানে রাখছি এবং আমরা দেখেছি যে এই রেট রিভিশনের জন্য গেজেট নোটিফিকেশন করে পর্য্যন্ত সেটাকে আমরা চালু করতে পারিনা। এখানে যারা এই সমস্ত গাড়ীর মালিক তাঁরা এত পাওয়ারফুল যে গভর্ণমেন্টকে ওঁরা কিনে রেখেছেন এবং তার জন্য গেজেটে নোটিফিকেশন হওয়া সত্ত্বেও সে রেট চালু করা গেলনা, কারণ ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটিকে ওঁরা কিনে রেখেছেন। যাঁরা নন-অফিস্যাল মেম্বার তাঁরা হচ্ছে মালিকদের কেনা গোলাম, কাজেই তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থের কথা বলেন না, তাঁরা মালিকদের কথা ছাড়া কিছুই বলেন না এবং সেজন্য জনসাধারণ আজকে দুর্ভোগ ভুগছে, মালিকরা অসঙ্গতভাবে টাকা নিচ্ছেন। এই যে আগরতলায় টাউন বাস সার্ভিস, মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কোনদিন যদি কেউ নয়টার সময় বটতলা থেকে রওয়ানা হন, তাকে ইনভেরিএবলি ঐ সিনেমা হাউসের সামনে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, কোন্ সময় সিনেমা হাউস ভাঙ্গবে তারপর ওঁরা যাত্রীদের নিয়ে যাবে, ১৫ মিনিট সেখানে অপেক্ষা করতে হবে এটা বাস সার্ভিস প্রাইভেট হলেই সেটা চলে এবং ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি যদি এই রকম অকর্ম্মণ্য, পঙ্গু এবং মালিকদের স্বার্থান্বেষী যদি হয় তাহলে পরে এটা চলে। এবং সেটা এমনভাবে আজকে হচ্ছে, না এই হাসপাতালের মত জায়গায় সেখানে গিয়ে ষ্ট্যানডেড্ হয়ে থাকতে হবে এবং সেখান থেকে যখন রওয়ানা হলাম, আর্দ্ধেক রাস্তায় এসে বলে আর আমাদের বাস যাবে না। কেননা এখন তো বারোটা বেজে গেছে, বারোটার পরে আর আমাদের বাস চলবে না। যেখানে সেই বারোটা বাজবে সেখানেই যাত্রীদের নামিয়ে দেবে, আমাকেও কয়দিন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি মালিকদের স্বার্থ দেখেন এইজন্য আপনি বাজে কথা বলছেন। আমি জানি এই মাননীয় সদস্য, তিনি মালিকদের স্বার্থ দেখেন সেইজন্য তিনি এই কথা বলছেন। যে কোন আগরতলার মানুষ জানে এটা কত বড় সত্য কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই জিনিষটাকে বন্ধ করার জন্য ষ্টেট বাস সার্ভিস চাই। মালিকদের, তাদের সুযোগসুবিধা থাকবে, তারা প্রাইভেট বাস চালাতে পারবে এবং আমরা জানি যে এটা থার্ড প্ল্যানের মধ্যে ছিল, থার্ড প্ল্যানের মধ্যে ছিল এই জিনিষটা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি গলাবাজি করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি বাস মালিকদের থেকে তারা টাকা পান তিনি গলাবাজি করবেন এটা আমি জানি, কারণ জনসাধারণ বাসের যারা নাকি যাত্রীক তাদের পক্ষে আজকে অসহনীয় অবস্থা হয়েছে সেটা আমি জানি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি যে এই যে কামরাজের অভ্যর্থনা হয়েছিল সেই কামরাজের অভ্যর্থনার সময়ে আগরতলার প্রত্যেকটি বাস মালিককে বাধ্য করা হয়েছিল যে তোমাদের বাস দিতে হবে এবং সেই বাসগুলি কামরাজের অভ্যর্থনায় সমাবেশের জন্য, শুধু আগরতলায় নয়, বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে, বিভিন্ন সহরে সহরে গিয়ে সেই সমস্ত কাজ করেছে। কাজেই ওরা মালিকদের লোক, ওরা মালিকদের পেটোয়া লোক, ওরা মালিকদের দালাল, তারজন্য ওরা যাত্রীদের অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে দেখেও ওরা এই জিনিষটা করতে চাচ্ছেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার,

তৃতীয় পরিকল্পনার, তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এই জিনিষটা ছিল এবং থাকা সত্ত্বেও ওরা এই জিনিষটা চালু করতে দেননি। এবং আমি জানি এখন ওরা যে কথা বলছেন যে একটা কর্পোরেশন হবে। আমি কর্পোরেশন বা এই ধরণের ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট, যার মধ্যে প্রাইভেট মালিক, তাদের সহযোগীতায় একটা বাস সার্ভিস হউক এটার আমি বিরোধী। এটা আমি চাই যে পাশাপাশি দুইটা চলুক, এটা চাই যে আমাদের ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করে আমরা স মান্য রাস্তা নিয়ে, মূল রাস্তাগুলি নিয়ে, এবং ছোট ছোট যে রাস্তাগুলির কথা আমরা এই প্রস্তাবে বলেছি, যে সমস্ত ছোটখাট রাস্তা সেইগুলিতে এই সমস্ত বাস তারা প্লাই করতে পারে, এমনকি কিছু খারাপ বাস যেগুলি আছে সেইগুলি সেখানে প্লাই করতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে মেইন রাস্তাগুলিতেও যেখানে যাত্রীদের অ্যামিনিটিজ দরকার সেটা দুই কারণে আমরা চাচ্ছি, যাত্রীদের অ্যামিনিটিজ এবং ভাড়া কম হবে এবং আর একটা কারণ হচ্ছে রেগুলার সার্ভিস হবে। এই কথা নয় যে সাড়ে ছয়টায় ছাড়ার কথা সেখানে ৭টার সময় ছাড়বে, এই কথা নয় যে তাদের খেয়াল-খুসীমত তারা ভাড়া নেবে, এই কথা নয় যে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করবে এবং যাত্রীদের সামান্য অ্যামিনিটিজ দেবে না। এটা যাতে না চলতে পারে আর বেশী দিন সেইজন্য আমরা এই কাটমোশনটা রেখেছি এবং আমি জানি যে ত্রিপুরার সমস্ত যাত্রী যারা আছেন, গরীব জনসাধারণ যারা আছেন তাদের সমর্থন এটা পাবে, ওরা যতই ভোটের জোরে এটাকে বাতিল করে দিতে চেষ্টা করুন, ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে এই কাটমোশন আমি রেখেছি।

Mr Spe ker : - I would call on Shri Sukhamoy Sen Gupta.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে দুইটি কাট মোশন এসেছে তার আমি বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করার কারণ এটা নয় যে সেই সব রাস্তায় বাস চালু হবে না বাস চালু হওয়া উচিত নয়, এটা নয়। কারণ হল এই যে বাস চালু করার ইচছা সরকারের রয়েছে এবং সেইভাবে তারা অগ্রসর হচেছন। কিন্তু কতগুলি অসুবিধা রয়েছে, যে অসুবিধার জন্য সেইসব রাস্তায় যে সব রাস্তাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সব রাস্তায় বাস চালু করা সম্ভব হয় নাই। এখন বাস দেওয়ার যে কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলছেন যাত্রীদের অসুবিধার জন্য বাস চালু করা দরকার এবং যাত্রীদের অসুবিধা যদি না হয় বা চালু করা হল অথচ সুবিধা হল না সেই ক্ষেত্রে বাস চালু করার কোন মানে আছে কিনা আমি জানি না। এমন সব রাস্তার নাম করা হয়েছে যে সব রাস্তায় বাস চালু করলে যদি পি, ডব্লিউ, ডি, যে কথা আমাদের মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে পি, ডব্লিউ, ডি. এর অনুমতি লাগে, অনুমতির অর্থ এই যে সেই সব রাস্তায় মানুষ যখন যাবে, যাত্রীরা যখন যাবে, তাদের যাওয়া সেইফ কিনা। সেইটা হচ্ছে মূল কথা এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য আজকে এমন একটা রাস্তায় বাস চালু করা সম্ভব নয় যেখানে সন্দেহ থাকতে পারে, যারা টেক্‌নিকেল পার্সন তারা বলতে পারেন রাস্তার অবস্থা ভাল কি খারাপ. তাদের মতামত ছাড়া এইভাবে একটা রিস্ক এতোগুলি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা যাদের পক্ষেই সম্ভব হউক না কেন যার মানুষের জন্য কিছুমাত্র দরদ আছে, চিৎকার করা নয়, সত্যকারের মানুষের জন্য যাদের দরদ আছে তারা এটা ভাববেন যে টেক্‌নিকেল ওপিনিয়ন যেখানে পাওয়া যায় না, যেখানে তারা দিচ্ছেন না সেখানে এতোগুলি লোকের জীবন-মরণ নিয়ে খেলা করাটা

ঠিক নয়, উচিত নয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য কাটমোশনটা আনতে গিয়ে যে সেন্টিমেন্ট তাঁরা প্রকাশ করেছেন সেইটা সম্পর্কে সরকার পক্ষ অবগত এবং সরকারী প্রচেষ্টা সেইদিক থেকে তাদের যতখানি করা দরকার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের মাননীয় সদস্য, তিনি বলেছেন এই সম্পর্কে পি, ডব্লিউ, ডি'এর সাথে করেস্পনডেন্স চলছে এই সব রাস্তার, যে সব রাস্তাগুলিতে বাস চলতে পারে সেই সব রাস্তায় বাস এখনই দেওয়া সম্ভব কিনা সেই সম্পর্কে করেস্পনডেন্স চলছে, টেক্‌নিকেল ওপিনিয়ন পাওয়া গেলেই সেই সমস্ত রাস্তায় বাস চালু করা সম্ভব হবে। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট-এর কথা যেটা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য আগেও বলেছেন যে এটা গভর্ণমেন্টের পলিসি ছিল একটা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট ত্রিপুরাতে চালু করার জন্য এবং সেভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যে গেজেটের কথা বলা হয়েছে সেই গেজেটে প্রকাশও করা হয়েছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু সেই ইমারজেন্সীর সময় এসেছে, চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করল, করার পর পরিকল্পনার অনেক খাতে টাকা আমাদের ব্যয় করতে হয়েছে সেই ডিফেন্সের জন্য। দু'চার দিন আমরা হয়ত সহ্য করে চলতে পারি, আমাদের অসুবিধার মধ্যেও আমরা চলতে পারি। কিন্তু যেটা দেশ রক্ষার প্রশ্ন সেখানে আমরা দেশ রক্ষার কাজে বাধা দিয়ে সেখানে হেল্‌প না করে আমাদের একথা খাটে না যে এই অসুবিধাটুকু আমরা ভোগ করব না। এই ধরণের কথা আজকে যে কোন দেশহিতৈষী মানুষ যারা দেশকে ভালবাসেন, যারা দেশকে রক্ষা করার কথা ভাবেন, আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে চান তাঁরা এই কথা বলবেন না নিশ্চয়ই যে সেই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যত টাকা সম্ভব সেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় টাকা দিয়েছে। আর একটা পরিকল্পনা যে পরিকল্পনা ট্রেন্সপোর্ট পরিকল্পনা করা হয়ে ছিল গভর্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে সচেতন বলেই তারা সেই পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন আর এই পরিকল্পনা রূপ না দিয়ে আমাদের ডিফেন্সের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। সেজন্য সে পরিকল্পনাকে আমরা স্থগিত রেখেছি। এই কথার অর্থ এই নয় যে পরিকল্পনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেকথা বিভিন্নভাবে অর্থাৎ তার মধ্যে যুক্তি থাকুক তার নাই থাকুক গলাবাজির যে প্রশ্ন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা করতে পারেন কিন্তু তাদেরকে যুক্তির মধ্যে আসা দরকার। একটা এসেম্ব্লী যখন চলে তখন তাতে যুক্তি দিয়ে কথাটা বুঝানো উচিত। কারণ সেই সেন্টিমেন্ট সরকার যারা পরিচালনা করেন তাঁদেরও আছে এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য যা করা দরকার সেটাও করার চেষ্টা তাঁরা করছেন। কিন্তু ইমারজেন্সীর জন্য যেটা স্থগিত রাখা হয়েছে একথাও বলা হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য একথাও বলেছেন যে আমরা কোন পরিকল্পনা বাদ দিইনি। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের কথা। যখন দেখা গেল যে ইমারজেন্সীর জন্য টাকা দিতে হবে, ইমারজেন্সীর জন্য এই স্কীমটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে যদি ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট চালু করা না যায় তাহলেও যাত্রীদের সুবিধার জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে যাত্রীদের কিছুটা সুবিধা কিছু সুযোগ-সুবিধা আমরা দিতে পারি কিনা। সেজন্যই এই চেষ্টা করা। ঐ ইমারজেন্সীর ওটা স্থগিত রাখার ফলেই আজকে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কিছু লোক যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, যারা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছিল, সামান্যভাবে যারা বাঁচতে চেয়েছিল এখানে, তাদের রোজগারের পথ, তাদের পরিবার যাতে মারা না পড়ে তাদের মারফত

জনসাধারণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় কিনা এবং জনসাধারণের সুবিধা হবে এবং তারাও বাঁচতে পারবে এই সব উদ্বাস্তু যাঁরা হয়ে এসেছেন তাঁরা বাঁচতে যাতে পারে তার পথ করার জন্য সরকারকে চিন্তা করতে হয়েছে এবং সেভাবেই সরকার আজকের যে এরেঞ্জমেন্ট, আমি বলতে পারি যে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট, এটা একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। এইভাবে যারা গরীব, এমন কেউ নেই এখানে বড়লোক যারা বাস সার্ভিস চালু করেছেন, মালিক যারা আছেন, যে মালিকদের কথা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি জানিনা যে যারা মালিক, আজকে এখানকার বাসের মালিক যারা তাদের সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কতটুকু খবর রাখেন সেই সম্বন্ধে আমি জানিনা। যদি তাঁরা খবর রাখতেন তাহলে দেখতেন যে নাইনটিএট পারসেন্ট তারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন পাকিস্তান থেকে এবং তারা এখানে রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে চায়, তারা বাঁচতে চায় এবং সে বাঁচার সুযোগ আমরা করেছি। এটা কথা নয় যে তাদের বাঁচার জন্য আমরা যাত্রী—যাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা, তাদের অসুবিধা করব। সেকথা হচ্ছে না। বলছি যে এমন কিছু ব্যবস্থা এর মধ্যে করা যায় কিনা যেটা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করা গেলনা সেখানে এমন কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা যে এদেরকেও বাঁচাতে পারি এই উদ্বাস্তুরা বাঁচতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদেরও সুবিধা হয় এবং সেই দিক থেকে এই যে ইন্টারিম পিরিয়ড, এই পিরিয়ডে একটা এক্সপারিমেন্ট হচ্ছে যে এটা কতটুকু যাত্রীদের সুবিধা দিতে পারে এবং নূতন যে অ্যামিনিটিজ, নূতন রকমের ব্যবস্থা এনে এখানে চালু করা সম্ভব কিনা আমরা দেখেছি এবং আমরা এইজন্য অত্যন্ত আনন্দিত যে এইসব বাস ম্যানেজারদের যে পুঁজি, অত্যন্ত সামান্য পুঁজি, তার মধ্যেই তারা কষ্ট করে এই যে পাবলিককে, সাধারণ মানুষের যে সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য তারাও উদগ্রীব এবং তারা অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েই এই নূতন রকমের বাস তারা চালু করতে রাজী হয়েছে এবং চালু করেছে। আজকে এটা বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে যে এইসব বাসের দ্বারা জনসাধারণের কোনরকম উপকার হয়নি যদি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেন তাহলে বাস্তবকে উপেক্ষা করা হয় এবং মানুষের এবং যাত্রীদের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটাও অস্বীকার করা হয় বলে আমি মনে করি। সেদিক থেকে আমরা তাদের অভিনন্দিত করি যে আজকে এত কষ্টের মধ্যেও উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তারাও এর মধ্যে চেষ্টা করছেন নিজেদের বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা কিছু করা যায় কিনা তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন এবং এই যে কো-অপারেশন, এই যে কো-অপারেশন সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। আজকে এই যে ট্রেন্সপোর্টের কথা টা বলা হয়েছে, আমি আগেই বলেছি যে এটা বাতিল করা হয়নি। এটা স্থগিত রাখা হয়েছে ইমারজেন্সীর জন্য এবং সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি যে ফোর্থ প্ল্যানের মধ্যে হয়ত ইমারজেন্সীর অবস্থা থাকবে না এবং আমরা এখানে হয়ত মাননীয় সদস্যদের কারো কারো বন্ধু হয়ত অপর পাড়ে রয়েছেন যার জন্য এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তারা যদি আক্রমণ না করত আজকে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট এখানে চালু হত। সেখানে তাঁদের বন্ধুদের কেউ যে আক্রমণ করেছে সেই আক্রমণকে রুখবার জন্য, দেশকে বাঁচাবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেটা আমার মনে হয়, আমি আশা করছি, আমি জানিনা, আমার বন্ধুদের মনোভাব শেষ পর্য্যন্ত কি হবে। অপর পাড়ে তাঁদের বন্ধুদের যারা রয়েছেন তাঁদের বন্ধুরা তাঁরা সেসব মানবেন কিনা জানি না।

তবে আমরা আশা করছি যে ফোর্থ প্ল্যান পিরিয়ডের মধ্যে আমাদের এখানকার বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্যের বন্ধু যারা রয়েছেন তাদের বন্ধুকে তাঁরাও একটু চাপ দিবেন যাতে তারা তাদের যে আক্রমণ করে যেসব দেশ দখল করে বসে আছে, জমি দখল করে বসে আছে তারা সেখান থেকে সরে যাবে যাতে ফোর্থ প্ল্যানে অন্তত:, এ দেশ গরীবের জন্য, এ দেশ সাধারণ মানুষের জন্য প্ল্যান করতে পারে এবং তাদের বাঁচাবার পথ তারা তৈরী করতে পারে সেদিকে তাঁরা চেষ্টা করবেন এবং এটা আমরা আশা করছি বলেই ফোর্থ প্ল্যান পিরিয়ডে আমরা আবার প্রস্তাব রেখেছি যে ষ্টেট ট্রান্স-পোর্ট এটা চালু করা সম্ভব হবে কিনা এবং সেজন্যই আমরা টাকা ধরেছি এবং একটা হিউজ অ্যামাউন্ট তার মধ্যে ধরা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের সংগে সংগে আমরা ভাবছি এই যে লোকগুলো যারা আজকে বাস চালু করেছে দুর্দিনে, যখন আমরা এই যাত্রীদের কোন রকম সুবিধা করতে পারছিলাম না সরকার পক্ষ থেকে, সেখানে এই যারা মালিক যারা আজকে ইন্টারিম পিরিয়ডে এতখানি সুযোগ সুবিধা জনসাধারণকে দিয়েছে নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও, তাদের জন্য কিছু চিন্তা আমরা করছি কিনা সেই প্রশ্নটা রয়েছে। সেখানে কোন স্থির হয়নি যে একটা প্রাইভেট সেকটার আর পাবলিক সেক-টারের মধ্যে যে একটা মিলন ঘটিয়ে কমপ্রমাইজ করা হবে কিনা ঠিক হয়নি। এটা নির্ভর করছে এক্সপিরিমেন্টের উপর। এই এক্সপারিমেন্ট কতখানি সার্থক হয়ে উঠবে। যদি দেখা যায় যে এই এক্সপিরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে যে জন্য বাস চালু করা দরকার সেটা ঠিকভাবে হয়ে যাচ্ছে এবং এই এক্সপারিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে তাহলে হয়ত এমনও হতে পারে যে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট এর দরকার হবে না। এইভাবে বাস চালু থাকতে পারে, একটা সিণ্ডিকেটের মারফত বাস চালু থাকতে পারে। কাজেই এটা আজকের যে চিন্তা সেটা এমন একটা অবস্থা, একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আমরা হাত দিয়েছি এবং আজকে পর্য্যন্ত আমরা যা দেখছি হয়ত কোথাও কোথাও যাত্রীদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে পারে। এটা সরকার দেখেছেন এবং যেসব ওয়েটিং রুমের কথা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কেও মালিককে জানানো হয়েছে, সিণ্ডিকেটকে বলা হয়েছে এবং আমরা যারা এতখানি সুযোগ-সুবিধা একটা দুর্দিনের মধ্যেও এই মালিকরা করেছেন তারা এ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করবেন। কাজেই এই যে কাট মোশন রাখা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি এবং আমি বিরোধিতা করেও এই কথা বলছি যে তাদের যা সেন্টিমেন্ট যাত্রীদের জন্য বা যা সরকারের দিক থেকে আর একটি বলা হয়েছে ইনকামের কথা। রেভিনিউ বাড়ানোর কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা রেভিনিউ বাড়ানো কি মানুষকে মেরে, মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে যেখানে কোন অসুবিধ হচ্ছেনা, আজকে পর্য্যন্ত এমন কোন কমপ্লেন আমাদের কাছে আসেনি যে যাত্রীদের একটা সাংঘাতিক অসুবিধা, হয়ত হতে পারে হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু এ ধরণের কমপ্লেন আজকে পর্য্যন্ত আসেনি আমাদের কাছে, যে জিনিষটা মালিকও বুঝতে পারছেন, সরকার পক্ষও বুঝতে পারছেন, যে একটা ওয়েটিং রুমের দরকার সে জিনিসটা করার জন্য সরকার থেকে সিণ্ডিকেটকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ইনকাম বাড়ানো কি মানুষ মেরে ইনকাম বাড়ানো সেকথাটা আমরা বুঝতে পারি না। আর ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট হলেই ইনকাম বাড়তে থাকবে একেবারে সংগে সংগে যে পরিমান খরচ হবে সেই পরিমান খরচ ত্রিপুরা রাজ্যের আছে কিনা, ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা যাতে একটা ট্রেন্সপোর্টকে ন্যাশনেলাইজ করতে গেলে যে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড দরকার যে অভিজ্ঞতার

দরকার সেই অভিজ্ঞতার কথা আমাদের ভাবতে হবে। টেকনিক্যাল দিকটা আমাদের ভাবতে হবে। তারপর ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের কথা আমরা ভাবব। তথাপি এ অবস্থার মধ্যেই আমরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের কথা চিন্তা করছি এবং এটা যেহেতু ইমারজেন্সীর জন্য বন্ধ হয়েছে তথাপি আমরা বাদ দিইনি। আমরা কোর্থ প্ল্যানে সেটাকে ধরে রেখেছি। আমি আশা করি যাঁরা কাটমোশন এনেছেন তাঁরা এই বক্তব্যের পর তাঁদের কাটমোশনটা নিজেরাই উইড্র করবেন কিংবা আমাদের যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডকে তাঁরা সাপোর্ট করবেন।

Mr. Speaker :—Discussion any more? We have 8 demands disposed. However I may give some time. Yes, Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—স্পীকার স্যার, ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেগুলি পুনরাবৃত্তি করার আগে আমি আর একটা বিষয়-এর প্রতি মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি স্পীকারের মারফতে আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল ইন্টার-ষ্টেট যে বাস সার্ভিস আগরতলা-করিমগঞ্জ যে বাস সার্ভিস চলে তাতে আমাদের ত্রিপুরার বেনিফিট হয় না, আসামের বেনিফিট হচ্ছে এই এগ্রিমেন্টের ফলে। সেই জিনিষটা আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ এই এগ্রিমেন্টের ফলে আমাদের ত্রিপুরা থেকে যে কটি বাস আসামে ঢুকবে ঠিক সেই কটি বাস ত্রিপুরাতে আসবে। ইকোয়াল নাম্বার অব বাসেস দুই দিকেই যাওয়া আসা করবে। তার ফলে বেনিফিটটা কারা পাচ্ছে? বেনিফিটটা পাচ্ছে আসামের তারা। কেন? কারণ তারা ত্রিপুরাতে ঢুকে ১৪০ মাইল আর আমাদের বাস আসামে ঢুকে ২৯ মাইল এবং যদি আমরা ভাড়া গুণি তাহলে আমাদের যারা বাস নিয়ে যায় তারা পান সেই মাইল অনুযায়ী চার টাকা আর যারা এখানে বাস নিয়ে আসেন আসাম থেকে তারা পান সাড়ে আট টাকা বা এইরকম কিছু একটা হবে। ফলে তারা এখানে ঢুকে আমাদের থেকে অনেক বেশী টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং আমাদের যারা সিণ্ডিকেট বাস নিয়ে যাচ্ছেন তারা সেই পরিমাণ টাকা সেখান থেকে আনছেন না। ফলে ত্রিপুরা সাফার করছে। এই এগ্রিমেন্টে যদিও আপনারা বলেছিলেন যে নাম্বার অব বাসেস আর ইকোয়েল। আমাদের যে কয়টা বাস করিমগঞ্জ যাচ্ছে সেই কয়টা বাস এইখানে ঢুকবে। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টে মনে হয় যে ইকোয়েল নাম্বার অব বাসেস যাচ্ছে এবং আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসামের তারা আমাদের চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের যারা যাচ্ছে তারা কম টাকা নিয়ে আসছে। তারা এখানে অনেক মাইলের ভিতরে ঢুকে, তার ভাড়াও সেখানে বেশী হয়। আমাদের তারা সেখানে কম মাইলের ভিতরে ঢুকে, তার ভাড়াও সেখানে কম হয়। ফলে সাফার করছি আমরা। সে দিক থেকে আমাদের দেখা উচিত যে ইকোয়েল নাম্বার অব বাসেস সেখানে না রেখে আমাদের নাম্বার অব বাস সেখানে আরো বেশী নেওয়া যায় কিনা। কারণ তারা বেশী বেনিফিট পাচ্ছে। নাম্বার অব বাসেস আমরা বাড়াতে পারি কিনা যে ওদের যদি একটা বাস আসে আমাদের ৬টো বাস সেখানে যাবে। এইরকম একটা এরেঞ্জমেন্ট বা এগ্রিমেন্ট যদি আমরা না করতে পারি তাহলে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা ত্রিপুরার অনেক টাকাপয়সা বেশী করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ আনতে সেখান থেকে পারছি না। ফলে একটা আন-ইকোয়েল এগ্রিমেন্ট হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আর এই বাসের লাইসেন্সের সম্পর্কে আমি একটা কথা এইখানে তুলতে চাচ্ছি। সেটা হল

যে ১৯৫৫ এর নভেম্বর থেকে আমরা এখানে বাসের রুট পারমিট দেওয়া সুরু করেছি। এবং খুব সম্ভব ১৪টি রুটে আমরা পারমিট দিয়ে এসেছি। এখন সেই থেকে আরম্ভ করে আজকে পর্য্যন্ত যত পারমিট দেওয়া হয়েছে সবগুলি দেওয়া হয়েছে ৪ মাস ৪ মাস করে। মাত্র খুব সম্ভব দুটো বাসকে আজ পর্য্যন্ত এর বেশী টাইমের পারমিট দেওয়া হয়েছে। আর সব বাসগুলিকে ৪ মাস ৪ মাস করে পারমিট দেওয়া হয়। ফলে ৪ মাস অন্তর বছরে গিয়ে তিনবার ওদের নন-জুডিসিয়াল সাড়ে সাত টাকা ফিস দিয়ে ওদের লাইসেন্স নিতে হচ্ছে। আজকে পর্য্যন্ত যত পারমিট দেওয়া হয়েছে সবগুলিই দেওয়া হচ্ছে এবং খুব সম্ভবতঃ মাত্র দুই-একটি বাস আছে যে এর বেশী পারমিট দেওয়া হয়েছে আর সব বাসগুলিকে চার মাস চার মাস করে পারমিট দেওয়া হয়, ফলে চার মাস অন্তর বছরে গিয়ে তিনবার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প সাড়ে সাত টাকা করে ফীস্ দিয়ে ওদের লাইসেন্স নিতে হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনা যদি গাড়ীগুলি খারাপ না হয়, কন্‌ডেমন্‌ড না হয়ে থাকে বা অন্য কোন দোষত্রুটি না থাকে তাহলে প্রতিটি চার মাস পর পর ওদের লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া হবে, আমি এর কোন যুক্তি খুঁজে পাইনা, ফলে বাসের মালিকদের সাধারণতঃ যারা পেটি মালিক তারা একটা অত্যাধিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ছে। কারণ একটা লাইসেন্স করতে গেলে পরে অনেক স্তরে তাকে ঘুরতে হয় এবং ঘাটে ঘাটে অনেক যন্ত্রণা তাদের ভুগতে হয় কাজেই আমি জানি বিভিন্ন ষ্টেটে সেখানে তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের পারমিট দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের এখানে যেগুলি নূতন বাস আসছে সেগুলিকে একটা কোয়ার্টারলি পারমিট দেওয়া হচ্ছে, তারা ইয়ার্লি, থ্রি ইয়ার্লি, ফাইভ ইয়ার্লি পারমিট তারা পাচ্ছে না এবং এর যে কি যুক্তি তার কারণ আমি খুঁজে পাইনা এবং এদিকে যদি হাউস দৃষ্টি দেন তবে পেটি যারা মালিক তারা হয়রাণি থেকে অনেক রেহাই পাবে। আমি বাস, ষ্টেট বাস, ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট সম্বন্ধে যেকথা হচ্ছে, আমি জানি যে আমাদের যারা মন্ত্রী তাঁদের কোন সময়ে বাস সার্ভিসে চলতে হয়না, তাঁরা একসময়ে জীপে চড়তেন, এখন প্রমোশন পেয়ে অ্যাম্বাসাডারে চড়েন, কাজেই বাস সার্ভিস চড়ার কি যন্ত্রণা তা তাদের ভুগতে হয়না। আমি জানি আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর যেতে হলে দুইদিন আগেও টিকিট পাওয়া যায়না, আগরতলা থেকে অমরপুর যেতে হলে একদিন দুইদিন আগে না গেলে পরে টিকিট পাওয়া যায়না। ধর্ম্মনগর-এর যিনি সদস্য তিনি আমার থেকে অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং তিনি জানেন যে সেখানে বাসের ভিতর কিরকম ওভারলোড নেওয়া হয়, বাসের ভিতরে যেখানে পেসেঞ্জার বেশী, তারমধ্যে বেঞ্চ ফেলে তারমধ্যে পেসেঞ্জার নেওয়া হয় এবং ফুটবোর্ডে পেসেঞ্জার নেওয়া হয় এবং মুড়া বিছান হয় এবং তারমধ্যে পেসেঞ্জার নেওয়া হয়, যখন নাকি আগরতলা টু ধর্ম্মনগর গাড়ী যায়, যখন বড়মুড়া, আঠারমুড়া ওঠে তখন গাড়ী ঘুরতে থাকে এবং পেসেঞ্জাররা তখন বমি করে, একজনের বমি আরেকজনের গায়ে পড়ে, এই অবস্থার মধ্যে পেসেঞ্জারকে ঘুরতে হয়, অথচ আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে মোটর ট্রেন্সপোর্ট অ্যাক্ট আছে, মোটর ট্রেন্সপোর্ট রুলস এণ্ড অ্যাক্ট আমরা করেছি এবং সেখানে বলেছি, যেখানে নাকি পাঁচজন গাড়ী ওয়ার্কার্স থাকবে সেখানে সেই সমস্ত আইন-কানুন অনুযায়ী অ্যামিনিটিজ দিতে হবে, কিন্তু মালিকরা কোন কম ধুরন্ধর নন, তারা স্ত্রীর নামে, পুত্রের নামে, কন্যার নামে গাড়ীগুলির মালিকানা পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে আইনকে তাঁরা কাঁচকলা দেখাচ্ছেন, এবং আমাদের

মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী জানেন যে তারা কাঁচাকলা দেখাচ্ছেন, দেখানোর পরেও তারা রুলস করেছেন যে পাঁচজন'এর কম যদি ওয়ার্কার থাকে সেখানে এই সমস্ত আইন তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবেনা অথচ ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলে সে আইন অ্যামেণ্ড করতে পারেন, কারণ যখন তাঁরা দেখছেন যে যেখানে পাঁচজন কর্ম্মচারী আছেন সেখানে তারা গাড়ীর মালিকানা পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে আইনকে ফাঁকি দিচ্ছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে রুলসকে অ্যামেণ্ড করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে দুইজন, তিনজন থাকলে পরেও আইনের আওতায় পড়বে, আইনে সেটা বাধা নাই, সে ট্রেন্সপোর্ট অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট সেটাকে ইচ্ছা করলে তাঁর সুবিধামত সেটা অ্যামেণ্ড করতে পারেন, আইনে সে প্রভিশন আছে, ইচ্ছা করলে অ্যামেণ্ড করে আনতে পারেন। পাঁচজন কেন, তিনজন থাকলে পরেও আইনমত চলতে হবে কিন্তু তা তাঁরা করছেন না, ফলে সরকার পক্ষ মন্ত্রীমণ্ডলী মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন যাতে তারা আইন ফাঁকি দিতে পারে তার সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছেন, আর স ফার করছেন এম্প্লয়িজরা, স ফার করছেন পেসেঞ্জাররা। যারা নাকি ওয়ার্কাস' তাদের কাজে কোন নিয়ম নাই। আট ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা, বার ঘণ্টা তারা সারাদিন খাটছে, মালিক যখন খুশি তাদের খাটাচ্ছেন, টাইম ফিক্স আপ করে দেওয়া হয়না, তারা যেসব ইউনিফর্ম্ম পাওয়ার কথা, মেডিক্যাল বেনিফিট পাওয়ার কথা, লিভের বেনিফিট পাওয়ার কথা তার কোন বেনিফিট তারা পাচ্ছে না এবং যে কথাটা সেদিন আমার ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের আনসারে আমি পেয়েছি যে পাঁচটি কোম্পানি আছে যারা নাম রেজিষ্ট্রি করেছে। স্কাই মাষ্টার ইত্যাদি, নামগুলি আমার ঠিক মনে নাই তাঁরা পাঁচটা নাম বলেছেন যে তারা নাম রেজিষ্ট্রি করেছে কিন্তু সেই পাঁচটি কোম্পানী তাদের মালিকদের যে বেনিফিট দেওয়ার কথা সে বেনিফিট তারা দিচ্ছে না। এখন যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আইন-কানুন করার সার্থকতা কি? সবচেয়ে ভাল হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্কস এসোসিয়েশন'এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি ভূ-ভ রতে কোনদিন শুনিনি যে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা ওয়ার্ক এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হন। এই কাণ্ড, তাজ্জব ঘটনা কোথাও দেখিনি বা শুনিনি ভয়েস – শ্রমিক দরদী হলে এইরকমই হয়)

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ এবং ঠিক সেজন্যই শ্রমিকরা উপকারটি ঠিক পাচ্ছে না, মালিককে প্রটেকশন দেওয়ার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যাতে শ্রমিকরা কোন কিছু না করতে পারে শ্রমিকরা দাবী নিয়ে আন্দোলন করতে না পারে সেই প্রটেকশন দেওয়ার জন্যই। সেই মালিককে রক্ষা করার জন্যই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাহাদুর তিনি সেখানে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে মালিককে আগলে দু'হাতে রক্ষা করছেন এবং মালিকরা দু'হাতে কংগ্রেস তহবিলে চাঁদা ঢালছে। হাজার, দুই হাজার ছাড়াত লাইসেন্স পাওয়া যায় না, কাজেই তাঁরা চাঁদা ঢালছেন। শ্রমিকের নাম করে কি করে শ্রমিকের ক্ষতি করা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই আর্টটা ভাল করে শিখেছেন এবং শিখেছেন বলেই সেখানে গিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে আছেন এবং শ্রমিক দরদীর নামে শ্রমিক পীড়ন সেখানে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত অধিবেশনে একথা বলা হয়েছিল যে পুরাণো গাড়ী যেগুলি, সেগুলি মনে গত বাজেট অধিবেশনে আমাদের মাননীয় সদস্য কৃষ্ণদাসবাবু বলেছিলেন যে পুরাণো গাড়ীগুলিকে পাল্‌টিয়ে তার বদলে নূতন গাড়ী বাই দি ১৯৬৪ নভেম্বর আনা হবে এবং পুরাণো গাড়ীগুলিকে ফীডার রোডে দেওয়া হবে সেখানে বলা হয়েছিল অনুগ্রহ করে দেখবেন সেই ঘটনাটা ঘটেছে কিনা? এবং যদি

না ঘটে থাকে তাহলে সেগুলি কেন বলা হয় এবং ফিডার রোডে পুরানো গাড়ীগুলি লাইসেন্সও পাচ্ছে না, অনেক বাস আছে তারা নূতন গাড়ি প্লেস করেছে কিন্তু তাদের ফীডার রোডে দেওয়া হচ্ছেনা। ফলে যারা পেটি বিজিনেসম্যান, পেটি মালিক তারা সাফার করছে, যারা মোটা—চোপড়ার মত যারা নাকি বড় বড় মালিক তারা বেনিফিট পাচ্ছে। কারণ তাদের প্রচুর টাকা আছে, লাভ করতে পারছে। আর যারা পেটি মালিক, সাধারণ রিফিউজী মালিক তারা কোন বেনিফিট পাচ্ছে না। ফলে রিপ্লেস করার নাম করে তারা চোপড়ার মত যারা বড় বড় মালিক তাদের সুযোগ-সুবিধা সব করে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, আমি আরেকটা বিষয় এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমরা শিক্ষার প্রসার করতে পারিনা, সুখসচ্ছন্দের প্রসার করতে পারিনা, আমরা মদের প্রসার খুব করেছি এখানে, কারণ মদের ইনকাম আগে যা হত, এখন দেখছি তার ইনকাম অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৬৪ তে সেই আশঙ্কা আমি আগেও করেছিলাম। আমাদের ১৯৬৩তেমদ বিক্রী করে আমাদের লাভ হত (ভয়েস্—আপনি কাট মোশন সম্পর্কেত বলছেন)

Mr. Speaker :—He can discuss in support of all the Demands.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—অল্‌ডিম্যাণ্ডসের উপর আলোচনা করতে পারি, আপনি আইন কানুন কিছু বুঝেন না, জানেন কিছু ?

আমরা দেখছি যে আগে এক্সসাইজ সম্পর্কে যে মুনাফা হত এই মদবিক্রী করে এ' সময়ে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী রোজগার করতেন তিন লক্ষ টাকা আর এখন রোজগার করছেন সোয়া চার লক্ষ টাকা, কাজেই মদ বিক্রীর মুনাফা তার খুব করছেন, কারণ সুরা না হলে পরে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলির আসর জমে না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মগু নিবারণী সমিতি আছে, কত প্রচার করা হয়, বিজ্ঞাপন ছাপান হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেখানে মিটিং করেছেন যে মদ নৈব নৈবচ, এটা কক্ষনও খাবেনা, এটা খেলে পরে মাথা ঘুরে যায়; কিন্তু সে মদ বিক্রী হচ্ছে, সেণ্টার খোলা হচ্ছে, সাবসেণ্টার খোলা হচ্ছে, নামেতে, বেনামেতে মদ বিক্রী হচ্ছে এবং আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলি দুই হাতে সেই সুরা পান করছেন, টাকাও লুটছেন। প্রসার আমাদের একটা হচ্ছে, শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না, মানুষের সুখসচ্ছন্দের প্রসার হচ্ছে না, মদ বিক্রীর প্রসার হচ্ছে এবং মদ বিক্রী করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলি খুবই মুনফা লুটছেন। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ যে আমাদের আয় বাড়াবার পদ্ধতি কি এটা ? আমরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করবনা, তারদ্বারা আমরা ইনকাম করবনা, সেখানে আমরা ইনকাম করলে মহা ক্ষতি হবে আমরা ইন্‌কাম করব মদ বিক্রী করে, তাতে নীতিতে বাধেনা, তাতে গান্ধিজীর আদর্শ ক্ষুন্ন হয় না, সেখানে গান্ধীজির নাম উঠতে বসতে নেওয়া যায়। গান্ধীজির নাম জপ করলেই গান্ধীপন্থি হওয়া যায় না, সেটা হওয়া ভিন্ন জিনিষ।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P M.

Mr. Speaker :—Discussion on Demands for grants to continue. I would now call upon the Hon'ble Chief Minister to give reply to the debate.

Sri Sachindra Lal Singh, Chief Minister ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Bus service নিয়ে এবং তার প্রবর্ত্তনের সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষের অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন। বিরোধী পক্ষের

মাননীয় নেতা উল্লেখ করেছেন যে বাস যারা চালায় তারা পকেটমার এবং জনসাধারণের টাকা লুণ্ঠন করে। আবার আরেকদিকে দেখলাম যে বলা হচ্ছে বাস যারা পরিচালনা করছেন তারা অধিকাংশই উদ্বাস্তু। আবার তার মধ্যেও একটা group আছে যারা Motor driver ছিল তারাও দেখেছি বাস করেছেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তারা নিজেরাই contradiction দাঁড় করিয়েছেন এবং সেই সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে অনেকে Jeep নিয়ে যায়, অনেকে গাড়ী নিয়ে যায় যখন গাড়ী নিয়ে যায়, জীপ নিয়ে যায় at their own risk. P. W. D. থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে যারা run করতে চায় at their own risk of life তারা সেখানে যেতে পারে। অতএব ওখানে যারা যায় তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেই যায়। কাজেই কোন সরকার জনসাধারণের জীবনকে বিপন্ন করে বাস সার্ভিস চালু করতে পারে না। এবং গেলেও আইনতঃ তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। অতএব আইনের দিক দিয়েও সেখানে বাধা আছে। অতএব তারা সেটা জানেন এবং জানা সত্বেও এই কথা বলার কি মানে থাকতে পারে আমি বুঝি না, মানে জনসাধারণকে একদিকে উত্তেজনা দেওয়া যে তোমরা ওখানে চালাও ; যদি মরে বা মারা পড়ে কোন যাত্রী তাহলে বলবে মোকদ্দমা কর আন্দোলন কর। অতএব সেই উদ্দেশ্য নিয়েই, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তারা তা করছেন। তা না হলে এইভাবে এটা বলার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে মণিপুরে বাস সার্ভিস আছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মণিপুরে বৃটিশ আমল থেকেই বাস সার্ভিস চালু আছে। এবং সেটাও আজকে নাগাদের জন্য, slipএর জন্য বন্ধ থাকে। সব সময় চালু রাখতে পারে না। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সেখানে বাস চালু রাখছে। যতক্ষন পর্য্যন্ত P. W D সেই রাস্তার clearance না দেবে ততক্ষন পর্য্যন্ত সেই রাস্তাতে কেউ বাস বা জীপ চালাবে at there own risk. কিন্তু কোন Govt. service Permission না নিয়ে চালাবে পারে না। তাতে আইনতঃ বাধা আছে। জনসাধারণের lifeকে বিপন্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু যারা এই কথা বলছেন তারা জনসাধারণের life বিপন্ন করতে পারেন কারণ তারা জনসাধারণকে কিছুদিন একটা ত্রাসের রাজত্বে রেখেছিলেন। সেই সমস্ত অঞ্চলে যারা যেতো তাদেরকে খুন, জখম করা হতো এবং তাদিগকে সেখানে গর্তকরে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত এবং যাকে সমাধি দেওয়া হত তাকে দিয়েই সেই গর্ত করানো হতো। অতএব তাদের পক্ষে এটা বলা অস্বাভাবিক নয়। তাদের কাছে জনসাধারণের দাম পিপিলিকার সামিলও নয়। তাদের পক্ষে এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় বরং খুবই যুক্তিযুক্ত। অতএব সেইদিক দিয়ে তারা সেই কথা বলতে পারেন। তবে আর একটি কথা আছে—এখন যে অবস্থা হয়েছে সেখানে জনসাধারণ যায়, বাস যায়, ট্রাক যায়, জীপ যায়, রেনডম আদায় করার এখন আর সুবিধা হচ্ছে না। এই জন্যই মনে হয় তারা তাদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করার আর কোন জায়গা নেই বলে এই জায়গাতে সে উষ্মা প্রকাশ করছেন। যাই হোক্ জনসাধারন ঠিক সেইভাবে দৃষ্টিরেখে বাস সার্ভিস চালু রাখছে। এবং আমার মনে আছে—এই Houseএ ওনারা বলেছেন যে আমরা নাকি পূজার সময় বাস সার্ভিস টাউনে চালু করতে পারি নাই। তারপর তার উত্তরে বলা হয়েছিল—সে হাঁ পূজার পূর্বেই আমরা বাস সার্ভিস চালু করেছিলাম। তারা তখন খুব আগ্রহান্বিত ছিল বাস সার্ভিস চালু করার জন্য।

কিন্তু যখনই বাস সার্ভিস চালু করা হল তখনই নানা প্রকার চীৎকার ও ধ্বনি উঠল। অতএব কোনটা যে তাদের স্বরূপ সেটা বুঝা খুব শক্ত। একটা কথা আছে যে তারা যা বলে তা করেনা, যা করে তা বলেনা। এইভাবেই তারা তাদের বক্তব্যকে রাখে এবং সেটা চালু করার চেষ্টা করে। তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে আসামের সাথে বাস চলাচলের যে একটা pact হয়েছে তাতে এখানকার ক্ষতি হচ্ছে। এই জায়গাতে আরেকটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে এখান থেকে কতকগুলি ট্রাক via গৌহাটি কলিকাতা যাচ্ছে এবং তাদেরও ঠিক সেই পরিমাণ ট্রাক রাখতে হয়। অতএব উভয় দিকে দৃষ্টি রেখে এটা করতে হয়। সেইভাবে চিন্তা করে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই pact করা হয়েছে। আরেকটি কথা হচ্ছে এই whole আসামে direct rail service আছে, আর আমাদের আছে মাত্র ৬ মাইল। আমি যদি একগুয়েমি করি তাহলে আমাদের people এর suffering সবচেয়ে বেশী হবে। অতএব সেইদিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। জনসাধারণের স্বার্থেরদিকে দৃষ্টি রেখে আমরা তা সমর্থন করেছি। তারপর আরেকটি কথা বলা হয়েছে মদের ব্যাপার সম্পর্কে। মদের দোকান অনেক দেওয়া হচ্ছে। এই দিকে এই সমাজ বিরোধীদের কয়েকটি কার্য্যকলাপ আমরা লক্ষ্য করেছি। তারা প্রচুর পরিমানে চোরাই মদ তৈরী করছে এবং তৈরী করে সেটা জনসাধারণকে তো খাওয়াচ্ছেই এবং পাকিস্তানেও কিছু কিছু মদ তারা চালান দেয়। অতএব তারা প্রত্যেকটি বাড়ীতে এক একটা drain/tank করেছে। drain/tank করে তারা এটাকে নরকে পর্য্যবসিত করে good legers কতকগুলা create করেছে যারা তাদের দলে যোগান দেবে, অর্থ আদায় করবে। অতএব এই দোকাগুলা খোলার সাথে সাথে তাদের good legersএর যে business ছিলসে businessটা totally stopped হয়েগেছে। তারা এই দোকান প্রবর্তনের সাথে সাথে ভীত হচ্ছে, সন্ত্রস্ত হচ্ছে কারণ তাদের ঐ জায়গাতে তারা আক্রমণ করেছে এবং তাদের অর্থ আদায়ের way যে সুগম ছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে বলেই আজ তাদের উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব এইদিকে লক্ষ্য রেখে এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই demand গুলিকে এখানে রাখা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমি আশা করব House এইটাকে unanimously গ্রহণ করবে।

Mr Speaker :—Discussion on the 4 demands is over. I would now put them to vote one by one.

Demand No. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax.

The question is that the sum not exceeding Rs. 7,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

I am putting to vote the Demand for Grant No 3-State Excise Duties.

The question is that a sum not exceeding Rs. 72,500/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Sehedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect Demand No. 3-State Excise Duties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

There are two cut motions on Demand for Grant No. 4. I am first putting to vote the cut motions. First I would take up the cut motion submitted by Shri Hlura Aung Mog.

The qu stion is that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on absence of provision for introducing bus-services at the roads of Ampi-Teliamura, Teliamura-Khoai-Teliamura, Agartala-Konaban, Udaipur-Amarpur, Kumarghat-Kailasahar, Petcharthal-Kanchanpur, Choraibari-Ranibari T. E., Belonia-Rajnagar, Belonia-Hrishamukh, Amarpur-Nutanbazar, Agartala-Takarjala etc

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'.

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put to vote the cut motion given notice of by Shri Birchandra Deb Barma.

The question is that the demand be reduced to Re 1/- to discuss on failure to introduce State Transport.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'.

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I now put the main motion moved by the Hon'ble Sachindralal Singh to vote.

The qustion is that a sum not exceeding Rs. 25,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1966 in respect of Demand No. 4-Taxes on Vehicles.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.

Voices – 'Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

I now put to vote the Demand for Grant No. 5-Other Taxes and Duties.

The question is that a sum not exceeding Rs. 1000/- [Inclusive of the sums specifi d in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of paym nt during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Dem nd No. 5-Other Taxes and Duties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes';

Voices —'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes' have it, 'Ay s' h ve it,

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his Demand for Grant No 2-Land Revenue.

Sri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) : - Hon'ble Speaker Sir, on the recommend tion of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 27,87,500/-, [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charg s which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 2-Land Revenue.

এটা উত্থাপন করতে গিয়ে আমাকে প্রথম বলতে হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, Cadestral survey on scientific basis. এখানে জমিজমার সীমানা ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হবে না। একই জায়গা হয়ত দশবার বিক্রী হয়েছে এবং সীমানা ছিল যে পূর্বে টিলা, পশ্চিমে বাঁশবন, উত্তরে জিওল গাছ তারমধ্যে অনুমাণ দুইকানি জায়গা। এইরকম boundary ছিল। টিলা এবং লোঙ্গারও কোনরকম তারতম্য ছিল না। সেই অবস্থায় ত্রিপুরায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইয়েরা থাকেন। তাহাদিগকে ভূমি দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়। যারা জুমিয়া ছিল, যারা যুগ যুগ ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাফেরা করত, যাদের agriculture ছিল shifting agriculture অর্থাৎ জুম প্রথা। জুম প্রথা প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেত। গাছপালা সেখানে যা থাকত সমস্ত উজাড় হয়ে যেতো। তারপর ভূমিক্ষয় বেড়ে চলছে। তাদের একটি জায়গাতে বসাতে হবে। কারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নতি দরকার। জুমিয়া যারা তারা চায় যে তারা যেন এক জায়গায় বসতে পারে, landএ বসতে পারে, জমিতে বসতে পারে, ভূমিতে বসতে পারে। Landless যারা ছিল বর্গা করত, অন্যের জমিতে খাটত, জমির সর্ব্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল —সেই সমস্ত লোককে জমি দিতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে Land Revenue Survey Settlementএর কাজ হয়, Land Recordsএর কাজ ষোল ভাগ এবং ত্রিপুরার উত্তর দিক দিয়ে কমলপুর, খোয়াই, কৈলাসহর এবং সদরের কিছুটা হয়েছে সোনামুড়াতেও হয়ে গেছে কাজ। অন্যান্য জায়গাতে অমরপুর, বিলোনীয়া, সাবরুম, ধর্ম্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ চলছে। সেই কাজকে নির্ব্বাহ করতে গেলে পরে যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থের বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে এবং আশা করব House এটাকে সমর্থন করে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটাকে প্রবর্তন করা হয়েছে, সেটাকে সার্থক করবে।

Mr. Speaker :—I like to draw the attent on of the Hon'ble Members willing to participate in the debates We have 3 or 4 Demands to dispose to-day So, for this we shall allot one hour for Demand No 6 & 7 and for Demand No. 8-40 minutes So, of this one hour ·······

Shri Nripendra Chakraborty :—এইটার উপরে cut motion রয়েছে, কাজেই এইটার উপরে বেশী সময় দেওয়া দরকার। other ·· ·

Mr Speaker :—This option I may offer to the Hon'ble Members But I should impress upon them this fact that I have only at hand total two hours & 35 minutes

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় Speakerকে request করছি যেহেতু Demand No 2-এর উপরে আমাদের main discussionটা হবে, কাজেই এটাতে একটু বেশী সময় allot করে বাকীগুলিতে কিছু কম করলেও চলবে।

Mr. Speaker :—Alright, then it may be taken and allot one & half hour to this.

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister) :—দুই ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা সময় আছে। অতএব কোনটাতে কতটুকু সময় ওনারা নেবেন সেটা ওনাদের উপর নির্ভর করবে এবং আমরা কোনটাতে কতটুকু সময় নেব, সেই সময়টা যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমরা ঠিক সেইভাবে আলোচনা করতে পারব।

Mr. Speaker :—Yes, If I allot one hour and a half to meet their demand, and of this, half should go to the opposition and half to the ruling party. 45 minutes each Already 15 minutes have passed. There are some cut motions to this. Against the demand there are three cut motions, one by Sri Nripendra Chandra Chakraborti and another by Shri Birchandra Deb Barma, the third one by Shri Aghore Deb Barma.

First one is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on the irregularitirs committed while implementing the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act and Rules made thereunder

2nd one by Shri Birchandra Deb Barma is to discuss on enhancement of land-revenue is made without observing the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act and Ruls made thereof, and that of Shri Aghore Deb Barma is to discuss on indiscriminate eviction from khas-land.

So 45 minutes the opposition have.

I call on Shri Nripendra Chakraborti.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় Speaker, Sir, আমার cut motionটা হচ্ছে that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on irregularities committed while implementing the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act and Rules made thereunder তিনটা amendment vote হওয়ার পরে আলোচনা করলে ভাল হয়।

Mr. Speaker :— এঁ্যা

Shri Nripendra Chakraborty :—তিনটা amendent vote হলে……

Mr. Speaker :—No need of voting. I have accepted. I have admitted them.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় Speaker, Sir, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাইছি, সেই বিষয়টি খুব একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখা হয়েছে। কারণ ত্রিপুরার Land Revenue and Land Reforms Act চালু করার ব্যাপারে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা গত কয়েক বছরে হয়েছে সেটা আমরা আশা করেছিলাম যে মন্ত্রীমণ্ডলী একত্রে বসে তার উপর বিচার-বিবেচনা করে এই আইন এবং উপবিধি সংশোধন করার কি ব্যবস্থা করা যায় সেটা তারা

দেখবেন। প্রথমে তাঁরা, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী একথা পুরাপুরি অস্বীকার করেছিলেন যে settlement দপ্তর থেকে তাদের এই সম্পর্কে কোন সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী অবস্থাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রশ্নোত্তরে যে জবাব দেওয়া হয়েছে তাতে তারা স্বীকার করেছেন যে settlement দপ্তর থেকে তাদের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব রাখা হয়েছে এই আইন এবং উপবিধি সংশোধন করার জন্য। আমরা আশা করব যে এই বাজেট আলোচনার সময় সেই সংশোধন প্রস্তাবগুলি যেগুলি তারা করেছেন, সেগুলি এই Houseএর সামনে উপস্থিত করা হবে। উপস্থিত করা হবে এইজন্য নয় যে সেগুলি এখনই সংশোধিত হয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত করা হবে এইজন্য যে ত্রিপুরার এই আইনটি ত্রিপুরার rayot এবং under rayotদের এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্বত্বভোগী প্রজা এখানে আছেন তাদের সকলের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আইনের মধ্যে যে দোষত্রুটি থেকে যাচ্ছে সেটা যদি স্থায়ী হয় তাহলে পরে তাদের জীবনে ভবিষ্যতে আরও বেশী দুঃখ, আরও বেশী দুর্ভোগ নেমে আসবে। মাননীয় Speaker, Sir, আমি সংশোধনের মধ্যে যাব না। তবে আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি সেইটুকু আমি বলতে পারি খুব সংক্ষেপে যে এই আইনের Section 2(j), Section 2(a), Section 135 (d), Section 2 (t), Section 2(u), Section 40(1) এবং allotment rulesএ Rule 11(1) (i) এবং Actএ Section 28, Section 100, Section 134 (1), Section 19, 105, 106, 108, 118, 119 এইগুলি এবং আরও অনেকগুলি ধারা,—সমস্তগুলি পড়তে গেলে এখানে অনেক সময় লাগবে। যেগুলি সংশোধন করা খুবই প্রয়োজন সেগুলি আমি বলছি, যেমন ধরুন এই যারা উপজাতি তাদের জমি transfer করা সম্পর্কে একটা ধারা এখানে আছে যে transfer করতে হলে সেটা Collectorএর permission নিয়ে transfer করতে হয়। কিন্তু এই কথা বলা হয়নি যে যদি কেউ collector's permission ছাড়া transfer করে তাহলে সে একটা অপরাধ করল কিনা অথবা যে নিল সেই জমিটা সে কোন অপরাধ করল কিনা, এই আইনে তাকে ধরবার কোন উপায় নেই। কাজেই সেই ধারাটা সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। যেমন টাউনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে allotment rulesএ কতক ধরনের জমির permission collector দিতে পারেন। কতকগুলি জমি এখানকার যিনি administrator তার অনুমতি নিয়ে permission দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে shops অথবা কোন godown যদি না হয় সেটা সম্পর্কে আইনের মধ্যে বলা হয়নি। বলা হ'ল Industry অথবা অন্যান্য কিছু। কিন্তু shops or godown এই ধরণের সেখানে কিছু নেই। কাজেই allotment rulsএ যখন বলা হ'ল যে Administrator সে অনুমতি দিতে পারেন যখন দেখা যাবে যে এটা Actকে contradict করে Act এর বিরোধী হয় এবং সেরকম আরও অনেক ক্ষেত্রেতে Act এর বিরোধী কাজকর্মে rules এর মধ্যে বা অন্য জায়গায় ওনারা করেছেন। কাজেই সেই সমস্তগুলির বিস্তৃত আলোচনা আমি এখানে করছিনা। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলিকে আমি অনুরোধ করছি যে এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য এই আইন সংশোধন করার দিক থেকে এই উপবিধি সংশোধন করার দিকথেকে অত্যন্ত জরুরী। allotment rules এর মধ্যেও অনেক সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। আরেকটি সংশোধন allotment rules সম্পর্কে আমি বলছি। যেমন এই যে rules আমি যেটা বলেছি, 1 (i) of the Allotment rules, 1962 সেখানে premium prescribed for land previously cultivated

সেটা হচ্ছে যার land এর valuation তার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক বেশী। এটাতো হতে পারেনা। একটা জমির যা দাম তার চেয়ে premium বেশী হবে এটা হতে পারে না। কি allotment rules premiumকে এমনভাবে ধার্য্য করেছে যে তার সম্ভাবনা শুধু নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেতে সেটা দেখা দিচ্ছে, এটা আমার কথা নয়—Settlement Department এটা অনুভব করছেন এবং এটা সংশোধন করা দরকার। এটাতো মামুলী কথা নয়। কারণ আমরা জানি যে যেগুলি খাস land, যেগুলি cultivated হয়েছে সেটা কম নয় এখানে। যেগুলির settlement দিতে হচ্ছে, যার premium বসাতে হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রেতে premium এত উঁচু করে ধরা হয়েছে যা জমির দামের চেয়ে বেশী। তাই দুই-একটা ক্ষেত্র শুধু আমি তুললাম যে ক্ষেত্রেতে এই সংশোধন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে, যা করা দরকার। যেমন আরেকটা ক্ষেত্র আমি বলি। এখানে বলা হয়েছে standard acre সম্পর্কে যে standard acre দুই রকম বা তিন রকম জমি সম্পর্কে বলা হয়েছে। নাল, লোঙ্গা অথবা টিলা। অথচ আমরা দেখছি যে classification of land সেটা তিন রকম হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এবং সদস্যরা যারা এই আইনের সঙ্গে বা rules-এর সঙ্গে সম্পর্কিত তারা জানেন যে ভূমি রাজস্বকে rationalise করতে গিয়ে ওরা classification of land করেছেন; অনেকগুলি জমির বিবরণ দিয়েছেন যে কতরকমের জমি হতে পারে। কিন্তু standard acre ঠিক করার সময় শুধু তিন রকমের জমির কথা বলা হলো। আর বাকী রকমের জমির কথা কিছু বলা হলনা। তাহলে আমরা কি বুঝবো? এটা হচ্ছে Act-এর মধ্যে। Act-এর কি উদ্দেশ্য এই যে তিন রকমের classificationটা সীমাবদ্ধ তার? যদি তাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে পরে এই যে classification করা হল land revenue বাড়ানোর জন্য সেটা বে-আইনী। Act-এর view কি? কাজেই সেই classification অনুসারে যে assessment হয়েছে সেটা বে-আইনী হয়েছে, সেটা করা যেতে পারে না। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে standard acreকে আবার re-define করতে হয়। কাজেই এই প্রশ্নগুলো কোন academic discussion-এর প্রশ্ন নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের settlement কর্ম্মচারীরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন সেই প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নে আমি আরও বলছি যেমন assessment হচ্ছে, ওদের nationalisation হচ্ছে profit of agriculture সম্পর্কে। যদি classification আমি করি তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে সেই সব classes of land যার কোন profit নেই তার কোন খাজনা হতে পারে না, রাজস্ব হতে পারে না। কারণ এই classification করেছি কেন? ১৫টা ভাগ করলাম কেন জমি, না? assessment এর জন্য। সেই assessment টা হবে কি দিয়ে? না profits of agriculture দিয়ে। তা হলে আমার যে ভিটে জমি তার কি profit? আমার যে রাস্তাটা বাড়ীর তার কি profit? আমার যে পুকুর পাড়টা তার কি profit বা যে সমস্ত waste land আছে আমার ওখানে কি profit? তা হলে পরে আমার assessment এর সময়েতে সেই জমি গুলোর যে রাজস্ব তা বাদ দিয়ে করতে হবে। তা কি ধরা হয়েছে? তা নয়। এ কথা ঠিক যে কিছু কমিয়ে ধরা হয়েছে। কতগুলো যেমন আমার বাড়ীতে শ্মশান আছে, সেই শ্মশানের একটা খাজনা বসানো হয়েছে। কম হতে পারে, কিন্তু শ্মশান থেকে যদি একথা বলা হয় যে, আমার কিছু আয় হচ্ছে—তা হলে পরে আমি জানি না—মন্ত্রী মণ্ডলী সে

কথা বলতে পারেন, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক সে কথা বলবে না যে শ্মশানের জমির থেকে কিছু আয় হচ্ছে। কাজেই আমি classification টা করলাম কি জন্য? করলাম profit of agricultureটা calculate করার জন্য এবং profit যে জমির না হয়, সেই জন্যই, মাননীয় স্পীকার, স্যার, West Bengalএ ভিটা জমির কোন রাজস্ব নেই এবং সে কথা আমরা Houseএ বলেছি। ওরা বলেছিলেন যে আমাদের এখানে সেটা আইনের মধ্যে নেই। আইনের মধ্যে আছে। আছে এই জায়গাতে যে যে জমির আয় হবে, সেই জমির রাজস্ব হবে এবং যেহেতু ভিটা জমির কোন আয় হয় না সে জন্যই তার কোন রাজস্ব নেই এবং সেই জন্যই সেটা revenue free এবং West Bengalএ স্বীকার করে নিয়েছেন এই জিনিষটাকে। তারপরে আরও confusion আছে under raiyat বা অধীন প্রজা, এই আইনের মধ্যে অধীন প্রজাদের—দু'টো অধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই আইন চালু হওয়ার আগে যারা অধীন প্রজা ছিল তারা কিছু জমি যে গুলো non resemable declared হবে অর্থাৎ জোতদার যে জমি এ আইনের বলে নিজের অধীনে নিতে পারবে না সেই জমি এই under raiyatএ বর্তাবে না। আর এই আইন চালু হওয়ার পরে এই under raiyatরা, চালু হওয়ার পরে যদি কোন Raiyat এর under raiyat থাকে তারা ৫ বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এখানে দু'টো প্রশ্ন উঠেছে একটা হচ্ছে যে এখানে under raiyat বলতে এ রাজ্যে কিছু ছিল না। কোর্ফা কিছু ছিল এবং under raiyat, যারা বর্গা করত তাদের সম্পর্কে যেহেতু ছিল না সেই জন্যই এখানকার court অনেক ক্ষেত্রেতে রায় দিয়েছে যে তাদের স্বত্বটা কোর্ফাদের চেয়েও ভাল, better right, কারণ তারা undefind right, এ জন্য better right। এখন এই আইন চালু হওয়ার পরে আমি যতটুকু জানি Settlement দপ্তর থেকে বলছেন যে না, under raiyatরা এ রকম দু'টো সুবিধা পেতে পারে। কাজেই এই যে আইন চালু হওয়ার আগে যারা বর্গাদার ছিলেন তারা জমির মালিক হতে পারে না under terms and conditionsএ, এটা এ আইনের উদ্দেশ্য নয় এবং এটা আমরা দেবোনা এবং সেই জন্য যে sectionটাতে তাদের এই জমির মালিক করা উচিত যদিও এখানে আমি জানি যে under raiyats বর্গাদাররা খুব কম recorded হয়েছে, সেই Figureটা House এর সামনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা recorded হয়েছে তারাও এখন পর্য্যন্ত জমির মালিক হতে পারেন নি যদিও তাদের জোতদাররা সেই জমি গুলোকে non resemable বলে বা resemable বলে declare করে নি। Resemable বলে declare যদি না করে থাকে তা হলে সেই জমি গুলো যদি non-resemable হয় according to Act and rules তা হলে সে গুলোর তাদের জোত স্বত্ব সেখানে হওয়া উচিত। কিন্তু আজও তা হচ্ছে না। হচ্ছে না confusion এর জন্য যে confusion এখানকার Settlement officeএ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যারা under raiyat এর পরে ৫ বৎসরের জন্য হল, তারা যদি ২৫ বৎসর বা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত under roiyat চলে যায় তা হলে তাদের কোন উত্তম স্বত্ব জমির মধ্যে হতে পারে কিনা সেই সম্পর্কেও এই Act and rules পরিষ্কার ভাবে কোন কিছু বলে নি। তাহলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যে আমরা under-raiyat দের,—যতখানি সম্ভব বর্গাদারদের কথা আমি বলছি, যতখানি সম্ভব তুলে দেওয়ার জন্য এবং জমির যারা মালিক তারা যাতে চাষ করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালু করার জন্য। আইন পাশ করলাম সেই আইনের উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ

হয়ে যায় যদি আমরা জোতদারদের punish করি to create under-raiyat for indefinite period. ভবিষ্যতে indefinite period এর জন্য under-raiyat তারা করে যেতে পারবে এই provision যদি আমাদের Act এবং rules এ থাকে তা হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা Act and rules করেছিলাম—সেটা কার্য্যকরী হবে আর সেই জন্য আমি এগুলো সম্পর্কে বলছি। আমি খুব বেশী সময় নিব না। আরও অনেক ক্ষেত্রেতে এ ধরণের জিনিষ আছে। আর একটা জিনিষ আমি বলি, যেমন নাকি Raiyatদের স্বত্বটা, সেটা খুব ভাল কথা define হয় নি। Define না হওয়ার ফলে কি হয়েছে, যে কথাটা এখানে উঠেছিল বাজারের মধ্যে তালুকদারের যদি জমি থাকে তা হলে তার সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে সেই জমিটা Govt এর হবে। কিন্তু কোন রায়তের যদি থাকে? সে কথা এই আইনের মধ্যে খুব স্পষ্ট নয় যে রায়তের কোন জমি যদি বাজারে থাকে—যেমন তেলিয়ামুড়া বাজারের মধ্যে রায়তের জমি আছে, সেটার কি হবে সেটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু জমিদার বা জোত তালুকদারের জমি যদি থাকে যারা intermediary বলে declared তাদের থাকে। কিন্তু যদি আমি দেখি যে এই রায়ত'রা যারা intermediary হয়ে যায় কারণ তারা under-raiyat রাখে তা হলে পরে তো সেই provision এ তাদের জমি দেওয়া যায়। কারণ তারাও they can be declared as intermediary. কাজেই যে intermediary আমরা তুলবার চেষ্টা করছিলাম সেটার সৃষ্টি হচ্ছে এবং রায়তদের right এবং অন্যান্য যে গুলো West Bengalএ আরও সুন্দর ভাবে defined up হয়েছে সে গুলো এখানে include করলে আমার মনে হয় ভাল হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি Irrigularities এর detailএ যেতে পারিনি, যদিও আমার প্রধান উদ্দেশ্য তাই ছিল, তবে অন্যান্য সদস্য যারা আছেন, সে সম্বন্ধে তারা বলবেন, আমি শুধু refer করে যাব। সেটা হচ্ছে Revenue ঠিক করার ব্যাপারে, সেটা আমি অনেকবার বলেছি এবং এই cut motion মাননীয় সদস্য দেববর্মার নামে আছে। তিনি সেটা বিস্তৃত বলবেন। সেখানে আমরা দেখছি যে in violation of the provision of Act and rules সেটা করা হচ্ছে। শতকরা ১২½% এর বেশী তারা কোন রকমেই নিতে পারেন না এবং তিন বৎসরের বেশী তারা নিচ্ছেন। এই হাউসের সামনে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন আইনে তারা নিচ্ছেন, তারা তার কোন উত্তর দিতে পারে নি। তারা সেই কথার কোন উত্তর দেন নি, আজকে সেই উত্তর আমরা চাইব যে যাদের সীমানার মধ্যে খাস জমি দীর্ঘদিন দখলে ছিল। তাদের যখন সেই জমিটা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তখন তিন বৎসরের তাদের খাজনা অগ্রীম নেওয়া হয় এবং সেটাকে তারা বলছেন যে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হচ্ছে। কোন ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণটা তারা নিতে পারেন এই Land Revenue Rules বা allotment rulesএ সেই ধারার নাম বলে নিতে হবে। যদি তা না বলতে পারেন তবে বুঝতে হবে যে সেটা বে-আইনী ভাবে নিয়েছেন এবং সেই টাকা যেন ফেরৎ দেন, এই পরামর্শ আমি হাউসকে দেব। তা ছাড়া profits of agriculture calculate করা সম্বন্ধে আমরা বলেছি এবং উনারা স্বীকার করেছেন যে এই রাজ্যের মধ্যে এক মণ ধান তৈরী করতে কত খরচ পড়ে সেই হিসাব Govt এর হাতে নেই, কাজেই বুঝা যায় ওঁরা profits of Agriculture বলে কোন জিনিষ calculate করেন না। এবং চা বাগান সম্পর্কে একই আইন খাটে সেখানে profits of

Agriculture চাষের যে আয় সেখানে ধরতে হবে কারণ চা'ই হচ্ছে সেখানে agriculture. এই চা'র আয়ের অনুপাতে সেটা তারা ধরেন নি, তার চেয়ে অনেক কম ধরেছেন এবং আমি জানি সেই কারণে আজকে চায়ের মালিকদের কাছ থেকে 'কামরাজ' অভ্যর্থনা নামে হাজার হাজার হাজার টাকা নিচ্ছেন। এসব মালিকদের সুবিধা পাবার জন্য, কৃষকদের ক্ষেত্রে কোন সুবিধা নেই, কোন দয়ামায়া নেই, সেখানে তাদের উপরে তিন গুণ পর্য্যন্ত বেশী আগের তুলনার উপর রাজস্ব ধার্য্য করেছেন বে-আইনী ভাবে ; কিন্তু চা-বাগানের মালীকদের প্রতি বেশী দরদ এবং সেখানে এই আইনকে violate করে profits of agriculture থেকে অনেক কম রাজস্ব তারা ধার্য্য করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমি আমার cut motion সমর্থন করছি।

Mr Speaker : --I would now call on Shri Birchandra Deb Barma to move his cut motion. He will con fine his speech within 10 munites.

Shri Birchandra Deb Barma :--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার cut motion হচ্ছে enhancement of Land Revenue is made without obseving the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act & Rules made thereof. এই সম্পর্কে এই Houseএর সামনে পূর্ব্বেও বলা হয়েছে একটা definite resolution সম্পর্কে --তবে এই cut motion সম্পর্কেও একই কথা বলা হবে, অবশ্যই আইনের কথা যেটা আছে সেটা অতি সংক্ষেপে আমি হাউসের সামনে তুলে ধরব। Land Revenue যেভ বে ধার্য্য করা হয়েছে তাতে আমার প্রধান বক্তব্য হল আইনের বিরুদ্ধে সেটা করা হচ্ছে কেননা আইনে বলেছে যে Section 40 of Land Revenue & LandReforms Act সেখানে বলেছে পূর্ব্বে যে কর --Land Revenue ধার্য্য ছিল immediately before the commencement of this Act সেটাকে ধরে নিতে হবে As if it has been introduced and determined in accordance with the provisions of this Act & Rules. কারণ মহারাজার আমলে যে Land Revenueটা ধার্য্য ছিল it is immediately before the commencement of this Act, কাজেই সেই Land Revenueকে ধরে দিতে হবে যে it is determined according to the terms & conditions of this present Act এবং সেই অনুসারে যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে under Rule 48 আমরা তার ১-ই ভাগের বেশী বাড়াতে পারি না under Rule 48 provisoon Sub-rule (2) অনুসারে আমরা 12½%এর বেশী বাড়াইতে পারি না, কাজেই 12½%এর বেশী অনেক ক্ষেত্রেই বেড়েছে, কাজেই এটা in cotraven ion of Rules and Section of Land Revenue Act করা হয়েছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে Profit of Agriculture ধার্য্য করতে হবে in order to assess Land Revenue --সেটা হচ্ছে Section 32 for the purpose of determining the revenue rates the Settlement officer, in particular, in the case of agriculture land, the Profits of Agriculture, shall determine revenue rates according to principles prescribed and in particular in the case of acricultural land the profits of the agriculture সেই profits of the agriculture কি করে ধার্য্য করতে হবে সে সম্পর্কে Rulesএ আছে Rules 36 & 37. Rules 36 এবং 37এ বলেছে in determining the profits of agriculture

shall be computed afte deducting the cost of cultivation from the market value of the products and by-products এবং সেই profits of agriculture এর একটা register maintain করতে হবে। The Collector shall maintain register of the value of the land as well as the profits of agriculture. কিন্তু এই হাউসের সামনে যে প্রশ্ন দিয়েছি এবং তার উত্তরে জানতে পেরেছি যে profit of agriculture এখন পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হয়নি, কাজেই it is completely in contravention of the provision of the Act. তারপর Section 38এ আছে যে fair assessment Rules তৈরী করতে হলে the fair assessment of all kind of land shall be calculated according to the Rules made in the behalf and having regard to the provision of the rule. অর্থাৎ fair assessment Rule অনুযায়ী calculate করতে হবে ; কিন্তু fair assessment Rules এখানে হয়নি এবং এই হাউসের সামনেই in connection with a question, reply has been given that fair assessement rules has not yet been frameed কাজেই এই সমস্ত ব্যাপ্যার রয়ে গেছে, তারপর section 25এ বলেছে যে as soon as after the commencement of the Act the Administrator shall take step to institute and shall cause to be constantly meaintained in accordance to the rules made under this Act and enquire into the profits of agriculture and the value of land used for non-agriculture & agricultural purpose সেটা Administratorএর উপরেও duty রয়েছে he will take steps to institute and shall cause to be constantly maintained in accordance to the rules made under this Act and enquire into the profits of agriculture এ সম্পর্কে কোন enquary into profits of agriculture ধার্য্য হয় নাই। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা দেখছি যে Rules ও Actএ যে সমস্ত procedure রয়েছে সে procedure গুলি observe করা হয় না এবং না observe করেই একটা Land Revenue ধার্য্য করা হয়েছে, it is not in conformity with the Acts and Rules made there under কাজেই এইযে enhancement of land Reuenue হয়েছে সেটা ঠিক হয়নি। তারপর Tea Garden সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে Tea Gardenগুলির যে সমস্ত Revenue ধার্য্য হয়েছে সেটা যে সমস্ত Tilla land আছে তার উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। নাল জমির চাইতে তার Revenue কম কিন্তু profits of Agriculture যদি ধার্য্য করা হয়, তাহলে Teaর যে profit সেই profitএর উপর assess করে তার উপর R venue ধার্য্য করতে হবে, কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যে enhancement of land Revenue যেটা করা হচ্ছে without obserning the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act and Rules m de there under ; কাজেই এই cut motion হাউসের সামনে রাখতে গিয়ে I mentioned & put before the House the Sections & Rules of the Act.

Mr. Speaker :—I would call Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার cut mation এর

কতক গুলি জাজ্জল্যমান প্রমাণ আমি এখানে রাখতে চেষ্টা করব, কারণ কিভাবে Tribalদের খাস জমির ব্যাপারে discriminate করা হচ্ছে। দক্ষিণ ইছাছড়া বিলোনীয়াতে বরসাগবাড়ী ১০ পরিবার পাহাড়ীয়া জুমিয়া সম্প্রদায় তারা খাস জমি আবাদ করে এবং জুমিয়া পুনর্বাসনের জমি তাদের নামে Allot করা হয়, কিন্তু ঐ জমি তাদের না দিয়ে স্থানীয় যে refugee তারা জোর জবরদস্তি করে দখল করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের দখলে চলে যায়। এই ব্যাপারে যখন তারা দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে তখন সাব্রুমেতে A. S. D. O. এসে বলে যে এই জমিগুলি তোমরা সব ছেড়ে দাও। ১০/১২ বৎসর পর্য্যন্ত পাহাড়ীদের দখলীকৃত জমি এবং তাদের নামে Allot করাও হয়েছে কিন্তু তাদের না দিয়ে ঐ জমি non-tribalদের দেওয়া হয় এটি একটি ঘটনা। সাব্রুমের আর একটি ঘটনা হল জাজ্জল্যমান প্রমাণ যে সেখানের যে T. W. Block সেই Block office হওয়ার পূর্ব্বেই চিন্তাই মঘ নামে এক পাহাড়ীয়া ঘরবাড়ী বানাইয়া ১০/১২ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছিল, যখন নাকি সাতরঙ্গ কলোনীর অফিস boundaryর ভিতরে সেই জায়গাটি পড়ে তখন B D. Oর পরামর্শ মতে যে তার জায়গা ছেড়ে উঠে যায় এবং ঐ Block office এর Boundaryর কাছে একটি tilla জায়গা তাকে দেওয়া হয় এবং ঐখানে থাকতে বলা হয়। এইভাবে বেশ কয়েক বৎসর সে ঐ জায়গায় বসবাস করতে ছিল। ইতিমধ্যে ঐ Block office এর সুনীল রায় নামক cashier বাবুর ঐ বাড়ীর প্রতি লোভ হইল এবং বলা হইল যে তুমি ১০০ টাকা নাও এবং বাড়ীটা আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু চিন্তাই মঘ অন্য কোন জায়গা তার নিজের বাড়ীর জন্য খুজিয়া পাইল না, তখন সে এই জায়গা ছাড়তে রাজী হইল না। পরে সুশীল রায় তাকে ধমকাইয়া বলিল যে তুমি যদি স্বইচ্ছায় এ জায়গা ছেড়ে না যাও তা হলে তোমাকে জোর করে এই জায়গা থেকে তুলে দেওয়া হবে। তারপর ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে ২।১২।৬৩ ইং তারিখে ভূমি সংস্কার আইনের ১৫/১ ধারা মতে কেন শ্রীমঘকে ঐ জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হইবে না বলে সাব্রুমের A S, D. O. একটা Notice এবং ৭।১২।৬৩ ইং তারিখের মধ্যে কারণ দর্শনের একটা notice দেন। তারপর শ্রীমঘ ৭।১২।৬৩ তারিখের ভিতরে যথাযথভাবে কারণ দর্শাইয়া একটা দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত করার পরে সাব্রুমের A. S. D. O. ভূমি সংস্কার আইনের ৪ ধারার আওতায় ফেলিয়া ৪।১।৬৪ ইংরাজী তারিখে দরখাস্তকারীর আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। ১৫ ধারার ১ উপধারামতে ৩ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর গৃহাদি বাড়ীর দখল ছাড়িয়া দিবার জন্য এক নোটিশ দেওয়া হয়। এবং সাব্রুমের C O. এবং oʼcকে এই আদেশ কার্য্যকরী করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারাও যথাযথভাবে সেই আদেশ কার্য্যকরী করে এবং শ্রীমগের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। কারণ দেখানো হইল মগের যে ঐ বাড়ীটা সেটা Block office extension করার দরকার, কাজেই সেই মগকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে এই ছিল কারণ। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যায় এখানে আদেশের নম্বর হইল 4547/NPN-9GP-63 dt 11th January, 1961, কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায় যে সেখানে Block office extension করা হয় নাই এবং ঐ যে সুনীল রায় সে সেখানে নিজের ঘরবাড়ী তৈয়ার করে তথায় বসবাস করছে এই হল ঘটনা। কাজেই এই পাহাড়িয়াদের কিভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে আমাদের Cut Motionএর পক্ষে এটা একটা যুক্তি। তারপর আরও এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। আমি মাত্র

কয়েকটি এখানে রাখব। অভিন কুমার ওয়াগমা বহু বৎসর যাবত সে খাস জায়গা চাষ আবাদ করছে। এবং বন্দোবস্ত পাওয়ার প্রার্থনা করেছে, এবং তার নামে দাগ নম্বর, খতি নম্বর ইত্যাদি উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ জায়গাগুলো জোর জবরদস্তি দখল করল শ্রীমনমোহন চক্রবর্তী, প্রকাশ চক্রবর্তী, নীলকমল সরকার, বিপিন দাস, তারা জোর পূর্বক তার জায়গাগুলো দখল করে এবং বর্তমানে সব জায়গাগুলি তাদের দখলে চলে যায়। তারপর শ্রীরসিক কুমার ত্রিপুরা, এটা হল দক্ষিণ কালা পানিয়া ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা, দক্ষিণ কালা পানিয়া তাদের সমস্ত সম্পত্তি উপেন্দ্র দেবনাথ তারা জোরজবরদস্তি করে দখল করে নিয়ে গিয়েছে। আর বিলোনিয়ার মধ্যে আমি কয়েকটা ঘটনা মাত্র উল্লেখ করব, বচম রিয়াং উত্তর চিত্তাছড়া, হরেন্দ্র ত্রিপুরা, উত্তর চিত্তাছড়া তারা যে সমস্ত খাস জায়গা আবাদ করছিল, তাদের নামে জায়গা allot হয়েছে এবং আংশিক টাকাও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের কে উচ্ছেদ করে সেখানে non-tribalদের বসাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হল ঘটনা। তারপরে আরও আছে মগছাই এলাকা, দেবীপুর, রাজনগর, চম্পকনগর, সেখানেও জুমিয়ারা আবাদ করছে, তারা চাষ করছে, তাদের নামে জায়গা allot হয়েছে আংশিক টাকাও তারা পেয়েছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দিয়ে সমস্ত non-tribalদের সেখানে বসাইয়ে দেওয়া হয়। এই হল অবস্থা। আর তাই কোবার মধ্যেও আছে, মনুতে ৪ পরিবার কলসীতে ৮ পরিবার এ রকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন আর একটা ঘটনা এখানে আছে যেমন জুমিয়াদের পুনর্বাসন নিয়ে তাদের জীবন নিয়ে একটি প্রহসন করা হইতেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনেক সময় বলেন যে আমরা বহু জুমিয়া পুনর্বাসন করেছি খাতায় পত্রে হয়ত নাম নিশ্চয়ই আছে জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হয়েছে বলে কিন্তু কার্য্যতঃ পুনর্বাসনের টাকা পাওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এ'রকম অনেক ঘটনা আছে। কাজেই জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে তাদের জীবনকে নিয়ে আজকে ছিনি মিনি খেলা চলছে। আর একটি ঘটনা হইল অম্পির মুলপুর যে ঘটনা। সেখানের জমির মালিক জগবন্ধু জমাতিয়া, জরাপদ জমাতিয়া তাদের ৮ কানি জমির একটি তৌজী ছিল। কিন্তু সেখানে জুমিয়ারা তাদের নিজেদের উদ্যোগে প্রায় ৮ দ্রোণের মত জায়গা আবাদে আনল। আনার পরে তারা জুমিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করল এবং Tribal welfare Deptt এর পক্ষ থেকে Development Commissioner সেখানে যান এবং Deputy Minister ও সেখানে যান এবং কথা আগেও ছিল যে তোমরা যদি খাস জায়গা দেখাতে পার এবং আবাদ কর তাহলে তোমাদের জুমিয়া পুনর্বাসন দিব এ স্বপ্নে তারা সেখানে আবাদ করল ফসলাদি করল। তারপর দেখাগেল ঐ যে দুই জমাতিয়ার নামে ৮ কানি জায়গা ছিল, সেই জায়গা গোবিন্দ চন্দ্র রুদ্রপাল নামে একব্যক্তি পাকিস্তান থেকে এসেই খরিদ করল। কেনার পরে ঐ ৮ কানির জায়গার সাথে সাথে সমস্ত জুমিয়াদের খেদাইয়া ঐ ৮ দ্রোণ জমি দখল করে নিল। সেখানে প্রায় ৩০০ ঘর কলই, মরছুম, রিয়াং সেখানে বাড়ীঘর করেছিল এবং ফসলাদি করছিল, কিন্তু তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে সব জায়গা সে দখল করে নিল, এই হল ঘটনা। দুই সেনের ঘটনাও তাই সেখানে পতিত জমি, খাস জমি জুমিয়ারা আবাদ করল এবং পরে তাদেরকে নানা রকম ভয় দেখাইয়া সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়ে non-tribalদের বসানো হইল। এই ভাবে জুমিয়াদের ভাগ্য নিয়া ছিনি মিনি খেলা হচ্ছে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর কিছু

বলতে চাই না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি অনুরোধ করব কারণ তিনি ক্ষমতার জোরেই হউক বা যে কোন ভাবেই হউক আমরা যখন concrete ঘটনাগুলো House এর সামনে রাখি তখন তিনি আবোল তাবোল বলে আমাদের সেই সমস্ত অভিযোগ গুলো উড়াইয়া দেন। আমি এখানে অনুরোধ রাখব আজকে উপজাতীয়দের সম্পর্কে সরকার যে নীতি অনুসরণ করছেন সেই নীতির পরিবর্ত্তন হবে কিনা এবং উপজাতীয়দের জীবন নিয়ে আর কতদিন এভাবে ছিনি মিনির খেলা খেলবেন সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে একটা definite উত্তর আশা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would coll on Srimati Renu Chakraborty.

Smt. Renu Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grants No. 2 Land Revenue সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন আমি তা সমর্থন করি। Land Revenue and Land Reforms Actএর উদ্দেশ্যই হল জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ, জমির মালিকানা নির্দ্ধারন, classification এবং সমস্ত জমিদারী তালুকদারী উচ্ছেদ করে সেই জমি জুমিয়া, ভূমিহীন এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার যে মহৎ উদ্দেশ্য এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছে এবং তা আমি সমর্থন করি, এবং এখানে যে cut motionগুলো আনা হয়েছে তার আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী যা বলেছেন, তার মধ্যে ওনার cut motion এবং ওনার বক্তৃতার মধ্যে আমি কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পেলাম না। তিনি cut motion যা এনেছেন তাতে তিনি Land Reforms Act সমর্থন করে তার irregularities এর সম্বন্ধে বলেছেন কিন্তু তিনি তার বক্তৃতায় সম্পূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন।. সুতরাং cut motionএর সঙ্গে তার বক্তৃতার কোন সামঞ্জস্য নেই। এইTripura Land Reforms Act যখন Parliamentএ প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন তাদের সদস্যরাও Parliamentএ ছিলেন। জানিনা তখন কোন সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন কিনা। ত্রিপুরাতে Land Reforms Act 14th April, 1961 থেকে চালু করা হয়েছে এবং allotment of landsএর Rule চালু করা হয়েছে 20th March 1962 এর মধ্যে এখানে কোন irregularities have been committed while implementing the Tripura Land Revenue & Land Reforms Actএ রকম কোন irregulariset এখানে হয়নি। একটী মাত্র case আছে সেটা নাকি কমলপুরে হয়েছিল। সেটা হয়েছিল Abrogation of publication নিয়ে সেটাও Judicial comissioner এর রায় অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে notice দিয়ে সেটা আবার clarification করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং irregularities বলতে মাত্র একটি হয়েছে। তারপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্মা Enhancement of land-revenue is made without observing the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act & rules made thereof যে cut motion রেখেছেন তাতে Land Revenue & Land Reforms Actকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন। Enhancement of land revenue সম্পর্কে তিনি বলেছেন সেটাও হয়নি সেটা নূতন করে কোন খজনা বৃদ্ধি করা হয়নি। খাজনার হার মাত্র বাড়ানো হয়েছে। জমির

হার সাধারণতঃ নির্দ্ধারণ করা হয় তার valuation এর উপর। তিনি মহারাজার আমলের কথা বলেছিলেন। মহারাজার আমলে খাজনার যে হার ধার্য্য ছিল ক্রমশঃ দিনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার production তার communication এবং সঙ্গে সঙ্গে তার valuationও অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই valuation অনুযায়ী Survey & Settlement Deptt তার খাজনা assessment করেছে। সেই assessment এর উপর কারও যদি কোন আপত্তি থাকে তারজন্য একটা সময় নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে যদি কারও খাজনা নির্দ্ধারণের কোন ভুল ত্রুটী থাকে বা কারও কোন আপত্তি থাকে তবে তারা appeal করতে পারেন, তারা courtএ নালিশ করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা indiscriminate eviction from khas land সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জনস্বার্থে যখন নিতান্ত প্রয়োজন হয় যেমন রাস্তাঘাট, embarkment ইত্যাদি কার্য্যের জন্য যখন প্রয়োজন হয় তখনই তাদের জায়গা দখল করা হয় নতুবা নয়। দেখাযায় এ রাজ্যে অনেক উপজাতি যে পরিমাণ জায়গা তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণ জায়গা জমি তারা দখল করে আসছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই নূতন করে তাদের নামে জায়গা পুনঃ বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, অতএব আদিবাসীদের তাদের জায়গা জমি হইতে indiscriminately viction করা হচ্ছে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতএব মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand for Grant No 2 হতে যে অর্থ বরাদ্ধ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে যে Cut motion রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Umesh Lal Singh. Your time is 10 minutes.

Shri Umesh Lal Singh—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে Demand for grant No 2 আমাদের সামনে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং যে cut motion এখানে আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker — You go on with your speech.

Shri Umesh Lal Singh— আমাদের ত্রিপুরায় Survey and Settlement Deptt. ছিল না বললেই চলে। আগে সাধারণতঃ আমরা দেখেছি যে যারা জমি বন্দোবস্ত নিতেন, একটা লম্বা সীমানা দিয়ে দেওয়া হত যেমন পশ্চিমে ঐ টিলাটা, পূর্ব্বে ঐ গাছটা এর মধ্যকার জায়গা। এইভাবে আগে বন্দোবস্ত দেওয়া হত। যতটা পরিমাণ ভূমি জোতে থাকত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ ভূমি তখন ভোগ করতেন আমাদের এইখানকার কৃষকরা। কিন্তু তাতে আমাদের রাজস্বের দিকে তেমন ভাবে আমরা উন্নতি দেখতে পাই নাই এবং জমিটাও এত বেশী পরিমাণে অনেকে ব্যবহার করতেন, চাষ-আবাদ করতেন তা সম্পূর্ণটা যেন তাদের পরিচালন করবার ততটা ক্ষমতা থাকত বলেও মনে হত না। সেই জন্যেই বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা সরকার ঠিক করেছেন যে, সমস্ত রাজ্যে জমি

জরিপ হওয়া দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্তও দেওয়া দরকার এবং যেগুলি বন্দোবস্ত আছে ত আছেই এবং অতিরিক্ত যে সমস্ত জমি আছে সেগুলি সম্বন্ধেও কিভাবে ভূমি বণ্টন করা যায় তারও একটা Policy নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এখানে আমার মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন যে এখানে irregularities হচ্ছে। একটা দিক হল এই আমাদের সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যে Survey এবং Settlement এখন পর্য্যন্ত শেষ হয়নি এবং পুরানো আইন মতই তা চলছে এবং survey এবং settlement শেষ হলে পর আমরা দেখব সে সমস্ত জমিও বণ্টন করা হবে এবং তখন যেটুকু irregularities আছে বলে মনে করা হয় সেগুলি সম্পূর্ণ বিদুরিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে সেগুলির জন্য Land Reform Act করা হয়েছে, সেই আইন মতেই হবে, কিন্তু সেটার সাথে যদি বর্ত্তমান সময়ে তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় হয়ত কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এটার মধ্যে irregularities আছে। আরও দেখা যাচ্ছে যে এখানে আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে land এর খাজনা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও যেন অনেকটা ব্যতিক্রম চলছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখানে যে Land Reform Act রয়েছে তাতে যে নির্দ্দিষ্ট হার রাখা হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে কোন অবস্থাতেই উৎপাদিত ফসলের ⅙ অংশের উপর আমাদের রাজস্ব ধরা যাবে না এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তার চাইতে অনেক কম আছে সেটাও আমরা দেখতে পাই এবং কৃষি ছাড়া অন্যান্য জমি যা আছে সেগুলির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বাজারের যা মূল্য তার থেকে শতকরা তিন ভাগের বেশী কখনও তার খাজনা করা যেতে পারবে না। সেটারও ব্যবস্থা আছে। এখানে আর একটি কথা উঠেছে এই যে আমাদের রায়ত এবং under রায়ত সম্বন্ধে। যারা রায়ত তাদেরও একটা সংজ্ঞা আছে যে যারা ভূমির মালিক এবং খাজনা দিয়ে তাদেরকে রায়ত করা হয় এবং তাদের সাথে যদি কোন ব্যক্তি কোন একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভাগেই চাষ করুন, বা আধিতে চাষ করুন বা বর্গাতেই চাষ করুন এ রকম অবস্থায় যিনি থাকবেন তিনি under রায়ত বলে পরিগণিত হবেন। এটা নাই বললে পরে ঠিক আমাদের যেন সত্য কথাটা বলা হল না— আইনের মধ্যে এই ধারাটা রয়ে গেছে এবং সেই হিসাবে আমি দেখি আমাদের land settlement এবং survey সম্বন্ধে যা কিছু হচ্ছে তা একটা সম্পূর্ণ নিয়মিত ভাবেই হচ্ছে এবং তার মধ্যে— irregularities আমি কিছু দেখতে পাইনা। সে ভাবে কাজ চলছে। আর একটি কথা এখানে দেখা যায় যে discriminate eviction. আমি পুর্ব্বেই বলেছি যে আমাদের আগেকার যে সমস্ত জমি বন্দোবস্ত ছিল, যতটা পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণ ভূমি কেউ কেউ দখল করেছেন। সেগুলির কোন survey তখন হয়নি এবং সেই হিসাবে সেগুলির কোন খাজনাও সরকার পাননি বর্ত্তমানেও পাচ্ছে না। এখন জরিপ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত যখন ধরা পড়েছে তখন অনেকেরই একটু দুশ্চিন্তা হয়েছে যে বিনা পয়সায়, বিনা পরিশ্রমে, বিনা নজরে অনেক কিছু জমির মালিক হয়ে আগে যে থাকতে পারত সেই অবস্থায় আজ আর থাকা চলে না। এইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যে একজন খুবই বেশীর অধিকারী হবে আর একজন কমও পাবেনা এই যে একটা অসাম্যতা সেটা ঠিক বর্ত্তমানে সমাজের পক্ষে শোভনীয় নয়। সেইজন্যই আমাদের এখানে একটা ceiling রাখা হয়েছে, ঐ ceiling পর্য্যন্ত জমি

বণ্টন হবে এবং যাদের জমি নাই তাদের মধ্যেও এগুলি বণ্টন করা হবে তা আদিবাসীও হতে পারে, উদ্বাস্তুও হতে পারে এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে যদি না থাকে কারও জমি তাদের মধ্যেও বণ্টনের ব্যবস্থা হবে। যারা এভাবে বিনা বন্দোবস্তে কোন জমি অধিকার করে থাকেন এবং সেখানে বসবাস করেন তাহাদিগকে এই আইন মতে traspasser বলে অভিহিত করা হয় এবং traspasser যদি নিজে ঐ জমি চায়, যদি নিয়মমত বন্দোবস্ত চায় তবে তাদেরকে যতটুকু আইনের আওতায় পড়ে ততটুকুই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে এবং সেখানে সরকারী কাজের জন্য যে সমস্ত জমির দরকার সেগুলির জন্য হয়ত eviction করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটাও মূল্য দিয়ে এবং যে সমস্ত জমি বন্দোবস্ত নাই তার মূল্যেরও কোন কথা আসেনা তাই আমি মনে করি indiscriminate eviction চলছেনা। Revenue সম্বন্ধেও আমাদের যে নিয়ম ধরা হয়েছে সেগুলি ঠিকই আছে এবং irregularities কিছু আছে বলে আমি দেখতে পাইনা।

যখন সম্পূর্ণ survey শেষ হয়ে যাবে তখন এগুলি সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। এই বলে আমি এই demand সমর্থন করছি।

Mr Speaker— Shri Promode Ranjan Das Gupta, your time is 10 minutes.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই demandএ দুটি cut motion এসেছে তার সমর্থনে আমি দুচারটি কথা বলছি। প্রথমত হচ্ছে এখানে আমাদের যে Land Revenue Act আছে তার মধ্যে rights of rayots & under rayots. এর মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে যে under rayots, মানে বর্গাদার, তাকে ধান দিতে হবে। যে পরিমাণ ধান দেওয়ার কথা তা যদি না দেয় তাহলে তাকে উচ্ছেদ করা যায়। কিন্তু যদি সে ধান না দিতে পারে, যদি Flood কিংবা ঝড়ের জন্য না দিতে পারে, তার জন্য কোন Protection তার নেই। improvement of nd যদি সে না করে তাহলে তাকে উচ্ছেদ করা যায়। এই রকম কতগুলি ধারা আছে, সেই ধারার মধ্য দিয়ে বর্গাদারকে জোতদার যে কোন মুহূর্তে উচ্ছেদ করতে পারে। সেই দিক দিয়ে আমরা বর্গাদারের কোন রকম Protection দেখছি না। আর দ্বিতীয়তঃ, কথা হচ্ছে যে এই Act এর মধ্যে ঝড় এবং Flood হলে পরে Revenue Remission করার যে একটা মূল ধারা এবং নির্দেশ সেটাও তার মধ্যে নেই। যার জন্য একটা Flood এবং ঝড় থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং বাঁচবার যে Protection সেটা আমরা পাচ্ছি না। তৃতীয়তঃ হচ্ছে যে Eviction সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বক্তব্য হচ্ছে যে Payots বা এবং under Rayots, পাঁচ বছর, তিন বছর, চার বছর আগেকার 1957 এ যদি তার Possession থাকে তাহলে তার যদি, এমন কি যারা ছোট, আমি বড়র কথা বলছি না, বা যারা সাধারণ গরীব, যাদের Family holding দুই একর বা তিন একর, চার একর জায়গা আছে তাদেরও আজ উচ্ছেদ করা হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে Land এর যে Act, ভূমি সংস্কার আইন করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না। উদ্দেশ্যটা সাধন হচ্ছে বড় বড় তালুকদার এবং বড়

বড় লোকের ক্ষেত্রে। তার আমি দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন মেঘলীবন চা বাগান। মেঘলীবন চা বাগান – মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আগে সীমানা ছিল উত্তরে অমুক গাছ, রাস্তা গোপাট ইত্যাদি। সেটা ছিল তালুকের সীমানা। জোতের সীমানা সম্বন্ধে তিনি একটু ভুল করেছেন ছিটা এবং দাগনম্বর আমাদের settlement এ ছিল। তৌজি স্থাপন হয়েছিল তার ভিত্তিতে ছিটা এবং দাগনম্বরও ছিল এবং Boundaryও ছিল। এখন Boundary টা Prevail করবে না দাগ নম্বরটা Prevail করবে সেটা অন্য জিনিষ। কিন্তু ছিল; ছিলনা কেবল তালুকের ব্যাপারে, সেটা ছিল অমুক দিকে রাস্তা, অমুক দিকে গাছ একরম ছিল। মেঘলীবন বাগানের উদাহরণ দিচ্ছি এই জন্য যে মেঘলীবন বাগান একটি দরতালুক। সেই দরতালুক ১৩৫ নং কায়েমী তালুকের অধীনে একটি দরতালুক। ১৩৫ নং কায়েমী তালুকের উত্তরের সীমানা হচ্ছে কৃষ্ণপুর গোপাট এবং যখন Settlement হয়, একটা জিনিষ যে আমরা এই settlement মারফৎ গরীব প্রজাদের কি রকম Protection দিচ্ছি, উপজাতীয় প্রজাদের কি রকম Protection দিচ্ছি। যখন settlement হলো, settlement এর পুর্ব্বে কিস্তিওয়ারী হয়, খানাপুরী হয়, গুজারত হয়, গুজারতটা একটা বড় জিনিষ। কারণ এই জমিটা কার Possession এ আছে তা Final Determination গুজারতে হয় এবং সেই গুজারত পর্য্যন্ত অনেক প্রজা, যেমন রাজমঙ্গল, সুরেন্দ্র—সীমনা তহশীলের অধীন, তারপর পাইকা, শিবচরণ দেববর্ম্মা এই সব লোকের খানাপুরী তার ঐ জায়গাতে হয়েছে, গুজারতও হয়েছে। তাতে গুজারতের যে Definition, গুজারত যে জিনিষটা তাতে জমি যে তার দখলে আছে সেটা সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু কি একটা কারণে হঠাৎ ঠিক Attestation এর সময় কোনরূপ কারণ দাম না দর্শাইয়া, কোন রকম dispute না দেখাইয়া তাদের Attestation বাতিল করে দিয়ে সেই সব জমি রেখে দেওয়া হয়। এই জিনিষটা হয়েছিল ১৯৬২ সনে; আর ১৯৬৩ সনে দেখা গেল যে সেই মেঘলীবন বাগানের উত্তরের সীমানা তার যে দরতালুক তার তালুকদারের সীমানা হচ্ছে কৃষ্ণপুর গোপাট সে উত্তরের সীমানা পার হয়ে অনেক জায়গা একরের পর একর তিনি যে খাস Land এবং যে লোকেদের protection এর কথা বলছেন, লোককে বড় লোকের, বড় জমিদারদের থেকে জমি এনে গরীবদের দেওয়ার কথা বলছেন আমি সেই প্রশ্নতেই যাচ্ছি। একরের পর একর জমি দেখা গেল যে সে বাগান অধিকার করে নিচ্ছে, এবং অধিকার করছে, possession নিচ্ছে এবং জোর করে পুলিশের সাহায্য পর্য্যন্ত তাদের কাছে আসছে। কি কারণে আসছে সেটা বুঝাই যায় এবং সেই কারণটা তার টাকা আছে, তার প্রভাব আছে—আমি বলবো, আমি অনুরোধ করবো যদি আমার এই প্রশ্নকে Challange করেন, আমি সুনীল বাবুকে একমাত্র Challange করবো, তিনি একাই একটা Commission হয়ে সেখানে যান, অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন। যদি তদন্ত করে আমার কথা Establishedনা হয় তাহলে আমি House এর কাছে যে কোন শাস্তি নিতে রাজী আছি। প্রতিবাদ করবার আগে আমি challange করছি যে কংগ্রেসের যে কোন ব্যক্তিকে, আমি বলছি যে তিনিই commission করুন, তিনিই সেখানে investigation করুন, তাতেই আমার কথা সত্যি কিনা প্রমানিত হবে। কিন্তু এইযে অবস্থা এ যদি হয় তাহলে ভূমি সংস্কার আইনের আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে। এবং Tea plantersদের বা চা বাগানের মালিকদের কিরকম সুবিধা দিচ্ছে, কারণ জানি না।

সদস্য আছেন চা বাগানের মালিক তিনি সেই committeeর নেতৃত্ব করেছিলেন কিনা তাদের খাজনা কমানোর জন্য। তবে আমি বলছি একথা প্রথমতঃ চা বাগানের Per Acre চা বাগান যদি ঠিকমত manage করা হয় তাহলে Per Acreএ ৮ মণ চা হয়। ৮ মণ চা যদি Per Acre জমিতে হয়, ১৫০৲ করে যদি তার দাম হয়, বর্তমান বাজারে ১২০০৲ টাকা এবং আজকে ত্রিপুরার যে চাষ খরচ হয় per acreএ per mound তাতে ১।০ করে লাগবে তার বেশী না, ৮০০৲ টাকা। তাহলে per acre জমিতে মালিকরা ৪০০৲ টাকা করে মুনাফা করছে। Gardenগুলিতে যদি 45% vacancy রাখে আর যদি সে রকম management না করে তাহলে সে আলাদা কথা। কিন্তু ঠিকমত manage করলে এবং ঠিক অবস্থা থাকলে যদি ১০%, ৫% vacancy থাকে এবং ঠিকমত চা হয় তাহলে ৮ মণ চা। কারণ ত্রিপুরার record আছে, কালাছড়া বাগান প্রভৃতি বাগানে record আছে, ১২।১৪ মণ per acreএ চা হয় এবং তার record আছে। আমি challange করি, আমি দেখাতে পারি কালাছড়া বাগানের record, কালাছড়া বাগানের ১৯২১/২২ সালের record দেখাতে পারব যে গত—

জনৈক সদস্য—কালাছড়া বাগানের দালাল কে? আপনি

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—না, আপনি। আপনিই ছিলেন সেই দালাল। Per acreএ ১২ ১৬ মণ করে চা হয়েছিল সেটা statisticsএর কথা, এটাকে challange করে হৈচৈ করে উড়িয়ে দেওয়ার কথা নয়। বাগানের একটা কি production হয়েছে, ত্রিপুরা ষ্টেটের বাগানের একটা production, বাগানের per acreএ কত মণ চা হয়েছে, সেই কথাটাতে অবলবার কিছু নেই, per acreএ কত মণ production হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি এ কথা, এই যে অবস্থা যারা ৪০০৲ থেকে ৫০০৲ টাকা per acreএ রোজগার করছে, তাদের হার হচ্ছে কিনা ৫৲ টাকা। আর classification landএর মধ্যে দেখা হচ্ছে যে রাস্তার পাড় যে সমস্ত জমি আছে, টিলা জমি যেগুলি তার ২৲ ২৷৹ টাকা করে প্রতি কাণিতে খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে এবং নাল জমিতে ৩৷৹ টাকা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে। Cl ssification of landএর মধ্যে এই জিনিষটি করতে হবে quality of land দেখে steep টিলা রাস্তার পাড়—তারও এত টাকা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে। Family holding ধরুন, economic holding ধরুন তার প্রধান কারণটা হচ্ছে quality of land এর উপর classification করা দরকার। খাজনাটা ধার্য্য করা দরকার এবং সেই দিক দিয়ে খাজনা ধার্য্য করার কোন নিয়মকানুন এখানে আর নাই। আমি আর বলব না, আমি শুধু এই জিনিষটা দেখাচ্ছি যে ভূমি সংস্কারের নামে গরীব প্রজাদের কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্ছেদ করা হচ্ছে মালিকের স্বার্থে। এই জিনিষটা আমি এই Houseএর সামনে ধরছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his final reply in the 16 minutes.

Shai Sachindralal Singh, Chief Mininister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মাননীয় সদস্য বিরোধীদলের নেতা assesment of Land Revenue সম্বন্ধে বলেছেন এই ১৯ ধারায় assesment of Land Revenue of any Land shall be m ide or shall be deemed

to have been made with respect to the use of the land. In the purpose of agriculture, for Industrial and Commercial purpose, site for dweelling house for any other purpose, ওটা উনি বাদ দিয়েছেন। বাদ দিয়ে বলেছেন তিনটি। কিন্তু এখানে আছে চারটি for any other purpose অতএব এই জায়গাতে এটা বাদ দেওয়ার কারণই হল যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যাওয়া এবং সত্যকে চাপা দেওয়া। তার পরে বলা হয়েছে এই house land shall be assessed for use for any other purpose is diverted to any other purpose, the land Revnue payable upon such land shall not be standing there. The term for which the assessment may have been fixed has not expired ……… or assessed a different rate in accordance with the rates made under rules under this Act. তা হলে এখানে সেই rates করতে হবে। আর উনি বলেছেন যে rates এর কোন বিধান ছিল না, বিধান নেই। অথচ এখানে rates এর বিধান আছে। সেই অনুসারেই তা করা হয়েছে। তারপরে বলেছেন এই remission or suspension of revenue on failure of crops কাজেই এখানে সত্যের বিকৃতি করা হচ্ছে। The Administrator may in accordance with the rules made in this behalf under this Act grant remission or suspension of revenue in years is which crops have failed in any area. অতএব সত্যকে চাপা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, Act এর ধাপ্পা দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তারপরে বলেছেন inquiry of profits of agriculture. For this purpose of determining the profits of agriculture the following matter shall be taken into accounts.

The description of the stock of business, the money equivalent to the labour and supervision of the calculator other or expenses usually incurred in the cultivation of land which is under inquiry and interest of building & the Stock or expenses of se ds, manures and the cost of agriculture operation paid for in cash তারপরে বলা হয়েছে determination of the revenue rates—The Administrator may, at any time derive the determination or revision of the revenue rates for all lands in any area of which revenue survey has been made, সেই ধারা অনুসারে এখানে বলা হয়েছে how the revenue rates are determind? ৩২নং ধারাতে বলা হয়েছে for the purpose of determining the revenue rates the Settlement officer may divide any area in two units and in holding such units, he shall have regard to the physical feature, agriculture & economic condition and trade facilities and communication and shall then determine the revenue rates for different classes of lands in each such units in the manner and according to the principle prescribed in particular. In the case of agricultural lands to profits of agriculture to the consideration paid for peasants and scale of prices of land

and to the principal money or mortgage and in the case of non-agricultural land to the value of the land for the purpose for which it is held. তাকে সেই power দেওয়া হয়েছে। অতএব সেই অনুসারে classification of land করা হয়েছে। আর introduction of revenue rates'এ জায়গাতে বলা হয়েছে when the revenue rates are determined under this chapter in respect of any area such rates shall take into effect from begining of the year next after the date of final publication of the table of the revenue rates under Section 34, 37—এ বলেছেন যে when the table of the revenue rates for any of the areas has been finally publi hed the rates specified therein shall remain in force for a period of 30 years notwith standing anything containd in this sub section where revenue rates may be altered or revised in any year after the expiry of every ten years from the date on which table of the revenue rates are introduccd in such manner & to such extent as may be prescribed. এই ধারা অনুসারে এখানে determined of rates হয়েছে সেটাকে যদি alter করতে হয়, সেটাকে যদি বাড়াতে হয়, ১০ বৎসর পরে তা করতে হবে এবং তখন যখন বাড়ানো হবে, তখন ১২½% এর উপর হবে না। সেই ধারা অনুসারে এই ধারাটি এখানে করা হয়েছে not in order to any (Interuption) অতএব এখানে বে-আইনী ভাবে কোন কিছু করা হয়নি এবং করা হচ্ছে না। এখানে যে বলা হয়েছিল যে এটাকে বে-আইনী ভাবে করা হয়েছে, এটা আইনের অনুসারে করা হয়েছে। অতএব আইন যা আছে সেই অনুসারে পদ্ধতি চলছে। সেখানে যদি কোন রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, এবং যদি এরকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন স্থান, সময়, অবস্থা বিবেচনানুসারে সর্ব্ব ক্ষেত্রে যেরূপ হয় আমাদের এখানেও সেইরূপ হবে। আইন চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং বর্তমানে Settlement এর যে কাজ আইনানুগ ভাবে যে কাজ চলে যাচ্ছে তা চলতে থাকুক। প্রয়োজন বোধে অবস্থা এবং গুণাগুণ বিচার করে যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আইনের সংশোধন এমন কোন কঠিন ব্যাপার হবে না। রায়ত এবং under rayot এর ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে এই কথা বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি না উনি বা কোথা থেকে এই ব্যাখ্যা করছেন। অতএব তাদের কথাই হল যে কিছুটা দরকার তাই তারা বললেন। এতদিন কিন্তু তারা, বর্গাদার যারা ছিল, আমরা দেখেছি, যেখানে বর্গাদারকে survey Settlement অফিস থেকে তাঁদের পরচা দিয়েছে তখনই তাদের মাথায় আঘাত পড়েছে আমরা দেখি। বিশেষ করে খে রাই অঞ্চলে আমরা দেখেছি যে Tribal এর জায়গা non-tribalকে দিয়েছে বলা হয়। বর্গা আইনের ধারায় আছে যে tribalএর জায়গাই হউক আর non-tribal এর জায়গাই হউক, যে বর্গা করবে তার অধিকার একটা সে জমিতে বর্তাবে। অতএব তাকে সেই Settlement officer or survey officer কি করে বাদ দিতে পারে আমি তা চিন্তা করতে পারি না। তবে তারা যে কল্পনা করেছিল, সে কল্পনা করার কারণ হল এই যে যখন ঐ সমস্ত অঞ্চলে survey করতে যান, তখন survey operation এর যে লোক ছিল তাদেরকে হরণ করা হয়েছিল। কারণ ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

অতএব যারা survey settlement করতে গেলে সেই সমস্ত লোকদের হরণ করে, তাদের পক্ষে এটা বেআইনী কাজ হবেই এবং সেইজন্যই তা তারা করেছে। তা তারা করতে পারে না বলেই এখন সে সমস্ত ভীতি ও সন্ত্রাস করে কর্ম্মচারীকে বা জনসাধারণকে দমিত সমিত করতে পারেনি বলেই এখন তাদের আতঙ্ক হয়েছে। সেই জন্যই বর্গার আতঙ্ক হয়েছে। বর্গা আইনের আতঙ্ক হয়েছে। সেই আতঙ্কের জন্যই আজ চীৎকার করছে সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, গেল, সব গেল,। অতএব সেই জাগাতে বর্গাদাররা Tribalই হউক, আর non-Tribalই হউক সেই জায়গাতে তারা যাতে তাদের অধিকার পায় সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিক যারা অন্তত: এটা চিন্তা করে যে তারা পরিশ্রম করবে, মেহনত করবে, অন্যের জমিতে অথচ তারা অধিকার পাবে না, এটা আজকের দুনিয়ার কেউ কল্পনাও করতে পারে না। অতএব যারা জোর দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে এতদিন তাদের মস্কো, লেনিনগ্রাড থেকে মানুষকে দূরে রেখেছে, সেই জায়গাতে আজকে তারা যখন আইন সঙ্গত ভাবে তারা তাদের অধিকার নিয়ে রাখছে, তখন তাদের মনে একটু আতঙ্ক হয়েছে। কারণ দুর্গ আজ ধুলিস্যাৎ হওয়ার পথে। তাই তাদের একটা আতঙ্ক হয়েছে, ভয় হয়েছে, সেই ভয় দেখিয়ে এখন আইনের বিরোধীতা করা হচ্ছে। আইনের বিরোধীতা করে আবোল তাবল যা কিছু আছে বলার প্রচেষ্টা করছে। আইনের ধারা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। অতএব আপনারা সেটা স্মরণ রাখুন, মনে রাখুন, চিন্তা করুণ। কারণ আইনকে এতদিন পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। এখন আইন হাতে গজে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আর এক জায়গাতে বলা হয়েছে যে, এই আইনটি যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখন এই বিরোধী দলের সদস্যরাই পার্লামেণ্টে ছিলেন এবং পার্লামেণ্টে যখন ১৯৫৩ সালে, মাননীয় সদস্যদিগকে আমি অবহিত হতে বলব যে ১৯৫৩ সালে এই আইন draft হয় এবং তার প্রচার হয়। যদিও আমরা দেখিনি যে তারা অপত্তি করেছেন, দেড় বৎসর দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই আইন হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা একদিনও সেই আইনের আপত্তি প্রদর্শন করেননি। কারণ আইন সম্বন্ধে তারা তখন একটা খোয়াব দেখে ছিলেন সে আইন টাইনের আর দরকার হবে কি? আমরা জোর করে সেই, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, আমরা আমাদের রাজত্ব কায়েম করব। কারণ socialistic state আমাদের নিকটবর্ত্তী। অতএব সেই জন্য এটা fail হয়েছে। এখন আবার পরিকল্পনা চলছে। (Interneption) তাই আইন এখন তাদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে। অতএব আইনকে দেখে ঘাবড়াবে তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। আইন তার গতি নিয়ে চলবে এবং যতই আপত্তি থাকুক না কেন আইন সে জায়গায় চলবে। এবং তার যদি amendment দরকার হয় তখন মাননীয় সদস্যরা parliamentএ ছিলেন বাইরেও ছিলেন। অতএব আইন তার আইনের গতি নিয়ে থাকবে সেখানে যতই আপত্তি থাকুক না কেন আইন সেখানে চলবেই। তার যদি Amendment এর দরকার হয় তখন মাননীয় সদস্যরা আপত্তি করতে পারতেন। কিন্তু আমরা জানি দেড় বৎসর, দুই বৎসর পর্য্যন্ত যে আইনটি ছিল তখন একটি কথাও তারা বলেন নি। তখন তারা খোয়াব দেখে ছিলেন, খোয়াব ব্যর্থ হবার সাথে সাথে তখন আইনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এই জায়গাতেই আমাদের সার্থকতা, কাজেই এই আইনকে আমরা চালু রাখব এবং আমরা দেখব তাতে কোন একটি বিচ্যুতি আছে কিনা, যদি থাকে তবে তাহা আমরা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করব এবং তাহা সংশোধন করে জনসাধারণের স্বার্থকে রক্ষা করব।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I would now put the question to vote. First I would take the cut motions to vote one by one.

Mr Speaker :—I would put the cut motion tabled by Shri Nripendra Chakraborty that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on the irregularities committed while inplmenting the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act and Rules made thereunder.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice—'Noes'.

Mr. Speaker :—'Noes have it. 'Noes' have it (Voice in the House).

Mr Speaker :—It is not the principle to make any running commentary when the question is put to the votes. I would request the hon'ble members to help me in establishing some tradition. When the question is put to the vote the Speaker himself is in possession of the House. So, at that time atleast there should be a complete silence.

Mr Speaker :—I now put the second cut motion to vote. The Cut motion tabled by Shri Birchandra Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on enhancement of land revenue made without observing the Tripura Land Revenue & Land Reform Act and Rules made thereof.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice—'Noes'.

Mr. Speaker :—'Noes' have it. 'Noes' have it.

Mr. Speaker :—I would now put the Cut motions tabled by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on indiscriminate eviction from khas land.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice—'Noes'.

Mr. Speaker :—'Noes' have it.

Mr. Speaker :—I would now put the main motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 27,87,500/- [inclusive of the sum specified in Col. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No 2-Land Revenue.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker :—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr Speaker :—I would now call the Hon'ble Sachindralal Singh to move the Demand for Grant No. 6-On Stamps and Demand for Grant No. 7-Registration Fees.

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,000/- [inclusive of the sums specified in Col 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 6-Stamps.

On the recommendation of the Administration I beg to move that a sum not exceeding Rs 1,19,700/- [inclusive of the sums specified in Col. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No 7-Registrtion Fees

Mr. Speaker :—There is one cut motion tabled by Shri Birchandra Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on failure to reduce Stamp Duties & Court fees. That has been admitted.

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, Stamp Duties এবং Court Fees আমাদের এখানে Assam Court Fees Act and Assam Stamp Act extend করার জন্য বেড়েছে এবং সেটা তুলনামূলকভাবে যে statement দেওয়া আছে তার মধ্যে দেখা যায় যে এটা অনেক ক্ষেত্রে double, triple হয়েছে। কাজেই জনসাধারণের এ বিষয়ে যে একটা বিশেষ দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষ বলার কিছু নেই। আমি এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৬৪ সালের

বিগত বাজেট অধিবেশনে যা বলেছেন এবং এবারও বলেছেন যা in record আছে তা পড়ছি—ত্রিপুরায় ৯ লক্ষ refugee এবং ৩ লক্ষ ২৪ হাজার tribal তারা stamp duty থেকে মুক্ত। Tribal, Schedule Caste এবং Refugee stamp duty থেকে মুক্ত হল। অথচ তারা গরীবদের কথা বলছে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই Stamp Actএর কোন্ ধারায় কোন্ provisionএ বলেছে যে Schedule Caste, Tribal এবং refugeeদের stamp duty লাগবে না। আমার cut motionএ আমি এদিক থেকে বিশেষভাবে অবহিত হতে চাই কারণ আমি যতটুকু জানি Stamp Act—Assam Stamp Act যেটা extend হয়েছে তাতে এমন কোন provision নেই যার জন্য Schedule Caste, Schedule Tribe এবং Refugeeদের stamp duty থেকে মুক্ত হতে হবে। এই Budget অধিবেশনে supplementary grantএ so far I remember তিনি Court Fee সম্পর্কেও সেই কথাই বলেছেন। Count Feesও Schedule Caste, Schedule Tribe এবং Refugeeদের দিতে হয় না। সেটা Court Fee Actএর কোন্ আইন কোন্ ধারাবলে তারা মুক্ত সেটা আমি জানতে চাই। কারণ so far Assam Court Fees Act as extend in Tripura তাতে যত ধারা আছে তার মধ্যে কোন provision নেই যে Schedule Caste, Schedule Tribe এবং Refugeeদের Court Fee লাগবে না। তবে তিনি যদি বলতে চান যে legal aid যে একটা provision আছে Schedule Tribe এবং Welfare of the Backward classএর জন্য সে সম্বন্ধে যদি তিনি বলে থাকেন এবার Budget provisionএ legal aid to Schedule Tribe সম্বন্ধে ৬০০৲ টাকা ধরা হয়েছে এবং Schedule Caste সম্বন্ধে ৩০০৲ টাকা ধরা হয়েছে—সেটা যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে একটা গল্প মনে পড়ে—যাতে একটা কুমীরের একটি ছেলেকেই বারবার দেখিয়ে বলা হচ্ছে এই দেখ তোমার এক ছেলে, এই দেখ তোমার দুই ছেলে ইত্যাদি। ঐ ৬০০৲ টাকা আর ৩০০৲ টাকা রেখে বলা হচ্ছে যে ৯ লক্ষ Refugee আর ৩ লক্ষ ২৪ হাজার Tribal stamp duty থেকে মুক্ত। ঐ ৬০০৲ ও ৩০০৲ টাকা দেখিয়ে যদি বলতে পারেন সব মুক্ত তাহলে আমরা সবাই মুক্ত হয়ে আকাশেই বাস করব, মাটিতে আর নামব না। আর এ সম্পর্কেও legal aid আজ পর্য্যন্ত কত দেওয়া হয়েছে? শুধু ৫০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে—সেটা এক questionএর answerএ তিনি বলেছেন আজ পর্য্যন্ত আমরা ৫০৲ টাকা দিয়েছি। একটা কীর্ত্তি আমরা রেখেছি। কাজেই ৯ লক্ষ Refugee এবং ৩ লক্ষ ২৪ হাজার Tribal সব মিলে আমরা মুক্ত হয়ে গেলাম। সেই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জেনে আমরা অবগত হতে চাই।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee,

Sri Krishnadas Bhattacherjee : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Stamp Act সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, পূর্ব্বেও হয়েছে এবং আজকে যে cut motion এখানে রেখেছেন তার বিরোধীতা করে আমি বলছি। মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে Stamp Actএ example এর provision কোথায়? অবশ্য তার সমাধান নিজেই করেছেন। Directly তাদের relief করার কোন provision না থাকলেও indirectly তাদের যে legal aid দেওয়া হয় তা দ্বারা তারা benefitted হচ্ছে। Scheduled Tribe, Scheduled Caste এবং দরিদ্র জনসাধারণ যারা, তারা এই

legal aid এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং stamp duty বাড়াতে একটা অসুবিধা হয়েছে যারা নাকি মামলাবাজ, মামলা করাই যাদের পেশা তাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যারা মামলাবাজ নয়, মামলার জন্য যে দরিদ্র জনসাধারণ উৎপীড়িত হচ্ছে তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য যখন একটা provision রয়ে গেছে তখন stamp duty বাড়াবার কোন প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেছেন যে stamp Act এর বাজেটে ৫০০—৬০০ টাকা রাখা হয়েছে সেটা খুব বড় প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যারা নাকি সত্যিই দরিদ্র এবং মামলায় উৎপীড়িত হচ্ছে তাদের সাহায্য অবশ্যই দেওয়া হবে। সেখানে ৫০০ কি ৬০০ টাকা রাখা হয়েছে তার কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের যে Relief fund রাখা হয় তাতেও খুব কম টাকা রাখা হয়, দেখা যায় যে ১০ হাজার কি ২০ হাজার টাকা হয়, কিন্তু প্রয়োজন বোধে সে টাকা বাড়ানো যেতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বাজেটে ১০ হাজার টাকার provision থাকলেও প্রয়োজন বোধে আমরা ২ লক্ষ, ৩ লক্ষ টাকা খরচ করি। সুতরাং সে অবস্থায় সত্যিই যদি কোন genuine case আসে এবং ৫০০—৬০০শত টাকায় যদি না কুলায় তা হলে সে টাকা বাড়াবার কোন উপায় Actতে নেই সেটা নয়, সে টাকা বাড়ানো যেতে পারে এবং যারা প্রকৃত sufferer তাদের যতটুকু সম্ভব এবং যতটুকু প্রয়োজন aid দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং টাকার provision কম রাখা হয়েছে এজন্য ভয় পাবার কোন কারণ নেই, genuine case হলে তারা সাহায্য পাবেই। অসুবিধা হবে তাদের যারা মামলাবাজ, সুতরাং court fee বা stamp duty কমাবার কোন প্রশ্ন আসে না, এই বলে cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker : - I would cal. Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Is am :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যেখানের যে আইনটা আনলে পরে আমাদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝাটা বাড়ানো যায় ঠিক সেখান থেকে সেটা টুকিয়ে এনে এখানে চাপিয়ে দেবে। Assam Stamp Act এখানে আনলে পড়ে বেশী টাকা আদায় করা যাবে, কাজেই সেটা এনে এখানে চালু করে দিলেন। এর ফলে লাভ লোকসান কি হবে, না হবে তার হিসাবনিকাশ করে দেখার কোন প্রয়োজন মনে করে না। একথা বলার কোন অর্থ নেই যে যারা মামলাবাজ, এ দ্বারা তাদের আটকানো যাবে। মানুষ অনেক কাজে আসে, কেবল মামলা করতেই আসে না, আমি আমার জমি বিক্রী করব, সেখানে আমার অনেক stampএর দরকার, সেখানে যারা সাধারণ লোক, যারা গরীব তাদের যদি জমি বিক্রী করতে হয় সেখানেও stamp লাগে। বিভিন্ন জায়গায় stampএর দরকার হয়। যার ফলে নানা অসুবিধায় আমরা পড়ে যাই। কাজেই এই আইন এখানে চালু করার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না। আর এই যে Registrationএর কথা এখানে আছে, আমরা জানি এখানে D. M.কে Registrar করা হয়েছে, দুজন A. D. Mকে Reg strar করা হয়েছে। তারপরও যে সমস্ত Registration Petition appeal Sub-Registerএর office থেকে উপরে যায় সেগুলি দীর্ঘকাল ১ বৎসর - ২ বৎসর যাবৎ পড়ে থাকে, এবং এখন যদি খোঁজ করেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে সহস্রাধিক petition পড়ে আছে এটা শুধু negligence. যেখানে D. M. Registrar, ২ জন A. D. M. Registrar, সেখানে সহস্রাধিক petition বৎসরের পর বৎসর পড়ে থাকার কোন অর্থ থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে আমি আগেও

Minister concernএর attention draw করেছিলাম কিন্তু তারপরও আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার দেখতে পাই না। কাজেই এই দিকে আমি Houseএর এবং concern Ministerএর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :– I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা যে cut motion এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার সামান্য বক্তব্য রাখতে চাই। আজকে দৈনন্দিন জীবনে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের খরচের দিকটা ক্রমশঃ বাড়ছে কিন্তু আয়ের দিকটা দিনের পর দিন কমছে এবং এখানকার যে productive source সেটাও দিনের পর দিন কমছে, এই হল অবস্থা। তার উপর যদি আমরা stamp বা registration fee জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেই তাহলে বোঝা আরো বাড়বে। তাদের আয়ের ব্যবস্থা আমরা কিছু করিনা, অথচ খরচের বোঝা চাপাইয়া দিতেছি, এই হল অবস্থা। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কথাটা মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা এখানে উল্লেখ করেছেন—তিনি প্রায় সময়ই আবোল-তাবোল বলে থাকেন। Chief Ministerএর মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ৯ লক্ষ রিফিউজীর stamp fee free বা registration fee free বা Tribalদের লাগেনা এই সমস্ত কথা তিনি বলে থাকেন—তা মানুষে শুনলেই বা কি বলে তা নিজে একটু চিন্তা করে দেখুন। এই রকম অসংলগ্নভাবে Chief Minister কথাবার্ত্তা বলবেন—একথা বলে থাকেন যে Tribalএর জন্য আমরা ৫০০৲ টাকা রেখেছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি গরীব উপজাতিরা বিভিন্ন মামলার মধ্যে আজকে জড়িয়ে আছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন; এমন হাজার হাজার case আছে কিন্তু বাস্তব ঘটনা যদি দেখি সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত তাহলে কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তা আমরা দেখতে পারতাম। আমরা প্রশ্ন করে জানলাম গত বৎসরে মাত্র ৫০৲ দেওয়া হয়েছে—এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারেও উনারা আমাদের চেয়ে ভাল করে জানেন; কতগুলি diffiiculty আছে যার জন্য টাকা সবক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে উঠে না। আজকে যদি কর্ত্তৃপক্ষ বা মন্ত্রী মহোদয়গণ ইচ্ছা করতেন বা জমিজমা বা মামলা ইত্যাদির ব্যাপারে সাহায্য করতেন তাহলে তাদের সুবিধা হত। কিন্তু তা তাঁরা করেননি, শুধু ৫০০৲ টাকা যে রাখা হয়েছে তাই যথেষ্ট। এ পর্য্যন্ত শুধু ৫০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে এটা একটা প্রহসন মাত্র। কাজেই Tribalদের এই সাহায্যের নামে যে প্রহসন চলছে—এই নীতি আর কতদিন চলবে এই সম্পর্কে আমার cut motionএ একটা পরিষ্কার জবাব আমি চেয়েছিলাম. কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবোল-তাবোল বলেই দায়িত্ব খালাস করছেন—প্রকৃতপক্ষে concrete একটা ঘটনার উপর তিনি বক্তব্য রাখবেন এটা আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু তা তিনি করেননি আশা করি Houseএ আমরা যে concrete factগুলি রাখি তার উপর তিনি একটা বক্তব্য রাখবেন—এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker : —I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give a reply. He may speak for 20 minutes.

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, stamp সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের এক সদস্য বলেছেন যে, আমি বলেছি যে stamp act

থেকে তারা মুক্ত, এবং supplementary বাজেটে রয়েছে। আমি যা বলেছি সেটাকে বিকৃত করা হয়েছে। কারণ এখানে এ নিয়ে আলাপ হয়েছিল, সেটা হল যে মামলায়-মকদ্দমায় রিফিউজি এবং Tribalরা এবং Schedule Casteরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। Stamp Fees প্রভৃতি তাদের দিতে লাগে। আমি বলেছি এই যে যারা গরীব, যারা Tribal, যারা Schedule Caste তারা সরকার থেকে টাকা পান legal aid এর জন্য এবং সেটা তাদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে। যারা মামলাবাজ তাদের পক্ষে এই stamp dutyটা শাল স্বরূপ হয়েছে, এইজন্য যারা মামলাবাজ তাদের কিছুটা ভয়-ভীতি আছে। মাননীয় সদস্য আবার একথাও বলেছেন যে জমি বিক্রি করতে নাকি,—যারা জমি বিক্রী করে তার stamp fee দিতে হয়। তাদের একটা নিজস্ব বিচারালয় ছিল, তাদের একটা court ছিল, সে courtএ তারা তা করতেন জোর করে মানুষ থেকে stamp fee আদায় করা হত। অর্থাৎ যার জমি ছিল সেই জমি দিতে হবে অতএব জোর করে তার থেকে তারা stamp আদায় করে নিতেন। অতএব সেইজন্য বোধ হয় এই জায়গাতে এই কথাটা বলা হয়েছে (Interruption)। অতএব যারা বিক্রি করেন তাদের দিতে হত কারণ তাদের courtএ হত এবং সেই ভাবে তারা আদায় করেছেন। তাদের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। তারপরে বলা হয়েছে এই যে এখানে আমরা আইনটি এনেছি আসাম থেকে। আসামে যদি কোন ভাল আইন থাকে তাহলে আমরা আনতে পারব না তবে কি সেটা মস্কো পিকিং থেকে আনা হবে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা ঐদিকে দৃষ্টি রেখে এই কথা বলেছেন। কারণ এটা জানা কথা যে এই আইন ত্রিপুরাতে extend করা হয়েছে। permissible by law সেই অনুসারে সেটাকে আনা হয়েছে। অতএব তারা কি সেটা আনলে পরে খুশি হতেন তা আমি জানি না, অতএব সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই দৃষ্টিতে এই বাক্যটি বলেছেন। কারণ আমাদের nearest state থেকে আনতে পারি। অন্য যে কোন জায়গায় ভাল act হলে পরে সেটাকে আনব, তা প্রবর্ত্তন করব, তাতে কি দোষের আছে আমি তা বুঝলাম না। তারপরে বলা হয়েছে যে টাকা অত্যন্ত নগন্য রাখা হয়েছে। মোট ৬০০ টাকা আর ৩০০ টাকা রাখা হয়েছে। গতবার ৫০ টাকা দেওয়া হয়েছিল legal aid সম্পর্কে। তা মাননীয় সদস্যরা বাজেটের সময়ে, বক্তৃতার সময়েও তারা জেনেছিলেন এবং Tribalও ছিল Scheduled casteও ছিল এবং সেই গরীবও ছিল। তাদের পক্ষ হয়ে সেই legal aid এর জন্য কোন জায়গাতে, কোথায় ওনারা দরখাস্ত করেছেন তা আমি জানি না। অতএব কোন দিক দিয়েই করা হয়নি। তখন যদি টাকা না দেওয়া হত তা হলে বলতাম সত্যি আমরা দিতে পারিনি। কিন্তু আমি আবার মাননীয় সদস্য বৃন্দকে অনুরোধ করব যদি Tribal, Scheduled caste, গরীবের উপকার করতে চান তা হলে অনুগ্রহ করে তারা যে যে মমলাতে পড়েন তাদিগকে যদি সেই শলাপরামর্শ দেন তা হলে তারা উপকৃত হবেন। এ জায়গাতে এ কথা না বলে তাদিগকে যদি সেইদিকে concious আমরা করে দেই তা হলে সেই উপকারটা তারা পাবেন। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তারা যেন সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেই কাজটি করেন, তাহলে পরে আমার মনে হয় গরীব যারা আছেন, তাদের সাহায্যের জন্য যে টাকা আমরা রেখেছি সেটা স্বার্থক হবে, এবং রূপায়িত হবে, আমরা টাকা দিতে কোন দিক দিয়ে কার্পণ্য করব না।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I would now put the Demand for grant to vote. First I would put to vote the cut motion tabled by Sri Bir Chandra Deb Barma. The question is that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on failure to reduce stamp duties and court fees.

Mr. Speaker : —(The cut motion was then put to vote and lost).

I would now put the main motion to vote. Now question is that a sum not exceeding Rs. 20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1965]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 6-Stamps.

(The motion was put and carried)

I now put the Demand for Grant No. 7-Registration Fee. The question is that a sum not exceeding Rs 1,19,700/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 7-Registration Fees.

(The motion was put and carried)

Mr. Speaker :—Then I pass on to next item Demand No 8-Parliament, State and Union Territory Legislature. The Hon'ble Sachindralal Singh to move that a sum not exceeding Rs 3,40,400/- exclusive of charged expenditure of Rs 20,800/- [inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 8-Parliament State and Union Territory Legislature.

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 3 40,400/- exclusive of charged expenditure of Rs. 20,800/- [inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1965 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 8-Paliament, State and Union Territory Legislature.

Mr Speaker : – Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগেও অনেকবার বলেছি যে memberদের যে বেতন বাড়ানো হয়েছে তাতে আমাদের নীতিগত সমর্থন নেই, কারণ আমরা আমাদের অনেক কর্মচারীর বেতন বাড়াতে পারিনি। আমি West Bengal Assembly ও আমাদের Assembly Staff position ও কাজের volumeএর একটু তুলনা করতে চাই। West Bengal Assemblyতে meeting পাঁচ ঘন্টা হয়, আমরাও পাঁচ ঘন্টা meeting করি। যদিও West Bengalএ সদস্য সংখ্যা বেশী কিন্তু total working period এক। এক্ষেত্রে আমাদের কর্মচারীর সংখ্যা West Bengal অপেক্ষা অনেক কম। অনেকগুলি important postএ কোন appointment আমরা দিতে পারিনি, যেমন chief reporter, reporter etc ; এর ফলে নিশ্চয়ই আমাদের কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে। Proceeding রাখতে পারিনা, ঘন্টার পর ঘন্টা Tape Record বাজিয়ে proceeding তোলা হয়। সুতরাং এখানে বসে Stenographerরা যে record করেন, তাদের আবার Tape Recordএ বসে মিলাতে হয়। সুতরাং এখানে Stenographerরা কোন বিশেষ উপকারে আসছেন না, এটা একটা double খাটনি। এর উপশম হবে তখনি যখন আমরা Reporter appoint করতে পারব। এই ব্যাপারে আমাদের কর্তৃপক্ষ কি করেছেন জানিনা, কিন্তু এটুকু বুঝি যে যদি Reporter appointed না হয় তবে কাজকর্মের ক্ষতি হবে। কাজেই এদিকে আমি Houseএর দৃষ্টি খুব seriously আনতে চাই।

দ্বিতীয় বক্তব্য হল : আমাদের এখানে কোন ভাল Library নেই। সুতরাং আমরা প্রয়োজন হলেও কোন বই-এর সাহায্য পাইনা। Libraryও নেই, সুতরাং Librarianও নেই। কাজেই আমরা যাতে একটা Library সুরু করতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকার।

আমাদের Assembly Proceeding ছাপতে দেওয়া হয় Govt. Pressএ। কিন্তু সেখানে ভীড় হওয়ায় তারা ছাপতে পারেন না এবং এই কারণে সেগুলি বিলি করেন Private Pressএর ভিতর। যদিও proceeding ছাপান হয়েছে বাইরের Press থেকে কিন্তু proceedingএর উপর লেখা হয় Govt. Press. Proceedingএ নানাপ্রকার ভুলভ্রান্তি থাকে, আমি সেদিকে যেতে চাইনা, কিন্তু এটুকু বলতে চাই যে আমাদের নিজস্ব একটা Press থাকা দরকার। Assemblyর কাজ দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে যদি আমাদের কোন Press না থাকে তাহলে আমরা অসুবিধায় পড়ব এবং ফলে আইনের যে বিধি আছে সেই অনুসারে proceeding ছাপতে পারব না। এর ফলে কি হবে? ফলে হবে আমরা হয়ত সমালোচনা করতে পারব, কিন্তু আসলে কাজ আমাদের অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কাজেই যেহেতু আমাদের Govt. Pressএর কোন routine মাফিক কাজের বাইরে কাজ করবার ক্ষমতা নেই, সেহেতু আমাদের Assemblyর একটা নিজস্ব Press দরকার এবং এই কথা আমি Houseএর সামনে রাখব।

Members Hostel আমার একটা আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন Assemblyতে এ ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখানে আমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এরূপ Hostel Bihar, Orissa Bombay, Manipur প্রভৃতি স্থানে আছে। আমাদের Leader এ সম্পর্কে correspondence করেছিলেন। কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কাজেই এদিকে আমি Houseএর দৃষ্টি আনতে চাই যাতে

Memberদের জন্য একটা Hostelএর ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে মফঃস্বল থেকে যে Memberরা আসেন, তাঁরা অনেকে Hostelএ থাকেন। কিন্তু এটা অসুবিধাজনক এবং তার পরিবেশও বিশেষ ভাল নয়। কাজেই আমাদের একটা Members Hostel বা quarter করার বিশেষ দরকার।

Election Deptt. সম্পর্কে আমি বলব যে, আমাদের যে voter list, সেগুলি cyclostyle করা হয়। ফলে অনেক সময় ছাপা উঠে না বা অনেক সময় অস্পষ্ট উঠে। কাজেই আমি মনে করি এই systemকে বাতিল করে আমাদের এই voter list ছাপান দরকার।

কাজেই এইসব দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে এগুলি দ্রুত সংশোধিত হয়।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Minister Shri Sukhamay Sen Gupta.

Sri Sukhamoy Sengupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No 8 এর সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যে সমস্ত কথা বলেছেন তা হয়ত একটি বিরাট state এর পক্ষে, যার সুষ্ঠ অর্থনীতি ও সঙ্গতি আছে সে ক্ষেত্রে তার কিছু মূল্য আছে। কিন্তু ত্রিপুরার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের বাস্তব অবস্থার বিবেচনায়, যদিও তার বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য তথাপি আমরা তা কার্য্যকরী করতে পারি না। আমাদের যা আয়, সেই আয়ের মধ্যে থেকেই আমাদের দেখতে হয় কোন্ কাজটা জরুরী। আমাদের একটা Govt Press আছে এবং যে ভাবেই হোক Assemblyর কাজও হচ্ছে। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের Press খোলার সম্ভাবনা কতটুকু? একথা অস্বীকার করি না যে Press খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই এবং হয়ত একদিন Press আমরা খুলব।

লাইব্রেরী সম্পর্কে বলেছেন, একথা আমরাও স্বীকার করি যে Assemblyর লাইব্রেরীর দরকার, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা ভুললেও চলবে না। আমাদের যে লাইব্রেরী আছে সেখানে প্রায় ১৪০০ বই আছে। মন্ত্রী এবং সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির সম্পর্কে আগেও অনেকবার বলা হয়েছে এবং আমরাও অনেকবার তার উত্তর দিয়েছি। সুতরাং একই কথা পুনঃ আবৃত্তি করতে ভাল লাগে না। শুধু এইটুক বলতে চাই ওদের কথাও কাজের সঙ্গে কোন মিল আমি খুজে পাই না—। একদিকে বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতা করছেন অন্যদিকে বাঁ হাতে টাকা গুণে নিচ্ছেন।

Library ভাল হউক এ আমরাও চাই, কিন্তু সব কিছু আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে Librarian সম্পর্কে বলব যে ১৩/১৪ শত বই'র জন্য আলাদা কোন Librarian এর প্রয়োজন নাও হতে পারে। আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট করেছেন। সেটা একটা Risky বাজেট, Risky বলছি এই কারণে যে আয় আমাদের ৭৭ লক্ষ টাকা আর ব্যায় হবে ১৫ কোটী টাকা। একথা কেও অস্বীকার করতে পারবেন না যে এইত একটা Inflation এর tendency দেখা দিতে পারে। তা সত্বেও কোন প্রকার tax না চাপিয়ে, আয়ের পথ না বাড়ীয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট করেছেন, যে জন্য তিনি অভিনন্দনের যোগ্য। আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা শুধু চান খরচ বাড়াও কিন্তু আয় যে কোথা থেকে হবে অর্থ যে কোথা থেকে আসবে, সেদিকে তাঁরা কোন কথাই বলেন নি। সুতরাং আমি তাদের যুক্তি সমর্থন করতে পারি না।

এই বলে আমি এই Demandকে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Chief Minister to give final reply.

Sri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য কতগুলি suggestion দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে Library করা, Memberদের জন্য quarter করা ও Reporter appointment করা। Library যে একেবারে নেই একথা বলা যায় না, যতটুকু সম্ভব একটা cellএর মত করা হয়েছে এবং সেখানে প্রায় ১৪০০ বইও আছে। আমরাও বুঝি Libraryর extention দরকার, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির কথাও ভুললে চলবে না। তারপর বলা হয়েছে quarter সম্পর্কে। এ সম্পর্কে আমি বলব যে, আমরা একটা bu.lding purchase করার ব্যবস্থা করছি। যদি Palaceটা purchase আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা Members' Hostelএর সমস্যা সমাধান করতে পারব বলে আশা করি। Reporterও আমাদের প্রয়োজন একথা আমি জানি এবং এ বিষয়ে আমরা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট একথাও ঠিক নয়। প্রথমতঃ Reporter পাওয়া মুস্কিল, দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারের মঞ্জুরী পাওয়াও দরকার। এককথায় আমি বলব যে আমাদের Libraryর দরকার, Members' quarter দরকার, Reporterও দরকার। কিন্তু সবকিছুর আগে আমাদের আর্থিক দিক একবার ভেবে দেখতে হবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে আমি বলব : উনাদের ধারণা হচ্ছে আমরা যা বলি তা করিনা, যা করি তা বলিনা। বেতন তারা ঠিকমত গুণে গুণে নিচ্ছেন অথচ লোক দেখানো কথাও এই Houseএর সামনে বলা হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ এখন আর অত সুপ্ত বা সুপ্ত অবস্থায় নেই তারাও সব বুঝতে পারে।

আমরাও চাই যে আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য আরও খরচ করি কিন্তু সেই সাথে আমাদের আর্থিক বিষয়টাও চিন্তা করতে হয়। যদি বিরোধী পক্ষ আয় বাড়ানোর কোন উপায় বলতে পারতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম, কিন্তু তা তাঁরা পারেননি। তাঁরা যে সমস্ত কথা বলেন সবকিছু লোক দেখানো, এর মধ্যে constructive কিছুই থাকে না।

এই বলে আমি আমার demandকে support করে এটাকে Houseএর সামনে রাখছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I shall now put the motion to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 3,40,400/- exclusive of charged expenditure of Rs.-20,800/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1965], be grented to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 8-Parliament, State and Union Territory Legislature.

The motion was passed.

The House stands adjourned till 11 A.M. to-morrow the 31t March, 1965.

APPENDIX A

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 202 BY SHRI BULU KUKI.

Question	Reply
(a) A division-wise break up of the number of shops, commercial establishments and public entertainments ;	(a) A statement in this respect is attached (vide Appendix 'A'),
(b) number of employees working in these institutions in each division ;	(b) A statement in this respect is attached (vide Appendix 'B').
(c) whether minimum wages have been fixed for these employees ;	(c) No.
(d) if not, the reasons therefor ?	(d) The employments are not mentioned in the schedules of the Act.

APPENDIX 'A'

Name of Sub-Division	No. of Shops	No. of Commercial Establishments	No. of Public Entertainments
1	2	3	4
1. Sadar	1815	36	337
2. Kailashar	382	15	69
3 Dharmanagar	210	51	81
4. Udaipur	215	6	7
5. Belonia	351	4	122
6. Sabroom	132	—	61
7. Khowai	504	12	168
8. Amarpur	155	—	12
9. Kamalpur	90	—	89
10. Sonamura	267	—	187
Total :—	4121	124	1133

APPENDIX 'B'

	Name of Sub-Division	No. of employees in shops	No of employees in Commercial Establishments	No. of employees in Public Entertainments
	1	2	3	4
1.	Sadar	1806	335	615
2.	Kailashahar	220	88	150
3.	Dharmanagar	156	137	119
4.	Udaipur	262	29	35
5.	Belonia	383	8	221
6	Sabroom	56	—	36
7.	Khowai	482	28	195
8.	Amarpur	128	—	27
9.	Kamalpur	215	—	159
10.	Sonamura	495	—	384
	Total :—	4203	625	1941

UNSTARRED QUESTION NO 267-BY SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY, M.L.A.

Question	Reply
1. Whether Tea Garden Labour of Tripura T.E have got their Bonus for 1963 and 1964 ;	1. No agreement for payment of bonus for 1963 and 1964 has yet been made.
2. if not, the gardens who failed to make payment of bonus ;	2. Does not arise.
3. steps taken by the Govt. to make the T. Es. pay bonus to their staff ?	3. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO 290 BY SHRI RAMCHARAN DEB BARMA

(a) Total money budgetted in 1960-65 for Urban Water Supply Schemes ;	Rs. 50,807 Lakhas.
(b) Names of the Schemes for which the money was budgetted ;	(i) Agartala Water Supply Scheme. (ii) Urban Water Supply Scheme for Supplying pure drinking water in outlying Sub Divisional Towns.
(c) Total money spent for these schemes during the period.	Rs. 41,824 lakhas (upto Feb. 1965).

UNSTARRED QUESTION NO. 160 BY SHRI ATIQUL ISLAM.

Question :—	Reply :—
Will the Hon'able Miniter In-charge of the labour Department be pleased to state :—	
1. Names of the factories in Tripura as defined by the Factories Act wherein more than two hundred and fifty workers are ordinarily employed ;	1. Nil
2. Names of the factories in Tripura as defined by the factories Act where in more than five hundred workers are ordinarily employed :	2. Nil
3. Whether the employees of those factories as mentioned in ques tion 1 and 2 get the benefit in accordance with the factories Act.	3. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 195 BY THE SHRI BULU KUKI

a) Total number displaced persons migrated from East Pakistan	
i) with migration certificates and	i) With migration certificate 355
ii) Without migration certificates during last 2 years.	ii) Without migration certificate 1,26,026
b) Total amount of money spent for each category of these D. Ps, during the period ?	Total amount spent as grant in 1963 Rs. 3,55,000.00 in 1964 Rs. 15,30.961.52 P.

STATEMENT GIVING THE INFORMATION FOR ANSWERING THE UNSTARRED QUESTION NO. 284 BY SHRI RAMCHARAN DEB BARMA.

(a) Names of the Primary Health Centres, Dispensaries and Hospitals where there are shortage of Medical Officers ?	Statement showing the names of Hospitals, Primary Health Centres, and Dispensaries where there is shortage of Medical Officers is enclosed,
(b) Steps taken to post Medical Officers there ?	Every effort is being made to post Medical Officers by local appointment as also through the Union Public Service Commission and Ministry of Health. 30 Medical Officers have recently been selected by the Ministry of Health and posted to Tripura, but none of them has yet joined.

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF HOSPITALS, PRIMARY HEALTH CENTRES AND DISPENSARIES WHERE THERE ARE SHORTAGE OF MEDICAL OFFICERS.

Hospitals.	Primary Health Centres.	Dispensaries.
1. Dharmanagar	1. Takarjala,	1. Jirania.
2, Kailashahar	2. Kadamtala,	2. Simnachera.
3. Kamalpur	3. Panisagar.	3. Jompoijala.
4. Khowai.	4. Pecharthal,	4, Gandabasti.
5. Amarpur.	5. Manu (North)	5, Baluchera.
6. Sabroom.	6. Kulai.	6. Kulaihowar.
7. Belonia.	7. Fatikroy.	7. Chowmanu.
8. Udaipur.	8. Kanchanpur.	8. Raima.
9. Melegarh.	9. Omphi.	9. Ghorakapa.
	10. Kakraban.	10. Srinagar.
	11. Manu Bazar.	11, Barpathari.
	12, Santir Bazar,	12, Tepania,

STATEMINT GIVING THE INFORMATION FOR ANSWERING THE UNSTARRED QUESTION NO. 196 BY SHRI BULU KUKI.

(a) Number of T. B. patients treated in different hospitals and dispensaries of Tripura during 1960-61, 1961-62, 1962 63, 1963-64 and 1964-65.	Statement showing the number of T. B. patients treated (calender year basis) is enclosed.
(b) number of tribals among them ;	
(c) What financial assistance is given to T. B. patients for purchase of diet and medicines ;	Financial assistance is given to bona-fide refugee and tribal T. B. patients only at the rate of Rs. 20/- per month per patient himself. Besides, all patients irrespective of caste who attend Chest Clinic. V.M. Hospital are getting free Anti-T. B. drugs for entire period of treatment.
(d) What provision is there for their treatment in sanitorium outside Tripura ?	The Government have reserved 5 beds in K. S. Roy T. B. Hospital, Jadavpur, Calcutta for specialised treatment of refugee T. B. patients.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF T. B. PATIENTS TREATED IN T. B. WARD/CHEST CLINIC, V. M. HOSPITAL, AGARTATA.

Year	T. B. Ward/Chest Clinic V. M. Hospital, Agartala. Total number of T. B. patients treated.	No. of tribals amongst them in Col. 2.
1960	401	25
1961	343	32
1962	833	38
1963	476	43
1964	676	44
1965 (upto 28.2.65)	95	10

STARRED QUESTION NO. 64 BY SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY.

QUESTION	ANSWER
(a) Name of Gaon Panchayats given special financial assistance of grant-cun-loan for undertaking remunerative projects.	JIRANIA BLOCK 1. Purba Barjala Gaon panchayat 2. Purba Debendranagar Gaon Panchayat (for 2 separate units) 3. Bankimnagar Gaon Panchayat 4. Ramchandranagar Gaon Panchayat 5. Champamura Gaon Panchayat 6 Mandainagar Gaon panchayat 7. Purba Noagaon Gaon Panchayat. DHARMANAGAR (PANISAGAR) BLOCK. 8. Uptakhali Gaon Panchayats (for 2 separate Units) 9. Bagbasa Gaon Panchayat 10. Sanicherra Gaon Panchayat
(b) Names of Remunerative Schemes undertaken by each of them	Pisciculture.
(c) Amount of assistance given for each of those Schemes	An amount of the order of Rs. 24,825/- as grant and Rs. 825/- as loan was sanctioned to 10 Gaon Panchayats for undertaking remunerative projects, viz. pisciculture.
(d) Whether there are more applications for such assistance	Not received uptill now.
(e) If so, steps taken for granting such assistance ?	Does not arise.

Sl. No.	Name of Gaon Panchayats	Name of Block	Financial asistance given		Total
			Grant	Loan	
1	2	3	4	5	6
1)	Purba Barjala	Jirania	1,125/-	1,125/-	2 250/-
2)	Purba Devendranagar (for 2 separate units)	—do—	2,250/-	—	2,250/-
3)	Bankimnagar	—do—	750/-	—	750/-
4)	Ramchandranagar	—do—	800/-	—	800/-
5)	Champamura	—do—	1,500/.	—	1,500/-
6)	Mandainagar	—do—	1,500/-	—	1,500/-
7)	Purba Noagaon	—do—	4,250/-	4,250/-	8,500/-
8)	Uptakhali (for 2 seperate units)	Panisagar	7,700/-	7,700/-	15,400/-
9)	Bagbasa	—do—	1,750/-	1,750-	3,500/-
10)	Sanicherra	—do—	3,500/-	3,500/-	7,000/-
			24,825/	18,325/-	43,150/-

STARRED QUESTION NO. 171 BY SRI AGHORE DEB BARMA.

Question	Reply.
(a) Names of tea gardens employing more than 50 women labourers ;	List of tea gardens is enclosed.
(b) whether there are creches in each of these tea gardens	No.
(c) whether the children of these women labourers are supplied milk, dress, soap, oil etc. in accordance with the plantations labour rules ;	No.
(d) names of the gardens where canteens have been opened ;	Nil.
(e) whether other provisions of the plantations rules are being implemented.	All the provisions of the Tripura Plantations Labour Rules, 1954 except Rules 13 to 2o and 30 to 43 are being gradually implemented.

Names of tea gardens employing more than 50 women labourers.

[1] Harishnagar Tea Estate
[2] Mekhlipara Tea Estate.
[3] Harendranagar Tea Estate.
[4] Benodini Tea Estate
[5] Luxmilonga Tea Estate.
[6] Fatikcherra Tea Estate
[7] Kalacherra Tea Estate.
[8] MantalaTea Estate,
[9] Meghlibandh Tea Estate.
[10] Ramdurlavpur Tea Estate.
[11] Mahabir Tea Estate.
[12] Khowai Tea Estate.
[13] Hiracherra Tea Estate.
[14] Golakpur Tea Estate,
[15] Halaicherra Tea Estate.
[16] Kalisashan Tea Estate.
[17] Rangrung Tea Estate.
[18] Manuvalley Tea Estate.
[19] Murticherra Tea Estate.
[20] Huplongcherra Tea Estate.
[21] Dharmanagar Tea Estate.
[22] Maheshpur Tea Estate.
[23] Pearacherra Tea Estate.
[24] Ranibari Tea Estate.
[25] Madhusudan Tea Estate.

UNSTARRED QUESTION NO. 204

Will the Hon'ble Minister in charge of the Jail Department be pleased to state :—

(a) Total amount of sale proceeds from the different jails products of Tripura during 1960-65 ;

(b) a jail-wise and item wise break up of that figure ;

(c) total amount of wages paid to the prisoners during the period for production of these commodities ;

(d) the rate at which such wages are paid ?

REPLY.

(a) Rs. 1,28,851.38 p.

(b) ( ) Sale P oceeds :—

Central Jail, Agartala

Vegetables	...	Rs.	15,761.97p	(including Rs. 11,782 52p for prison consumption).
Mustard Oil	...	Rs.	15,959.77p	
Mustard Cake	...	Rs.	5,563.55p	(including Rs, 5,459.13p for consumption of Jail cattle).

Egg ...	Rs.	1,518.49p	(including Rs. 323 61p for prison consumption).
Cane & Bamboo products	Rs.	29,620.62p	(including Rs. 392/ for departmental use).
Handloom products ...	Rs.	3,672.60p	(including Rs. 722.50p for jail use).
Broken rice & paddy husk	Rs.	168·48p	
Poultry birds & meat ...	Rs.	699.80p	(including Rs 85/- for prison consumption).
Honey ...	Rs.	22.79p	
Jute & Jute sticks	Rs.	1,064 24p	(including Rs. 846.57p for jail use).
Fish ...	Rs	1,378·30p	(including Rs. 699.49p for prison consumption).
Seedlings ...	Rs.	4,619.97p	(including Rs. 2 000/- for plantation in jail garden).
Basketry-repairing etc.	Rs.	578.11p	
Unserviceable articles—			
Sold in auction ...	Rs.	3,679.82p	
Pottery ...	Rs.	15.70p	
Fruits ...	Rs.	457.86p	
Book binding ...	Rs.	2,316.88p	(including Rs. 666.50p for binding of jail registers).
	Rs.	17,098.95p	

(ii) Exclusively used for jail consumption :—

Milk ...	Rs.	5,493.02p
Paddy ...	Rs,	5,493.66p
Paddy straw ...	Rs.	1,610.19p
Fire-wood ...	Rs.	895.78p
Onion ...	Rs.	37.68p
Potato ...	Rs.	185.97p
Wheat grinding ...	Rs.	520.54p
Carpentry works ...	Rs.	1,156.00p
P. W. D. works ...	Rs.	5,394.52p
Barbar's service ...	Rs.	4,310 00p
Total	Rs.	25,097.36p

(iii) Other earnings :—

Service of Pumping set	...	Rs.	310·00
Prison labour utilised in Ambar Charkha scheme	...	Rs	3,268·57p
Prison labour utilised in P. W. D. works outside jail.	...	Rs	5,146·02p
		Rs.	8,724·59p

Dharmanagar Sub-jail.

Vegetables	...	Rs.	180 78p

Kailasahar sub-jail

Vegetables	...	Rs.	1,292.18p
Cane & Bamboo produces	...	Rs,	16.50p
Fish	...	Rs.	10.15p
Seedlings	...	Rs.	30 75p
Fruits	...	Rs.	72 10p
Paddy	...	Rs	2,954 00p
		Rs.	4,375.68p

Kamalpur sub-jail	Vegetables	Rs.	292.29p
Khowai sub jail	do	Rs	167.91p
Sonamura sub-jail	do	Rs.	199 96p
Udaipur sub-jail	do	Rs.	598.43p (including Rs. 575/ for prison consumption)
Belonia sub jail	do	Rs.	1,907.72p (including Rs. 1,753 50p for prison consumption
Sabroom sub jail	do	Rs.	207.71p
Amarpur sub.jail	nil		nil

(c) Rs. 10,662.72p

(d) Hard labour 0.37p, medium labour 0.31p and light labour 0.25 per labour per day.

Sd/ N· G. Kar Bhowmik,
Inspector General of Prisons, Tripura.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March 31, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Wednesday, the 31st March, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty three Members.

Mr. Speaker :— In the list of business I take up first Starred Questions. I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury : — Question No. 26.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir. Starred Question No. 26.

Question	Answer
a) Whether any survey has been made regarding causes of repeated floods in Tripura ;	a) Yes, Surveys have been conducted in different parts of Tripura affected with flood.
b) If so, what are the flood protection measures suggested.	b) The following flood protection Schemes have been suggested for implementation.

1. Agartala Town protection.
   a) Raising & Widening of Howrah & Katakhal embankment.
   b) Closing of gap at terminal point at Joynagar.
   c) Providing Sall Balli-cum-bamboo spurs on Katakhal & Howrah embankment.

2. Belonia town protection.
3. Erosion control of Dhalai river near Mohanpur Rupsa & Malaya.
4. Khowai town protection.
5. Protection of Kailashahar town from flood.
6. Raising & strengthening of Durgapur & Sonamura embankment.
7. Protection of Sabroom town from erosion of river Feni.
8. Erosion control of Udaipur.
9. Constn. of 26 Nos. Nose headed spurs on river Feni at Baishnabpur & Jaikumar para.
10. Providing 5 Nos. spurs for protection of Khowai embankment.
11. Erosion of control work at Kakraban.
12. Constn. of an earthen bund nea Anandapur, Belonia.
13. Protection of Kamalpur town
14. Manu river control at Kailashahar
15. Gumti erosion control at Sonamura.
16. Muhuri erosion control at Belonia
17. Flood protection work at Amarpur
18. Erosion control of river Khowai at Teliamura.
19. Erosion control of river Manu at Chailengta

c) Steps taken to adopt those measures ?

c) The above mentioned schemes have been included in the programme during Third Five Year Plan for Flood protection.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি ফেনী নদীর-জলের প্লাবনের ফলে ডলুবাড়ীতে যেসব জায়গা ভেংগে যাচ্ছে তার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা রক্ষা করার ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'প্রটেকশন অব সাব্রুম টাউন ফ্রম ইরোশান অব রিভার ফেনী' সে একটা স্কীম আমাদের আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— ডলুবাড়ীর কথা বলছি। ডলুবাড়ীর।

শ্রী বি, দাস :— সমস্ত সাব্রুমের কথাই আমরা বলছি। তবু পার্টিকুলারলী ডলুবাড়ীর কথা যেটা উনি বলছেন সেটা একজামিনেশন করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— গোবিন্দমাঠে যে প্রতি বৎসর ফ্লাড হচ্ছে তার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা প্রটেকশান দেওয়ার ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এও আণ্ডার একজামিনেশন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— শুকনাছড়ি ইন সাক্রম যে প্রতি বৎসর বন্যা হচ্ছে তার প্রটেকশানের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এও আণ্ডার একজামিনেশন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা করতে, যেগুলি আমি বললাম, কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফ্লাড প্রটেকশানের স্কীমগুলি আমরা নিয়েছি এবং সেগুলির কথা আমি বলেছি আণ্ডার একজামিনেশন। একজামিনেশন হয়ে যাওয়ার পরে সেই কোয়েশ্চানটা নির্ভর করছে - কতদিন লাগবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, ভাটি বিশালগড়ে প্রত্যেক বছর ফ্লাডে বহু ফসল নষ্ট হয়, সেই ফসল রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফ্লাড প্রটেকশানের জন্যই এই স্কীমগুলি আমরা নিয়েছি এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা স্কীমগুলি নিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— ভাটি বিশালগড়ের সম্বন্ধে স্পেসিফিকেলী কোন স্কীম নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— স্পেসিফিক কোন স্কীম সম্বন্ধে এই মূহুর্ত্তেই বলা সম্ভব নয়। তবে এটা আণ্ডার একজামিনেশন এটা আমরা বলতে পারি।

শ্রীলুড়া আংগ মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বিলোনীয়া টাউন ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য স্কীম ধরা হয়েছে, এই স্কীমের কাজ কখন আরম্ভ হবে ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই বলে গিয়েছি যে, 'ফলোয়িং ফ্লাড প্রটেকশান স্কীমস হ্যাভ বীন সাজেসটেড ফর ইমপ্লিমেণ্টেশন'।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে গত অমরপুরের পুনর্নিৰ্ব্বাচনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে একছড়ি নদীকে ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন সেই পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মানীয় সদস্য যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন ইহা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন। তবে নদী নালা যা দরকার তার পরিকল্পনার জন্য এনকোয়ারী করা এবং ষ্টাফ ইত্যাদি রাখা এই সমস্ত কাজ যাতে যথাযথ চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং করা হবে।

শ্রীলুড়া আংগ মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পশ্চিম বগাফাতে যে প্রতি বছর বন্যায় সেখানে জমি নষ্ট হচ্ছে বালু পড়ে এবং ফসল নষ্ট হচ্ছে সেটা প্রটেকশানের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ফ্লাড প্রটেকশনের জন্য আমরা স্কীম নিয়েছি এব সেইভাবেই আমরা কাজ করছি এব যে জায়গাটির কথা বলেছেন সেই সম্বন্ধেও আমাদের পরিকল্পনা আছে এবং শুধু সেটা নয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিশনে ফ্লাড প্রটেকশনের কোন সার্ভে হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—না, আমি স্পেসিফিক বলছি যে ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিশনে কোন সার্ভে হয়েছে কিনা ?

শ্রীদাস : মাননীয় অধ্যক্ষ ম'হাদয়, অ্যাট প্রেজেন্ট আমি এখানে দেখছি না। তবে সেই সম্বন্ধেও পরে আমরা জানাতে পারব।

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলা-আসাম রোডে বিশেষ করে কাশীপুর, লক্ষীপুর যে মৌজাটা আছে হাওড়া নদীর ধারে সে রাস্তা প্রত্যেক বছরেই ডুবে যায় এবং আগরতলা-আসাম রোডে গাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে উক্ত অংশের যে জমিগুলো ফ্লাডে নষ্ট হয় এর কোন প্রটেকশানের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— হাওড়া নদীর বাঁধের জন্য, হাওড়া দীর ফ্লাড প্রটেকশানের মেজারস একটা আছে। অতএব কোন্ কোন্ অঞ্চল কিভাবে সংরক্ষিত হবে ইট ডিপেন্ডস আপন ইমপ্লিমেন্টেশান অব দি ওয়ার্কস।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি লাউগাং, মুহুরীপুর এলাকায় প্রত্যেক বৎসর বন্যায় প্রায় ৫।৭ হাজার দ্রোণ জমি যে ফ্লাডে নষ্ট হয় এটা প্রটেকশন দেওয়ার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা আমি এটা পরিস্কার জানতে চাই ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের ফ্লাড প্রটেকশনের এর জন্য আমরা স্কীম নিয়েছি এবং সেই ভাবেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজে এগুচ্ছি।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল যে লাউগাং মুহুরী নদীর জলে,—প্লাবনে প্রতি বৎসর যে পাঁচ সাত হাজার দ্রোণ জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে সেটার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, সেটা আমি জানতে চাচ্ছি, এটাই হল আমার কথা।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এখানে বলেছি যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য স্কীম নেওয়া হয়েছে, তিনি পার্টিকুলার যে প্রশ্নটার কথা বলেছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরের কথা বলেছেন কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুহুরীনদীর প্রটেকশানের মেজার—'এর সাজেশন এবং ইমপ্লিমেনটেশনের জন্য একটা স্কীম করা হয়েছে এটা আগেই বলা হয়েছে, এখন মুহুরীপুর নদীটা বেলোনিয়ার মধ্যে, অতএব এই নদীকে সংযত এবং সংহত করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলেছে।

Mr. Speaker :— The Hon'ble Member is particularly interested in that area. So he wants to know whether there is a general scheme for that area, Yes, from the answer of the Chief Minister it is clear.

শ্রীসিংহ :— মুহুরীপুর নদী থেকে যেসব অঞ্চল ফ্লাডেড হয়, সেটাকে প্রটেক্ট করার জন্য, ফ্লাড থেকে সে সমস্ত অঞ্চলকে বাঁচাবার জন্য পীরক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে।

শ্রীআজিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, আগরতলা হাওড়া নদীর কাজে

দশমীঘাটের যেখানটায় প্রতি বৎসর বন্যার জলে ২০।৩০ দ্রোণ জমি নষ্ট হচ্ছে, সেই জমিগুলি ফ্লাড থেকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা এখানে নাই কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— হাওড়া নদীতে যে সমস্ত অঞ্চল ফ্লাডেড হয়, সেটাকে প্রটেক্ট করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই প্রটেকশনের ফলে কত একর জমির ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পার্টিকুলারাইজ করে কোন কথা বল্লে পরে, সেটা অ্যানাদার কোয়েশচান। অতএব আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব্ ইট।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলেছে এটা কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে এবং আমরা কখন পর্য্যন্ত আশা করতে পারি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ যখনই শেষ হবে তখনই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— উদয়পুর এ, কাকরাবন এবং উদয়পুর টাউনটি রক্ষার জন্য স্কীম নেওয়া হয়েছে কিন্তু শালগড়া বাগানের তিন ভাগের একাংশ গোমতী নদীর ফ্লাডে প্রায় ধ্বংশ হয়ে গেছে। এই বাগানটা রক্ষা করার জন্য কোন স্কীম আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোমতী নদীতে যে ফ্লাড হয়, তার প্রটেকশানের জন্য সে সমস্ত অঞ্চলকে প্রটেক্টেড করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার কাজ—পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলেছে।

Mr. Speaker :— He wants to know whether Shalgarah area has been included.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে বলা হয়েছে এই যে, যে সমস্ত জায়গা ফ্লাডেড হয়, সে সমস্ত অঞ্চলকে ফ্লাড থেকে রক্ষা করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজগুলি কবে থেকে সুরু করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এটা অনেক দিন থেকে, কারণ যতদিন থেকে যে সমস্ত অঞ্চল রিপিটেড ফ্লাডেড হচ্ছে সে সমস্ত অঞ্চল—জনসাধারণের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, গ্রো মোর্ ফুডকে সাক্সেসফুল করার জন্য সে সমস্ত কাজ ১৯৬৩তে হয়েছে, তার আগেও হয়েছে, তার আগেও ১৯৫৫তে হয়েছে, ১৯৫৬ হয়েছে, ১৯৫৮ হয়েছে। অতএব ঈরোশানের ফ্লাড প্রটেকশানের, সমস্তগুলি মেজার নেওয়া হচ্ছে এবং করা হচ্ছে। ফ্লাড প্রটেকশানের কাজ চলছে এবং চলবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যে স্কীমগুলি করা হয়েছে ফর্ ফ্লাড প্রটেকশান এই স্কীমগুলি কবে করা হয়েছে এবং কবে থেকে এগ্জামিন করার কাজ সুরু করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি আগেই মাননীয় সদস্যকে বলেছি ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ থেকে আরম্ভ করে অদ্য পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এখন পর্য্যন্ত আপনাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজই চলছে, এই ১৯৫৪ সন থেকে আরম্ভ করে এই ১৪ বছর পরেও পরীক্ষা নিরীক্ষাই চলছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন……

Mr. Speaker :— Any more time ? One question swallowed more than 17 minutes There are 15 questions and that should be at the cost of Hon'ble Member putting the questions

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— বুড়িগাঙ নদীর ফ্লাডে কুমারঘট বাজারের অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত, এই বাজারটা রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেই জায়গাতে আগেই তিনটি নদীর কথা বলা হয়েছে, বুড়িমা নদীর কথা বলা হয়েছে এবং বুড়িমা নদী থেকে যে যে অঞ্চল ফ্লাডেড হয়, সে সমস্ত অঞ্চল ফ্লাডের থেকে বাঁচাবার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে এবং চলবে।

শ্রীলুড়া আং মগ :— বেলোনীয়া টাউনটার ফ্লাড প্রটেক্শানের কাজ করবার জন্য কণ্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়েছে কিনা এবং সে কণ্ট্রাক্টারের নাম জানতে চাই ?

শ্রী বি, দাস :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— Then I pass on to the next ; I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— 79.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question Nc. 79.

QUESTION.	ANSWER,
(a) Whether there is a land dispute between the refugees and the tribals at Totabari, Shilaghati, in Udaipur Sub-division.	(a) Yes ;
(b) If so, what efforts have been made by the Government to bring a settlement to that dispute ?	(b) Sub-Divisional Officer arranged meetings of the concerned parties for amicable settlement of the dispute.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ডিস্পুটগুলি কি ন্যাচারের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গাতে শ্যামাশংকর ঘোষ বলে একজন ছিলেন, তার একটা জোত ছিল, সে জোতকে সংশিত করা হয় খাজানার দায়ে। তখন সে সমস্ত জায়গাতে আরও অনেক লোক ছিল বলে জানা যায়। তখন সে জায়গাতে ট্রাইবেল সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয় কিন্তু ট্রাইবেলরা সে জায়গাতে আর যায়নি—১৯৫৫ সালে সেটা। তারপর যখন এই লোকগুলি যারা মুস্লিম ছিল সে জায়গাতে—মাইনরিটি কম্যুনিটির লোক, তারা যখন চলে যায় তখন তারা এই জায়গাগুলি অন্যের কাছে বদলি করে যায়, ট্রাইবেলও কিছু ছিল এবং নন্ট্রাইবেলও কিছু ছিল তাদের কাছে দিয়ে যায়, তার ফলে এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই যে ট্রাইবেল সেটেলমেণ্ট যেটা হয়েছে সেইটা কি ট্রাইবেল সেটেলমেণ্ট না জুমিয়া সেটেলমেণ্ট স্কিম হিসাবে সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— না এটা এইরূপ হয় নি, তারা পিটিশন করেছিল, সেই পিটিশনের মতেই সেই ভাবে তাদেরকে সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই যায়গাতে এক্চুয়েল পজেশন নেয় নি, যায় নি।

Mr. Speaker :-- I would now call on Shri Aghore Dev Barma.

Shri Aghore Dev Barma :— Question No. 168.

Shri B. Das (Dy. Minister) **: –** Hon'ble speaker, Sir, Starred Question No. 168.

Question	Answer
1) Whether the revenue rates of Tea-garden land have been fixed up on the basis of profits of Agriculture ;	1) Yes.
2) Whether the rates of revenue of ter-garden are at per with the rates of revenue of other lands adjacent to tea-gardens ;	2) No.
3) if not, the reasons thereof ;	3) Tilla lands growing tea have been assessed by and large at the highest of the Tilla rates having other consideration like the prevailing rates of tea-lands in West Bengal and Assam and the economic factors obtaining in Tripura.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— Profits of agriculture যে একটা fixed করা হয়েছে, profits of agricnlture on Tea Garden land সেটা কি basis করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh :— Profits of agriculture অন লেণ্ড যেটা Tea Garden সংলগ্ন terrace গুলি সেটা ধার্য্য করা হয়েছে Tea industry র দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেই অনুসারে এই যায়গাতে বেঙ্গল এবং আসামের যে রেইট তা নিয়ে সেই ভাবে এটা ঠিক করা হয়েছে ।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন ছিল profits of agriculture কি এবং কত, profits of agriculture of Tea Garden on the basis of profits of agriculture কত এবং কি ? Profits of agriculture টা কি এবং কত এবং কষ্ট্ অফ প্রডাকশনটা সেটা আমি জানতে চাচ্ছি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন ১২৮ অফ দি প্রফিটস অফ অগ্রিকালচার অন লেণ্ড সাধারণতঃ ধার্য্য করা হয় আর এই ক্ষেত্রে ১৪৮ করা হয়েছে প্রফিটস অফ এগ্রিকালস্যার ।

Shri Bir Chandra Dev Barma :—Actual cost of production, profits of agriculture এ determine করা হয় কি না ? Rules টা এই profits of agriculture will be determined after deducting the cost of production এবং cost of production তারা determine করছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি এটাতে বলেছি যে প্রফিটস অফ এগ্রিকালচার হচ্ছে ১৪৮ টি গার্ডেন এর জন্য এবং পেডি ফেণ্ড এর জন্য করা হয়েছে ১২৮ ।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :— Question No. 205.

Shri B. Das (Dy. Minister) : Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 205.

Question	Reply
a) Whether any representation has been received by the Government for the construction of a bridge at Damcherra bazar, Dharmanagar ;	No.
b) If so, what steps have been taken to have the bridge constructed ;	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে দামছড়া বাজারের যে ব্রিজটা করার কথা বলা হয়েছে এই রকম কোন ব্রিজ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি ধামছড়া বাজারের এই রকম কোন রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়া যায় নি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্রশ্নটা তো বুঝেন না আসলে ।

শ্রী বি, দাস :— ঠিকই বুঝি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : আমি তো রিপ্রেজেনটেশনের কথা বলি নি । মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে গভর্ণমেন্ট এর কোন পরিকল্পনা আছে কি না এখানে ব্রিজ করার জন্য ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রশ্ন বলা হয়েছিল সেই প্রশ্নেরই উত্তর আমি দিয়েছি ।

(ইনটারাফশন)

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— It is a Supplementary question, the Supplementary question is allowed by the Speaker, we want reply to the supplementary question and not the original question.

Mr. Speaker :— Reply to the original question he has given that there has not been received any representation from the local people by the Government. But there is supplementary that whether the Government have any scheme or plan to have bridge there. If the Hon'ble Minister is not in a position to answer it here and now he may say, "I demand notice".

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমে বলা হয়েছে কোন রিপ্রেজেনটেশন পাওয়া গিয়াছে কিনা । তারপর এখন বলা হচ্ছে এখানে কনষ্ট্রাকশনের কোন প্লেন বা স্কিম আছে কি না । এখন কনষ্ট্রাকশন অফ মাইনর ব্রিজ না কালভার্ট সেটা কি, সেটা যদি পরিষ্কার হয় তাহলে আমরা বলতে পারব ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমার কথা হল সেটা ব্রিজ, সেটা যে কোন রকম ব্রিজ হউক না কেন,

সেটা এস, পি, টি, হউক, না আপনারা যা বলছেন মাইনর যাই হউক, কোন রকম ব্রিজ করার কোন রকম পরিকল্পনা আপনাদের মগজে আছে কি না ?

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Members not to put question in a rigorous manner

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যে মগজ থেকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে, ব্রিজ মানে টেমপরারি হতে পারে, পার্মানেন্ট হতে পারে, সেমি পারমানেন্ট হতে পারে, পাকা হতে পারে এটা তো বুঝা উচিত যে ব্রিজ বললেই সমস্ত ব্রিজ হবে না, ব্রিজ টেমপরারি ব্রিজ আছে, পারমানেন্ট ব্রিজ আছে, কালবার্ট আছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কথা হল এই যে জায়গাটা এখানে কোন ব্রিজ করার, সে টেমপরারী ব্রিজ হউক, পারমানেন্ট ব্রিজ হউক, এস, টি, ব্রিজ হউক, কোন ব্রিজ করার কোন পরিকল্পনা তাদের আছে কি না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— বলাই হয়েছে যে মাইনর ব্রিজ এবং কালভার্ট করার পরিকল্পনা আছে।

Mr. Speaker : I would call on Shri Atiqul Islam·

Shri Atiqul Islam :— Question No. 220.

Shri B. Das (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 220.

Question	**Answer**
a) Whether the Work Charged employees are Government employees.	Yes
b) If so, why they are not entitled to enjoy the Gazetted holidays.	They are entitled to enjoy Public holidays as admissible under existing orders.
c) Names of the holidays which are declared as holidays for work charged employees for the year 1964 and 1965.	i) Netaji's birth day — 1 day. ii) Sree Panchami— 1 day. iii) Dol Jatra— 1 day. iv) Kharchi Puja - 1 day. v) Ker Puja - 1 day. vi) Maharam— 1 day. vii) Mahalaya 1 day. viii) Durga Puja— 3 days ix) Lakshmi Puja— 1 day. x) Kali Puja— 1 day. xi) Chirstmas Day— 1 day.

NATIONAL HOLIDAYS.

i) Republic day
ii) Independence day
iii) Gandhiji's birth day

QUESTION	ANSWER
d) Whether Work charged Employees are allowed to enjoy Second and Fourth Saturdays as Holidays.	No.
e) If not, whether they are paid over time allowânces for working on these days.	No.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম : - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন তারা যদি গভর্ণমেণ্ট এপ্লয়ি হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য এমপ্লয়িরা যে কয়দিন হলি ডে ভোগ করতে পারে সেই কয়দিন হলি ডে তারা ভোগ করতে পাবে না কেন ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হলিডে ফর ওয়ার্ক চার্জ এমপ্লয়িজ অফ দি পি, ডব্লিউ ডি, তারা রেগুলেইটেড হয় বাই দি মিনিষ্ট্রি অফ ওয়ার্ক, হাউজিং এণ্ড সাপ্লাই তাদের ডিরেকশনে ।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি প্রতি বৎসর বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ১ দিন ছুটি থাকে সেই ছুটি এখানে দেওয়া হয় না কেন ?

শ্রীবি, দাস :— গভর্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়ার যে সারকুলার আছে সেই ভাবেই ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই যে দিনগুলি ঘোষণা করা হল এটা কি এই বৎসরই করা হল না প্রত্যেক বৎসরই এই দিনগুলি ঘোষণা করা থাকে ?

শ্রীবি, দাস :— ১৯৬৪-৬৫ এর জন্য এটা করা হয়েছে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্রতি বৎসরই কি এই দিনগুলি ঘোষণা করা থাকে যে এই তের দিন, বৎসরে এই তের দিন তারা ছুটি পাবে ?

শ্রীবি, দাস :— এটা গভর্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়া কনসার্নড, এই ডেইজগুলি এনাউন্স করা থাকে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার সেই প্রশ্ন নয় । কথা হচ্ছে এই ডে'গুলি এনাউন্স থাকে কিনা টু দি এমপ্লয়ীজ কনসার্ণড ?

শ্রীবি, দাস :—এটা বরাবরই এনাউন্স করা থাকে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ডিভিশন ওয়ানের ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়ীজরা ৬৩তে ৯ দিন পূজা হলিডেজ ভোগ করার অপরাধে তাদের কাছ থেকে ৫ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা আগেই বলা হয়েছে যে দুর্গা পূজা উপলক্ষে ওদের জন্য স্পেশাল কেডারের কর্মচারী যাঁরা তাদের তিন দিন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি বলছি যে পার্টিকুলার ডিভিশনে কাটা হচ্ছে । কিন্তু সেই ইয়ারে অন্যান্য সব ডিভিশনেই ৯ দিন ভোগ করেছেন কিন্তু সেখানে বেতন কাটা হয়নি কেন ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোয়েশ্চানটা হচ্ছে ৬৩ এর । এটা আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক যে ৬৩ বা ৬৪তে কোন্ কোন্ দিন তারা হলিডেজ এনজয় করবে সেই রকম কোন ডেইট এনাউন্স করে তাদের জানানো হয়নি ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয় । বরাবরই জানানো হয় ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক যে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের এমপ্লয়ীজরা প্রতি বৎসর ফতেয়া দোয়াজদহম এর ছুটি ভোগ করায় তাদের বেতন একদিনের কেটে রাখা হয়েছে পরবর্ত্তীকালে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নটার এটার সাথে যোগাযোগ নেই। যে পাবলিক হলিডেজ এন্ড এডমিসিবল আণ্ডার একজিষ্টিং অর্ডার তার মধ্যে ফতেহা দোয়াজদহম নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক যে অন্যান্য সব ডিভিশনের ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়ীজরাই ফতেহা দোয়াজদহমের ছুটি ভোগ করেছিলেন কিন্তু সেক্ষেত্রে বেতন কাটে নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেন কাটা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এই লিষ্টের মধ্যে সেই দিনটি নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক যে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের যারা নাকি ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়ীজ তারা সেকেণ্ড স্যাটারডে এবং ফোর্থ স্যাটারডে এনজয় করে কিন্তু ওদের ডিপার্টমেন্টের তারা এনজয় করতে পারে না ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে সরকার কোন কিছু অবগত নহেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—অবগত হয়ে এই হাউসকে জানাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি তারা সেকেণ্ড স্যাটারডে এবং ফোর্থ স্যাটারডে হলিডেজ হিসাবে এনজয় করতে পারে না।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—না, না, এখানে বলা হয়েছে যে সাম পার্টিকুলার ডিভিশন থ্রু মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, তারা ভোগ করে কিন্তু অন্যরা ভোগ করে না। উই ওয়ান্ট যে এই সম্পর্কে whether the Government is prepared to enquire and let the House know why there is differentiation.

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলারাইজেশন হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমার আর একটুখানি ক্ল্যারিফিকেশন দরকার আছে। তারা ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়ীজ কিনা সেটা আমাদের জানতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এটা সত্যি কিনা যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাদের যে ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়ীজরা আছে তারা তাদের কর্ত্তাদের খুশিমত যে কোন দিন ছুটী ভোগ করে ? ঠিক বন্ধের লিষ্ট অনুযায়ী তারা ছুটি ভোগ করতে পারে না, একথা ঠিক কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্যি নয়।

Mr. Speaker :—Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma :—Question No. 247.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 247.

Question.	Answer.
1. Whether Sri Bhawani Sankar Deb Barma, a P. W. D. Overseer posted at Khowai was assulted in Feb. '65.	A report to this effect from Overseer has been received.
2. Whether Shri Deb Barma gave any Statement to Police against any contractor in this connection ? ...	Yes.

QUESTION	ANSWER
3. If so, the name of the contractor and the nature of complaints against him .	Shri Nepal Ch. Chakraborty. It was complained by the Overseer that the contractor used abusive language and manhandled him.
4. Steps taken against the Contractor ?	A complaint has been lodged into the Police.

Mr. Speaker :—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid :—297.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 297.

Question.	Answer.
1. In which Plan year the Dharmanagar-Tilthai Road and Tilthai-Damcherra Road were included.	During the last year of 2nd Five year Plan.
2. Whether the roads were completed.	a) Dharmanagar-Tilthai Road is 7 miles long. Out of this only 6 miles have been completed and remaining works of one mile is in progress
	b) Damcherra-Tilthai Road (17 miles) completed in full.
3 If not completed, what are the causes of delay ?	Due to non-availability of site.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই রাস্তাটা কবে শেষ হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগর-তিলথৈ রোড ৭ মাইলের মধ্যে ৬ মাইল অলরেডি কমপ্লিটেড হয়ে গেছে আর এক মাইলের কাজ ইজ ইন প্রগ্রেস আমি বলেছি। দামছড়া-তিলথৈ রোড ১৭ মাইল সেটা কমপ্লিটেড হয়েছে ফুল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবেন কি যে ৬ মাইল কমপ্লিট হয়েছে সেই রাস্তাটা দিয়ে সাইকেল বা রিক্সা চলতে পারে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—৬ মাইল রাস্তা কমপ্লিট হয়েছে। ৭ মাইলের ৬ মাইল রাস্তা কমপ্লিট হয়েছে আপাততঃ। রিমেনিং ওয়ার্ক কমপ্লিট হয়নি। মানে ১ মাইল ইজ ইন প্রগ্রেস। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লেয়ার না করেছে যে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করে হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি প্রশ্ন করি যে ৬ মাইল যেটা কমপ্লিট হয়েছে এটাতে সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদি চলতে পারে কিনা ? কমপ্লিট যেটা হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এখন কথা হল ফেয়ার ওয়েদার রোড যতদিন ডিক্লেয়ার করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাতে সাইকেল, রিক্সা এবং যানবাহন চলাচল করতে পারে না। সেটা ফেয়ার ওয়েদার রোড বলে ডিক্লেয়ার করা হয় নাই এখন পর্যন্ত।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ ঃ—তিলথৈ-দামছড়ার রাস্তা, যে রাস্তা ফুল কমপ্লিট হয়েছে সেই রাস্তাতে বাস সার্ভিস কবে চালু হতে পারে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে যতদিন পারমিশন না দেওয়া হচ্ছে ততদিন চালু হতে পারে না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ ঃ—যে রাস্তাটা দেরী হচ্ছে সেটা কনট্রাকটারের খামখেয়ালীতে দেরী হচ্ছে, এটা কি সত্য নয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ -এই কথা সত্যি নহে, আমি আগেই বলেছি ওয়ান মাইল ইজ ইন প্রগ্রেস।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলবেন কি যে ৬ মাইল কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে ব্রীজগুলি কি সবগুলি হয়ে গেছে না হয় নাই।

শ্রীবি, দাস ঃ—ব্রীজ সেখানে হয় নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—কেন হয় নাই জান্‌তে পারি কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—ব্রীজ কেন হয় নাই ? আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লিট হয় নাই। অতএব ব্রীজ সেটা কমপ্লিট হয়ে এষ্টিমেট হয়ে তারপর সেটা ফাষ্ট ফেজ হবে টেম্‌পরারী নেচারের। তারপর সেটা এস, পি, টি, হবে তারপর হবে পারমানেণ্ট ব্রীজ। অতএব এই পোষ্টগুলি এখনও হয় নাই এবং সেটা সময় নেবে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বলেছেন ৬ মাইল কমপ্লিট হয়েছে তাহলে এটা মিথ্যা ? ইট ইজ নট কারেক্ট ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা মিথ্যা নয়, এটা কারেক্ট বলা হয়েছে। কারেক্ট এই জন্য যে আগেই বলেছি যে ফেয়ার ওয়েদার রোড ডিক্লেয়ার করা হয়নি। অতএব মাননীয় সদস্য মহোদয় এটাকে কমপ্লিকেটেড করছেন ভিত্তিহীন বলে। আগেই বলা হয়েছে যে ফেয়ার ওয়েদার রোড বলে এটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়নি। ওনলী কমপ্লিশন অব আর্থ ওয়ার্ক।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি অরিজিন্যাল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি আর্থ ওয়ার্কের সম্বন্ধে বলেন নি। তিনি বলেছেন যে ৬ মাইল কমপ্লিট হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এমেণ্ডমেণ্ট করতে চান, তিনি করতে পারেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি সঠিক প্রশ্নের উত্তর দেননি। তিনি আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লিট হয়েছে সেকথা বলেন নি। তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এই জায়গাতে কমপ্লিটেড মানেই হল আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লিটেড। মাননীয় সদস্যের এটা জানা উচিত।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত রাস্তায় গাড়ী চলে সেই সব কয়টা রাস্তাই ফেয়ার ওয়েদার বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন রাস্তাকে অল ওয়েদার রোড বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এই প্রশ্ন এখানের সাথে নট রিলেটেড। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে লাষ্ট ইয়ারে এই রাস্তা করা হয়েছে তার মধ্যে ব্রীজের কোন টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই রাস্তার কাজ কখন দেওয়া হয়েছিল, কোন সনের কত তারিখে এবং কোন কনট্রাকটরকে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Birchandra Deb Barma. again.

Shri Birchandra Deb Barma :— 85

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 85

QUESTION	ANSWER
(a) Whether the Government has any proposal to abolish Gharchukti and adda Taxes ;	(a) No.
(b) if so, steps taken in the matter ?	(b) Does notarise.

শ্রীলুরা আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এখনও বিলোনিয়া এইসব জায়গায় যেসব জুমিয়া আছে তাদের থেকে জুম খাজনা তোলানো হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— জুম খাজনা বলে কোন কিছু নাই।

শ্রীলুরা আং মগ ঃ— ঘর চুক্তি হিসাবে ধরা হচ্ছে খাজনাটা পাঁচ টাকা, এটা নেওয়া হচ্ছে, অনেকদিন ধরে সেখানে জুম বন্ধ করে দিয়েছে, তথাপি জুম খাজনা ধরছে তহশীলদাররা, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে জুম খাজনা বলে কোন কিছু নাই।

শ্রীলুরা আং মগ : — এটাকে ঘর চুক্তি বলা হয়। এই ঘর চুক্তি নেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— ঘর চুক্তির আওতায় যারা পরে, সেই অনুসারে নেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ঘর চুক্তি এবং আড্ডা ট্যাক্স এই দুইটি চুক্তি অ্যাবলিশ করার সম্পর্কে কোন প্ল্যান গভর্ণমেন্টের আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— অ্যবলিশ করার প্ল্যান নাই, অ্যামেণ্ড করার প্ল্যান আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ অ্যামেণ্ডটা কি কাইগুলি জানাবেন কি, কি ধরণের অ্যামেণ্ডমেণ্ট ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেটা এখন বলতে পারব না, একটা প্ল্যান আছে যখন সেটা আমরা করব তখন হাউস জানতে পারবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন সেটা কবে পর্যন্ত হাউসে আসতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— Within a short time we expect it.

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পাওয়ার পর যদি ঘর চুক্তি দেই তবে ঘর চুক্তি এবং আড্ডার কি পার্থক্য আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটীশ অব ইট।

শ্রীলুরা আং মগ :— ঘর চুক্তির রেট্ কি রকম ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ল্যাণ্ড রেভিনু্য এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ সব জায়গায় যদি অ্যাপ্লিকএবল হয়, তাহলে ঘর চুক্তিটা থাকতে পারে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— যতদিন পর্য্যন্ত মহারাজার আইন রিপিল না হবে ততদিন পর্যন্ত আইন আছে বলেই আমরা ধরে নিচ্ছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথা থেকে একথাই বুঝা যায় যে ঘর চুক্তি যারা দেবে তারা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকটে যে খাজনা ধার্য্য আছে সেটাও তারা দেবে ছুইটি খাজনাই তারা দেবে ? আমার প্রশ্ন হল ছুইটি খাজনাই দেবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল লাল সিংহ ঃ— না, ছুইটি খাজনা দেওয়ার কোন কারণ নাই। তার কারণ হল এই যে মহারাজার আইন আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইন রিপীল্ড না হবে—মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সেই আইন রিপীল্ড হয় নাই অতএব সেই অনুসারে যারা জমি করে তাদের সেই জমির যে আড্ডা—ঘরচুক্তি খাজনা সেটা দিতে হয়। যারা জমি করে তার জমির ট্যাক্স দেয়, যারা ল্যাণ্ডলেস্ আছে তাদের সেই ট্যাক্স দিতে লাগেনা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— তাহলে এই ধরা যেতে পারে যে কতগুলি জায়গায় এটা সেটেলমেণ্ট হবে না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেটেলমেণ্ট হলে পরেই ঘরচুক্তি আর দিতে হচ্ছে না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— হ্যাঁ এই কথাই।

শ্রীলুরা আং মগ ঃ— যারা জুম করা এখানে বন্ধ করে দিয়েছে সরকারী আদেশে তারাত কোন জুম চাষ করে না তারা কেন সেই ছুইটী দিতে যাবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সরকার জুম চাষ বন্ধ করেনি, এটাকে প্রচার মূলক ভাবে এই কার্য্য করা হচ্ছে। সরকার এই রকম জুম চাষ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি, এটা ভিত্তিহীন বলে প্রচারিত হচ্ছে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে জুম করার জন্য অনেকের নামে কেস্ করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— যদি ফরেষ্ট আইন ভংগ করে তাহলে সেই অনুসারে সেটা হয়।

শ্রীলুরা আং মগ :— জুম চাষ করে কি না করে এটা কে দেখে এবং কোন্ ভিত্তিতে এটার খাজনা তোলা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : সরকারী কর্ম্মচারী এটা অনুমোদন করেন।

শ্রীবুলু কুকি : কত জমির মালিক হলে পরে সে জুম খাজনা থেকে রেহাই পাবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি একথাটা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীবুলু কুকি ঃ— জুম খাজনা, ঘরচুক্তি খাজনা কত জমি-ট্রাইবেলদের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় করা হয়, কত জমির মালিক হলে পরে অর্থাৎ এক কাণি, না ছুই কাণি না এক একর, কত জমির মালিক হলে পরে ঘর চুক্তি থেকে রেহাই পাবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— এটা বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিভিন্ন জায়গায় তারতম্য আছে।

শ্রীবুলু কুকি ঃ— পরিমাণটা কতটুকু ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— পরিমানটা আমার ঠিক সে ভাবে বলা চলবেনা কারণ কোন বেসিস্ ছিলনা। একেক জায়গায় একেক রকম হয়।

শ্রীবুলু কুকি ঃ— তার ধরনটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 219

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 219

QUESTION	ANSWER
(a) Whether compensation have been paid to all persons whose lands have been acquired by the Govt. at Sonamura since 1963.	(a) No.
(b) if not, the reasons thereof ?	(b) The reasons for which payments could not be made to the awardees in some cases are the following— 1) As the awardees are Pak nationals, the amount has been kept in revenue deposit ; 2) Awardee's name, father's name hunsband's name, as the case may be, have not yet been correctly intimated by the Awardees. 3) Non-submission of information by the awardees about their permanent residence. 4) Dccuments about right and title on the acquired lands have not been made available by the awardees. 5) Mortgage of the acquired lands to Relief & Rehabilitation Department not cleared with non-encumbrance certificate of Relief & Rehabilitation Department. 6) Disputed claims which are under legal proceeding under the L. A. Act. 7) References to the Land Acquisition Judge under section 30 of the L. A. Act which are subjudice. 8) Awardees did not turn up to receive payments. 9) Death of awardee after finalisation of award. 10. Placing of funds awaited from requiring Departments. 11) Certificate cases pending for arrears of revenue for the lands acquired the awardee in respect of which is also a Pak national. 12) Payment being made after obtaining various particulars for the awardees.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পাক নেশানেল বলে যাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই বলা হয়েছে তাদেরকে গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তান নেশানেল বলে ডিক্লার করেছেন কিনা বা তাদের বিরুদ্ধে পাক নেশানেল বলে কোন লিগেল একশন নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় as the awardees are Pak nationals, the amount has been kept in revenue deposit, এই কথা বলেছি, কাজেই তারা এখানে নাই, ইণ্ডিয়াতে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি ঠিক নয় যে অনেক ক্ষেত্রে যারা এখানে বসবাস করছে তাদের কাছে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট চাওয়া হচ্ছে, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দিতে পাচ্ছে না বলে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকাটা দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি number 3 তে এইটুকু বলে গিয়েছি যে non-submission of information by the awardees about their permanent residence.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি ঠিক নয় যে যখন নাকি তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয় তখন তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে তোমাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য এই সমস্ত কাগজ পত্র নিয়ে আসবে, না হলে তোমাদের ক্ষতিপূরণ পাবে না ?

শ্রীবি, দাস :— পার্মানেণ্ট রেসিডেণ্ট হিসাবে প্রমাণ করতে যা কিছু দরকার হয় তা সব ওনাদের নিয়ে আসতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্নের আমি উত্তর চাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয় কিনা ? ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল পত্র আনতে হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ডিটেইল উত্তর দিয়েছি, তাদের পার্মেনেণ্ট রেসিডেনস এইটুকু প্রমাণ করার জন্য যা কিছু দরকার হয়, দলিল পত্র দরকার হয় তা সব কিছু ওনাদের নিয়ে আসতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা হলে কি আমি এই কথা মনে করব জমির ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয় না, আমি যে পার্মেনেণ্ট রেসিডেনস এইটুকু প্রমান করতে পারলেই চলে ?

শ্রীবি, দাস :— পার্মেনেণ্ট রেসিডেণ্ট এইটুকু প্রমাণ করতে পারলেই হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সোনামুড়াতে বহু ক্ষেত্রে যারা পার্মেনেণ্ট রেসিডেনস সেই রকম দলিল পত্র দিয়ে প্রমাণ করার পরেও তাদেরকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হচ্ছে না কারণ তারা নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারছে না এই অভিযোগ করা হয়েছে এখন ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অভিযোগ সত্য নয়।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Ram Charan Dev Barma.

Shri Ram Charan Dev Barma :— Question No. 248.

Shri B. Das (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 248

QUESTION	REPLY
1. Whether Sri Rabi Ghose Administrator, Agartala Municipality constructed any house with loans given to him under Low-in-come group housing scheme.	No.
2. If so, if that building has been rented to Public Works Department of Govt. of Tripura.	Does not arise.
3. If so, whether this is permisible under terms and conditions of that loan ?	There is no rule in existence restricting renting of building constructed out of loans granted under the Low in-come group housing scheme.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই এডমিনিষ্ট্রেটার অফ মিউনিসিপেলিটি, তিনি গভর্ণমেণ্ট এর কাছ থেকে মিডল ইনকাম গ্রুপের কোন লোন নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ-- না, এই ধরণের কোন লোন তিনি নেন নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই এডমিনিষ্ট্রেটার অফ মিউনিসিপেলিটিব, তিনি তাঁর দালান করার জন্য কোন স্কিমের কোন লোন নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— তিনি রিলিফ এণ্ড্ রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্ট এর লোন নিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন তিনি লোন নেওয়ার পরে যে বিল্ডিংটা তৈয়ারী করেছেন সেটা মিউনিসিপেলিটির যায়গা দখল করে তৈরী করেছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় sanctioned plan হিসাবে Municipal area তে যখনই building তৈরী করা হয় তখনই sanctioned plan হিসাবে করা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— Sanctioned plan তো বটেই, আমার প্রশ্ন হল তিনি যে বিল্ডিংটা তৈরী করেছেন, তিনি কোন মি নিসিপেলিটির যায়গা জবর দখল করে তৈরী করেছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— প্লেন যখন সেংশণ্ড হল তখন এই প্রশ্ন আসে না, কাজেই এটা নিজের যায়গাতে হয়েছে বলে জানি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্লেন সেংশণ্ড হলে পরে কি আর অন্যখানে করতে পারি না, আমি কি বে-আইনি কাজ করতে পারি না ?

শ্রীবি, দাস :— না।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Birchandra Dev Barma.

Shri Birchandra Dev Barma :— Question No. 102.

Shri B. Das (Dy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 102

QUESTION.	REPLY.
a) Whether attention of the Govt. has been drawn to the reports of 'Nagarik' published on 26th July, 1964 and 20th Sept./1964 regarding disappearance of bricks from road side on Simna-Agartala Road.	Yes.
b) If so, steps taken in the matter.	The matter has already been reported to the Police Authority and the same is under investigation.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাঁরা কাহারও নাম সেই কমপ্লেইণ্ট তারা লজ করেছেন কি, নেইম অফ দি অফেণ্ডার ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি the matter has already been reported to the Police authorityর and the same is under investigation.

Shri Birchandra Dev Barma :— Investigation এর ফরে কোন case দায়ের করা হয়েছে কিনা ?

Shri B. Das : —Police authorityর কাছে under investigation আছে after investigation the case may be lodged and the matter may be under investigation.

Shri Bir Chandra Dev Barma :—Whether any case has been lodged in respect of this matter ?

শ্রী বি, দাস :—আন্ডার ইনভেষ্টিগেশন আমি বলছি, অতএব ইনভেষ্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যান্ত কি করে লজ হব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই ইনভেষ্টিগেশনটা কবে আরম্ভ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রী বি, দাস :—২৪.৬.৬৩

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আফ্টার লেপ্স অফ ওয়ান ইয়ার অব মোর তাদের ইনভেষ্টিগেশনটা আজ পর্যান্ত শেষ হয় নাই কেন ? এণ্ড নো কেইস হেজ বিন লজড ইন দিস রেস্পেক্ট।

শ্রীবি, দাস :— ইনভেষ্টিগেশন করতে গেলে ঠিক যতটুকু সময় নেওয়া দরকার ঠিক সেই ভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ইনভেষ্টিগেশন শেষ হতে কত দিন লাগে ?

শ্রীবি, দাস :—সেইগুলি তো নির্ভর করে সেই কেইসের মেরিটের উপর।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :-- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্রিকস ডিসেপিয়ারেনস এর কমপ্লেন্ট কে লজ করেছে এবং কণ্ট্রাক্টারের নাম কি ?

শ্রী বি. দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন সেই কণ্ট্রাক্টার কাহারও নাম উল্লেখ করেছেন কিনা সেই কমপ্লেণ্ট লজ করার সময় সাসপেক্ট করে থাকে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি যখন নামটা জানতে চেয়েছিলেন তখনই আমি নোটীশ ডিমাণ্ড করেছি, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে কি করে বলা যায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কনট্রাকটারের নাম জানতে চাচ্ছি না, কনট্রাকটার কোন কমপ্লেণ্ট লজ করেছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—এই প্রশ্নের জবাবে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 218.

Shri B. Das (Jy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 218.

	Question.	Reply.
a)	Whether erosion by river Gumti has caused any damage to the town and the people of Sonamura.	No
b)	If so, the approximate loss suffered by the people and by the town.	Does not arise.
c)	Whether any measure has been taken to protect the Sonamura town area from further erosion.	Yes.
d)	If so, what are those measures.	Two flood control schemes viz. "Gumti Erosion control at Sonamura" and "Raising and Widening of Sonamura-Durganagar Embankment" have been taken in hand by the P.W.D., Govt. of Tripura.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত বৎসর যে ফ্লাড হয়েছিল তাতে সোনামুড়ার রাস্তার অর্ধেকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—আগরতলা সোনামুড়া রোড খানিকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে প্রশ্নটা হল whether erosion by river Gumti has caused any damage to the town and the people of Sonamura, not by Flood. এখানে প্রশ্ন হল erosionএ কোন damage হয়েছে কিনা। erosionএ কোন damage হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন আমি কোয়েশ্চান নাম্বার নাইনটি ফোরটা জিজ্ঞেস করতে পারি।

Mr. Speaker :—Your time is up. I have got no authority.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যদি মাননীয় স্পীকার অনুমতি দেন তাহলে—

Mr. Speaker :—Which number ?

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 94.

Mr. Speaker :—Question No. 94, who gave notice ?

Shri Aghore Deb Barma :—Nripendra Chakraborti.

Mr. Speaker :—It is 84.

Shri Aghore Deb Barma :—Oh yes, it is 84.

Mr. Speaker :—Alright 84 question No.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 84.

QUESTION.	ANSWER.
(a) Whether any land belonging to Lan Prasad Reang of Ghachirambari, Birchandranagar, P. S. Kanchanpur, has passed to the hands of Shri Nemai Sen.	(a) Yes, the possession of the survey plots Nos. 384 and 385 of Ghachirambari, Birchandranagar which was in the illegal possession of Shri Lan Prasad Reang has been transferred to Shri Nemai Sen by Shri Reang by an unregistered deed. The land is khas.
(b) If so, whether Shri Sen obtained any permission from the District Magistrate before taking possession of that land.	(b) No permission was obtained from the District Magistrate & Collector as no title was transferred and the transfer was unregistered.
(c) If not whether such occupation of land is valid under Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.	(c) No.
(d) Whether any complaint has been received by the Govt. in this connection.	(d) Yes.
(e) If so, steps taken in the matter ?	(e) The matter is still under examination.

Mr. Speaker :—Question time is over.

Shri Birchandra Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, before coming to the official agenda I Want to make a statement. The opposition Leader of this House, Shri Nripendra Chakraborti, M.L.A, Dasharath Deb M.P. and Saroj Chanda, they are arrested and detained. Aghore Deb Barma have given an adjournment motion for this respect. It has been dis-allowed. In protest I want to make a walk-out for the 5 minutes.

Mr. Speaker :—For the rest of the day ?

Shri Birchandra Deb Barma :—No, for five minutes only.

(The opposition staged an walk-out)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members I have just received an intimation from the Chief Commissioner about the arrest of M.L.A., Shri Nripendra Chakraborti. As the House is now in session I am to read it. Instead of sending intimation to the individual members I am now reading it out according to provisions of the rules.

GOVERNMENT OF TRIPUA
OFFICE OF THE ADMINISTRATOR.

Agartala.
Dated, the 31st March, 1965.

To
The Speaker,
Tripura Legislative Assembly,
Agartala.

Dear Sri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of the powers under Ru'e 30 of the Defence of India Rules, 1962 read with subrule (II) of Rule 2 of the aforesaid Rules and all other powers enabling me in that behalf to direct that Shri Nripendra Chakraborti, Member, Tripura Legislattive Assembly be detained until further orders with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defence of India and Civil defence, the public safety, the maintenance of public order, India's relation with foreign powers, the maintenance of peaceful conditions in Tripura and the maintenance of supplies and services essential to the life of the community.

Shri Nripendra Chakraborti, M.L A. was accordingly taken into custody at 2250 hours on 30. 3. 65 and is at present lodged in the Central Jail, Agartala.

There is a Calling Attention Notice given by Shri Sunil Kumar Choudhury. The subject is 'great inconvenience created for the ryots by the Government of Tripura by printing and issuing T.R.L.R. Form 2 (see Rule 35) in English language for the collection of Land Revenue'. I have given consent to the motion of Shri Sunil Kumar Choudury. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department namely Shri S.L. Singh, Chief Minister to make a statment. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S.L. Singh :—Hon'ble Speaker,-Sir, I will furnish it on the 5th April.

Mr. Speaker :—5th April.

Mr. Speaker : – Now we have to draw up a panel of Chairman to preside over the meetings of the Assembly in the absence of the Speaker and Deputy Speaker and also a number of parliamentary Committees, Assembly Committees I mean. I would now announce the names of the members of those committees as well as the panel of Chairman.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANEL OF CHAIRMAN.

In exercise of the powers conferred by Rule 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following members to form a PANEL OF CHAIRMAN :

1. Shri Umesh Lal Singh.
2. " Karunamoy Nath Choudhury.

3. Shri: Monoranjan Nath.
4. " Birchandra Deb Barma.

ANNOUNCEMENT REGADING FORMATION OF COMMITTEES FOR THE YEAR 1965-66

In exercise of the power conferred by Rule 163 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assembly, I do hereby nominate the following members to be members of the Committees as mentioned below :—

(1) COMMITTEE ON RULES :

1) Speaker, Chairman, Ex-officio.
2. Deputy Speaker, Member.
3) Shri Abdul Wazid "
4) " Karunamoy Nath Choudhury, Member.
5) " Prafulla Kumar Das, "
6) " Sunil Kumar Choudhnry, "

(2) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1) Speaker, Chairman, Ex-officio
2) Deputy Speaker,, Member
3) Shri Umesh Lal Singh, "
4) " Nishi Kanta Sarkar, "
5) " Abdul Wazid, "
6) " Aghore Deb Barma, "

(3) PRIVILEGE COMMITTEE :

1) Shri Monoranjan Nath, Chairman.
2) " Gopes Ranjan Deb, Member.
3) " Monchor Ali, "
4) " Rajkumar Kamaljit Singh, "
5) " Birchandra Deb Barma, "
6) " Ramcharan Deb Barma, "

(4) PETITION COMMITTEE :

1) Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman.
2) Smt. Renu Chakraborti, Member.
3) Shri Nishi Kanta Sarkar, "
4) " Rajkumar Kamaljit Singh, "
5) " Hlura Aung Mog, "
6) " Sudhanwa Deb Barma, "

(5) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS.

1) Shri Umesh Lal Singh, Chairman
2) " Monchor Ali; Member.
3) Smt. Renu Chakraborti, "
4) Shri Abdul Wazid, "
5) " Hemanta Deb, "
6) " Bulu Kuki, "

For the constitution of the Committee on Estimates and Public Accounts Committee, I have received the nomination of six candidates for each of the said committees and as such I do hereby announce that the following Committees be constituted with the members as noted for each below :—

(6) **PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE** :

1)	Shri Krishnadas Bhattacharjee,	Chairman.
2)	" Sunil Chandra Dutta,	Member.
3)	" Gopesh Ranjan Deb,	"
4)	" Karunamoy Nath Choudhury,	"
5)	" Birchandra Deb Barma,	"
6)	" Atiqul Islam,	"

(7) **COMMITTEE ON ESTIMATES** :

1)	Shri Krishnadas Bhattacharjee,	Chairman.
2)	" Monchor Ali,	Member.
3)	" Monoranjan Nath,	"
4)	' Prafulla Kumar Das,	"
5)	" Aghore Deb Barma,	"
6)	' Promode Ranjan Das Gupta,	"

Mr Speaker :— Next item is Announcement by the Speaker regarding Formation of State Groups of Indian Parliamentary Association as requested by the Speaker, Lok Sabha.

Members of the House have already received copy of the Constitution of the Indian Parliamentary Association, which speaks for itself. We have been requested to form State Group of Parliamentary Association.

The House, I think, agrees with the proposal of formation of State Group to join the Indian Parliamentary Association I am now to take the sense of the House. I would ask the Leader of the House.

Shri Sachindra Lal Singh :— এই ষ্টেট গ্রুপ অব্ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশান গঠন করার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব পার্টি লীডারদের সাথে আলাপ করে, তাঁদের ডেকে, বসে, আলাপ করে যদি সেটা করেন তাহলে খুব ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে এই এসোসিয়েশানে আমরা জয়েন করব, আমরা ষ্টেট্ গ্রুপ ফর্ম করব ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : আমরা এসোসিয়েশনে জয়েন করব, ষ্টেট, গ্রুপ ফর্ম করব কথা হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পার্টি লীডারকে নিয়ে বসে আলাপ করে সেটা যদি ফর্ম করেন তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker :— Yes, I would now take the opinion of the Leader of the Opposition.

Shri Birchandra Deb Barma :— We have received the constitution and will consult it amongst other Members and Mr Leader of the House and acknowledge our final opinion to the Hon'able Speaker.

Mr. Speaker :— It is not fully clear to me. The question before the House is whether in the light of the constitution of the Parliamentary Association circulated to the Members, I am to sound the opinion of the House, sense of the House Now the Parliamentary Association has been formed under the Leadership of the Lok-Sabha. All the State Assemblies will have their Groups and with the representatives from each State Group the Central Association will be formed. Now the details how many Members should be in a Group, we have not yet got the information and we have written for that clarification. Here I think, in the letter that has been forwarded, I have been asked to send the views and re-actions of the House to the Lok Sabha Speaker, whether our House is agreeable to form a State Group to join the Indian Parliamentary Association

Shri Birchandra Deb Barma :— We have no objection so far as the Leader of the proposer concerned and as to what will be our quota how many Members— that will be announced later on :

Mr. Speaker :— Yes, we have not yet been furnished with that information and for that we have written again, therefore, here and now we can not form the State Group. Now if we are to form a State Group in the open meeting of the Session– in the meeting of the Assembly, then we shall have to wait for the next session. But if in the mean time we are expecting a letter to the reply to our letter, we are excepting shortly. It may be within this session, it may be not within this Session. Now instead of waiting for the next session we may, if necessary if we can form it within this Session, No Question we shall. There may be certain directions about the way in which the elections are to be made, Members to be recruited. But in case, we did not receive that instruction from the Central Organisation, and if we are to form this State Group in the interim period, whether we should form it and if we are to form, how to form ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : এই সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও বলেছি যে পার্টি লীডারকে ডেকে, বসে যদি তা করেন তাহলে আমার মনে হয় দি্জ উইল বি এগ্রিএব্‌ল টু ফর্ম এন এসোসিয়েশান। অতএব পার্টি লীডারকে ডেকে বসে যদি আলাপ করা হয় তাহলে ইনটেরিম পিরিয়ডে আমরা সেটা ফর্ম করতে পারব এবং তারপর সেটা কার্যে পরিণত করে যদি একনোলেজ করতে হয়, রুল্‌স এণ্ড রেগুলেশন অনুযায়ী সেটা একনোলেজ করা হবে।

Shri Birchandra Deb Barma :— I agree to this proposal.

Mr. Speaker :— Then I read only the last portion of the letter that has been received from the Secretary of the Lok-Sabha, "To enquire whether your State Legislature has accepted or proposes to accept the invitation of the Speaker, Lok Sabha, to join the Indian Parliamentary Association by forming the State Group in your Legislature. I am also to request you to kindly acquaint us, if no objection, with the views and reactions of your Legislature on the matter.

The matter may kindly be treated as very very urgent, now if we get in the meantime the constitution, that should be strength of the State Group by the day, then we may form it. Now I shall communicate thess views and reactions of our House, how the quota will be formed.

I pass on to the Next Item—Government Business—Financial—Voting on Demands for Grants for 1965-66

To day on the List of Business 6 Demands viz. Demand No. 15—Medical, No. 16—Public Health, No. 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health, No. 9—General Administration, No. 10—Administration of Justice and No. 34—Expenditure connected with National Emergency, 1962 are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me a particular demand and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand No. 15—Medical, No. 16—Public Health and No. 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health together and Demand Nos. 9—General Administration and No. 10—Administration of Justice together and I shall have one general debate on these three and two demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on the Hon'ble Chief Minister to move his Demand Nos. 15—Medical, No. 16—Public Health and No. 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health together.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 59,80,400/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 15—Medical.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 27,48,600/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 16—Public Health.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,71,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

Mr. Speaker : Against Demand for Grant No. 15—there are a number of Cut Motions---one by Shri Nripendra Chakraborty to discuss on Mis-management in G. B. Hospital in matters of diet, treatment, management etc. Second one by Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss on inadequacy of provision for opening of new Hospitals, Dispensaries and Public Health Centres. Third one by Shri Aghore Deb Barma to discuss on lack of provision for Medical College and Compounder Training Institute. Fourth one by Shri Bulu Kuki to discuss on shortage of doctors and compounders and the fifth one by Shri Atiqul Islam to discuss on mis-management in the Ayurvedic Dispensary, Agartala.

Against Demand for Grant No. 16—Public Health there is also a number of Cut Motions—one by Shri Bulu Kuki to discuss on inadequacy of provision for vaccine lymps etc., second one by Shri Ram Charan Deb Barma to discuss on inadequacy of provision for rural sanitation and the Third one by Shri Hlura Aung Mag to discuss on inadequacy of provision for maintenance of tube well etc.

Against Demand No. 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health there is one Cut Motion by Shri Aghore Dev Barma to discuss on failure to complete water works and drainage constructions of Agartala town in time.

I would call first Shri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই কাট মোশনের উপরে আমি আলোরাচনা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মেডিকেল এর বাজেট প্রভিশন যা হয়েছে তাতে মনে হয় যে ত্রিপুরায় আর যেন মেডিকেল এর জন্য আর বিশেষ কাজ করার প্রয়োজন নাই। এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এই ধরণের একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব এই বাজেটে দেখানো হয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা দেখি আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক এলাকা রয়ে গেছে যেখানে জনসাধারণ শুধু যে গ্রামদেশে কবিরাজ বা যাকে আমরা বলি ওঝা এই সমস্ত লোকের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। অসুখ হলে যে মেডিকেল এর কোন সুবিধা তাদের জন্য হয়ে উঠে না, যেন গরু, ছাগল এর মত তারা যেন আজকে হেলায় মরছে। কাজেই এই দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি তা হলে দেখব গ্রামদেশে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে হয়ত ২০।২২ মাইলের ভিতরে যে সমস্ত হেলথ সেণ্টার বা হসপিটেল খোলা হয়েছে তার থেকে তারা কোন রকম সুযোগ সুবিধা পেতে পারে না। এই রকম অনেক জায়গার কথা আমি এখানে হাউজে উল্লেখ করতে পারি যেখানে লোকেরা কোনদিন সরকারী কোন ঔষধ ভোগ করছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এখানে আমি সদরে চোখের সম্মুখেই এমন অনেক জায়গার কথা বলতে পারি যেখানে অন্ততঃ ২০।২৫ মাইলের মধ্যে কোন রকম ডিসপেন্সারী অথবা হেলথ সেণ্টার নাই। যেমন কাতলামাড়া একটা জায়গা আছে সেটা সদর বিভাগে, সেখান থেকে ১৪ মাইল দূরে যেখানে হেলথ সেণ্টার আছে। কাজেই তারা, ওখানকার যে লোক, সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে না। এমনই সদর এলাকাতে আরো আছে যেখানে তারা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যেমন লালসিংমুড়া একটা বাজার সেখানে খুব ঘন বসতির জায়গা, বাজার এবং পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের লোক যারা এ' ডিসপেন্সারী অথবা গভর্ণমেণ্ট এর কোন মেডিকেল হেলপ তাদের কাছে পৌছায় না এই রকম। সদরের কথা বাদ দিলেও যদি আমরা অন্যান্য বিভাগের কথা বলি তা হলে সেটা নৈরাশ্যজনক। সেখানে ২০।২২ মাইলের প্রশ্ন নয়, সেখানে ৪০।৫০ মাইলের ভিতরেও আমরা দেখছি তারা কোনদিন, সেখানকার লোক ঔষধের নামও শুনছে কিনা সন্দেহ। শুধু ঐ গ্রামের ওঝা' এবং কবিরাজ, তাদের উপরই নির্ভর করে তাদের জীবন কাটাতে হয়। কাজেই—

A voice from the Congress side :— জায়গার নাম বলুন. জায়গার নাম বলুন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— জায়গার নাম যদি বলতে হয় তা হলে আমি একটি লিষ্ট দিতে পারব এবং সেই লিষ্ট পড়তে একঘণ্টা লেগে যেতে পারে। তা বলতে পারেন এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হয়ত সোজা লাইন যদি টানেন তবে ৪০।৫০ মাইল না হতে পারে। এমনি যে একটা জায়গা সেখানে যদি যেতে হয় তা হলে জঙ্গল রাস্তা, এমনি আঁকা বাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়ে যেতে হয় যেখানে ৪৫ মাইল এর উপরে চলে যায়, ৫০ মাইলের উপরে চলে যায়। ঐভাবে ঐ রাস্তার যে দৈর্ঘ্য তা বিচার করা চলে না। কাজেই এমন অনেক জায়গা আছে। কিন্তু আমরা কি দেখি, যেখানে ডিসপেন্সারী খোলা হয়, যেখানে তৈরী করা হয় সেখানে পর্য্যন্ত আমরা দেখি যে ঠিক মত ঔষধ নাই, সেখানে লোকেরা কোন রকম সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারছে না। যেমন তেলিয়ামুড়ার কথা আমি বলছি, সেখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি নিজেই জানি কোন সুবিধা লোকেরা পায় না এবং যারা সেখানে ভর্তি হতে যায় সেই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছে, সেখানে নাই ঔষধ, ডাক্তার যদি থাকেন তো ঔষধ থাকে না। ঐ যে দালান সেটা খোলা হওয়ার পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেখানে কোন কাজই হয় নাই। কাজেই যেখানে তৈরী করা হয়েছে, খোলা হয়েছে, সেখানে পর্য্যন্ত এই অবস্থা। কাজেই এটা স্বাভাবিক ভাবে আমি এটা বুঝি যে নূতন খোলার জন্য আর সাহস করছেন না, কারণ যেখানে খোলা হয়েছে সেইগুলি চলছে না। নূতন ভাবে খোলার কি প্রয়োজন বা খোলার মত অবস্থা থাকছে না বলেই আমার মনে হয় এবং সেইজন্য বাজেটে আজকে আমরা দেখছি এমন ভাবে প্রভিশন ধরা হয়েছে যে নূতন খোলার কোন প্রশ্নই উঠছে না। যেমন আমরা দেখছি এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার, opening of Hospital, Dispensary, Primary Health Centre এখানে দুই হাজার টাকা ধরা হয়েছে. এটা একটা প্রহসনের মত দেখায়। এইভাবে যদি আমরা বাজেট খুলে আলোচনা করি তাহলে দেখি কেন এই টাকা রাখা হল, সেটা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। কাজেই এই সমস্ত কিছু যদি আমরা দেখি, এই মেডিকেল বা হেলথে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে কিনা এটা সন্দেহ।

আমরা জানি যে ত্রিপুরায় অনেক ডাক্তার থাকতে চান না। এই অভিযোগ আমরা অনেক দিন আগেই এই হাউসে তুলেছি। তার উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয়গণ প্রায়ই বলেন যে এই পাহাড় জংগলে এসেই তাঁদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না এবং এখানকার যে বেতন পান তাতেও তাঁদের কুলায় না। এই জন্য তাঁরা এখানে থাকতে চান না। তাহলে কি আমরা এমন অবস্থা করব না ত্রিপুরায় যাতে আমরা বাইরে থেকে লোক আনতে পারি এবং ত্রিপুরায় এইরকম প্রভিশন রাখা হোক যাতে আমরা যে মেডিকেলএর দিক দিয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক তৈরী করে আনতে পারি সেই রকম প্রভিশন এর দিক দিয়েও আমাদের নজর রাখা উচিত। আছে বাজেটে, আমি নাই বলছি না। কিন্তু যা রাখা হয়েছে তা' আমাদের ত্রিপুরার প্রয়োজনের অনুপাতে নগণ্য এবং তাতে আমাদের ত্রিপুরায় চাহিদা মেটাতে পারে না। সেদিক দিয়ে আমি বলছি যে আমাদের এই ত্রিপুরার লোক যদিও আমরা তৈরী করে আনতে পারি তাহলে বাইরে থেকে বেশী বেতন দিয়ে এবং বাইরে থেকে, কলকাতা থেকে হয়ত বা ভারতের পশ্চিম দেশ থেকে যদি আমরা আনি তাহলে পরে এই পার্ব্বত্য ত্রিপুরাতে তাঁদের স্বাস্থ্য নাও টিকতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে তাঁদের সেই শহরের জীবনের সাথে যারা পরিচিত এবং সেই জীবনের সাথে যারা অভ্যস্ত, তারা এই পাহাড়ের জংগলের মধ্যে তাঁদের স্বাস্থ্য স্যুট নাও করতে পারে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই পাহাড় থেকেও, এই দেশের থেকে লোক তৈরীকরে নিয়ে আসি তাহলে নিশ্চয়ই

এই প্রশ্ন এবং এই সমস্যা কোন দিন আসবে না। সেদিক দিয়ে এটা আমি প্রয়োজন মনে করি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যেন আমরা লোক তৈরী করে আনতে পারি এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটেও টাকা ধরা উচিত ছিল।

Mr. Speaker :— I now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমরা এখানে ডিমাণ্ড নম্বর ফিপ্‌টিন্—মেডিকেল, এই মেডিকেল সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা করতে গেলে আমি এই কথা নিশ্চয়ই বলব যে যদিও তুলনামূলক ভাবে আজকে অনেক হাসপাতাল বা প্রাইমারী হেলথ্‌ সেণ্টার বা ডিসপেন্সারী ইত্যাদি হয়েছে কিন্তু আজকে জনসংখ্যার তুলনায় এই ডিসপেন্সারী, হাসপাতাল, প্রাথমিক হেলথ্‌ সেণ্টার এর সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। এক মন্ত্রী বললেন জায়গার নাম বলুন। জায়গার নাম অনেক আছে, এটা বলা যায়। কিন্তু জায়গার নাম বললেও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠে না। যেমন আমি সাধারণ একটা জায়গার নাম বলছি—এই যে গোলাঘাটি একটা জায়গা, টাকারজলা থেকেও ৬।৭ মাইল, বিশালগড় থেকেও ৬।৭ মাইল, চড়িলাম থেকেও ৬ মাইল। মধ্যখানে একখানি ডিস্‌পেন্সারী পর্য্যন্ত নেই। তাহলে আজকে একটা কথা বিশালগড়ের মানুষেরা আজকে ঔষধ পায়, বিশ্রামগঞ্জের তারাও পায়। কিন্তু গোলাঘাটির যেসমস্ত মানুষ তারা কি অপরাধ করল আমাদের কাছে। আজকে গোলাঘাটির যে সমস্ত মানুষের অনেক ঘন বসতি এলাকা সেখানে একটা ডিস্‌পেন্সারী না দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে। সেখানেতো একজন দুইজন মানুষ নয়। হাজার হাজার মানুষ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সেখানে আছে। কাজেই আজকে গোলাঘাটি আছে বা লালসিং মুড়া আছে। এইভাবে বহু জায়গা, সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে আমরা দেখব বহুক্ষেত্রে, কোন কোন ক্ষেত্রে ১২।১৪ মাইলের মধ্যে ডিস্‌পেন্সারী পর্য্যন্ত নেই। প্রাথমিক হেলথ্‌ সেণ্টারতো দূরের কথা। আর প্রাথমিক হেলথ সেণ্টারের কথা আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় প্ল্যান পিরিয়ডে কাজ সুরু হল, এখনও কমপ্লিট হয় নাই। আজকে থার্ড প্ল্যান প্রায় শেষ হয়ে ফোর্থ প্ল্যান এসে গেছে, এখন পর্য্যন্ত কন্‌স্‌ট্রাকশনই শেষ হচ্ছে না। এই হল অবস্থা। এটাকি প্রহসন নয়? আর দ্বিতীয় প্ল্যানের মধ্যে আমি দেখেছিলাম যে বিশ্রামগঞ্জে একটা প্রাথমিক হেলথ্‌ সেণ্টার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটাকে এবাণ্ডন করে দিয়ে খুব সম্ভবতঃ এটা কাঁকড়াবনে করা হচ্ছে। (এ ভয়েস : টাকার জলায় করা হচ্ছে) টাকারজলায় আগেও ছিল। টাকরজলায় যেসময় ছিল, বিশ্রামগঞ্জেও সেই সময় ছিল। এটা এবাণ্ডন করে কাঁকড়াবনে নিয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, কাঁকড়াবনের মানুষেরও সেখানে ঔষধপত্র পাওয়া দরকার এ সম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু কাঁকড়াবনে যেখানে হল তার পরবর্ত্তী বৎসরে তোমরা বিশ্রামগঞ্জে কর। কিন্তু বিশ্রামগঞ্জে আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন প্রাথমিক হেলথ্‌ সেণ্টার করল না। সাধারণ একটা ডিসপেন্সারী সেখানে রাখা হল। কাজেই আজকে চিকিৎসার দিক দিয়ে ইমিডিয়েট যেসমস্ত সুবিধা যদি পেতে হয়, আনতে হয় বিশালগড়ের হেলথ্‌ সেণ্টারে তাকে। অনেক অসুবিধা। কাজেই সে দিক দিয়ে জনসংখ্যার অনুপাতে বা চাহিদার অনুপাতে বিশ্রামগঞ্জের মধ্যেও একটা প্রাথমিক হেলথ্‌ সেণ্টার করা দরকার। এইভাবে যদি আমি আজকে লোক সংখ্যার অনুপাতে বা কমিউনিকেশনের দিক দিয়ে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকার অবস্থা তো আমরা দেখি। এইরকম ভাবে শুধু টাকারজলা নয়, শুধু বিশ্রামগঞ্জ নয়, বহু এলাকা আপনাদের নজরে আছে। এখন

এখন পর্য্যন্ত সেগুলির মধ্যে হচ্ছে না। কাজেই এই বাজেট প্রভিশনের মধ্যে যে সমস্ত টাকা রাখা হয়েছে, ইমিডিয়েট যে সমস্ত জায়গার মধ্যে দরকার, যেমন গোলাঘাটির একটা ডিসপেন্সারী দরকার সেখানে আদৌ খোলার কোন লক্ষণ নেই। এই বাজেটের যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার মধ্যে একথা মনে করার কোন্ কারণই নাই যে গোলাঘাটির মধ্যে নূতন এবং লালসিংমুড়ার মধ্যে নূতন একটা ডিসপেন্সারী খোলা হবে। এই রকম আশ্বাস আছে, একথা মনে করার মতন কোন কারণ এই বাজেট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দ অন মেডিকেল, এটা সাফিসিয়েন্ট নয়। এতে আরও ব্যয় বরাদ্দ রাখা দরকার। কারণ আমরা অনেক সময় এই কথা বলি যে আমাদের আয় কম আমরা এটা পারি না সেটা পারি না। অনেক সময় একথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত। একসঙ্গে আমরা পারব না, এটা ঠিক কিন্তু। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমরা কেন পারব না? এটা আমাদের নিশ্চয়ই করা দরকার। গোলাঘাটির মধ্যে এবার আমরা করলাম, পরবর্ত্তী বৎসরে আমরা লালসিংমুড়াতে করলাম এই ভাবে আমি করতে বলছি। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরাটা আমার চোখের সামনে রেখে এই বাজেট করা দরকার। কিন্তু তা এখানে হয় নাই। আর একটা কথা হল সামান্য। এটা সম্পর্কে আমি উল্লেখ করব। যেমন ডাক্তার, আমাদের এখানে যে সমস্ত বিশেষ করে হাসপাতালের--

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Member, you should discuss about medical college and compounder training institute.

Shri Aghore Deb Barma :— No, No, definitely not. I can speak on the whole demand.

Shri Atiqul Islam :— He can discuss on the entire demand ; on the demand No. 15 and Demand No. 16 also.

Mr. Deputy Speaker : No, No: he can discuss on lack of provision for Medical college and compounder traing institute.

Shri Atiqul Islam :— No, No, he can speak on the entire demands.

Mr Deputy Speaker : Yes, Yes, go on.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ডিসপেন্সারী চাই, আমরা হেলথ সেন্টার চাই, আমরা হাসপাতাল চাই। চাইতে গেলেই বলে ডাক্তার আমরা কোথায় পাব? এই প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। আমাদের এখানে মেডিকেল কলেজ নাই। বহু টাকা খরচ করে আমাদের মেডিকেল পড়িয়ে আনতে হয়। আমাদের অনেক অসুবিধা দেখানো হয়। কাজেই আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষের যদি উপকার আমরা করতে চাই, এই অপমৃত্যুর হাত থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে আজকে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এটাও থাকা দরকার যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ একটা মেডিকেল কলেজ খোলা প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে আমি কাটমোশনে এই কথা রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে কথা বলছেন আমি নিশ্চয়ই সেখানে আসব। কারণ এখানে যে সমস্ত ডিসপেন্সারীর কথা হাসপাতালের কথা, প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কথা আমরা যখন বলি তখন বলা হয় ডাক্তার আমরা কোথায় পাব। যে সমস্ত ডিসপেন্সারী, প্রাথমিক হেলথ সেন্টার আছে সেইগুলি আমরা দিতে পারি না। আমাদের এখানে মেডিকেল কলেজ নাই। কাজেই আজকে আমি নিশ্চয় বলব যে মেডিকেল কলেজ আমাদের এখানে একটা হওয়া দরকার। কিন্তু এই বাজেটে এর কোন প্রভিশন নেই। কাজেই আমাদের এই যে

অসুবিধা সেই অসুবিধা আমরা সহসা দূর করতে পারব না। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ডিসপেন্সারী আছে কিন্তু সেখানে ডাক্তার নাই। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে বহু আছে। কাজেই এটা যদি আমাদের পূরণ করতে হয়, ইমিডিয়েটলি এই বাজেটের মধ্যে তার প্রভিশন রাখা উচিত ছিল। এখানে যাতে মেডিক্যাল কলেজ হয় সেই প্রভিশন রাখা দরকার ছিল। আরেকটা কথা হল—যারা ওয়ার্ড ডিউটি দেন ডাক্তাররা, নার্সরা তাদের রবিবার পর্য্যন্ত কোন ছুটি নাই। সারা মাস ওয়ার্ড ডিউটি দিতে হয়, সারাক্ষণ সারাদিন তাদের ডিউটি দিতে হয়, ছুটি তাদের নাই। কাজেই সেদিক থেকে অনুরোধ রাখছি—অন্ততঃ অনুরোধ হিসাবে রাখছি— একথাও সত্য যে একটি ওয়ার্ডে একজন ডাক্তার আছেন, রোগী দেখেছেন, হঠাৎ করে আরেকজন নূতন ডাক্তাররের পক্ষে হয়ত নূতন করে দেখা খুবই অসুবিধাজনক, একথা সত্য। কিন্তু সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কিভাবে তাদের ছুটির ব্যবস্থা করা যায় সেটা আপনারা চিন্তা করে দেখবেন। আরেকটা কাটমোশন আমার আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫'এর উপরে। পাব্লিক হেলথ সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি, এটা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব আগের তুলনায় ম্যালেরিয়া এবং কলেরা বসন্ত যা ছিল তা অনেক কমেছে। কিন্তু আজকে এই বছর অম্পির মধ্যে হঠাৎ করে দেখা গেল অনেক মানুষ সেখানে মারা গেছে। মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এবং উন্নয়ন মন্ত্রী কলিং অ্যাটেনশন নোটিশের উপর যে ষ্টেটমেন্ট রেখেছেন এটা আমাদের বাস্তবিক ঘটনা। সে জিনিষটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। পাব্লিক হেলথ নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয়, প্রথমেই হেলথটাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে ব্যবস্থাই করা দরকার। হেলথ রক্ষা করার পক্ষে জল একটা প্রধান অঙ্গ। পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং সেটা ঠিক ঠিক ভাবে সরবরাহ করা যা এখন পর্য্যন্ত আমরা করতে পারি নাই। কারণ সাধারণ একটা ঘটনা আমি বলছি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের এলাকার কথা বাদই দিলাম, এই যে শহর' এর মধ্যে যে একটা জায়গা আছে বুধজং দীঘির উপর অংশ'এর মধ্যে একটা টিউবওয়েল পর্য্যন্ত নাই, একটা বিরাট পাড়া, ঘনবসতি এলাকা। আগরতলা টাউনত আগের জায়গায় নাই, অনেক লোকজন বেড়ে গেছে। খাল বিল সমস্ত বন্ধ করে মানুষ ঘর বাড়ী উঠাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে আজকে যদি জল খেতে হয়, আমার বাসার সামনে একটা টিউবওয়েল আছে, আপনারা যদি সময় করে সকালে দয়া করে যান, তাহলে দেখবেন যে সেখানে কিউ করে থাকতে হয়। সেটা বেশী দিন ভাল থাকে না। একটা টিউবওয়েলের উপর সমস্ত পাড়ার মানুষের একটা চাপ। কাজেই আজকে বিশেষ করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বোধজং দীঘির উত্তরাংশে যে পাড়া আছে সে পাড়াতে অন্ততঃ একটা টিউবওয়েল'এর ব্যবস্থা করে দিবেন, নতুবা অসুবিধা হচ্ছে। এই হচ্ছে টাউনের অবস্থা। আর কাজেই গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বুঝতেই পারেন সেখানে স্কুলের মধ্যে একটা টিউবওয়েল আছে। স্কুল যখন খোলা থাকে তখন জল আনতে পারা যায়, স্কুল যখন বন্ধ হয়, গেইট তালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সেখানে জল নেওয়া অসুবিধাজনক। এবং স্কুলের ভিতরে অনেক রকম জিনিষপত্র আছে এটা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এটা রক্ষার দরকার। কাজেই সেটা বরাবর খোলা যদি রাখা হয় তাহলে অনেক অসুবিধা হতে পারে। নানা রকম জিনিষ—টুল টেবিল ইত্যাদি সেখানে আছে এবং সেইসব সম্পত্তি রক্ষা করার স্কুল কর্তৃপক্ষের একটা দায়িত্ব আছে কাজেই তারা সেটা বন্ধ করে দিয়ে যায়, কাজেই সে তখন ... ...

(রেড লাইট ওয়াজ লিট)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরেকটা কাটমোশন আছে সেটা আমি এক সঙ্গে শেষ করতে চাই।

শ্রীআভিকুল ইসলাম : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আজকে আমাদের বেশী ডিমাণ্ডতো নাই, কাজেই পাঁচটার মধ্যেই আমরা শেষ করতে পারব, এই ডিমাণ্ডে যখন কাট মোশন বেশী আছে. সময় কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— ফাইভ মিনিটস আর অ্যালাউড।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বেশী নাই. ঠিকই আমরা শেষ করতে পারব আমরা আশা করব যে এই যে চার ঘণ্টা সময় আছে তার মধ্যে সময় অ্যালট করে দেওয়া ভাল যে অপোজিশন এতটুকু সময় নেবে, আমরা এতটুকু সময় নেব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমার আরেকটা কাটমোশন' এর মধ্যে যা চাচ্ছি Demand No: 35—Capital Outlay on Improvement of Public Health; Cut Motion is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Failure to complete water works and drainage constructions of Agartala town in time."

Mr. Speaker :—Allotment of time will be given after recess.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : – আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি যে আমরা আগরতলাবাসীকে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ'এর ব্যবস্থা করব এবং কিছু কিছু পাইপ যে বসানো হচ্ছে না, তা নয় কিন্তু এটা প্রায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে হঠাৎ কোথায় যে এটা আটকে গেল সেটা এখনও জানা গেলনা। কবে কবে যে এটা শেষ হবে তা বলা যায়না। এটা নিয়ে একটা তালবাহনা চলছে, প্রহসন চলছে। কাজেই আমি মনে করি যে এটা খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার। কারণ আমরা দেখি টিউবওয়েলের জলে অনেক সময় বালি থাকে, ময়লা থাকে, লৌহ মিশ্রিত বিশেষ করে গুড়াগাড়ি থাকে। তাতে পেটের রোগ ডিসপেপ সিয়া রোগ আজকে না হয়ে পারেনা। আজকে শহরের হাসপাতালগুলিতে যদি যান, ডিস্পেনসারিতে যান সর্ব্বত্র সেই একই ব্যারাম— ব্যারাম কোথায়— পেট ফাঁপা, হজম হয়না এটা রেগুলার ডিজিজ আগরতলা টাউনের মধ্যে। আমার মনে হয়, অবশ্য আমি এক্সপার্ট নই, তবে আমার একটা ব্যক্তিগত ধারণা প্রধানতঃ জলই দূষিত, জলের জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সত্বর বিশুদ্ধ জল যাতে আমরা সরবরাহ করতে পারি তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর ড্রেনেজে ওয়ার্কস্‌ এর কাজ কিছুটা আরম্ভ করেছি, কিছুটা শেষও করেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বাকিটা শেষ হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন নেগলেক্টেড অবস্থায়, উপেক্ষিত অবস্থায় আছে যে ১০।১২ বছরের মধ্যে ড্রেইন পরিষ্কার পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এইরকম ঘটনাও টাউনের মধ্যে আছে। পাক্কা নাইবা হ'ল কিন্তু বছরে একবার বা দুইবার নালা পরিষ্কার করতে আপত্তির কি আছে আমি জানিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মারফত আপনাদের— রুলিং পার্টি'র সদস্যদের অনুরোধ করে বলি যদি আপনারা কেউ দয়া করে যান – কৃষ্ণদাস বাবু ওনার কনষ্টিটিউয়েনসি বোধজং দীঘির যে উত্তর অংশ পশ্চিম পার দিয়ে যে খালটা গেছে এই পর্য্যন্ত তার সীমা, তারপর বাদ-বাকী ঠাকুরপল্লী পাড়াটার জল পাস্‌ করার মত কোন খাল নাই। ১০।১২ বছরের মধ্যে এই খালটা একবারও পরিষ্কার করা হয় নাই। এই হল অবস্থা। আর বোধজং এর উপর পশ্চিম কোণার মধ্যে নবীন ঠাকুরের বাড়ীর সংলগ্ন একটা কালভার্ট আছে ড্রাম দিয়ে মানুষ চলাচল করত। সেখানে একটা কালভার্ট করা দরকার। সে কালভার্ট নাই। খাল খালই আছে। সেই খালটা জীবনে কোনদিন পরিষ্কার হয় নাই। ফলে কি হয়, যখন সামান্য বৃষ্টি হয়, রামনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ীই বলুন বা আশেপাশে যে সমস্ত বাড়ী সমস্ত বাড়ী সামান্য বৃষ্টি হলেই ফ্লাড হয়ে যায়। তার কারণ তার পাশে কোন খাল নাই। মহারাজার আমলে খাল ছিল, এখন খালগুলি সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই এই পাড়ার প্রতি যদি

আপনাদের কোন দায়িত্ব থাকে, আমি মনে করি আপনারা যান গেয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন যে সেখানে খালের দরকার কিনা সেখানে জল সরানোর রাস্তার দরকার আছে কিনা। এটা আপনারা গেয়ে দেখে আসুন। এবং দেখে আসার পরে আপনারা নিজেরাই উপলব্ধি করবেন সেখানে কি একটা অবস্থা। সামান্য একটু বৃষ্টি হলে—এটা রোয়া ক্ষেতের পক্ষে এটা ভাল সেটা আমি জানি—কারন আমি কৃষকের ছেলে, কিন্তু এই পাড়ার যে অবস্থা এটা বলার নয়। আমি কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যকে আবার অনুরোধ করব তিনি একবার যেয়ে দেখে আসুন এ' পাড়ার কি অবস্থা (ভয়েস··· জায়গা কোনখানে ?)

যায়গা অলরেডি আছে। খাল অলরেডি আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন ঘটনা আছে যে কোন কোন অলিগলিতে টাউনের মধ্যে যে সমস্ত ইট দিয়ে পাকা খাল করা হয়েছে কোন কোন জায়গার মধ্যে এমনভাবে নেগলেক্ট করা হয়েছে। সেখানে পাকা খাল তো দূরের কথা সেখানে কাঁচা খালও, এক্জিসটিং খাল পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেনা এই হল অবস্থা। —আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি, আপনাদের এইভাবে বলার অভ্যাস। আজকে যদি আপনারা এইভাবে চলাতে থাকেন তা হলে হয়ত কোন ক্ষেত্রেই সুযোগ সুবিধা হবে এই কথা আমি স্বীকার করি না। এমনি অবস্থা যে তারা বলতে পারে না মুখে, এটা তাদের দুর্ভাগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষ আমাদের কাছে বলেছে আমি আর এই পাড়ায় থাকবনা, এখান ছেড়ে চলে যাব, এই হল অবস্থা। কাজেই সামগ্রিকভাবে আজকে একটা বিশেষ জায়গার দিকে নজর না রেখে অত্যন্ত সামগ্রিকভাবে আপনাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। এই কথা বলে আজকে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—I would now call on Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকি ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি রিসেস্ এর পরে বলব কারণ আমার শরীর বেশী ভাল নয়।

A voice from the House :— বলুন, বলুন।

Shri Bulu Kuki :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে Medical Public Health and Capital Outlay on Improvement of Public Health, এই তিনটি ডিমাণ্ড উত্থাপন করেছেন। তবে এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য, এই বক্তব্য উত্থাপন করবার জন্য আমি এই জায়গাতে আমার কাট্‌মোশন রেখেছি। এই কাট্‌মোশন হল shortage of doctors and Compounders. ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে দিনের পর দিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, ঠিক সেই সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারও যে প্রয়োজন তা উপলব্ধি করা হয় নি এবং বাস্তব যে অবস্থা তার যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই বাজেটটা রচনা করা হয় নাই। কারণ আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে রুলিংপার্টি কোন সময়ে এই কথা বলে নাই যে কতজন লোকের জন্য একজন ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার প্রয়োজন হবে যাতে তারা ভাল করে রোগীকে চিকিৎসা করতে পারে, আজ পর্য্যন্ত তা এই হাউজে উত্থাপন করা হয় নাই।

(ভয়েজ অফ দি হাউজ—বলা হয়েছে।)

যদি বলা হয়ে থাকে তবে আপনারা বলুন কতজন লোকের জন্য একজন ডাক্তার প্রয়োজন এবং সেই ডাক্তার যাতে ভালভাবে রোগীকে চিকিৎসা করতে পারে। সেই ব্যবস্থার উপলব্ধি এখানে করা হয় নাই। কারণ আমি জানি অনেক যায়গাতে ডাক্তার দেওয়া হয়েছে—যেমন ওম্পিতে প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার, আর নুতন বাজারে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার আছে এবং

অমরপুরে যে প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার আছে তার পপুলেশন কত? আমি জানি যে সেখানে এই দুইটা কন্সটিটুয়েনসীতে ৩০ হাজারের উপরে লোক সংখ্যা। কিন্তু সেখানে কতজন ডাক্তার আছেন? মাত্র ৪জন কি পাঁচজন। অতএব এই ৩০ হাজার লোককে চিকিৎসা করার জন্য, তাদের সেবা শুশ্রূষা করা এই চারজন ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব কিনা? যার ফলে ডাক্তার সেখানে ঠিক ঠিক মত রোগীর চিকিৎসা করতে পারে না। চিকিৎসা করতে না পারার জন্য এখন সেখানে একটা রিউমার আছে যে সরকারী হাসপাতালে গেলে পরে কিছু পাওয়া যায় না, শুধু জল পাওয়া যায় আর কিছু পাওয়া যায়না। দিনের পর দিন সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা সম্ভব না, তারাও তো মানুষ। অতএব এখানে রুলিংপার্টি চিকিৎসার ব্যাপারে যেভাবে নেগলিজেনস্ দেখাচ্ছে তা আমার মনে হয় এটা তাদের দ্বারাই সম্ভব। কেননা মানুষের সুখ সুবিধার দিকে তারা লক্ষ্য করেনা, শুধু লক্ষ্য করে কোন দিকে, না তাদের নিজেদের সুখের দিকে। ওনাদের যখন প্রয়োজন হয় তখন দশ বার মাইল দূর যাওয়ার তো প্রয়োজন হয় না। ওনাদের তো ডাক্তারের অভাব হয় না। একটা টেলিফোন করলে পরে এক মিনিট, আধ মিনিট, পাঁচ মিনিট পরেই একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হবেন। কিন্তু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে পারেনা এই রকম অনেক জায়গা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে সেইজন্য আমার কাটমোশন উত্থাপন করছি। এই জন্য যদি প্রকৃত পক্ষে রুলিংপার্টি, এই গভর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চায় তা হলে পরে বর্ত্তমানে যে ডাক্তার আছে সেই ডাক্তার যথেষ্ট নয় এবং আরো বেশী ডাক্তার দেওয়া প্রয়োজন।

অনারেবল স্পীকার, স্যার, পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। পাবলিক হেলথ এখানে রুলিংপার্টি যে এটিচিউড্ যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং এটা সম্পর্কে একটা কথা যদি বলি তাহলে এটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমার ধারণা। এটা দেখে আমার একটা গল্পের কথা মনে হয়। গল্পটা হল এই যে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে গেছে। যুদ্ধ করার সময় শিখণ্ডিকে তার সামনে খাড়া করিয়াছিল কারো বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। যুদ্ধ করার জন্য শিখণ্ডিকে তার সামনে খাড়া করানো হয়েছিল। আজকে আমার একটা কলিং এটেনশনের সময়ে, এই বাজেট সেশনে আমি একটা কলিং এটেনশন দিয়েছিলাম, সেই সময়ে এই কথা বলা হয়েছিল এই হাউজের মধ্যে যে সেখানে ট্রাইবেলরা নাকি টিকা নিতে আপত্তি করছে—তারা টিকা নিতে আপত্তি করে, হাঁ এই কথা বলেছেন। আমরা জানি কোন ট্রাইবেল টিকা নিতে আপত্তি করেনা। এখানে টিকা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আমি যখন রাইমা শরমাতে যাই এবং ডাক্তারকে যখন জিজ্ঞাস করি এখানে টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা তখন ডাক্তার বলে, আমি বারবার ডিপার্টমেণ্ট এর কাছে লিখেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত টিকা তারা পাঠায় নাই। আমি তার ফলে টিকা দিতে পারি নাই। আর আমি জানি তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ীতে যদি টিকা দেওয়ার জন্য বলা হয় তবে এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের মানুষ এসে উপস্থিত হবে। যদি বিশ্বাস না হয় আপনারা তো তেলিয়ামুড়া যান। প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের যিনি ইনচার্জ আছেন তাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন হাওয়াইবাড়ীতে টিকা দিতে হলে পরে লোক কিভাবে আসে, কি রকম আগ্রহ তারা দেখায়। কিন্তু এখানে এসে বলা হয় যে ট্রাইবেলরা টিকা দিতে রাজী নয়। আমি জানি যে ট্রাইবেলদের শিখণ্ডির মতো খাড়া করিয়ে তারা যুদ্ধ করতে চায়। আক্রমণের হাত হইতে তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে চায়, এটা আমি জানি। ভাল করে জানি। কারণ এটা শুধু মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে নয়, বিভিন্ন ব্যাপারে এই ট্রাইবেলদের তারা শিখণ্ডির

মত খাড়া করিয়ে যুদ্ধ করতে চায়, এটা আমি জানি। অন্যান্য আলোচনার সময়ে আমি এটা উত্থাপন করব। আর এখানে যে বলা হয়েছে আমরা দিতে চাই কিন্তু কেহ নিতে রাজী নয়। আমার মনে হয় সেইটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতাল সম্পর্কে আমি খুব দুঃখিত। কারণ আজকে স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও রাইমা সরমাতে এখনও একটা হাসপাতাল অথবা প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার নাই। আমি জানি সেখানের অবস্থা কি। রাইমা সরমা থেকে অমরপুর আসতে গেলে তবে কোথা দিয়ে আসতে হয়? অমরপুর রাইমা সরমার দূরত্ব কতদূর— ২৫ মাইল। টিলা টংকর ডিঙিয়ে সেই অমরপুর আসতে হয়। নাই কোন রাস্তা, সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অমরপুর আসতে হয় নদী ছড়ার ভিতর দিয়ে তাদের আসতে হয়। সেখান থেকে সেই কোলাই, কাঞ্চণপুর যে কটা হাসপাতাল আছে সেখানে তাদেরকে ৩৫ মাইল হেঁটে আসতে হয়, কোন জিপেবল্ রোড্ নাই। যখন মিনিষ্টাররা সেখানে যাবেন তখন কোন রকমে তাদের জিপটা যেতে পারে। কিন্তু পাবলিক যেতে পারে না।

Mr. Deputy Speaker:— Your time is over.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রিসেস এর পরে তাকে কিছু সময় দিলে ভাল হয়।

শ্রীবুলু কুকি :— আর একটু সময় দিলে ভাল হয়।

Mr. Deputy Speaker :—After recess he will get 5 minutes time. The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor.

After recess

Mr. Speaker :—Discussion on demand for grants is to continue. I would now call on Shri Bulu Kuki who was in possession of the House.

Shri Bulu Kuki :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাইমা-শর্মা সম্পর্কে পূর্ব্বেও বলেছি যে রাইমা শর্মা থেকে অমরপুরে ১টি মাত্র হাসপাতাল এবং চারিদিকে আর কোন হাসপাতাল নাই। কোন পরিবারের যদি কোন serious case পড়ে তার চিকিৎসা হয় না। এই অবস্থায় আমি দেখেছি যে ২।২।৬৫ তারিখে যখন রাইমা শর্ম্মা যাই তখন সেখানে ৬ মাসের pregnant একজন রোগীর মৃত্যু হয়। কারণ সেখানে কোন ডাক্তার ছিল না, কাজেই কোন চিকিৎসা করা হয় নাই। অতএব এই অবস্থায় এই বাজেটে দেখলাম যে তার কোন provision নাই। আজ ১৭ বৎসর ধরে আমাদের Ruling Party আমাদের Govt. কি করেছেন সেখানে? আমার মনে হয় public এর স্বার্থ সম্পর্কে public এর চিকিৎসা করা সম্পর্কে তাদের কোন নজর নেই। কতক্ষণ আগে কয়েকজন সদস্য এই প্রশ্ন করেছিলেন—যে আপনারা বলুন যে রানীরবাজারে কোন dispensary আছে কিনা? সেখানকার লোকের চিকিৎসার জন্য জিরানীয়া যাইতে হয়—উহা ৬ মাইল দূর। হয় তাদের আগরতলা আসতে হয় নতুবা জিরানীয়া যাইতে হয়—তাহাতে অনেক সময় লাগে। কল্যাণপুরে council এর আমলে একটা Primary Health Centre খোলার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেইখানে কোন Health Centre খোলা হয় নাই। কি কারণে উহা সম্ভব হয় নাই সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—Ruling Party তার উত্তর দিতে পারবেন। যদি মানুষকে রোগের হাত হতে রক্ষা করার ইচ্ছা থাকত তবে নিশ্চয়ই তারা সেখানে উহা খুলতে পারতেন। তারা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটাই বড় করে মনে করে—জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য নেই। এই বলে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ জানাব যাতে ত্রিপুরার জনসাধারণ রোগের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Water Supply সম্পর্কে—ওই বিষয়ে অনেকটা আত্মতুষ্টির ভাব প্রকাশ করছেন। বলেছেন যে আমরা সমস্ত জায়গাতে জলের কল, রিংওয়েলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু আমি এই হাউসে challange করে বলতে পারি যে, যে সমস্ত ring well, tube well বসানো হয়েছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ অকেজো হয়ে আছে। তার উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি শর্মা এলেকায় রিফিউজী কলোনীতে ১৮টি tube-well বসানো হয়েছিল, তার মধ্যে ১১টিই অকেজো বাকীগুলি কোন রকমে কাজ চলছে। এইখানেই প্রমাণ করে যে Ruling Party water supply এর যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে জনসাধারণ মোটেই উপকৃত হয় নাই। একটা কথা হচ্ছে শুধু Contractor-রা টাকা পেল কিনা তা দেখবার জন্য—publicএ জল খেতে পাবে কিনা পারে তার দিকে তাদের কোন নজর নেই। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে বলছি যে সমস্ত অকেজো টিউবওয়েল রিংওয়েল সেগুলির তদন্ত করে যাতে মেরামত করা হয়—তাহলেই জনসাধারণ পানীয় জল খেতে পাবে। তার ব্যবস্থা করা হউক।

Mr Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam

Shri Atiqul Islam :—আমি জানি আমাদের এখানে একটা আয়ুর্বেদ হাসপাতাল আছে। আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেহ অস্বীকার করবে না। কিন্তু যে ঢংএ এই আয়ুর্বেদীয় ডিসপেনসারী চলছে তাতে মানুষের যে খুব বেশী উপকার হচ্ছে তা নয়—বরঞ্চ সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একটা চরম উশৃঙ্খলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোন প্রতিকার কর্তৃপক্ষ করছেন না। মাসের শেষ দিকে সেখানে গেলে কোন ঔষধই পাওয়া যাবে না। যিনি কবিরাজ তিনি বলবেন আমাদের এখানে ঔষধ নেই তোমরা বাজার থেকে কিনে ঔষধ খাও। যারা পুরাতন রোগী তাদের prescriptionটা renew করে বলে দেয় তোমরা বাজার থেকে ঔষধ কিনে আন আমাদের এখানে ঔষধ পাওয়া যাবেনা। এখন আমরা জানি যে এখানে একটি Production Centre করা হয়েছে, তারজন্য একজন supervisorও রাখা হয়েছে এবং সেখানে বহু রকম আয়ুর্বেদীয় ঔষধপত্র তৈয়ার করার কথা। আমি জানি কবিরাজ বাবু যেরকম indent দেন সে রকম ঔষধ সেখান থেকে পাননা। অথচ ঔষধ যেখানে তৈরী হচ্ছে, তৈরী হওয়ার পরও তিনি পাননা। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট এ কথা জানিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন না এমন নয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এর কোন প্রতিকার হয় নাই। ফলে কবিরাজও ভুগছে। আমাদের একজন supervisor তার জন্য আছে তার যে কি function তা আমাদের জানা নেই তিনি supervise করবেন, নাকি control করবেন সেটা কেউ বলতে পারে না। সেখানে একটা Production Centre আছে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সেখানে Manufacture করা হয়। কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কেউ বলতে পারবেনা কবিরাজ বাবুও জানেন না যে সেখানে কি হচ্ছে। যে ঔষধ যে সময়ে দরকার ঠিক সেই ঔষধ সেখান থেকে পাওয়া যায়না। যেমন চ্যবনপ্রাশ করার কথা আছে সেটা winter seasonএ পাওয়ার কথা। কিন্তু winter seasonএ আমি পাই নাই। যিনি supervisor তিনিও একজন কবিরাজ যদি তার দোকানে যান তবে সেই ঔষধ সেখানে পাওয়া যায়। যখন নাকি আয়ুর্বেদীয় ডিসপেন্সারীতে আমি চ্যবনপ্রাশ পাই না, তখন ঠিক তার দোকানে গেলে চ্যবনপ্রাশ পাওয়া যায়। তাহলে আমরা কি এই মনে করব যে তার ডিসপেন্সারীর ঔষধ বিক্রী করবার জন্যই এই অভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে? তিনি supervisory কাজও করতে পারেন এবং supervisory কাজের সুবিধা দিয়ে তার dispensaryও চালাতে পারেন। অথবা কি এইজন্য যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর খুব পিয়ারের পাত্র, তাঁর personal physician কাজেই তার সাত খুন মাপ। তার বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগই থাকুক না কেন তার কোন তদ্বির

তার প্রতিকার কেউ করবেন না। আমি শুনেছি এই সম্পর্কে অনেক Complaint করা হয়েছে Director of Health serviceএর কাছে। তিনি কিছু করতে সাহস করেন না কারণ যিনি supervisor, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কারণ খুব প্রিয়পাত্র। কাজেই তার বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারছেন না। ফলে প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্বেদীয় ডিসপেন্সরীটা Control করেন supervisor. এখন supervisorএর, আমি শুনেছি, কোন attendance register নেই। তিনি কখন আসবেন, কখন যাবেন, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যখন খুসী আসেন যখন খুসী যান, কোন কোন দিন আসেনই না। এইভাবে সেখানে কাজ চলছে এবং আমি যতদুর জানি Auditএ objection দিয়েছে যে কিভাবে একজন supervisor থাকবে ? তিনি টাকা নিবেন অথচ তার কোন attendanee register নেই, এ কি করে হতে পারে ?Auditএ যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, তার খবর আমাদের নিকট আসে না। যে কোন ভাবেই হউক টাকা দিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদের Public Accounts Committeeতে সেগুলি আসার সুযোগ হচ্ছে না। ফলে আমরা সেগুলি পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি Audit সেগুলিতে objection দিয়েছে যে এইভাবে একটা post চলতে পারে না। কাজেই আমি জানতে চাই যে এই supervisor এর function কি ? সে কি Ayurvedic dispensaryর competent authority, full authority ? নাকি তার কাজ supervise করা অথবা production করা ? যদি তিনি production করে থাকেন তাহলে সেখান থেকে ঔষধ পাওয়া যায় না কেন ? এবং যে জিনিস dispensaryতে পাওয়া যায় না ঠিক সেই জিনিস তার নিজস্ব dispensaryতে যথেষ্ট পাওয়া যায়—তার রহস্যটা কোথায় তা আমি জানতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আমর জানি যে UNICEF থেকে অনেক গাড়ী আমাদের এখানে আসে। Central Govt. এর সঙ্গে agreement করে welfere activityর জন্য অনেক গাড়ী আমরা এনেছি। কিন্তু যে purpose এ গাড়ীগুলি আসে সেই purpose এ ব্যবহৃত হয় না। সেগুলি Staff Nurse নিয়ে যাওয়া আসা করে, ডাক্তাররা বব্যহার করেন অথবা অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু যে purpose এর জন্য agreement করে আমরা আনি সেই purpose এ সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। গাড়ীগুলি যখন আমরা আনি তাতে কতকগুলি agreement করে আনি, purpose লেখা থাকে Veterinaryর জন্য বা welfare এর জন্য। যাতে সেই গাড়ীগুলি করে ত্রিপুরার সর্বত্র সেই সেই purpose এর কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যে গাড়ীগুলি আসে সেইগুলি আগরতলা সহর ছাড়া আর কোথাও যায় না। আগরতলা সহরে ঘুরে ও বাবুদের নিয়ে সবদের নিয়ে ঘুরাফেরা করা হয়। কাজেই জানতে চাই এই গাড়ীগুলি কতকগুলি purpuse এ ব্যবহৃত হবে ? এ agreement করে আনার পর অন্য purpose এ ব্যবহার করা হয় কেন ? আমরা জানি এসম্পর্কে বহু অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত এর কোন প্রতিকার করা হয় নাই। UNICEF থেকে অনেক রকম জিনিষ এখানে আসে যেমন Milk powder, instrument ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি আসার পর কোথায় যে চলে যায় তার কোন পাত্তাই থাকে না। কাজেই মনে হয় এগুলি আসার পর সেগুলি অফিস থেকে নানা ভাবে বিক্রী হয়, Misuse হয়, পাঁচার হয় এবং এ সম্পর্কে কোন হঁদিস আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। আমি এ পর্য্যন্ত জানি যে প্রায় ৭৫ হাজার মণ powder milk store এ পড়ে ছিল এবং পরে নষ্ট হয়ে যায়। তার কোন প্রতিকার বা হিসাবও কেউ পায় নি। এই ভাবে এতগুলি জিনিষ নষ্ট হল, অথচ কার দোষ, কিভাবে এই সব জিনিষ নষ্ট হল তার কোন কারণ বুঝবার কেউ চেষ্টা করলেন না। চেষ্টা করবেন কে ? কারণ প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে এক বা একাধিক অপরাধে অপরাধী। কাজেই

কেউ কাকে ঘাটাতে সাহস পায় না কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে পড়বে। কাজেই এক চোর আর এক চোরকে খাতির করছেন। এরকম বহু কাহিনী আমি হাউসে আগে বলেছি কিন্তু কোন step কেউ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আমি এরকমও জানি যে আমাদের যে N. N. Choudhury যিনি আগে Addl. District Magistrate ছিলেন, retire করার পর তাকে Administrative-cum-Audit Officer করা হয়েছিল। তিনিও Medical Deptt এর কতকগুলি purchase করার ব্যাপারে complain করেছিলেন যে প্রায় ১ লক্ষ টাকার purchase এ অনেক Malpractice করা হয়েছে এ complain করা হয়েছিল Chief Secretaryর নিকট কিন্তু তার কোন পাত্তা পায় নাই, তারপর তিনি complain করেছিলেন Chief Commissioner এর কাছে। Chief Commissioner এর কাছে complain করার পর তিনি তাকে বললেন—দেখ তুমি এ সমস্ত ব্যাপারে নাক গলাবে না এত বড় বড ব্যাপারে নাক গলাবার তোমার কি দরকার? তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। সেই দিন থেকে চাকুরী ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে যান। যেখানে এত বড একটা corruption case ধরা পড়ার পর প্রধান কর্মকর্তার নিকট হতেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না—সেখানে আর চাকুরী করা চলে না। এর পরেও কি বলতে পারি যে corruption এর case ধরা পড়লেও তার কোন step নেবেন?

আমি কদমতলা dispensary, ধর্মনগর সম্পর্কে কতকগুলি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। কদমতলার dispensaryর contractor যে সমস্ত ration supply করেন, অনেক সময় ঠিক ঠিক মত তিনি supply করেন না, অনেক সময় তার পরিমাণ কম থাকে, অনেক সময় তিনি দেন না। ঐখানের যে cook তিনি একদিন ধরেন এবং ডাক্তার বাবুকে দেখালেন যে contractor জিনিষ কম দিচ্ছেন এবং দিচ্ছি বলে হয়ত দিলেনই না এবং জিনিষও খারাপ দিচ্ছেন। ডাক্তারবাবু বললেন যে তুমি এসব বিষয়ে কিছু বলবে না—তোমার বলার প্রয়োজন নাই এবং তারপর থেকে সে এইগুলি দেখতে বা বলতে সাহস করে না। সেখানে নিতাই দাস বলে কদমতলাতে একজন ঔষধের দোকানের মালিক আছে তার pharmacy আছে এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। তার dispensaryতে হাসপাতালের ঔষধ বিক্রী করা হয় এবং ঐ সম্পর্কে অনেক complain কর্তৃপক্ষের কাছে করা হইয়াছে—কিন্তু তার প্রতিকার আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। ঘটনা সেইখানেই শেষ হয় নাই এর পরও ঐখানে এরকম কুকীর্ত্তি ঘটেছে যে সেইসব কথা হাউসের সামনে বলা যায় না। ঐখানের যে Doctor তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অনেক serious allegation করা হয়েছে। Allegation করা হয়েছে District Health Officer Shri P. K. Chakrabortyর কাছে written complain করা হয়েছে -তারপর on 24/8/64 তিনি জানিয়েছেন যে ঐসমস্তগুলি আমরা enquiry করছি, তারপর এ সম্বন্ধে কি হল না হল তার কোন খবর পাওয়া গেল না। ঘটনাটা যে কি তা আপনারা বুঝতে পারেন, আমি আর এখানে বলতে চাই না তবে যদি শুনতে চান তবে আমি বলতে পারি সমস্ত ইতিহাস কখন কি ঘটেছে, কি করেছে কিন্তু এগুলি এমন nasty affairs যে এইগুলি হাউসে বলতে রুচিতে বাঁধছে। যদি আপনারা personally আমার সঙ্গে meet করতে চান তবে সমস্ত ইতিহাস বলতে পারি। আমি শুধু এটুকু বললাম যে complain করা হয়েছে এবং তার উত্তরে District Health Officer Shri P. K. Chakraborty ২৪।৮।৬৪ ইং জানিয়েছেন যে enquiryর জন্য vigilanceএ পাঠান হয়েছে। তারপর enquiry যে কি হল না হল আর কিছু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু corruption এখনো সেই হারে সেই ভাবেই চলছে। এই সমস্ত complain করার পরও যদি কোন step না নেওয়া হয় এবং যদি কোন Nurse মনে করে তার ইজ্জত সেখানে থাকবে না তাহলে সেখানে সে চাকুরী করতে পারবে না এবং যদি দেখি যে protection দেওয়ার মত কেউ নেই তাহলে সেখানে আজকের দিনে আমাদের সব

বোনেরা কি করে চাকুরী করবে? চাকুরী করা কি করে সম্ভব? আপনারা যারা কর্তৃপক্ষ তাঁরা যদি না জানতেন তাহলে একটা কথা হতো—জানার পরও সেখানে এগুলি ঘটে কি করে?

মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আর একটা সংক্ষেপে বলতে চাই যে আমাদের আগরতলাতে যে হাসপাতাল—তাকে V. M. Hospital extension নাম দিয়ে কুঞ্জবনে আর একটা G.B. Hospital খোলা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে এইটা V.M. Hospital এর extension. কিন্তু এখন যা দাড়িয়েছে V.M. Hospital এ শুধু Children ও Maternity ward রাখা হয়েছে এছাড়া In door বা out-door এর কিছুই নাই সবটাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুঞ্জবনে G.B. Hospitalএ। ফলে এখানকার যারা অধিবাসী যেমন অরুন্ধুতিনগর বা ঐ দিকের লোকেরা বেশ অসুবিধায় পড়েছে। তারা হাসপাতাল বড় করে যে সুবিধা দিতে চাচ্ছিলেন সেটা শহরবাসীরা পাচ্ছেন না। এর সমাধান যদি আমরা করতে না পারি তাহলে অসুবিধা কোন দিনই দূর হবে না। সেইজন্য আমি আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি যে এখানকার V. M. Hospital-এর যে out-door তাকে একটা full fledged out-door হিসাবে পরিণত করা উচিৎ যাতে এখানে patient আসলে পরে out-door হিসাবে তার যে সমস্ত facility তা যেন পেতে পারে. তারপর যদি Admission এর প্রশ্ন আসে তাহলে G. Bতেই যাওক বা এখানেই রাখুন। কাজেই আমাদের আগরতলা সহরে population যেখানে বেড়ে গিয়ে এখন প্রায় ৫০ হাজারে পৌঁছেছে সেখানে যদি out-door না থাকে তা হলে সহরবাসী চলবে কি করে? কাজেই আগরতলা সহরে একটা full fledged out door থাকা দরকার। তাহলে আমাদের outdoor দুইটা হচ্ছে, একটা G. Bতে আর একটা V. M, Hospital-এ। যদি এই ভাবে আমরা সমাধান করতে না চাই তবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে এখানের অনেক স্থায়ী বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করে দিয়ে হাসপাতালকে extension করব একথা বলে জায়গা acquire করা হয়েছিল। সেখানে কতকগুলি quarter করা হবে বলে খাস করা হয়নি, কারণ একজনকে উচ্ছেদ করে আর একজনের বসবাসের জন্য বাড়ী করব এটা Govt. এর policy হতে পারে না। কাজেই আমি এই হাউসে এই আবেদন রাখব যাতে এই out-door Dispensaryকে একটা full fledged out-door হিসাবে তৈরী করা যায় তার ব্যবস্থা করা হউক।

Mr. Speaker :— I would call on hon'ble Deputy Minister Shri B. Das.

Shri B. Das :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Demand No. 15, Demand No. 16 & Demand No 35 এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন আমি তার সমর্থনে বলছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে cut motion এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে Medical ও Public Health সম্বন্ধে আলোচনা করলে তার একটা চিত্র আমাদের চোখের সামনে রাখা উচিত হবে বলে আমি মনে করি। প্রথমে আমি একটা চিত্র আঁকবার চেষ্টা করব এবং পরে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। প্রথম কথাই হল ত্রিপুরা রাজ্যে G. B. Hospital-এ bed হচ্ছে ২৫০ V. M. Hospital-এ 242, তা ছাড়া G. B. Hospital-এ আর একটি T. B. Ward আছে তাতে ৫০টি bed আছে, সেখানে 1965-66 এ আরো 25টি bed বাড়ানো হবে একথা আমরা বলেছি। G. B. Hospital-এ ২৫০ bed আছে আমরা আরো ৪০ bed বাড়াবার চেষ্টা করব ১৯৬৫—৬৬ এ। V. M. Hospital-এ যে Children ward আছে সেখানে আমরা আরো ১০টি

bed add করবো এবং শিশুদের যাতে সুচিকিৎসা হয় সেদিকে আরো যত্ন নেব। এ ছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৯টি Sub-Division এ হাসপাতাল—তার মধ্যে ৫টি ২০ শয্যাবিশিষ্ট আর ৪টা হচ্ছে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট। এ ছাড়া আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯টী Primary Health Centre আছে তার মধ্যে ১১টী হচ্ছে ৬ শয্যাবিশিষ্ট আর ৪টী ১০টী শয্যাবিশিষ্ট। তিনটী Primary Health Centre কিছু দিন হল আমরা খুলেছি, তাছাড়াও ১৯৬৫—৬৬ এ আরো ৯টি Primary Health Centre খুলব বলে পরিকল্পনা নিয়েছি। Out-door Dispensary সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে 85। এছাড়া আরো ২৯টি আছে Primary Health Centre ও Hospital গুলির সাথে। মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম যে বলেছেন V.M Hospital কোন out-door dispensary নেই। এই কথার উত্তরে আমি বলছি যে V.M. Hospita একটী out-door dispensary আছে এবং সেটী সুন্দরভাবে কাজ করছে। V. M. Hospital এ শুধু maternity এবং Children wardই নয় সেখানে maternity ward আছে, Children ward আছে এবং সেখানে Infectious ward ও আছে এবং সেখানে আমাদের immergency duty আছে, সব সময় একজন Medical Officer সেখানে আছেন। তারপর out-door dispensaryতে সকাল বলা রোগী দেখা হয়, এছাড়া family planning সম্বন্ধে advice দেওয়ার জন্য বিকালে ডাক্তার বসেন এবং তারা রীতিমত কাজ করেন। কাজেই সেখানে out-door Dispensary নেই এ কথাটা কোথেকে উঠল এবং এ কথাটা যে কি করে সম্ভব হল সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু মাত্র আমি বলতে পারি যে সস্তায় বাহবা নেওয়ার জন্য কেউ যদি কোন রকম উক্তি করতে চান তবে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যিকার ঘটনা সেটা বা বাস্তবক্ষেত্রে যা আছে শুধু সেইটুকুই আমরা বলতে পারি। এছাড়া কল্পনা করে কল্পনা রাজ্যে কল্পনায় নানা কিছু ভেবে সে ধরনের কোন কিছু উক্তি করা এবং Houseকে বিভ্রান্ত করা সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা হাওয়ায় ঘুঁসিও মারতে পারেন, হাওয়ায় কথাও ছুড়তে পারেন। আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৫টি Homeopathic Dispensary চলছে, এছাড়া আমাদের একটি Ayurvedic Dispensary আছে, সেগুলো ভালভাবে চলছে, T. B. Clinic—এখানে ৫০ bed এর একটি T. B Clinic G. B Hospital এর সঙ্গে আছে, 1965-66এ আরও ২০টী bed বাড়াবো, তা আমি বলেছি। T. B. Clinic যেটা আছে সেটা শীঘ্রই National Tuberculosis Control Programme এ পৃথক করে নিয়ে আসছি। তা ছাড়া ধর্মনগর এবং উদয়পুরে অদূর ভবিষ্যতে 1965-66 এর বাজেটেও আমরা ধরেছি T. B. Clinic যাতে সেখানে করতে পারি সেদিকে আমাদের চেষ্টা আছে। Children wardএ observation bed আরও ৪ঠি বাড়িয়ে দিয়ে এবং সেখানে out-doorটি full fledgedএ সুন্দরভাবে করে যাতে শিশুদের সুচিকিৎসা হয় সেদিকে আমরা চেষ্টা করব, তা আমরা আগেই বলেছি। Anti laprosy ward এর জন্য আমাদের G. B. Hospitalএ একটি Clinic আছে, এ ছাড়া Anti-laprosyর জন্য একটি Mobile unit আছে, আমাদের রাজ্যের প্রত্যেক জায়গায় সেটা যাচ্ছে এবং কাজ করছে। Eye trertment এর জন্য একটা mobile unit খোলার দিকে আমাদের নজর আছে। এখানে G. B. Hospital এ যে eye clinic আছে তাতে চক্ষু চিকিৎসার নানা রকম বন্দোবস্ত আছে এবং Eye Patient এর জন্য কয়েকটি bed আলাদা করে রাখার জন্যও চেষ্টা আছে। Family planning এর জন্য ১২টি Family planning centre আছে এবং আরো ১৫টি centre 1965-66তে start করবো। Blood Bank আমরা এখানে start করেছি এবং কাজ চলছে। আরো

রক্তের জন্য অনেক রোগী নানা রকম অসুবিধা ভোগ করত, সে অসুবিধা আমরা দূর করতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করব যাতে Blood Bank এর কাজে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। Blood এটা তৈরী করার জিনিষ নয়, মানুষ সেখানে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে Blood দেন এবং এটা মানুষের কাজে লাগে যারা নাকি suffer করছে। Blood Bank এর out-doorএ Blood জমা রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডাক্তারের এখানে shortage রয়েছে, এটা অবশ্য সত্যি কথা, এটা শুধু আমাদের এখানের কথা নয়, এটা সারা ভারতের একটা সমস্যার কথা। তবে সেদিকে আমরা কি করেছি তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আজও আমাদের ৭০ জন stypendary students ভারতের বিভিন্ন জায়গার Medical Collegeএ পড়ছে, এবং শীঘ্রই কিছুসংখ্যক ডাক্তার আমরা পাব বলে আশা করি। 1964এ ১৬ জন ছাত্র ভারতের নানা রাজ্যে Medical Collegeগুলিতে ভর্ত্তি করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অন্ততঃ ৪৫০টি সিট ত্রিপুরার জন্য রাখা হয়। Medical visitor এদের জন্যও আমরা seat বাড়িয়েছি এবং India Govt কে request করেছি যে ২৪টি student যাতে সেখানে আমরা training দেওয়াতে পারি। Auxiliary Nurseএর অভাব, সেটা সত্যি কথা, Auxiliary Nurseএর course আমাদের এখানে আছে এবং ১০টি ছাত্র প্রতিবৎসর আমরা নিচ্ছি, ১৯৬৫-৬৬তে আরো বেশী student নিয়ে যাতে তাদের শিক্ষিত করে তোলা যায়, এরকম আমাদের পরিকল্পনা আছে। শুধু M B B. S ডাক্তার দিয়েই আমাদের চলবে না। আমাদের specialist ডাক্তার দরকার। আমাদের যে কয়জন ডাক্তার আছে, তাদের ১৯৬৫-৬৬তে Blood Bank এর জন্য, Blood Chemistryতে অন্ততঃ তারা যাতে Specialist training নিতে পারে, Radio Therapyতে যাতে তারা Specialist training নিতে পারে, Histo-pathologyতে যাতে তারা Specialist training নিতে পারে—সেই জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে এবং সেই ভাবে আমরা তৈরী আছি এবং ডাক্তার পাঠাব। ১জন ডাক্তার অন্ততঃ আমাদের সেখানে পাঠানো দরকার এবং ১টা post আমরা তার জন্য রেখেছি—যাতে M D পড়তে পারে, তাছাড়া D. P. Training Course এর জন্যও আমাদের পরিকল্পনা আছে। মফঃস্বলের hospital সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেগুলি যেভাবে চলছে, তার মধ্যে ১৯৬৫-৬৬ তে আমরা অন্তত ২টা X-Ray Unit খুলব—এই পরিকল্পনা আছে।

Public Health সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একথা বলতে হয় যে এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে Malaria এবং Small pox ইত্যাদি যথেষ্ট কমে গিয়েছে। এই যে একটা উক্তি এটা বলতে হয় যে—'কাদের মুখে যেন রাম নাম'। যাই হোক তবু যে রামনামটা শুনলাম এবং সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে? সেটা সম্ভব হয়েছে—কারণ National Small-pox Eradication Programme & National Malaria Eradication Programme গুলি নিয়ে আমরা এগুচ্ছি এবং কৃতকার্য্য হয়েছি। Malaria আমরা নির্মূল করেছি একথা জোরগলায় বলতে না পারলেও ম্যালেরিয়া আমরা যথেষ্ট কমিয়েছি, একেবারে নাই বললেও চলে। Small-pox যথেষ্ট কমিয়েছি একথা আমরা জোরগলায় বলতে পারি। Small-pox এর preventive measure হিসেবে যেখানে vaccination দেওয়ার কথা, India Govt. যেখানে Free-lymph আমাদের supply করছেন—সেক্ষেত্রে আমরা vaccination দেবার চেষ্টা করছি এবং আজ পর্য্যন্ত আমাদের 84% লোককে আমরা vaccination দিয়েছি। বাকী যারা আছে তাদের কথা উঠেছে, সেখানে আমরা বলেছিলাম যে tribal people

vaccination নিতে আসে না, তাতে একজন মাননীয় সদস্য যেন একটু রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাতে রাগ করার কোন কারণ নেই—কারণ tribal people রা যেখানে এগিয়ে আসেন না এবং vaccination নেয় না—এটা ভীষণ সত্যি কথা। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি এইটুকু বলতে চাই যে কিছুদিন আগে যখন আমি অমরপুর গিয়েছিলাম এবং সেখানে Small-pox লেগেছিল, সেখানে আমাদের vaccinator যখন গিয়েছেন—তারা vaccination দিতে পারেন নি, এবং শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমাদের vaccination দিতে হয়েছে এবং আমরা successfulও হয়েছি। এই কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে হয় যে আমরা এখন যে vaccination দিচ্ছি সেটা হচ্ছে Russian Dry lymph যেটা একবার দিলে পরে আর তিন বৎসরের মধ্যে নিতে হয় না। তাই যদি ৬ মাস অন্তর একজন এসে বলে—মশাই কই ৬ মাস হয়ে গেল vaccination ত দিলেন না বা ১ বৎসর পরে যদি বলে যে vaccination ত দিলেন না—এ প্রশ্নের যে কি জবাব হতে পারে তা বুঝতে পারছিনা। একটা কথা এখানে রাখা হয়েছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীর ভীষণ অভাব, আজও নাকি সেখানে তারা ঔষধ পাচ্ছে না। ওঝার ভরসায় বসে থাকে। তবে যদি কেউ ওঝা ডাকেন, বা নেমন্তন্ন করে আনেন, জলপড়া খান, তাবিজ কবচ ধারণ করেন তাহলে কার যে কি আপত্তি থাকতে পারে, তাত আমি বুঝতে পারছি না। এখানে বলা হয়েছে যে ৪০।৫০ মাইলের মধ্যে কোন dispensary বা Hospital নেই, অথচ যেই মুহূর্ত্তে আমি বললাম যে জায়গাটার নাম করুন তখন সেই জায়গাটার নাম আর কেউ করতে পারলেন না। যে জায়গাটার নাম উনি করেছেন সেটা নিজেদের মধ্যেই আবার বলেছেন যে রাণীর বাজার থেকে সেটা ৬ মাইল বা ৭ মাইল। তাহলে ৭ আর ৬ এ ৪০ ৫০ কি করে হল ? সেটুকু আমি হিসাব করে দেখতে পারি যে ৬ আর ৭ এ যখন পুরণ করা হয় তখন ৪২ হতে পারে ৫০ হয় না। এখানে আর একটি কথা রাখা হয়েছে যে লোক সংখ্যার অনুপাতে নাকি আমাদের ডাক্তার নেই। লোক সংখ্যার ব্যাপারে শুধু এইটুকু আমি বলতে চাই যে Govt. of Indiaর specification হচ্ছে ৩৮০০তে একজন করে ডাক্তার, আমাদের এখানে সবশুদ্ধ ২০৭ জন ডাক্তারের দরকার। সেখানে আমাদের আছে ১৭২ জন, কিন্তু আমাদের sanction আছে ২৫৫ জন। কিন্তু আমরা যে ডাক্তার পাচ্ছি না Technical personnel এর যে এখানে অভাব, তবুও আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু এ মুহূর্ত্তেই এটা সম্ভব নয়, এটা আলাদীনের প্রদীপ নয় যে এই মুহূর্ত্তেই তুমি এসে পড়-২৫৫ জন ডাক্তার। তবে চেষ্টা আমাদের আছে এ সম্বন্ধে আমাদের ত্রুটি নেই এই কথাই আমি হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই খানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধির মধ্যে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী এবং তারা বাস করেন পার্বত্য অঞ্চলে, গ্রাম ও পাড়াগাঁয়ে কাজেই তারা সামাজিক দিক থেকে, অর্থ নৈতিক দিক থেকে এবং শিক্ষাগত দিক দিয়ে অনেক পেছিয়ে পড়া ; তার ফলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে, থাকা খাওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অজ্ঞ, এই জন্য তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে না রেখে আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার এবং তাদের সুস্থ্য এবং সবল রাখার দায়িত্ব আমাদের সরকারের গ্রহণ করা উচিত। কারণ প্রথমত আমাদের Medical & Public Health সম্বন্ধে যদি কথা বলতে যাই তাহলে সেই sanitation এর কথাই আমার প্রথম বলা প্রয়োজন। পাড়া

গাঁয়ে থাকা খাওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য না রাখি, তাহলে তাদের চিকিৎসার যে প্রাথমিক অবস্থা সেটা আমরা রক্ষা করতে পারব না যদি না sanitation এর ব্যবস্থা আমরা প্রথমে না করতে পারি। আমাদের যে প্রাথমিক health centre ও hospital, সেখানে রুগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? কারণ আমরা sanitation এর দিক থেকে, public health এর দিকে সম্পূর্ণ নজর রাখি না, তার জন্যই রোগ বৃদ্ধি পেয়ে হাসপাতালে তাদের ভর্তি হতে হয়। তাই সেদিক থেকে আমি বলব যে জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা। থাকা খাওয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্যও সরকারকে সচেতন হতে হবে। এখন কলেরা বসন্তের সময় আসছে, এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে Cholera Vaccine বা বসন্তের টিকা দেওয়ার জন্য কেহ যায় নাই এই যে অমরপুরের কথা, অম্পির কথা বলা হচ্ছে সেখানকার Tribal রা Vaccine নিতে চান না আমি বলতে পারি যে আমাদের রাজনগর, চেত্রী প্রভৃতি এলেকায় কোন Vaccinator আজ পর্য্যন্ত যান নি। চেত্রী এলেকাতে রাজনগর মৌজাতে, কল্যাণপুরের রামজন পাড়াতে একজন বসন্ত রোগে মারা গেছে এবং রাজনগরে এখনো Chicken pox হচ্ছে। হামও জলবসন্ত এগুলি হচ্ছে চেত্রী প্রভৃতি মৌজায়। কাজেই এখন পর্য্যন্ত সেইসব জায়গায় যদি Vaccine ও টীকা না দেওয়া হয় তাহলে আমরা Public Health থেকে কি আসা করতে পারি? এদিকে যদি আমরা নজর রাখি তাহলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের আমরা কি আশা করতে পারি। এছাড়া আমাদের যে Primary স্কুলগুলি আছে, মাধ্যমিক স্কুলগুলি আছে তার ছাত্রদেরও আজ পর্য্যন্ত কোন টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহলে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের সরকার যে কি বিবেচনা করেন তা ভাবতেও যেন কি রকম লাগে। কাজেই আমাদের Drinking water সম্পর্কে নজর রাখা দরকার এবং সেখানে আরো বেশী টাকা sanction করা দরকার এবং যেসব জায়গায় পানীয় জলের অসুবিধা আছে সেখানে আমাদের Sanitationএর যে সমস্ত Inspector আছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে গ্রাম এলেকায় কোথায় কি দরকার কোথায় কোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, কোথায় ঔষধপত্র প্রয়োজন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু সেই Inspector বা সেখানে কতবায় পরিদর্শন করে গেছেন, বা কি কাজ করেছেন এটা সম্পর্কে কোন নজীর মিলবেনা। কাজেই গত বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ বেড়ে যাচ্ছে ১ম, ২য়, ৩য় শুধু কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, দালানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, অফিসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু যে কর্ম্মচারীরা অফিসে বসে কাজ করবেন, জনসাধারণের উপকারের জন্য কাজ করবেন, ঔষধপত্র দেবেন এবং Public এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে দেবেন এসব কাজই তারা অফিসে বসে করেন. কিন্তু গ্রাম এলেকায় গিয়ে ঔষধপত্র দেওয়া, জনস্বাস্থ্যকে রক্ষা করা এসব তারা কিছুই করেন না, শুধু কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে sanitation যদি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম কাজ হিসেবে আমি ধরি তাহলে পরে আমাদের এই যে publicity তার মারফতে, filmএর মারফতে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার কি কি প্রয়োজন সেগুলি আমাদের কাজ হিসাবে হাতে নেওয়া দরকার। কৃষি সম্পর্কে, বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে ত্রিপুরার উন্নতি যদি আমরা কামনা করি, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের অজ্ঞতা আমাদের দূর করতে হবে। কিরকমভাবে তাদের লেখাপড়া, কিরকমভাবে তাদের খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন দিক থেকে Publicityর মাধ্যমে সেইগুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার। আজকে যারা Social worker, sanitary Inspector বা কর্ম্মচারী যারা কৃষি কাজে আছেন তারা উৎসাহ দিবেন ঐচ্ছিক

থেকে তারা কি কাজ করছেন না করছেন, এগুলি সম্পর্কে আমাদের Report নেওয়া দরকার এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই আমাদের Budget রচনা করা দরকার এবং কাজেই programme গুলি আমাদের নেওয়া দরকার। কাজেই আমাদের programme গুলি যদি অসম্ভব হয় তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি, ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ। আমরা কোন সময়ই ভাল কামনা করতে পারিনা। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, ত্রিপুরার সামাজিক ভবিষ্যৎ, শিক্ষার ভবিষ্যৎ ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ যদি আমরা চোখে দেখতে চাই তা হলে আমাদের জনস্বাস্থ্যকে প্রথমে হাতে নেওয়া দরকার এবং প্রাধান্য দেওয়া দরকার। কাজেই এই দিক থেকে এই sanitationএর যে ব্যাপার, তাতে publicityর মাধ্যমে এবং যেসব জায়গায় আজ বসন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব হচ্ছে সেই সব জায়গায় টীকার ব্যবস্থা, vaccinationএর ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহ্লুরা আং মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে cut motion উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি বলছি। বিলোনীয়ার কথাই আমি বলি, সেখানে 20 bedded হাসপাতাল আছে, ঐখানে emergencyর কোন Van গাড়ী নেই এবং কোন খানে যদি emergencyর ঘটনা ঘটে তাহলে Van এর অভাবে রোগী নিয়ে আসা যায় না। এই যে বড় একটা অভাব এইটা Budget এর যে provision তাতে কতটুকু পূরন হবে তা আশা করতে পারিনা। সেই জুলাই বাড়ীতে Primary Health Centre খুলার কথা আজ ৫।৭ বৎসর যাবৎই শুনে আসছি। কিন্তু কোথায়? যখন হাউসের মধ্যে আলোচনা হয় এবং বাহিরেও যখন চাপ সৃষ্টি হয় তখন কয়জন আমিন গিয়ে site ঠিক করে কোথায় কি হবে না হবে, আবার ২।৩ বৎসর চুপ। এইভাবে চলে যায় এবং এখনও Health Centre খোলা হয় নাই এবং সেইখানে সেই কাজটিও আরম্ভ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে যে হবে, মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা হওয়ার মত কোন নমুনা দেখতে পাচ্ছিনা। অথচ জুলাই বাড়ী এলেকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। এছাড়া ঋষ্যমুখ বিলোনীয়া থেকে প্রায় ১৬।১৭ মাইল, সেখানেও একটা 6 bedded Hospital প্রয়োজন। আর মথাইতে একটা dispensaryর প্রয়োজন আছে, বর্ত্তমানে সেখানে কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা, সেটা বিলোনীয়া ও ঋষ্যমুখ থেকে অনেক দূর, অতএব মথাইতে একটা dispensary একান্ত প্রয়োজন। আর বড়পাথারীর দিকে একটা Primary Health Centre একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাই আমি বলব যে এই যে Budget আমাদের করা হচ্ছে সেই সবগুলি সামনে রেখে আমাদের করা উচিৎ বলেই আমি বলছি, কারণ ২য় plan এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই শান্তিরবাজারের যে কাজটা সেটা ১ম planএর শেষ বছরে গিয়ে উদ্বোধন করা হল কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেইসব জায়গায় কাজও পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই, টাকা মঞ্জুর হয় নাই কিন্তু কিভাবে যে কয়েক বছরের মধ্যে কাজটি শেষ হবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব এই হাউসকে যে—সেইগুলির provision এই বাজেটে রাখার প্রয়োজন আছে। মানবতার দিক দিয়ে এইটা বিবেচনা করার জন্য আমি মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ করব। এই অবস্থায় আমরা তাদেরকে মরতে দিতে পারি না। বিভিন্ন রোগে, বিভিন্ন ভাবে বিনা চিকিৎসায় তারা প্রাণ হারায়। গণ্ডা বাজারে গত কয়েকটি বৎসরে দেখা গেছে যে কয়েকটি মেয়ে সন্তান প্রসবের সময়

মারা গিয়েছে। এরকম কয়েকটি ঘটনা জুলাইবাড়ীতেও আছে। এই কিছু দিন আগে, প্রায় মাস দুয়েক আগে বেতাগায় একজন মেয়ে সন্তান প্রসব করতে পারল না। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। সেই ঘটনা আমাদেরই চোখের সামনে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এসব এলাকার মধ্যে একটাও Health Centre হলো না। শুধু দিমু দিচ্ছি, করছি এই বলেই চলছে। পোলাপানকে কলা দেখানো চলছে। এই অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। তার জন্য মন্ত্রী পরিষদকে জবাবদিহি করতে হবে (Interruption)। মন্ত্রীরা সেই এলাকাতে বার বার যায়। কিন্তু এইসব বিষয়ে, দিমু দিচ্ছি, এইসব নানা রকম কথা বলে ভাওতা দিয়ে আসে। আর বাজেটের মধ্যেও ঠিক সেই রকম অবস্থা দেখতে পাই। বাজেটেও সেই provision টুকুও সেখানে নেই। সেইজন্য আমি বলব—এই বাজেট জনসাধারণের উন্নতির সহায়ক নয়। আর একটী কথা আমি এখানে রাখব যে যেসমস্ত টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েল পাঁচ, সাত দশ বৎসরের মধ্যে করেছেন, তার একটী রিংওয়েলের জলও জনসাধারণ খেতে পারেনি। সাতবাড়ীতে তিনটা রিংওয়েল করা হয়েছে, একটা জঙ্গলেব মধ্যে আব তুইটা পাড়ার মধ্যে। যখন প্রতিষ্ঠা হল তখন থেকেই এক লোটা জলও সেখান থেকে পাওয়া যায় নাই। অথচ এই সমস্ত রিংওয়েলের পেছনে তিন-চাবটি হাজার টাকা আমরা খরচ করেছি। সাতবাড়ীতে তিনটা আর লক্ষীছড়াতে তিনটা রি ওয়েল এর construction গত বৎসরেব আগেব বৎসর শেষ হয়েছে। Construction যেইমাত্র শেষ হল. পনের দিনের পর সেখান থেকে এক ফোটা জলও জনসাধারণ খেতে পেল না। আর বাইকুড়া বাজারের পূর্বদিকে যে রিংওয়েলটা করা হয়েছে সেখান থেকেও এক ফোটা জল পাওয়া যায় না। মুহুরীপুব বাজারের পশ্চিম দিকের Ring well টাবও ঠিক একই অবস্থা। কলসীতে ৫টা Ring well করা হয়েছে ; একটিতেও জল পাওয়া যায় না। এই ভাবে Ring well হবে কিন্তু জল পাওয়া যাবেনা ; এই ভাবে জনসাধারণের টাকার অপব্যয় বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব তাঁবা যেন enquiry করেন, কেন এই Ring wellগুলা হতে জল পাওয়া যাচ্ছে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কবছি।

Mr. Speaker :— Shri M. L. Bhowmik.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ House এর সামনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Medical এবং Public Healthএর জন্য যে Demand move করেছেন তার বিরোধিতা করতে যেয়ে বিরোধীপক্ষের সদস্যবৃন্দ cut-motion এনেছে। আমি এই cut-motion এর বিরোধিতা করি। ত্রিপুবাব জনসাধাবণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য সবকাব যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার বিস্তাবিত বিবর। উপমন্ত্রী Dr. B. Das দিয়েছেন ; আমি তাব পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা যতই সম্প্রসারিত হবে ততই দেশের মঙ্গল এতে কোন সন্দেহই নেই। চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা ভারতের অন্যান্য দেশের চেয়ে যে একেবারে খুব পিছিয়ে আছি তা ঠিক নয়। সুতরাং বিরোধীপক্ষের বক্তব্য যে ত্রিপুরার জনসাধারণ চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, তা ঠিক নয়, বাস্তবের সাথে তার কোন মিল নেই। তাদের অভিযোগ হল লোক সংখ্যা যে পরিমানে বেড়েছে হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি সে পরিমানে বাড়েনি। আমি একথা বলি না যে আমরা সব কিছু করেছি বা করবার আর কিছু নেই। তবে একথা সত্য যে আমরা পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যাচ্ছি। তাঁরা একথা জানেন যে আমরা ক্রমান্বয়ে হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা বাড়াচ্ছি। এসব জেনে শুনে তাঁরা এই সমস্ত অভিযোগ করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য দুঃখ বোধ, তাদের

অভাব অভিযোগের কথা শুনবার তাদের প্রতি দরদবোধ কেবলমাত্র তাদেরই। আজ আমরা যারা শাসন ক্ষমতায় আছি তাদের বুঝি এ বিষয়ে কোন নজর নেই, কিন্তু জনসাধারণ একথা জানে যে আমরা ক্রমান্বয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বাড়াচ্ছি। একথা বিরোধী পক্ষের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে আমরা চিকিৎসার ব্যাপারে কিছু কিছু অগ্রসর হয়েছি। আগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল তা এখন নেই বল্লেই চলে; বসন্তের প্রকোপ ছিল তাও কমেছে। বসন্ত ও ম্যালেরিয়া নির্মুল করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি; আশা করি আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হব। অনেকে জলের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অনেক সময় অনেক প্রকার অসুখ হয়, একথা সত্য। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট নই। আমরাও চেষ্টা করছি যাতে ত্রিপুরার অভ্যন্তরেও কোন প্রকার জলের অভাব না থাকে, মানুষ যেন ভাল জল পান করবার সুযোগ পায়। এক সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে Tube-well, Ring-well ছিল না বল্লেই হয়; এই আগরতলা সহরে মাত্র কয়েকটি Tube-well ছিল, অন্যান্য সহর ও গ্রামাঞ্চলের কথাও বাদ দিলাম কিন্তু আজ ১৭ বৎসরে আমরা যে সংখ্যক Tube-well বা Ring-well করেছি তা একেবারে কম নই। আমরা এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে চলেছি, এবং আশা করি আমরা সর্ব্বত্র ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারব। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে অনেক Tube-well বা Ring-well অকেজো হয়ে পড়ে আছে। আমি বলতে চাইছি যে সেগুলি মেরামত করার জন্য Budgetএ টাকার provision ধরা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে Repair work যা যা দরকার আমরা তা করতে পারব। আমাদের বিরোধী পক্ষের কোন এক সদস্য মন্তব্য করেছেন যে আমরা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। আমি এমন কোন খবর জানি না যে, Teliamura-Ompi, Raima Sarma এলাকায় কোন টীকাদার যায়নি। বরং আমি জানি যে, Tribal এলাকায় টিকা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। আমি একবার পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা টিকা নিয়েছে কিনা; তারা উত্তরে বল্ল যে না, তারা টিকা নেবে না, টীকা নিতে তারা ভয় পায়। তাদের ধারণা, বসন্ত রোগের যন্ত্রণার চাইতে টীকার যন্ত্রণা অনেক বেশী। আমি প্রায় ৪০।৫০ জন ট্রাইবেলকে জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেরই এই এক ধারনা। এসত্বেও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি; টীকাদারগণ গ্রামে গ্রামে যেয়ে চেষ্টা করছেন টীকা দেওয়ার এবং এই বিষয়ে আমরা কিছুটা সাফল্যও পেয়েছি। আমরা ১৯৬২ সাল থেকে Rusian lymph ব্যবহার করছি এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তরএই Rusian lymph ব্যবহার করতে হয়, বৎসর বৎসর Russian lymhpএ টীকা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নই। সুতরাং টীকা দওয়ার ব্যাপারে তাদের যে অভিযোগ এটা ঠিক নয়। আমরা অনেক রকমে চেষ্টা করি আদিবাসীরা যাতে টীকা নেয়। অনেকক্ষেত্রে আমরা পুলিশের সাহায্যেও টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে সরকার সজাগ এবং এই বিষয়ে যাতে অবস্থার উন্নতি হয়, সেদিকেও আমরা যত্নশীল। কাজেই তাদের কোন অভিযোগ ঠিক নয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—মাননীয় Speaker, Sir,

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble member to continue his speech within the subject matter of the cut-motion.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—আমি এই cut motion এর সমর্থনে কিছু বলব। আমরা Medical and Public Health এর Motion এর উপর Dr. B. Das এর বক্তব্য শুনেছি, তিনি একজন

ডাক্তার, সুতরাং তিনি বেশী জানেন। আমি একজন Layman ততকিছু জানিনা। কিন্তু আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলব, যে অভিজ্ঞতা আমার নিজের হয়েছে এই হাসপাতাল সম্পর্কে। Medical ও Public Health এর যে total provision তার 11% ধরা হয়েছে Diet, bedding and clothingএর জন্য ; Medicine এবং surgical instrument এর জন্য প্রায় 11% করা হয়েছে। Remaining টাকাটা ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির বেতন খাতে ধরা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে যে রোগী হাসপাতালে যায় সে কি বাঁচবার জন্য যায় না ? সুতরাং বাঁচবার জন্য যে জিনিষ দরকার তার যদি কোন অভাব সে বোধ করে তখন সে সেইগুলি ব্যক্ত করে। রোগীর অভাব অনটন দূর করার প্রচেষ্টা Medical authorityর থাকা দরকার এইটা আমরা আশা করি। আমি যে বক্তব্য রাখব তা নিশ্চয় গঠনমূলক হবে বলে আশা করি। বিত্ত মন্ত্রী মহাশয় উক্তি করেছেন কিসের মুখে রাম নাম। এর উত্তর না দিয়ে আমি বলতে চাই, আমরা যেটা বলব সেটা তাদের ধৈর্য্য সহকারে শুনা উচিৎ। যদি না শুনেন তবে বলব 'কিসে না শুনে ধর্মের কাহিনী'। Vaccination এর কথা বলতে যেয়ে আমি বলব এই যে টাউন সংলগ্ন প্রগতি স্কুল, সেখানে কোন vaccinator যায় নি। হয়ত বা মনীন্দ্র বাবুর কথা অনুসারে Russian lymph একবার নিলে তিন বৎসরের মধ্যে আর টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এর মধ্যে কি সেখানে কোন নূতন ছাত্র আসেন নি, তার কোন খোঁজ তিনি কি নিয়েছেন ? আমি বলব ডাক্তার সম্পর্কে। ডাক্তারের যে অভাব তা আমি জানি। আমি জানি সীমনাছড়া, মনতলা প্রভৃতি Dispensary তে কোন ডাক্তার নেই, সুতরাং ডাক্তারের অভাব পুরণের জন্যই আমরা প্রস্তাব এনেছি cut motion মারফত, যে একটা medical college এব প্রয়োজন। আমরা আপনাদের মুখে শুনেছি আপনারা বাইরে পাঠান এখানকার ছেলেদের medical পড়ার জন্য, কলকাতা থেকে ডাক্তার আসেন কিন্তু তারা থাকেন না। সুতরাং এখানে যদি medical কলেজ থাকত তবে এই অসুবিধা আমাদের হত না। সুতরাং আমবা যদি এই budget এ medical college or compounder's training এর provision করি তবে আমরা দেশের উপকার করতে পারব। আমরা প্রায়ই শুনি, আগে ত্রিপুরায় কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। এই এক সময়কে উল্লেখ করে বর্তমানকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের দেখতে হবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ত্রিপুরার উন্নতি হচ্ছে কি না ? সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করলে দেখব আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

কি speed এ, কি ভাবে আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবং দুনিয়া, ভারতবর্ষ যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য province যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন অন্যান্য দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার সমতালে আমি যাওয়ার চেষ্টা করছি কি না সেইটা হল বিচার্য্যের বিষয় এব সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখ বন যে আমরা সেই সমতালে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা। আজকে হাসপাতালে 30 beds না কত beds বলেছেন 20 beds না 40 beds, G.B. Hospital extension করছেন। Emergency Surgical ward এ ৭০ জন করে patient থাকে এবং সেই সব patientদের মাটিতে শোয়ায়, operation করে মাটিতে শোয়াইয়া থাকে এবং একজনের গায়ের জল আর একজনের গায়ে যায়। সেটা শুধু আমি বলছিনা, সেখান থেকে আমাকে বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি যে corridor এর মধ্যে শুয়াইয়ে রেখেছে এবং জল যাচ্ছে, সেই জল আর একজনের গায়ে যাচ্ছে। রোগীর সব সময় চেতনা থাকেনা। কাজেই আজকে আমাদের ত্রিপুরার, আগরতলার যে সমস্যা যে ভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে খানে আরও bed বাড়ানো দরকার, আরও nurse বাড়ানো দরকার। Nurse সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি G. B. Hospital এর জন্য কোন

nurse নেই। সে হল ধার করা, V. M. Hospital থেকে যায় শুনেছি এবং সেই nurse এর সংখ্যা দুইটি, একটি trained nurse আর একটি auxiliary nurse। আর একটি untrined, অর্থাৎ trainee সেই nurse নিয়ে Surgical ward চালানো হচ্ছে। রোগী অনেক সময় জল জল বলে চীৎকার করে, কিন্তু nurse এর দোষ নেই, সে আর এক দিকে চলে যাচ্ছে, এই জন্য। আমি এই যে কতগুলো ব্যাপার যেমন খাবারের ব্যাপার ইত্যাদি চলেছে, সেগুলো আমি আর উল্লেখ করবোনা। একদিন আমি বলে গিয়েছি, যে কথা বলে গিয়েছি আমি বাজেট আলোচনার সময় সেই কথার পুনরোল্লেখ না করে, G B. Hospitalএ এই যে ব্যবস্থা, সেটা সহযোগীতার মধ্যে, আমাদের suggestion টাকে চিন্তা করে দেখুন। যে জিনিষটা আমরা আপনাদের সামনে ধরেছি সেই জিনিষটার গুরুত্ব আরোপ করুন। এই যে সহযোগীতার মনোভাব সেইটা নিয়ে আপনারা দেখুন যে আমার suggestion টা যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ইনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা ভেবে দেখা উচিত, সেইদিকে চিন্তা করে আপনারা চেষ্টা করবেন, আমি সেই জন্য অনুরোধ করছি। তাহলে আমরা যে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সেটা আমরা পরস্পরের সহযোগীতার মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। আর যদি আমাদের যা কিছু suggestion লেকচার, না-না-না ইএ সব মিথ্যা, তাহলে এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আর আসে না। তারপর Primary Health Centre. Primary Health Centre সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। Health Centre এর under এ যে Sub-Centre গুলি থাকে সেগুলো অনেকগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে Director of Health Services এর আলাপ হয়েছে যে তিনি যে চলে গিয়েছিলেন এর মধ্যবর্তী সময়ে অনেকগুলি Health Centre তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন? Sub-Centre গুলি—৭/৮ মাইল দূরে একটা Sub-Centre যদি থাকে, তাহলে আমাদের যে সব Pregnant women থাকে তাদের delivery র সময়ে তা যে সাহায্য দরকার ,একটা ধাই কি আমরা দিতে পারি না? মোহনপুর Sub-Centre এর মধ্যে কাতলামারা হউক, বিজয়নগর অঞ্চলে হউক সেই সব জায়গার Sub-Centre গুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো introduce করার চেষ্টা করুন। এইজন্যই আমরা Cut motion টা রাখছি এই সব introduce করার চেষ্টার জন্য।

Mental Hospital. Mental Hospital ত্রিপুরায় দরকার হয়ে পড়েছে। আমি আশা করি আপনারা সেই দিক দিয়ে চিন্তা করবেন যে ত্রিপুরায় Mental Hospital করা যায় কিনা এবং সেই সম্পর্কে আরো অনেক বলার ছিল কিন্তু সময় অল্প তাই বলতে পারলাম না। কিন্তু আমার আবেদন হচ্ছে এই যে যেসব গুলো আছে সেইগুলো amendment করার জন্য যে suggestion গুলি আপনাদের কাছে রাখি সেইগুলি গ্রহণ যোগ্য মনে হলে আপনারা গ্রহণ করবেন, এই টুকু আমি আপনাদের কাছে দাবী করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply,

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের Cut motion যেটা রাখা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় তারা একটি স্বর্গের রাজ্যে বিচরণ করছেন, তার কারণ হল বাস্তবতাহীন এই রকম উক্তি কেউ করতে পারে না। কারণ Medical College চাই, এটা সত্যিই করতে হবে, Mental Hospital চাই, Cancer Hospital এটা তো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এই যে চাই, এ চাওয়ার যে চিন্তা ধারাটা এই ধারাটাই এসেছে এবং planning প্রবর্তন হয়েছে সেইজন্য। সেইজন্যই planning এর success. সেই জায়গাতেই নিহিত যে জনসাধারণের কল্যাণ,

এমন কি যারা অনবরত destructive wayতেই চিন্তা করতেন, হাসপাতাল করলে সেই হাসপাতালে অগ্নি সংযোগ করাই যাদের কাজ ছিল, তারপরে nurse গেলে ডাক্তার গেলে পরে তাহাদিগকে দুর্ব্যবহার করাই যাদের একমাত্র কাজ ছিল, আজকে তারাই এ কথা, planning চলছে এবং স্বস্তির গতি নিয়ে চলছে (সারমেয় হাউলিং but elephant will go on—সারমেয় হাউলিং) Opposition—Mr. Speaker Sir, হাউলিং কি un-parliamentary ?

Mr. Speaker :— No, No, howling is not un-parliamentary. but সারমেয় does not howl.............. । সারমেয় can not howl. He has avoided skillfully, avoided barking.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— এ শব্দটা আপনাকে use করতে দেওয়া হয় নি এবং সেই শব্দটা useই করতে দেওয়া হয় নি, উচ্চারণ করতে দেওয়া হয় নি, সেইজন্য আজকে যেভাবে এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন সারমেয় হাউলিং কিনা সেটা নয়। Very word হাউলিং যেটা ব্যবহার করছেন সেটা Un-Parliamentary কিনা এবং যদি un-parliamentary হয় তাহলে withdraw করার প্রশ্ন আছে। আমি অনুরোধ করছি যেন এই শব্দটা এটাতে না থাকে।

Mr. Speaker :— I have given my opinion.

Shri S. L. Singh, Chief Minister :— অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব সারমেয় ধুঁকছে, হাতী চলে সারমেয় ধুঁকছে। Plan হল একটি elephant স্বরূপ, সে তার গতি নিয়ে চলেছে, সারমেয় ধুঁকছে সে চলবেই। কিন্তু আজকে তারা planকে, এই যে planned wayতে কাজগুলি হচ্ছে বলেই জনসাধারণ সেটাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। সেই জায়গাতে বলা হচ্ছে 84% of the population এর vaccination হয়ে গিয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে এই যে এখানকার যে plan এই plan জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রাণের সৃষ্টি করেছে এবং সেটাকে গ্রহণ করার জন্য তাদের আকুলি বিকুলি আছে এবং সেই অনুসারে তারা তাকে গ্রহণ করেছে। অতএব সেই গ্রহণ করার সাথে সাথে আজকে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলার মধ্যেই হল plan এর স্বার্থকতা এবং তারা যে বলেছেন সেইজন্য আমি তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাই।

আর একটি কথা বলবো এই যে দাবীর সাথে সাথে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার যে অর্থের বরাদ্দ সেই বরাদ্দের অঙ্কটা সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে। আমার যে আয় সেই আয় ৮০ লক্ষ টাকা। আর এখানে Medicalএ ৫৯ লক্ষ টাকার উপরে এবং Public Health মিলে। তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্ব সাকুল্যে আয়ই হলো এই। একমাত্র Medicalএ ৫৯ লক্ষ টাকার উপরে। অতএব সেই জায়গায় চিন্তা করতে হবে। ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে করা হয়েছে এটা হলো জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি রেখে। ত্রিপুরার Backward class এর দিকে দৃষ্টি রেখে, ত্রিপুরার সেই আদিবাসী উদ্বাস্তু, Land less এই populationকে বাঁচাতে হলে পরে এই উদ্বৃত্ত বাজেট হতে বাধ্য। সেই অনুসারে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে এই planকে চালু করা হচ্ছে এবং planএ এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, Budgetএ এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এই যে জনসাধারণ সেটাকে গ্রহণ করেছে। কারণ আমরা দেখছি যে প্রতিটি Blockএ Health Centre হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখছি যে সেখানে খাই আছে। সেখানে Health Trainingএর জন্য যে সমস্ত মেয়েকে পাঠানো হয়, আর Health Visitors.

তারা সেখানে আছে। সেটাও planned wayতেই করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতে এটা ছিল না, অতএব আমাদের Training Programme করতে হয়েছে। Training Programme করে সেই সমস্ত লোককে এনে Trained up করে তবে সেই Health Centreগুলিকে চালু করতে হচ্ছে। কিন্তু সুখের কথা এই যে এই জায়গাতে আগে এমন ছিল যে Health Trainingএর জন্য আমরা interview দিয়ে লোক পাইনি কিন্তু আজ এই রকম হয়েছে যে সেখানে তার সুফল দেখে তার স্বাস্থ্যকে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে সংরক্ষণ করার যে একটা দায়িত্ব প্রতিটি লোকের আছে সেটা তারা উপলব্ধি করেছেন এবং সেই অনুসারে আজ সেখানে তারা ভীড় জমাচ্ছেন। Nurseএও তাই, ধাইয়েও তাই, সমস্ত জায়গাই আমরা তা দেখছি এবং সেই ভাবে তাদের সেই Training জন্য সেই সমস্ত টাকা বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে। তাহলে planned wayতে যদি সেই Health Centre করতে হয়, আবার সেই Healthএর জন্য লোক চাই, Midwife চাই, Nurse চাই। অতএব আমার সেই plan অনুসারে এটাকে গড়ে তুলতে হচ্ছে। Dispensary করতে হলে পরে আমার ডাক্তার দরকার, Hospital করতে হলে পরে আমার ডাক্তারের দরকার, Special কতগুলো লোকের দরকার। সেইজন্য Training Programme করা হয়েছে। সেই জায়গাতে ডাক্তার পাঠানো হচ্ছে Trainingএর জন্য এবং যারা ডাক্তার আছেন তাদেরে Special Training এর জন্য পাঠানো হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই যে plan, এই যে বাজেট, এই বাজেট একটি সুপরিকল্পিত চিন্তার উপর ভিত্তি করে জনসাধারণকে সক্রিয় করার জন্য, তাকে প্রাণবন্ত করার জন্যই এখানে এই বাজেটের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে Trainingএ না পাঠিয়ে একটা Medical College করলে হতো। Medical College করতে গেলে পরে অনেক জিনিষের দরকার। Medical College যেন রাতারাতি এখানে বলার সাথে সাথেই হয়ে যায়। Medical College করতে গেলে পরে Medical Trainingএর জন্য তার Principal এবং Professorsএর দরকার লাগবে, সেটা হয়তো মাননীয় সদস্যের চিন্তাধারায় নেই। অতএব আজকে যদি তা করতে হয় তাহলে পরে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আমাদের যদি Medical College ও করতে হয় তাহলে ঐ যে Training programme আছে, সেই Training programmeকে যদি আমরা Successful করাতে পারি তাহলে পরে Medical Collegeকে সম্ভবপর করে তুলতে পারবো। অতএব সেইদিক দিয়ে চিন্তা করেই এই পরিকল্পনাকে রাখা হয়েছে। পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে কিন্তু পরিকল্পনার চিন্তাধারাও সেখানে নেই। আজকেই যেন Medical College করলাম, হয়ে গেল, আর প্রত্যেকটা Dispensaryতে ডাক্তার তৈরী হয়ে যাবে।

সেইদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেই পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি রেখে এখানে এই বাজেটের অঙ্ক নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে—

Mr. Speaker :— I would like to draw the attention of the Hon'ble Chief Minister we are to come to the close of the debate by half past three.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Then we will take the next item and other motions.

ডাক্তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে আয়ুর্বেদের যিনি Supervisor আছেন তিনি নাকি আমার পিয়ারের লোক। কেবল উনি পিয়ারের লোক নয়, যারা ডাক্তার, যারা Nurse, যারা জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তারা আমার শ্রদ্ধেয়। তারা প্রিয়পাত্র নয় কেবল, পিয়ারের নয় কেবল শ্রদ্ধেয়।

কিন্তু তাদের কাছে সেটা আশা করা চলে না. কারণ ইতিপূর্ব্বেই ডাক্তারের আবশ্যকতা আছে, ডাক্তার চাই, কবিরাজ চাই, বলা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে কদমতলার যে ডাক্তারটি তার চরিত্র নাকি এমন খারাপ যে সেখানের লোক থাকতে পারছে না। আবার উনি বলছেন কি—মরার উপর খাড়া, এখন মরার উপর খাড় ডাক্তারকে বলছেন। অতএব কি রকম শ্রদ্ধা। কদমতলার ডাক্তারের মরার উপর খাড়া। আবার বলছেন কি আমি আর বলতে পারছি না। আমি বলতে পারছি না—বলার বাকী আর কি রইল তাও বুঝতে পারলাম না। এদিকে বলছেন কি আমি বলতে পারছি না—ভাষা আটকিয়ে যাচ্ছে, জিব আমার বের হয়না। কিন্তু বিষয়গুলি বলা হচ্ছে অথচ সেই জায়গাতে ডাক্তারদের সম্বন্ধে, কবিরাজদের সম্বন্ধে কাদের পক্ষে এ উক্তি সম্ভব ? যারা অনবরত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পক্ষেই ডাক্তার যারা, কবিরাজ যারা তাদের সম্পর্কে এ বক্রোক্তি করা সম্ভবপর। তারপর বলা হয়েছে supervisor যে হচ্ছে সেই কবিরাজ কি করছেন। সেই কবিরাজ manufacture করছেন, ঔষধ তৈয়ারী করলেন, সেখানে dispensary তে ঔষধ দেওয়া হয়। তারাই বলছেন যে হ্যাঁ, দেওয়া হয়, কিন্তু last week এ থাকে না, কিন্তু যদি তৈয়ারীই না করেন তবে last week এ থাকেনা একথা বললেন কি করে ? আমার তো মনে হয় যে এমনভাবে বলা হচ্ছে যে ঔষধ এখানে তৈয়ারী হচ্ছেনা। তাকে রাখা হল কেন ? সে অভাব সৃষ্টি করে তার দোকানের জিনিষগুলোকে তৈয়ারী করে বিক্রীর সুবিধার্থে কিন্তু এভাবে কবিরাজদের সম্বন্ধে এবং ডাক্তারদের সম্বন্ধে বক্রোক্তি করা এবং জনসাধারণের মধ্যে সেটা প্রচার করা, তবে এখানে সুবিধা আছে, এখানে বলা চলে, অতএব বলে গেল, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত খারাপ হয়। সেইদিক দিয়ে যখনই আমরা কোন কিছু বলতে যাব তখন সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বলা উচিত। কারণ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যাতে planকে আমরা সক্রিয় করে তুলতে পারি।

তারপরে বলা হয়েছে M. N. Choudhury চাকুরী ইস্তাফা দিয়েছেন। এই যে একটা নির্জ্জলা অসত্য উক্তি, এই যে ভিত্তিহীন একটি কথা বলেছেন সেটা তাদের পক্ষেই সম্ভব। ইস্তাফা দিয়েছেন it is to be justified তার কারণ হল এই যে বলতে হবে একটা কথা, তাই বলা। কারণ তার সময় হয়েছে retirement এর, Retire হয়েছে। তারপর retirement এর পরে আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে, পার্টি অফিসে কাজের জন্য এবং আপনারা একটা office খুলুন, আপনাদের advise এর জন্য তাকে রাখুন। Advise এর জন্য অনুগ্রহ করে যদি রাখেন তাহলে ভাল advise পাবেন। Medical advise সে আপনাদিগকে ভালভাবে দিতে পারবে যাতে আপনারা স্বাস্থ্যতে উন্নত হতে পারেন। অতএব সেইদিক দিয়ে সেটা যদি করেন খুব ভাল হবে স্বাস্থ্যের। অতএব এইটা অসত্য উক্তি, ভিত্তিহীন উক্তি। এই যে ইস্তাফার কথা বলা হয়েছে এটা ভিত্তিহীন। অতএব বলা সম্ভব prove আর জীবনেও করতে হবেনা, ইস্তাফা দিয়েছে এই কথা prove করার ক্ষমতা আপনাদের নেই।

(Interruption)

তারপরে বলা হয়েছে যে Chief Commissioner এর সাথে কথোপকথন হয়েছিল। সেই কথোপকথনের সময়ে মনে হয় মাননীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কি কি কথোপকথন হয়েছে ? উনি সেখানে বলেছেন যে অন্যায় হচ্ছে, কর্ম্মচারীরা অন্যায় করছে, তাহাদিগকে শায়েস্তা করবার জন্য বলেছিলেন, সেটা উনি করেন নি। এইজন্যই ইস্তাফা দিয়েছেন।

এই যে উক্তি এই উক্তি ভীত্তিহীন উক্তি। ভীত্তিহীন উক্তি তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা হাসপাতালকে নিন্দিত করে জনচক্ষে হীন করতে চান তাদেরই ষড়যন্ত্র এটা। আমাদের planকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রস্বরূপই হাসপাতালে যারা ডাক্তার আছে, যারা হাসপাতালকে পরিচালনা করছেন, Nurse যারা পরিচালনা করছেন তাদের পক্ষে এ সম্ভব। তবে আমরা জানি হাতী চলবে সারমেয় হুকবে। তারপরে বলা হয়েছে 'ইউনিসেপ কার' সম্বন্ধে। ইউনিসেপ এর যে car আছে সেগুলা যে কাজে আজকে নিযুক্ত আছে, সেই অনুসারে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এটাও ভীত্তিহীন উক্তি। তারপর powder milk প্রভৃতি misuse হচ্ছে। Powder milk misuse হচ্ছে না। যেই যেই purpose-এ আসছে সেই purposeএ সেটা ব্যয়িত হচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে ডাক্তার যারা আছে, কর্মচারী যারা আছে Health এর জন্য Medical এর জন্য, কার্য্যের তুলনায় তারা কম। ডাক্তার কম Nurse কম এবং অতিরিক্ত অনেক লোক Medical-এ, Health এ আছে। অতিরিক্ত কোন লোক Medical ও Health-এ নেই। যা প্রয়োজন আছে সেই প্রয়োজন অনুসারেই আছে এবং প্রয়োজন থেকেও আরো কিছু কম ডাক্তার আছে। কিন্তু যারা Nurse আছেন, প্রতি পাঁচ জন রোগীতে একজন Nurse থাকবে এবং আমাদের এখানে সেই হারে আছে। আপনারা অনুগ্রহ করে দেখে আসুন, দেখে এসে আবার বলুন। কারণ আপনাদের প্রধান ও প্রথম কাজই হলো এই, হাসপাতালকে নিন্দিত করে তোলা, ডাক্তারকে নিন্দিত করে তোলা, Health Centreকে নিন্দিত করে তোলা। কারণ আপনাদের একমাত্র কাজ হলো ভোগা—অতএব ভুগবেন। কিন্তু হাসপাতালও চলবে, Dispensaryও চলবে, Health Centre ও চলবে, সেখানে অসংখ্য লোক যাবে—গিয়ে তারা তাদের স্বাস্থ্যকে উদ্ধার করার জন্য, রক্ষার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, করবে। এই বিশ্বাস নিয়েই এই Budget-এ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(Interruption)

Shri S. L. Singh:— আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব আপনি যদি আসেন। আমি আনন্দিত হব মাননীয় সদস্য যদি আসেন।

(Interruption)

গকুলে বাড়িছে সে। কমুনিষ্টকে ধ্বংস করার জন্যই তো বাড়বে। কমুনিষ্টকে ধ্বংস করার জন্য সেটা বর্দ্ধিত হচ্ছে। অতএব Be aware of it. The hammer is falling. সমতা রক্ষা করেই সেখানে চলেছে। তারপর এখানে আর একটি কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আদিবাসারা টীকা নেয় না এরকম কথা বলা হয়নি। ঐ অঞ্চলে যারা affected হয়েছিল তারা সেখানে দেয়নি এবং দিতে চায়নি বলে সেখানে সেই পুলিশের এবং S. D. Oর সাহায্যে সেখানে টীকা দেওয়া হয়েছে। একথা বলা হয়নি আদিবাসীরা নেয়নি। আদিবাসীদের মধ্যে যারা তার উপযোগীতা বুঝেছেন তারা তা নিচ্ছেন সেই জন্য আমাদের ঠিক 84% percent সেখানে হয়েছে। তারপর একটি কথা বলা হয়েছে প্রগতি স্কুলে যারা ছাত্র আসছেন তারা নিচ্ছেন। যারা প্রগতি স্কুলের Teacher, Headmaster আছেন এবং সেখানে তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করে তারা নেয় কিনা? এবং সেই অনুসারে যারা vaccinator, Inoculation, vaccination দেন তারা সেখানে যান। যারা B. C. G. দেন তারা সেখানে যান এবং গিয়ে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টীকা দেন। কাজেই নাই তা বলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারপরে T. B. patients সম্বন্ধে Specially যারা displaced T. B. patient তাদের জন্য এখানে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং B. C. G. দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা সেটাও ভালভাবে চলছে। অতএব এই যে বাজেট এই বাজেটকে গ্রামের থেকে শুরু করে

টাউন পর্য্যন্ত তা এসেছে। একটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে তা এসেছে, এবং কলেজও যদি তৈরী করতে হয়, ছাত্রকে শিক্ষিত করতে হবে, এর জন্য Trainingএ পাঠানো হচ্ছে এবং Specialist Training এর জন্য পাঠানো হচ্ছে এবং অনেকে সেই বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ভালভাবে আসছেন। অতএব আমরা আশা করবো, যদি আমরা এই Programmeকে ঠিক ঠিক ভাবে চালু করে যেতে পারি তাহলে পরে আমরা Malaria এর যে Eradication Programme এবং সেই Pox এর যে Eradication Programme আমরা গ্রহণ করেছি সেটাকে আমরা কার্য্যকরী করে তুলতে পারব এবং T. B. এর জন্য B. C. G. দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে clinic রাখা হয়েছে। আমরা আশা করবো যে ঠিক সেইভাবে যদি আমরা আমাদের planকে চালিয়ে নিতে পারি এবং জনসাধারণের যে সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি সেটাকে অক্ষুন্ন রেখে যেতে পারলে আমরা আমাদের ত্রিপুরার যে স্বাস্থ্য ছিল সেই স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারবো। Health এর মধ্যে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেই টাকাকে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং National Malaria Eradication, B. C. G. এবং small pox eradication এর যে programme আছে সেই সমস্ত programme জনসাধারণের আকর্ষণ লাভ করেছে। তারা তাহা সাদরে গ্রহণ করেছেন এব স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সেটাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করছি যে এই বাজেটের যে অঙ্ক সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। Capital outlay যেটা আছে on the Medical & Public Healthএ Demand No. 35এ সেটাকেও যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চালু করতে পারি, Water Works Scheme, Drainage Scheme, সেগুলো আছে সেইগুলোকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চালু করে নিতে পারি তাহলে পরে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের যে স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্যকে আরও উন্নত করে ত্রিপুরাকে আরও শক্তিশালী করতে পারব এবং কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি যে সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি সেই সমস্ত ব্যাধির হাত থেকে আমরা জনসাধারণকে বাঁচাতে পারব। এ বিশ্বাস আজ জনসাধারণের মধ্যে এসেছে এবং সেটাকে আজ যেভাবে গ্রহণ করেছে এবং তার মধ্যে আমাদের পরিকল্পনার স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে। এই বলে আমি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে cut motion দিয়েছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার Demand House এর সামনে উপস্থাপিত করছি, আশা করি House সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই Demand অনুমোদন করবেন।

Mr Speaker :— The discussion is over. I am now putting to vote the Demand for grant No. 15. I would first put the cut motions to vote one by one. I would put to vote the cut motion tabled by Shri Sudhanwa Deb Barma. The qnestion is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for opening of new Hospital, Dispensaries and Primary Health Centre.

(Then the cut motion was put to vote and lost).

I would now put to vote the cut motion tabled by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on lack of provision for Medical College and compounder Training Institute.

As may as are of that opinion will please say "Ayes"

As may as are of contrary opinion will please say "Noes".

(Voice "Noes")

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put to vote the cut motion tabled by Sri Bulu Kuki. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on shortage of doctors and compounders.

As may as are of that opinion will please "Ayes".

As may as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices "Noes".

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put to vote the cut motion tabled by Sri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mis-management in the Ayurvedic dispensary, at Agartala.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices "Noes"

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put the main motion to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 59,80,400/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will be come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 15 Medical.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voice—'Ayes'

As may as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes' have it 'Ayes' have it

I would now take up demand for grants No. 16. I would now put that to vote I would first put to vote the cut motions one by one. First I would put to vote the cut motion tabled by Sri Bulu Kuki, The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for vaccine lymp etc.

As may as are of that opinion will please say 'Ayes':

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice 'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would put to vote the cut motion tabled by Sri Ramcharan Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs 100 to discuss on inadequacy of provision for rural sanitation.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices 'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put to vote the cut motion tabled by Sri Hlura Aung Mog. The question is that the Demand be reduced by 100/- to discuss on inadequacy of provision for maintenance of tube wells etc.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices 'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put the main motion Demand for grant No. 16 Public Health to vote. The question is that a sum not exceding Rs. 27, 48, 600/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduled to the appropriation (Vote on Account Bill 1965) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No 16 Public Health.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

I would now put to vote the Demand for grant No. 35 First I would put the cut motion against this tabled by Sri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to complete water works and drainage construction of Agartala Town in time.

As many as are of that opinion will please say—'Noes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

(Voices—'Noes'.)

'Noes' have it. 'Noes' have it.

I would now put to vote the main motion the Demand for grant No 35 capital outlay on improvement of Public Health. The question is that a sum not exceeding Rs. 5,71,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 35 Capital outlay on Improvement of Public Health.

As may as are of that opinion will please say 'Ayes'

(voice 'Ayes')

As may as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes' have it, Ayes' have it.

1 would now request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for Demand fot grant No. 9 General Administration and Demand for grant No. 10 Administration of Justice.

Sri S. L. Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceding Rs. 34,96,100/- exclusive of charged expenditure of Rs. 85,700/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the

Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in cource of payment during the year ending on the 31st day of March 1966, in respect of Demand No. 9 General Administration.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 4.35,800/-, [inclusive of tne sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1966 in respect of Demand No, 10- Administration of Justice.

Mr. Speaker :—I would first call on Sri Sudhanwa Deb Barma. Time at our disposal is one hour and ten minutes only and we are to dispose of a number of cut motions. So, I would request the Hon'ble members to confine their remarks within seven minutes each.

Sri Sudhanwa Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার, Sir, আমাদের যে বাজেট এই বাজেটে general Administration এ যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং এ ছাড়া অন্ততঃ Chief Minister and Ministers salary and allowances এর জন্য যে রকম ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করলে এটা প্রমাণ হয় যে এই সরকার একটা মাথাভারী সরকার। বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যখনই আলোচনা হয় তখনই প্রায়ই শুনি আমাদের ব্যয় বরাদ্দ সীমাবদ্ধ করা আছে। কারণ আমাদের আয় খুব কম এবং আমাদের নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের loans and grants এর উপর। এটা একটা আলোচ্য বিষয় নয়। আমার কথা হচ্ছে এখানে এই যে টাকা আমরা এখানে ব্যয় বরাদ্দ করব, কত টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে সেটা সুবিবেচনা করে করা হয়েছে কিনা। এখানে আমরা যদি দেখি, তাহলে কি দেখি? ব্যাপারটা যেন এমই দাঁড়ায় ১২ হাত কাঁঠালের ১৩ হাত বিচি। মন্ত্রীদের বেতন এখানে ২২ হাজার ৪শত টাকা, কিন্তু আমরা দেখি Trávelling allowance হয় তখন তার চেয়েও বেশী Compensatory allowance, Dearness allowance কত কিছুই তো আছেই। তাছাড়া other allowance বলে আরও ১৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, এবং Conveyance allowance বলে আরও ২ হাজার ৪০০ শত টাকা ধরা হয়েছে। আমি একটি বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যেখানে conveyance allowance এর জন্য ২ হাজার ৪ শত টাকা ধরা হয়েছে, আর যখন আর একটি জায়গায় দেখি। আমরা তখনও বলেছি opening of Hospitals, Dispensary, Primáry Health Centres সেখানে মাত্র ২ হাজার টাকা, যেখানে মানুষের জীবন মরণ নিয়ে খেলা সেখানে এই ভাবে টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় Chief Minister বললেন যে সুপরিকল্পিত ভাবে বাজেট রচনা করা হয়েছে। তখন এই সুপরিকল্পিত কথাটার অর্থ কি সেটা প্রশ্ন করতে হয়, যে কিভাবে উনি সুপরিকল্পিত কথাটা বলতে পারেন। সেখানে আমরা দেখছি যে মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের allowance, honoraria conveyance ইত্যাদি বাবদ ৫৬ হাজার ৭ শত টাকা ব্যয় হচ্ছে। সেখানে আমরা দেখছি যে জনতার স্বাস্থ্যের জন্য এমন কি Grow more food এর ব্যাপারে কিংবা Horticulture এর ব্যাপারে যে টাকা ধরা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে এটাকে আমি কি বলব তা কল্পনার বাইরে আমি বলতে পারি। সেখানে ধরা হয়েছে মাত্র ১৮০০ শত টাকা যেখানে other allowance এর জন্য ১৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এটা যে কি ব্যাপার তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আর এও দেখব যে মন্ত্রী মহোদয়ের pay & allowance এবং বিভিন্ন এলাউন্সের item ধরা হয়েছে শুধু এইখানেই ব্যয় নয় এবং

তাদের ঘর সাজাবার জন্য ১৭ হাজার টাকারও sanction করা হয়েছে। কাজেই এইখানে জন স্বার্থের জন্য, স্কুলের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য Animal Husbandry প্রভৃতি জন কল্যাণ কাজের ব্যাপারে এবং রাজ্যের development এর কাজ, সেখানে আমরা দেখব যে শুধু কর্ম্মচারীদের pay & allowance এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয় তাতেই সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে আমাদের কর্ম্মচারীর প্রয়োজন নেই, তাদের pay & allowance এর প্রয়োজন নেই। বলছি এই কথা যখন আমরা দেখি যে এইখানে মন্ত্রী মহোদয়দের বেতন ও এলাউন্স ইত্যাদি ব্যাপারে যখন দেখি এবং উচ্চ মহলের যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছেন তাদের বেতনের দিকে যখন দেখি, তখন একথাই মনে আসে যে সেখানে বাস্তবিক development এর যে কাজ আমাদের সামনে আছে সেটা আমরা কতটুকু ধরেছি এবং সেদিকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি সেটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। কাজেই কোন দিক দিয়ে বিচার করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে আমরা সুপরিকল্পিত ভাবে বাজেট রচনা করেছি? বাজেট রচনা করতে গিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা আমরা স্বীকার করি। স্বীকার করি যে আমাদের আয় কম, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের Grants ও Loan এর জন্য। এই সীমাবদ্ধ অবস্থাতেই আমাদের বাজেট রচনা করতে হবে। যে টাকা আমাদের আছে সেই টাকার মধ্যেই আমাদের জনস্বার্থে এবং development work এ যাহাতে ঠিক ভাবে ব্যয় হয় এবং ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইদিকে নজর দেওয়া হয়েছে কিনা তা যদি আমরা বাজেটের দিকে একবার ভাল করে দেখি এবং আলোচনা করি তখনই প্রতিয়মান হবে যে এইভাবে ঠিক ঠিক ভাবে ত্রিপুরার প্রকৃত যে সমস্যা তার সাথে সঙ্গতি রেখে তৈয়ার করা হয় নাই। আমি মনে করি নিশ্চয়ই ত্রিপুরার যে প্রকৃত সমস্যা তার দিকে বাজেট রচনাকারীদের লক্ষ্য নেই এবং নিজেরা উপলব্ধি করতে পারছেন না— শুধু যে উপলব্ধি করতে পারেন না তা নয় ত্রিপুরার যে সমস্যা তা জানেন কিন্তু তা সমাধান করার জন্য যে আন্তরিকতার অভাব সেটাই প্রকাশ পাবে এই ব্যয় বরাদ্দ যে ভাবে ধরা হয়েছে তা যদি আমরা দেখি। বিভিন্ন খাতে যে ভাবে এই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেই টুকু যদি আমরা আলোচনা করে দেখি, তখন দেখব যে বাস্তবিকই এই বাজেট জনস্বার্থের জন্য হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি না। এই কথা বলেই আমার বক্তৃতা আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তার সবচেয়ে আগে যে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই সেটা হল যে আমাদের এখানে এখনও Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করার কোন রকম প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একথাটা গত বাজেট অধিবেশনে বলা হয়েছিল। তার পরও বলা হয়েছে যে এটার একটা পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। Judiciaryকে Executiveকে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা আজ পর্য্যন্তও করা হয় নি। এখন যদি Judiciary কে Executive এর উপর dependent করে রাখি, তাহলে naturally যারা Judiciaryতে কাজ করবেন, যারা D. M., S. D. M., S. D. O. তারা D. M. এর Executive order এর দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ তার চাকুরী, তার promotion সব এর উপর নির্ভর করছে। অতএব তারা Judgement দিবার সময় মনে রাখবে যে যদি এই Judgementটা Executive এর against এ যায়—যদি আমার এ মামলার রায়টা আমি কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দিয়ে যাই—তাহলে পরে হয়ত আমার চাকুরীর ক্ষতি হবে, আমার promotion হবে না। ফলে তারা কিছু

সাহস করে না। প্রকৃতপক্ষে আমি কয়েক ক্ষেত্রে দেখেছিও যে lower courtএ গিয়ে সুবিচার পাওয়া যায় না। সুবিচার পায় কখন—যখন সে J. C.র Courtএ যায়। সেখানে তারা Executive থেকে মুক্ত, ফলে সেখানে গেলে তারা সুবিচার পায়। এই যে পদ্ধতিটা সেইটার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই, একথা কেউ বলছেন না যে আমরা Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করব না। কিন্তু নীতিটাকে জানার পরও কার্য্যকরী করা হচ্ছে না, সেইখানটাই হচ্ছে আমার আপত্তি। এটাকে যত delay করা হবে তত public suffer করবে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি আমরা এটাকে আলাদা করে নিতে পারি ততই আমাদের জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গল এবং স্বাধীন, Independent Judiciary grow করার পক্ষেও এটা একটা মস্তবড় সহায়ক হবে। Constitutionএ যে directive principles সেখানেও বলা আছে যে Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করার প্রয়োজন। আইনমন্ত্রী অশোক সেন যখন আসামে এসেছিলেন, তখন তিনিও বলেছিলেন যে Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করার প্রয়োজন, কিন্তু এত বলার পরও আমরা এখানে কোন কিছু করছি না। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আমরা একটা জিনিষ দেখি যে বিভিন্ন court এ মামলা মাসের পর মাস, প্রায় বছরের পর বছর পড়ে থাকে, তারিখের পর তারিখ পড়ে, কোন সময় হয়ত হাকিম আসেন না, কোন সময় বলা হয় যে F.I.R. পাওয়া যায় নি, enquiry হয় নি ইত্যাদি অনেক রকম কথা বলে মামলাগুলি ঘুরানো হয়। ফলে যারা বিচার পেতে চায় তারা বিচার পায় না। কাজেই এটা সবাই স্বীকার করে যে Justice delayed means justice denied এবং এটা স্বীকার করার পরও Justice delayই হতে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে Justice denied হতে থাকে। জিনিসটা এখানে শেষ না। যারা আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী, যারা আমাদের কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেসের হোমরা চোমরা—তারা S. D. O.দেরে নিজেদের দলীয় কাজে ব্যবহার করে থাকেন। হামেসাই, যখন কংগ্রেসের কোন মিটিং হবে, S. D. O. যান, A. S. D. O.রা যান, গিয়ে এলাকার লোকদের নিয়ে মিটিং করেন এবং মিটিং করে তাদের জনসভায় আসতে বলে আসেন। আগরতলার Zonal S. D. O. প্রকাশ্যেই এজাতীয় মিটিং করেন। প্রকাশ্যেই মোহনপুরে গেছেন। আগরতলায় কামরাজের মিটিং এর সময়, গিয়ে বলছেন তোমরা সেখানে যাও—যেতে হবে। কয়েকদিন আগে মোহনপুরে Communist Party মিটিং করছিল। Zonal S. D. O. সেখানে গেছেন এবং গিয়ে বলছেন তোমরা সে সমস্ত মিটিং এ যাবে না। গেলে পরে সাংঘাতিক খারাপ হবে এবং তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে, publicকে ঐ জনসভায় যেতে নিষেধ করেছেন। এইভাবে শাসন-যন্ত্রকে S. D. O., A. S. D. O., D. M. তাদেরকে কংগ্রেস দল তার স্বার্থে ব্যবহার করছে। যদি Judiciaryকে আমরা Independent করতে পারি তাহলে ঠিক এতখানি সহজে তাহাদিগকে ব্যবহার করা চলবে না। কাজেই এই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে সব জিনিষটা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। আজ যদি এভাবে S. D. O., A. S. D. O.কে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করি তাহলে যে কথা বরাবর বলা হয়ে থাকে যে কর্ম্মচারী তারা সমস্ত দলের উর্দ্ধে—একথার কোন মানে থাকে না—বরং উল্টা হয়ে দাড়ায় যে আমার কংগ্রেসের কাজ করলে পরে কোন দোষ নেই, কংগ্রেস বিরোধী কাজ করলে পরে দোষ হবে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যে বহু সরকারী কর্ম্মচারী প্রকাশ্যে কংগ্রেসের কাজ করেন—তার বেলায় অভিযোগ দিয়েও কোন কিছু হয়না আর সে কংগ্রেস করেনা—কমিউনিষ্ট পার্টি করে ধরুণ, তার অপরাধে, তার কমিউনিষ্ট পার্টি করার অপরাধে যদিও সে কোন সরকারী কর্ম্মচারী নয়, যেহেতু সে কমিউনিষ্ট পার্টি করে—তার স্ত্রীর চাকুরী যাবে এবং এরকম চাকুরী বহু গিয়েছে। আর

ফলে সে মেয়েটি আজ অফিসে অফিসে ঘুরে কোন চাকুরী পাচ্ছে না। সে ঘটনা আপনারা না জানেন তা নয়। সোনামুড়াতে আমাদের পার্টিতে একটি ছেলে কাজ করত, তার স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তার স্বামী কমিউনিষ্ট পার্টিতে কাজ করে, সেই হেতু তার স্ত্রীকে অফিসে রাখা যাবে না। তার চাকুরী Rule 5 দিয়ে খেয়ে দেওয়া হল। আর পরে সেই হতভাগিনী বহু interview দিয়েছে, বহু department এ ঘুরেছে, কিন্তু তার কপালে চাকরী আর জোটল না। এই হচ্ছে সরকারের নীতি এবং এটা হচ্ছে দলনিরপেক্ষতার একটা লক্ষণ, কিভাবে দলনিরপেক্ষতার নাম করে দলীয় স্বার্থে শাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছেবলেই আজকে যে গণতন্ত্রের কথা এত জোর গলায় বড় বড় করে বলা হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে সেই সেই গণতন্ত্রের কোন মূল্যই থাকবে না। মানুষ মনে করছে গণতন্ত্র মানে কংগ্রেস গণতন্ত্র—কংগ্রেস যা করছে যা বলছে তাই হচ্ছে গণতন্ত্র—কংগ্রেসের বাহিরে কেউ যদি কোন কথা বলতে চায় তবে সেখানে গণতন্ত্র নেই।

আজকের ত্রিপুরাতে একটি Anti-Corruption Deptt. আছে, সেই Deptt. কয়টা anti-corruption case ধরেছে তা আমরা জানি না। অথচ আমাদের এখানেও অনেক Corruption Case হচ্ছে, আমরা বহু oomplain দিয়েছি, নৃপেন বাবু বহু complain দিয়েছেন এবং আজও আমি কদমতলা ডাক্তারের case এর কথার উল্লেখ করেছি—যে তার নামে একটা corruption case ছিল এবং তা vigilance এ পাঠানো হয়েছে, enquiry র জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলির কোন enquiry হয় না, সেগুলি file এ পড়ে আছে। কি করা হয় না হয় আমরা কিছু জানি না। এইভাবে যদি একটা Deptt নামকাওয়াস্তে রাখা হয়, তাকে function করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার কোন মূল্যই থাকে না। আমি আর সময় নিতে চাই না, আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Ershad Ali Chowdhury.

Shri Ershad Ali Chowdhury :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে demand রেখেছেন সেটা আমি সমর্থন করি এবং বিরোধীপক্ষ থেকে যে cut motion এসেছে সেটার আমি বিরোধিতা করি। আমি আমার বক্তব্য শুধু এইটুকুতেই রাখব যে, 'Justice delayed, Justice demand'... এইটাতেই আমি সীমাবদ্ধ রাখব। আমরা জানি যে আইন আছে যে Justice যদি delaved হয় তবে Justice demand হয়। এটা আমি মানি, তবে আমার বক্তব্য হল...আমরা দেখাব যে এখানে Justice delayed হয় কি না? আমি জানি যে যেসমস্ত case আছে তাহা সাধারণত দুই ধরণের—একটা হল Cr. case আর একটা G R. case. প্রথম যখন নাকি Cr. Case file করে বাদী তখন Magistrate যদি Caseটা Summons procedure এ হয় তখনে at the first instance হয়ত summons issue করতে পারেন অথবা যদি কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে হয়ত গ্রামে যে পঞ্চায়েত প্রধান আছে তাদের কাছে enquiry-র জন্য পাঠাইয়া দেন অথবা থানাতে enquiryর জন্য পাঠান। তারপর যখন enquiry হয়, তখন Investigating officer তদন্তে যান, তখন হয়ত বাদী সাক্ষী প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারিল না। এক তারিখ হয়ত তিনি তার report দিতে পারলেন না, সেইজন্য অনেক সময় delayed হয়। তারপর এই সমস্ত enquiry stage পার হয়ে যখন Report আসে তখন Magistrate মহাশয় হয়ত first instance-এ সমন জারী করলেন। তারপর বলা হল যেমন তিন দিনের মধ্যে সমনের তলবানা দিতে হবে, তারপর বাদীপক্ষের উকিলবাবু হয়ত সেটা তিন দিনের

মধ্যে দিলেন না হয়ত ৭ দিনের মধ্যে দিলেন। তারপর আইনের বিধান আছে যে যদি সমনের তলবানা দেওয়া হয় তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে complains এর একটা কপিও দাখিল করতে হবে এবং সেইটা উকিলবাবু বা concerning clerk যারা আছেন তারা দাখিল করে থাকেন। তারপর দেখা গেল হয়ত সমনের তলবানা দিয়েছে ঠিক সময়ে, কিন্তু complain এর কপিটা দেওয়া হয় নাই সেই জন্য সেই তারিখে হয়ত আর সমনই জারী করতে পারা গেল না। এই ভাবে এক তারিখ, দুই তারিখ গেল। তারপর হয়ত সমন জারী হয়ে আসল। তারপর Magistrate মহোদয়ের নিকট হয়ত আসামী উপস্থিত হইল। প্রথম তারিখে দেখা গেল যে হয়ত ৭ জন আসামীর মধ্যে ৬ জন আসামী হাজির হইল ১ জন হাজির হয় নাই। কিন্তু আইনের বিধান আছে প্রথম তারিখে যখন নাকি তাহাদের বিবাদীরা উপস্থিত হইবে তখন) জবাব দিতে হইবে, তখন সমস্ত আসামীর উপস্থিত থাকিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত আসামী উপস্থিত না থাকার দরুণ ঐ তারিখের পরিবর্তে আবার অন্য তারিখ রাখতে হয়। আমার বক্তব্য হল এই যে delay সাধারণতঃ যারা conducting pleader আছেন তারাও করে থাকেন Delay বাদী পক্ষও করে, এবং বিবাদী পক্ষও করে। কারণ concerning pleader এর হয়ত দেখা গেল যে প্রথম তারিখে বাদী তার সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে date of hearing এর দিন আদালতে আসল কিন্তু অপর পক্ষের উকিল হয়ত একটা দরখাস্ত দিয়ে দিল বিচারক মহোদয়ের কাছে যে আজকে আমার High court-এ অন্য একটা engagement আছে বা একটা Murder case-এ আমি engaged সুতরাং এই তারিখে case করতে পারব না। যদি কড়া Magistrate হন তা হলে হয়ত বলে পাঠাবেন যে আপনি another pleader engage করুন হয়ত another pleader engage করল কিন্তু দেখা গেল সেই pleaderই দরখাস্ত দিল যে যেহেতু আমি আজকে Appointed হয়েছি এবং case সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সুতরাং আমাকে আর একটু তারিখের সময় দেওয়া হউক। এই ভাবে বাধ্য হইয়া Magistrateকে কিছু সময় দিতে হয় - তদুপরি বাদীপক্ষের ও বিবাদী পক্ষের একটা tendency আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি সেটা হল বাদী হয়ত একটা মোকদ্দমা দিল আসামী আসল, তারপর মনে করল আসামীরা কয়েকটা তারিখ হাজির হোক না তারপর harasment করে যা হয় হবে।

একবার তো কয়েকতারিখে হাজির হোক। তারপর বিবাদী হয়ত মনে করে বাদী আজকে সাক্ষী নিয়ে আসছে, আজ আমরা যাবনা। দেখি কয়দিন সাক্ষী নিয়ে বাদী আদালতে আসতে পারে। ঠিক এইরকম একটা tendency নিয়া দেখা গেল বাদী একদিন বা এক তারিখে সাক্ষী প্রমাণ নিয়া উপস্থিত হ'ল, তারপর আসামী হয়ত আর আসলনা। তারপর বাদীপক্ষ হয়ত সাক্ষী নিয়া এক তারিখে চলে গেল। তারপর হয়ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে জোতের যাহারা জামিনদার আছে তাদের নামে নোটিশ ইস্যু করতে হয়। তারপর জামিনদার হয়ত এক তারিখে বিবাদীগণকে আদালতে হাজির করে দিল। অনেক সময় দেখা গেছে যে আসামী হয়ত absconder—দু'এক তারিখে হয়ত আনতে পারলনা। তখন বিচারকগণ যাতে নাকি জামানতনামা জব্দ হয় সেইভাবে অগ্রসর হয়। এইভাবে নানান রকমভাবে কেস্ করার অন্তরায় হয় তদুপরি যাহারা Zonal S. D. O. আছেন, Additional S. D. O. আছেন বা Trying Magistrate আছেন তাদের ক্ষেত্রে যাতে নাকি case যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতে পারে সেজন্য তারা চেষ্টা করেন। Magistrateকে হয়ত S. D. Oরও function করতে হয়। তারপর কত রকম জমিয়া পুনর্বাসনের case, আমাদের চারিদিকে বর্ডার—বর্ডার ডিসপুটও আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে Magistrateকে তদন্তে যেতে হয়। তদুপরি একটা সারকুলার আছে যে যারা Zonal S. D. O. বা A. S. D. O. মাসের মধ্যে ৩দিন বা ৭ দিন তাদের মফস্বল করতেই হবে। সেইজন্য S. D. O.গণকে হয়ত নানান কাজে বাধ্য হইয়া মফস্বল যাইতে হয়। সেইজন্য সরকার থেকে Trying Magistrate রাখছেন। যারা সবসময় বিচারই করবেন। সেইজন্য Trying

Magistrateরা তাড়াতাড়ি যাতে case গুলোর disposal হইতে পারে তারজন্য চেষ্টা করেন। তাই আমি বলছিলাম যে বাদী বা বিবাদীপক্ষ অনেক সময় ইচ্ছা করে case drag করে। এটা হ'ল C.R. case সম্বন্ধে। তারপর G.R. caseএরও সেই অবস্থা। প্রথমতঃ o/c বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত দারোগাবাবু first information রেকর্ড করলেন তারপর ঘটনাস্থলে গেলেন সাক্ষী প্রমাণ হয়ত বাদী উপস্থিত করতে পারল না। সেইজন্য রিপোর্ট দিতে তার দেরী হইয়া যাইতেছে। তারপর হয়ত একটা case যদি injured case হয়, সেটা Hospitalএ পাঠাইতে হয়। ডাক্তার বাবু দেখে এটা কি Serious না simple এ সমস্ত দেখে রিপোর্ট দিতে ডাক্তারবাবু হয়ত দেরী করতে পারেন। তারপর স্বাক্ষীপ্রমাণ লইয়া বাদী যখন উপস্থিত হয়। তারপর হয়ত ৩ মাস বা ৬মাস পরে দেখা গেল যে I. O. যিনি ছিলেন—তিনি হয়ত ছিলেন উদয়পুরে বদলী হয়ে গেলেন ধর্ম্মনগর। তারপর প্রথম তারিখে তিনি হয়ত আসলেন, এসে দেখলেন যে সাক্ষী প্রমাণ নাই। তারপর তাঁকে আবার ধর্ম্মনগরে চলে যেতে হ'য়। তারপর আর একদিন আসল আবার ফিরে গেল। এইভাবে হয়ত বাদী ৩জন সাক্ষী আনল—বিবাদী হয়ত ৩ জন উপস্থিত হ'ল। অথচ সেখানে আছে ৪ জন বিবাদী। এখন G.R. caseএ charge গঠন করতে হলে প্রথম দিনে ৪ জন বিবাদীকেই আদালতে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কোন একজন আসামী অনুপস্থিত থাকলে বাধ্য হয়ে Magistrate সেইদিন charge গঠন করতে পারলনা। সেইজন্য আর একটা date তাদের দিতে হয়। এইভাবে নানান রকম ভাবে caseএ date দিতে হয়। তারপর কোন কোন সময় Proclamation Reportও বার করতে হয়। এইভাবে নানা কারণে দেরী হয়। আমাদের হাইকোর্ট থেকেও একটা সারকুলার আছে যে প্রত্যেক মাসে monthly reportটা দিতে হয়। কতগুলা case আছে—কতগুলি dispose হল কতগুলি dispose হলনা—কতগুলো সাক্ষী হল—কতগুলো সাক্ষী হ'লনা। সেইজন্য প্রত্যেক মাসে monthly report একটা দিতে হয়। যাতে নাকি case drag না করে। সরকার তরফ থেকে যাতে নাকি case dragged না হয় তারজন্য চেষ্টা চলেছে। তাছাড়া বিচারক যারা আছেন তাঁর সদাসর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন যাতে নাকি justice delayed না হয়। সুতরাং cut motion যেটা আনা হয়েছে সেটার আমি বিরোধিতা করি।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Chief Minister to reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grant No. 9এ 10এতে কতকগুলো cut motions বিরোধীদলের সদস্যরা রেখেছে একটি হলো শ্রীসুধন্ব দেববর্মার, এবং সেটা বলতে গিয়ে উনি দেখিয়েছে যে ১২ হাত কাঁকুড়ের নাকি তের হাত বীচি, আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে ১২ হাত কাঁকুড়ের তিল প্রমাণ বীচি, তার কারণ হলো এই যে ভারতবর্ষের অন্যান্য যে প্রদেশ আছে সেই প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয়নি, কারণ এখানে যে Territoryগুলো আছে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তার পরিপ্রেক্ষিতে তার জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি রেখে এই District Administration বাজেট সংযোজিত হয়েছে salary & allowances of minister, Deputy minister, and the staff সেটাতে staff দের Allowances, Pay of Ministers, Deputy Ministers হলো 32,400, আর এখানে Budget এর অঙ্ক হলো ৩৪,৯৮,১০০৲ তারপরই বলা হয়েছে যে স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়নি। এর পূর্ব্বেই medicalএ ৫৯ লক্ষের মত টাকা রাখা হয়েছে এবং তার তুলনায় pay of Minister, Deputy Ministers Pay of Establishments, Allowances & Honoraria

and other charges সব মিলিয়ে ৩২,০০০৲, ৬০,০০০৲, ৫৬,০০০৲, ৯৬০০৲, মোট হলো ১,৫৮,৯০০৲ এই যে ৩৪,৯৬,১০০৲ টাকা বরাদ্দ তার মধ্যে আমরা পাচ্ছি। আর এই যে ১৫ কোটী টাকার মধ্যে ১,৫৮,৯০০৲ টাকা এখানে এই Assembly হওয়ার জন্য। Cabinet হয়েছে এবং এই Cabinetএ সমতা রক্ষা করে Territoryর ভিত্তিতে এটাকে রাখা হয়েছে। অতএব ১২ হাত কাঁকুড়ের যে তিল প্রমাণ বাজেট এখানে রাখা হয়েছে, আমি তার প্রমাণ রাখলাম। তারপরে বলা হয়েছে—Failure of enforcement of anti-corruption organisation—এখানে আমি দেখাব যে failure of the anti-corruption সেটা হয়নি। কারণ 31 complaints were from the complainants giving their names and addresses. Out of these 16 cases have already been enquired into and 15 cases still pending investigation. Anti-corruption organization has not yet been fully started. The post of Dy. Supdt. of Police could not be filled up as yet for want of suitable trained officer in the line. এ lineএ Deputy Suptd.এর post তার জন্য রেখেছি এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যেও লিখেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই লোক আমরা পাচ্ছি না। না পাওয়া সত্বেও যে organizationটা আছে একটা cell তার মাধ্যমে, আমরা এ দিক দিয়ে এ জিনিসগুলো করে যাচ্ছি। অতএব anti-corruption এর যে measure সেটা আমরা গ্রহণ করেছি এবং Deputy Superintendent এবং Inspector যদি trained পাওয়া যায়, তাহলে full swingএ এটা চালাতে পারব anti-corruptionকে বন্ধ করার জন্য। তারপর আর একটা রাখা হয়েছে—'Dis approval of policy of increasing the salaries of Ministers. আমি আগেই বলেছি যে অন্যান্য territoryতে যা হয়েছে, সেই অনুসারে এই Houseই তাদের বেতন নির্দ্ধারিত হয়েছে। অতএব সেটা increase এর কোন প্রশ্নই আসে না। সমস্ত জিনিষের সঙ্গেই সমতা রক্ষা করেই এটা করা হয়েছে। তারপর ১০নংএ —একটা দিয়েছেন ; যে Districtএ যে administration, এ administration চালাতে গেলে পর Magistrate যারা আছেন, আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা যা বলে গেছেন, যে emergency measure এবং internal disturbance যেটা আছে, তাদের সেই জিনিষগুলো দেখাতে হয়। এবং তারা তাদের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন, এবং justice delay হচ্ছে না এবং justice যাতে ত্বরান্বিত হয়, সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে এই বাজেটের অঙ্ক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেটা শক্তিশালী করার জন্যই এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে যে Separation of judiciary from the Executive. কোন কোন জায়গায় হয়েছে সেটা আমরা দেখব। মহারাষ্ট্রে হয়েছে এবং মাদ্রাজে সেটা হয়েছে এই দুইটি বিরাট state, ভারতবর্ষে কেবল এই দুইটি stateএ হয়েছে। আমাদের সবে মাত্র Assembly হয়েছে, Ministry হয়েছে এবং আমরা চিন্তা করছি, কি করে সেটাকে সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায়, সেইদিক দিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ সুরু করেছি। অতএব আমরা মনে করব যে আমাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য state এর দিকে লক্ষ্য রেখে, territoryর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের এই বাজেট তৈরী করেছি। অতএব যে cut-motion এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার যে বাজেট এটাকে সমর্থন করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I now put to vote the demand for grant No. 9. There are 4 cut-motions, one given notice of by Shri Nripendra Chakraborty has fallen through on account of the absence of the Hon'ble members. So I now put to vote the cut motion tabled by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 10,000/- to

discuss on reducing expenditure for parquisitives of Ministers and Deputy ministers.

As many as are of that opinion—will please say "Ayes."

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it

Now I put to vote the cut motion tabled by Shri Atiqul Islam—The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Failure of enforcement and anti-corruption organization.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

No voice

There is no one to say 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—Voice...'Noes.'

Noes have it, Noes have it.

I put to vote the another cut motion tabled by Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 110/- to discuss on the Disapproval of the policy for increasing the salaries of Ministers.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice...Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice...'Noes'

Noes have it, Noes have it.

I now put the main motion to vote...Demand for grant No. 9...General Administration. The question is that the sum not exceeding Rs. 34,96,100/-, exclusive of charged expenditure of Rs. 85,700/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 9...General Administration.

As many as are of that opinion will please 'Ayes'

Voice...'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

I now put to vote the demand for grant No. 10...Administration of Justice. I put to vote the Cut Motion given notice of by Shri Atiqul Islam...The question is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on Disapproval of policy for not separating the Judiciary from the Executive.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

I now put to vote the main motion—the demand for grant No. 10—Administration of 'Justice.'

The question is that a sum not exceeding Rs. 4,38,800/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1966 in respect of Demand No. 10—Administration of Justice.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

I would now call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion for Demand for grant No. 34—Expenditure connected with National Emergency.

Shri Sachindralal Singh, Chief Minister :— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account) Bill, 1965 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 34—Expenditure connected with National Emergency, 1962.

Mr. Speaker :— There was one cut motion given notice of by Shri Nripendra Chakraborty, that has fallen through due to the absence of the hon'ble member. Any one for the opposition may say. I would call Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Emergencyর খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি মনে করি সেটা unnecessary. কারণ যদিও পাকিস্তান শত্রুতামূলকভাবে আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকা হতে আক্রমণ চালাইয়াছে আমাদের দেশরক্ষার ব্যাপারে একটা কথা ঠিক যে আমাদের দেশরক্ষা করতে হবে এবং বিভিন্ন পুলিশবাহিনী আমাদের আছে এ কথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে দেশ আমাদের সবার উপরে। কিন্তু আজকে দেশ রক্ষার নামে যেভাবে emergencyকে জিয়াইয়ে রাখা হয়েছে, আজকে দেশরক্ষার নামে চোরাকারবারীদের যেভাবে লুণ্ঠনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তারফলে আজকে দেশের মধ্যে, সারা ত্রিপুরার মধ্যে এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দিনের পর দিন অর্থনৈতিক সঙ্কট বেড়েই চলছে। কিন্তু আজকে যদি emergencyকে আমরা জিয়াইয়ে রাখি, আমরা যদি emergency কে দিনের পর দিন চালিয়ে যাই তাহলে আজকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি শক্তিশালী হবে? কাজেই আজকে আমাদের দেশ রক্ষা যদি করতে হয় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করা কর্তব্য। কিন্তু আজকে দেশ রক্ষার নামে গণতন্ত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে এবং দেশ রক্ষার নামে জনসাধারণের উপর বিভিন্ন খাজানা ট্যাক্স ইত্যাদি অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যারা চোরাকারবারি তারা দেশের ধন সম্পদ লুট করার সুযোগ পাচ্ছে। আমরা আগরতলার কথা জানি, এখানে চিনি যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও চিনির সঙ্কট দেখা দেয়, চাউলের সঙ্কট ময়দার সঙ্কট আটার সঙ্কট ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু যারা এই সঙ্কট সৃষ্টি করে এই emergancyতে তাদের বেলায় কিছু করা হয়না। কিন্তু যারা গণতান্ত্রিক, আজকে দেশরক্ষার

নামে, যারা কংগ্রেস বিরোধী তাদেরে গলা বন্ধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে— এই হল অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে তীব্র প্রতিবাদ করি, আজকে জন-সাধারণের উপর আস্থা কংগ্রেস সরকারের থাকা দরকার। যদি আজকে জন-সাধারণের উপর আস্থা থাকত, তাহলে এই মানুষগুলিকে অযথা জেলে ঢুকাবার কোন অর্থ হয়না। আমাদের এখানে আমরা জানি যে আমাদের ২জন M. P বীরেন দত্ত ও কমরেড দশরথ দেব। দশরথ দেবকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এই যে গ্রেপ্তার তাহা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ যে লোকদের পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে এখানকার সমস্যা সম্পর্কে তারা পার্লামেন্টে উত্থাপন করবে, জন সাধারণের জন্য সেখানে আন্দোলন করবে, দাবী দাওয়া জানাবে, কিন্তু জনসাধারণের সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে... এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু তাই নয়, Communist Block এর যে Leader, Nripendra Chakraborty থাকতে পারে তার সঙ্গে আমার মতের অমিল, কিন্তু আজকে যেভাবে তাকে arrest করা হইয়াছে-- আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি, জন-সাধারণ তাকে নির্ব্বাচিত করে এখানে পাঠিয়েছে— জনসাধারণের পক্ষে কথা বলার দায়িত্ব ও অধিকার তার আছে, সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, ত্রিপুরার জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই অর্থমন্ত্রী এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন আমি তার প্রতিবাদ করি— এই খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়— আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা সেখানে উন্নয়নমূলক কোন কাজে এই টাকা আমরা দিতে পারতাম। ঐসব খাতে খরচ করলে আমাদের production বাড়তো, এবং economic condition উন্নত হত। সেইভাবে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই টাকাগুলি খরচ করা উচিত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে আমি challenge করে বলি তাদের court এ produce করা হক্ তাদের বিরুদ্ধে বিচার করা হক, আজকে তারা যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে তাদের বিচার করলে আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করব। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে জনসাধারণের প্রতি আস্থা রাখা দরকার। আজকে দেশের মানুষ এত মূর্খ নয়, দেশের মানুষ যথেষ্ট সজাগ; কাজেই আজকে যারা জন প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক কর্মী তাদিগকে এই ভাবে জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ১৯৬২ সালে চীন আমাদের দেশ যখন আক্রমণ করে, সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য National Emergency ঘোষণা করা হয়। দেশকে রক্ষার জন্য, সে যে কোন দেশই হ'ক না কেন—আমার দেশের সার্ব্বভৌমত্ব, আমার দেশের প্রতি ধূলিকণাকে রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই সচেষ্ট; কিন্তু ১৯৬২ সালে যখন চীন আক্রমণ করেছিল তার প্রতিরোধের প্রয়োজনে কিম্বা দেশ রক্ষার জন্য যে fund সৃষ্টি করা হয়েছিল সে অবস্থা আজকে ১৯৬৫ সালে আমি বিচার করবো, এবং দেখব ভারতের Emergency-র অবস্থা আছে কিনা। সত্যিই জরুরী আইন আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু ভারত সরকার সে দিকে কতদূর দৃষ্টি দিচ্ছেন; সেই ভারতের যে একতা, সেই সংহতিকে রক্ষার জন্য ভারত সরকার কতদূর serious সেই দৃশ্য দেখলাম। একমাত্র ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রের এই হঠকারিতার জন্য, কেন্দ্রের অদূরদর্শিতার জন্যে সারা ভারতে আজ আমাদের সংহতি নষ্ট হতে বসেছে ভাষা আন্দোলনের জন্য।

Mr. Speaker :— You should not criticise the Central Govt.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— I am not critising the Central Govt, I am discussing the position. তারপর আমরা দেখব যে জরুরী অবস্থা আছে কিনা, সেই জিনিষটা Defence-এ ইদানীং আমরা দেখছি খুব ঘোড়া কিনা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার ঘোড়া কিনা হয়েছে, কিন্তু তার 40% ঘোড়া আজ অকেজো অবস্থায় আস্তাবলে পড়ে আছে। Plane-এর জন্য শত্রুর plane detection এর জন্য বহু টাকার Materials কিনা হয়েছে, আজ সব কিছু পড়ে রয়েছে এবং আরো দেখা গেছে যে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে বিজু পট্টনায়কের ব্যাপার, কাইরণের ব্যাপার, রাচী হেভী ইঞ্জিনীয়ারি -এর যে scandal, প্রত্যেকটি যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যায় ভারতের যে বর্ত্তমান অবস্থা তাতে Emergency অর্থাৎ দেশকে আক্রমণ থেকে রক্ষার যে ব্যবস্থা—সেই অবস্থা ভারতবর্ষে নেই। বিপক্ষ দলকে, বিরোধী দলকে, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করার জন্য একটা ছল হিসাবে Emergency রাখা হয়েছে। পাকিস্তান বা চীন যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে তাহলে নিশ্চয়ই প্রত্যেককে সেই আন্দোলন প্রতিরোধ করা দরকার। সেই দিক দিয়ে আমাদের অবস্থা কি ? ভারতের ত্রিপুরাই বলুন বা অন্য যে কোন রাজ্যই বলুন Emergency-র সময়ে যে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় সেই দৃষ্টি আমাদের নেই এবং সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে Emergency নেই। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করার জন্য আজ এই Emergency-র নামে D. I. Rules-এ গ্রেপ্তার করা হচ্ছে—এবং ত্রিপুরায়ও আমাদের নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, M. L A দশরথ দেব M. P. নীরেন দত্ত, দীনেশ দেববর্ম্মা, M. L. A. ভানু ঘোষ, সাধনা চক্রবর্ত্তী, যুগব্রত সেনগুপ্ত, বেণু সেন এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরোজ চন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এই যে ১০। ১২ জন লোক এরা কি ত্রিপুরাকে উল্টে দিবে ? তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন definite charge থাকে তাহলে court-এ বিচার করান। যদি প্রমাণ হয় যে তারা দেশদ্রোহীতা করেছেন তাদের শাস্তি দিন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করব। কিন্তু কার্যত তা করছেন না। তা করবার সাহস নেই। কারণ সেই অবস্থা তাদের নেই। আজকে দেশের যে দুর্ভিক্ষ দেশের যে খাদ্য সমস্যা, সেই সব একটার পর একটা সমস্যা সমাধান করতে না পারায় জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে সেই বিক্ষোভকে আটকাতে না পেরে বিরোধী দলদিগকে জব্দ করার জন্য, তাদের বাক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করার জন্য; আজকে তাদের জেলে পুরা হচ্ছে। এর প্রমাণ আমরা কেরালাতে পাচ্ছি। তারা একের পর এক সব রাজনৈতিক দলকে D. I. Rules কে arrest করে রেখে তারা মনে করেছিল যে কেরালার নির্ব্বাচন কংগ্রেস জিতবে। কিন্তু কার্য্যত কি হয়েছে। ইদানিং এই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন হয়েছে। এই নির্ব্বাচনে দেখা যায় যে ৭ জন জেলে ছিল সেই ৭ জনেই নির্ব্বাচিত হয়েছে। তার কারণ মানুষ বিশ্বাস করতে চায়না যে পর্য্যন্ত তাদের প্রকাশ্য বিচারলয়ে তার বিচার করা না হয়। তারা চীন পন্থী কমিউনিষ্ট এই সমস্ত বলে এমন কি Statesman বলছে, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ Parliamentএ যে statement দিয়েছেন তাতে আরও আলোকপাত করান, আরও Positive ভাবে বলুন তাদের বিরুদ্ধে কি charge আছে। যতই তাদের চীন পন্থী বলুন, কমিউনিষ্ট পন্থী বলুন জনসাধারণ সেটা বিশ্বাস করতে চায়না। আপনারা কেরালার সাড়ে তিনমণ ঘি, তেল পুড়িয়েছেন কিন্তু শ্রীরাধিকা সেখানে নাচেননি। শ্রীরাধিকা সেখানে নাচেননি।

কংগ্রেস সেখানে সংখ্যা গরিষ্টতা লাভ করতে পারেনি। সেই উত্তর আজকে আবার কলকাতায় দিয়েছে যে আমরা দেশকে ভালবাসি, স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করতে চাই এবং যে দেশই হউক, পাকিস্তানই হউক বা চীনই হউক তাকে আমরা হঠাতে চাই, তাকে আমরা প্রতিরোধ করতে চাই। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের দেশের যে মৌলিক অধিকার আমাদের দেশের যে fundamental right, civil right তাকে আমরা খর্ব্ব হতে দিবনা। তোমরা এমন কাজ করোনা যাতে মানুষের civil right খর্ব্ব হয়। আমরা, আজ যে দুর্ভিক্ষ খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যা দ্বারা দেশ জর্জ্জরিত, সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য দেশের কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট সবাই একত্রে মিলে চেষ্টা কর, কিন্তু বিনা কারণে বিনা বিচারে তাদেরকে আটক রেখে তোমরা আমদের এই সংবিধানের অপমান করোনা। এই জবাব আজ কেরালায় দিয়েছে কেরালাবাসীরা, কলকাতায় দিয়েছে কলকাতাবাসীরা, এবং এই জবাব ত্রিপুরাবাসীরা দেবে যদি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা খর্ব্ব করতে যাই। কারণ যে ১০ জন লোককে আপনারা arrest করেছেন সেই ১০ জন লোকের বিরুদ্ধে কোন specific charge নেই। ভারতবর্ষের লোক কি এতই দুর্ব্বল, ত্রিপুরার লোক কি এতই দুর্ব্বল যে ত্রিপুরার যে ১০ জন লোককে আজ আমরা arrest করেছি তারা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে সাংঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি করবে, এটা হতে পারেনা এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানে প্রশ্নই হচ্ছে, যার সাথে যত বিরোধই থাকুকনা কেন, আমি যে কোন ব্যক্তির ব্যাপারেই বলব যে তাকে, যে কথা নেহেরুজী ১৯৪৪ সালে আহম্মদাবাদ জেল থেকে লিখিয়েছেন যে, বিনা বিচারে আটক রাখার মত একটা গর্হিত কাজ আর হতে পারে না, এটা একটা সভ্যতার বিরোধী কাজ। সেকথা স্বর্গীয় নেহেরুজী বলে গিয়েছেন বৃটীশ আমলে যখন একজনের পর একজন আমাদের সবাই বিনা বিচারে আটক ছিলাম এবং স্বাধীনতা পাওয়ার ১৭ বৎসর পর আজকে যে গর্ব্ব করছেন আমাদের Ruling Party যে আমরা দেশকে উন্নত করেছি, দেশের জনতা আমাদের পক্ষে। যদি প্রকৃতই দেশের জনতা আমাদের পক্ষে থাকে, জনতা আমাদের ভালবাসে—তাহলে এইসব কয়েকজন লোক দেশের কি করতে পারে? সেই প্রশ্নটাকে চিন্তা করে যদি তার বিরুদ্ধে কোন positive charge থাকে তবে তাদেরকে open court এ বিচার করে শাস্তি দিন, আমরা সমর্থন করব। নতুবা বিনা বিচারে যে কোন লোকই হক না কেন, তাকে আটক করা আমি মনে করি সংবিধান বিরোধী এবং আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী। সেইদিক দিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে cut-motion টা আজকে রেখেছেন সেই cut-motion টা আমি সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker : - I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give the final reply. Only 15 minutes time.

Shri Sachindra Lal Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের cut-motion Emergency সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, National Emergency সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে National Emergency কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। National Emergency এর প্রয়োজনীয়তা নেই তাঁরাই বলতে পারেন, যারা চীনকে আহ্বান করতে চান। সে যাই হ'ক তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং Parliament প্রভৃতি জায়গাতে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, সেই যারা arrested হয়েছে এটা constitutional কি না, কারণ দেশে যখন Emergency আছে, তখন এই constitutional right দেওয়া হয়েছে এবং সেই constitutional right এ তাদেরকে ধরা হয়েছে। কারণ তারা যারা চীনকে সমর্থন করতে চান, যারা দেশকে বিপন্ন করতে চান এবং চীনের সাথে তাদের

যে মিতালী তারাও তা জানেন। জেনে ও তারা আজকে এই জায়গাতে এই কথা বলছেন তার কারণ হল এই যে চীন ভারতবর্ষের North Front এ যে সমর সজ্জা করছে তাও তারা জানেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় Parliament সেটা ঘোষিত হচ্ছে এবং সেইদিক দিয়ে Defence এর যে Programme সেটাও বাড়ানো হচ্ছে এবং পাকিস্থান আমাদের ভিতরে যে অবস্থার সৃষ্টি করছে তাও তারা সম্যক অবগত আছেন এবং তার সাথে যে তাদের Pact হয়েছে. চুক্তি হয়েছে Kashmir Front এ যে গণ্ডগোল হচ্ছে, বাংলার Front এ যে গণ্ডগোল হচ্ছে. ত্রিপুরার Front এ যে গণ্ডগোল হচ্ছে এবং আসামের লাটিটিলায় হচ্ছে এ সম্বন্ধে ও তারা অগগত আছেন। জেনেও তারা প্রচার করতে চান যে Emergency নেই. Defence এর কোন দরকার নেই এবং যারা ভিতরের মধ্যে আন্দোলন করে এই Defence কে দুর্বল করতে চান তাদেরকে Constitution বলেই আবদ্ধ করা হয়েছে দেশের শত্রু মনে করে, জাতির শত্রু মনে করে, সমাজের শত্রু মনে করে, গণতন্ত্রের শত্রু মনে করে, সমাজবাদের শত্রু মনে করে। Parliament থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা Assembly তে অনেক আলোচনা করে আটক তাদেরকে করা হচ্ছে। এখন দেখতে হবে তাদের ভূমিকা কি? ১৯৫০ সালে তাদের ভূমিকা আমরা ত্রিপুরায় দেখেছি, তারা ত্রিপুরার অভ্যন্তরে Arms ammunition collect করেছে, পুলিশ ফাঁড়ী তারা রোধ করেছিল এবং সেই সিধাই এর থানা তারা লুট করেছিল, সেই থানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। তারপরে Khowai এর Chebri forest office এ যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা তারা লুট করেছে। বিভিন্ন লোকের সাথে যে সমস্ত অস্ত্রাদি হাতিয়ার ছিল তা তারা লুট করে নিয়ে তাদের বাড়ীঘর লুট করে নিয়ে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র এখনও তাদের সেই সমস্ত জায়গায় গচ্ছিত রেখেছেন এবং সেইটাকে অবলম্বন করে ১৯৬২ সালে যখন আবার চীন আক্রমণ করে ভারতবর্ষকে তখনও তারা জায়গাই সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সরকার অতি সতর্ক ছিল বলে তাদের এই যে অপকৌশল অন্তর্ঘাতি যে আন্দোলন দেশদ্রোহীর যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছে। এই সেই দিনও আবার তারা তাদের সেই ষড়যন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য যেই সমস্ত গুহা cell তারা তৈরী করেছিল সেই সমস্ত Cell এর মধ্যে তাদের যে সক্রিয় প্রচেষ্টা ছিল, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সেই করে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আঘাত কর কারণ গণমুক্তি ফৌজ অপেক্ষা করছে উত্তর প্রান্তে। গণমুক্তি ফৌজ ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত। সেই ফৌজ থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে পারবো এবং সেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একটা অভ্যুত্থানের সূচনা আমরা করতে পারবো। আমাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে, ভারতবর্ষকে দুর্বল করে চীনের আক্রমণকে সহজতর করে আন। সেই পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকে সহজতর করে তোল। এই যে স্বপ্ন দেখেছিল এই স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ার জন্য। আজ তারা ব্যর্থ হয়ে চিৎকার করছেন। আজ তাদের বলতে হবে, আজ তাদের ঘোষণা করতে ও হচ্ছে যে এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তাদের মত বিরোধী সে দলের নেতা এতদিন ছিল আজ সেই দলের নেতা তার মত বিরোধী হয়েছে। সেই মত বিরোধী কেন হল? চীনের সাথে তাদের সম্পর্ক চাইনীজ কম্যুনিষ্টের সাথে সম্পর্ক বাসব পুন্নিয়ার দলের সাথে সংশ্লিষ্ট,সেইজন্য তাদেরও আজ চোখ খুলেছে। তারাও আজ ভাবছে যে দলের যে নেতা তাদের বিরোধী হয়ে গেছে। কারণ তারাও আজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে এবং তাহাদিগকে আমার মনে হয় যে তাদেরও আজ চিন্তা কিছুটা এসেছে। এই

চিন্তা যদি ঠিক ঠিক হয়, বলার সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কাজের সামঞ্জস্য থাকে, তাহলে পরে আমরা মনে করব যে তাদের এই বলা ঠিকই আছে, সার্থকই আছে। অতএব আমরা আশা করব, বিশ্বাস করব, দেশের জন্য, দেশের সমাজবাদকে রক্ষা করার জন্য, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই চীন ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের অভ্যন্তরে যে চৈনিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট চৈনিক মতের সাথে মিল যাদের, তাদিগকে আমরা খর্ব করতে পারব। তাদের সে মতকে আমরা eradicate করে দেশে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারব, অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপকে বন্ধ করে দিয়ে ভারতবর্ষের Defenceকে শক্তিশালী করতে পারব। অতএব আমি বিশ্বাস করি যে দেশকে রক্ষা করার জন্য integration যেটা আছে সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। এই জায়গাতে যে কায়রনের ব্যাপারকে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজু পট্টনায়কের ব্যাপারকে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে কংগ্রেসের Chief Minister ই হউক, যেই হউক না কেন সে যদি দোষ করে, সে যদি অপরাধ করে তার বিরূদ্ধে commission বসে তার বিচার হয় এবং সেই অনুসারে সেই বিচার হয়েছে। তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব সেটা ভারতবর্ষের এই যে গণতান্ত্রিক ভিত্তি এবং সমাজ বাদের যে দৃষ্টি ভঙ্গি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তা সম্ভব করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে এবং সেই ভাষা আন্দোলন যারা করেছিলেন তারা বুঝেছেন এবং বুঝে তারা তাদের আন্দোলনকে প্রত্যাহার করেছেন। এইজন্য যে দেশের ঐক্য দেশের সংহতি সবচেয়ে বড়। আজকে উত্তর প্রান্তে চীন অপেক্ষা করেছে। অভ্যন্তরে কম্যুনিষ্টদের ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ভাষার আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে না, ভাষার চেয়েও আমার দেশের ঐক্য বড়, আমার সংহতি বড়, আমার স্বাধীনতা বড়, আমার গণতন্ত্র বড়, আমার সমাজবাদ বড় এবং তার উপর ভিত্তি করেই আজ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করেছেন। অতএব ঐ জায়গাতে আমাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে, যে আমরা যে অবস্থায় এসেছি, এই emegencyর দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় emergencyর দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের আজকে ঐ সমস্ত পন্থাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। তারপরে বলা হয়েছে কেরলার যে election, সেদিন বলা হয়েছিল এখন 19 percent ভোট কেরলাতে পেয়েছেন। অতএব কেরলা কেরলা বলে চিৎকার করে আগের যে election ছিল 44 percent লোকের ভোট এরা পেয়েছিলেন। এই বারের election এ 19 percent ভোটের অধিকারী হয়েছেন। জনমত আজ কোথায়? সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে হবে এবং ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে। অতএব কেরলা কেরলা বলে চিৎকার না করে পরে এখন সেই জায়গাতে দৃষ্টি দিতে হবে জনমত কতটুকু আছে। কারণ আপনারা এইখানে বলেছিলেন, যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে আপনারা আছেন আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কিন্তু জনমত আমাদের দিকে, ভোটের সংখ্যা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু, আজকে যখন ভোটের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে তখন চিৎকার করা হচ্ছে কেন? কারণ কেরলার জনসাধারণ তাহাদিগকে দেশদ্রোহী বলে জানে, সমাজদ্রোহী বলে জানে বলেই তাঁদের থেকে তাদের ভোটকে সরিয়ে দিয়েছে। অতএব ঐ দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, ভাবতে হবে এবং সেই জন্যই সমাজবিরোধী যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাহাদিগকে আজকে আটকানো হয়েছে দেশের সংহতির জন্য, ঐক্যের জন্য emergencyর জন্য, স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য।

Mr. Speaker :- I now put the Motion to vote. There was one cut Motion given notice of by Shri Nripendra Chakraborty which has fallen through on account of his absence. So I put the main Motion, demand for grant No. 34- Expenditure connected with National Emergency to vote.

The question is that the sum not exceding Rs. 6,000/- inclusive of the sum specified in the column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill, 1965 be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 ih respect of demand No.34—Expenditure connected with National Emergency, 1962.

As many as are of same opinion will please say 'Ayes'

voices 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say Noes'

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The House stands adjournd till :11. A. M. to-morrow, 1st April, 1965.

Appendix—'A'

Starred Question No. 101 asked by Shri Nripendra Chakraborty,

QUESTIONS	ANSWERS
1. a) Whether any road at Khowai town has been constructed, repaired or improved during 1964-65 ?	Yes, Repaired.
b) Name of the roads improved repaired or constructed.	Durganagar Road, Town Road passing through Khowai Girls' High School towards south.
c) Total money spent for such purposes.	Rs. 968.00

Starred Question No. 102 asked by Shri Birchandra Deb Barma.

QUESTIONS	ANSWERS
a) Whether attention of the Govt. has been drawn to the reports of 'Nagarik' published on 26th July, 1964 and 20th Sept/1964 regarding disappearance of bricks from road side on Simna-Agartala Road.	Yes.
b) If so, steps taken in the matter.	The matter has already been reported to the Police Authority and the same is under investigation.

Starred Question No. 103 asked by Shri Nripendra Chakraborty.

QUESTION	ANSWER
a) Whether the construction of new buildings for Khowai Govt. H. E. School has been completed ?	No.
b) If not, the reasons therefor.	Due to injunction order from the Court against entry into the area where the the works have been started.
c) Total amount of money paid to the contractors uptil now for the construction ?	Rs. 16,440/-
d) The progress of the work made	Work is in progress. 12% progress has been made.

Unstarred Question No. 3 by Shri Sunil Kr. Chowdhury,

QUESTION	ANSWER
(a) Total number of fire accidents that took place in Tripura during last 5 years ;	448
b) a division-wise break up of the figure ;	Dharmanagar ... 27 Kailashahar ... 32 Kamalpur ... 22 Khowai ... 150 Sadar ... 85 Sonamura ... 19 Udaidur ... 66 Sabroom ... 18 Belonia ... 12 Amarpur ... 14
c) total amount of financial loss suffered by the affected people ;	Rs 27 92,900/-
d) total amount of financial assistance given to the people who suffered loss ;	Rs. 39,859/-

e) measures taken to give protection against fire accidents ?	The West Bengal Fire Service Act 1950 which provides a number of protective measures against fire accidents has been extended to Tripura in 1954 with suitable modification. Fire Brigades have been established in 3 Sub-divisions. namely Agartala, Udaipur and Dharmanagar. Steps have been taken to put Wireless sets at each of the existing stations as a measure of improvement of the brigades. Government Offices and Ware houses, Institutions and Cinema halls also maintain fire extinguishers & buckets etc so that fire accidents can be checked at the initial stage without calling the fire brigade for help.

Unstarred Question No. 245 By Sri Ram Charan Dev Barma

QUESTION	ANSWER
1) Total number of petitions received from the landless people for rehabilitation grant and land during 1963-64 and 1964-65 ;	
2) A division-wise break up of that number of petitions ;	
3) A division-wise break up of the number of people who have been given land and grant for rehabilitation during 1963-64 and 1964-65 ;	Materials are under collection.
4) Number of scheduled tribes and scheduled castes among them ?	

Unstarred Question No. 86 By Shri Bir Chandra Deb Barma

QUESTION	ANSWER
a) Names of the markets that-have been improved during 1954-55 ;	(a) Fatikuli bazar in Dharmanagar sub-division.
b) Amount of money spent for the improvement of each of these markets ?	(b) Rs. 2,059. 50 paise,
c) The nature of improvement made in each of these markets ?	(c) Clearance of drainage, romoval of clay, excavation of drain, construction of culvert and setting of bricks.

Unstarred question No. 158 made by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

QUESTION

a) The contents of the correspondences regarding transfer of the posts of Guard, Chowkidar, Sweeper, Store Keepar, Assistants, Work Charged establishment.

ANSWER

The contents of the Government of India, Ministry of W. H. & Rehabilitation letter No 37 (1)/62/ WCE (ii) dated 6th. May, 1963 conveys the sanction of the President to the transfer of the following "non-Iudustrial" categories of posts borne on the Work Charged establishment of the Tripura Public Works Department to the regular (classified) establishment.

1) Guard
2) Chowkidar.
3) Store Guard.
4) Sweeper.
5) Sub-Overseer,
6) Surveyor.
7) Work Assistants.

A copy of the Government of India's order is enclosed.

QUESTION	ANSWER
b) Whether the said posts have been transferred to the regular establishment.	Action under process
c) If not, the reasons thereof ?	Does not arise.

(True Copy)
Government of India
Ministry of Works, Housing & Rehabilitation.
(Deptt. of W. & H).

No. 37(1)/62/WCE(ii). New Delhi, the 6th May '63.

From :

Shri R T. D. Joseph,
Under Secretary to the Government of India.

To :—

The Secretary,
Public Works Department, Tripura Admn., Agartala.

Subject :—Workcharged Establishment of the Tripura Public Works Department—Transfer of "non-industrial" categories of posts to the regular establishment.

Sir,

I am directed to refer to your letters No F. 106(3)-WB/59, dated the 28th. February, 1962 and 13th. February, 1963, on the above subject, and to convey the sanction of the President to the transfer of the following "non-industrial" categories of posts borne on the work-charged establishment of the Tripura Public Works Department to the regular (classified) establishment.

1) Guard.
2) Chowkidar.
3) Store-Guard.
4) Sweeper.
5) Sub-Overseer.
6) Surveyor.
7) Work Assistants.

2. All the existing incumbents in the above categories should be given an option in the attached form, whether they wish to continue on the workcharged establishment or desire to be transferred to the regular establishment.

3. The existing pay and pay scales of the incumbents will be protected on transfer to the regular establishment so long as the continue to hold the same post(s).

4. No fresh appointments will be made in the workcharged establishment in the categories of posts mentioned in para 1 above.

5. The Principles regarding counting of services for pension, seniority, etc. as enunciated in this Ministry's letter No. 8/5/62-WCF, dated the 31st December, 1962 (copy enclosed) will be applicable to the staff who will be transferred to the regular establishment, with effect from the date of issue of these orders,

6. This letter issues with the concurrence of the Ministry of Finance, vide their U. O. No. 2552-W/63, dated 17/4/1963.

Yours faithfully,
R. T. D. Josheph,
Under Secretary to the Government of India.

Copy to :—

1. The Director of Audit, FRCS & M., New Delhi.
2. The Accountant Genaral, Assam.
3. The Ministry of Finance (Works) for information.
4. A. C. E. (IV) C. P. W. D., New Delhi with reference to his U. O. No. A. & C (UT) 17-(52)/62, dt. 1/10/62.

Sd/- R. T. D. Joseph.
Under Secretary to the Govt. of India.

Copy for Stock file.
Copy for Guard file (Union Territories).
Copy for US(WCE)'s file.

Sd/- R. T. D. Joseph.
Under Secretary to the Govt. of India.

Unstarred Assembly Question No. 159 made by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

QUESTION.	ANSWER.
a) The contents of the coorrespondence received by the Government regarding to the creation of permanent posts in the Work Charged establishment of Tripura :	The contents of Government of India Ministry of W. H. & Rehabilitation, letter No. 37(1)/62/WC/(1) dt. 6th. May, 1963 conveys the sanction of the President to the creation of permanent posts in the Work Charged establishment of the following categories with effect from 1. 4. 1963 :—
(1) Fitter—	—One.
(2) Assistant Fitter	—One.
(3) Carpenter—	—One.
(4) Plumber Ministry—	—One.
(5) Assistant Mechanics	—One.
(6) Electric Mistry	—Two.
(7) Grader operator	—One.
(8) Road Roller Driver	—Three.
(9) Handyman ...	—Four.
(10) Jugali and Gangman	—Ninety-three.
	Total—108

Unstarred Question No. 170—By Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
(a) Whether there is any Scheme to construct a road from G. B. Panth Hospital to Banamalipur ;	No.
(b) If so, the details of the said road ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 257—By Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
(a) The names and addresses of those who were sanctioned loan out of the budget allotment of 1964-65 under the Low Income Housing Scheme.	Sanction has not yet been issued.
(b) Number of applications for this Loan.	92 applications received during 1964-65.

(c) Names and addresses of those in whose case loan under the above scheme were not sanctioned ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 181—By Shri Bulu Kuki.

QUESTION.	ANSWER.
(1) Total number of cases instituted during 1960-65 for distilition of illegal liquor ;	(d) 395 (upto December, 1964).
(2) A division-wise break up of the number of cases ;	(2) A division-wise break up of the number of cases :—

Sadar	...	166
Khowai	...	55
Kamalpur	...	24
Kailashahar	...	44
Dharmanagar	...	45
Udaipur	...	15
Amarpur	...	4
Belonia	...	35
Sabroom	...	5
Sonamura	...	2
Total—		395

(3) Total number of cases in which the accused were punished ;	(3) 361 (upto December, 1964)
(4) Number of cases still pending ?	(4) 25 (upto December, 1964).

Unstarred Question No. 200 by Shri Bulu Kuki

(1) Number of houses gutted by fire at Tilthai bazar in the Sub-division of Dharmanagar on 13.2.65.	24 (twenty four)
(2) The approximate loss suffered by the affected people.	Rs. 25,000/-
(3) Whether any finacial assistance has been given to the affected people	No.
(4) If so, details thereof	Does not arise.

Unstarred Question No. 227 by Shri Bulu Kuki.

Question.	Answer.
(a) Total number of Tribal people on whom notices under section 15 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 have been served for eviction; (b) A division-wise break-up of that number; (c) Steps taken to settle those lands with the Tribals ?	Materials are under collection.

Un-starred Question No. 278 by Shri Bulu Kuki, M. L. A.

Question.	Reply.
1. Names of the persons who had been given low-income group and middle income group housing scheme loans during last five years;	Names of persons who had been given loan under low income & middle income Group Housing schemes during last five years have been indicated in the list enclosed herewith.
2. Whether any of the houses constructed with these loans has been rented to Govt. of Tripura.	Yes.
3. if so, whether it is permissible to do so ?	There is no rule restricting renting of buildings constructed out of loans sanctioned under low Income Group and Middle Income Group Housing Schemes.

List of persons who had been given loan under L. I. G. H. & M. I G. H. Schemes during last 5 years

[a] Low Income Group Housing Scheme.

Year	Sl. No.	Name.
1959-60	1.	Shri Jagadish Chandra Bose
	2.	„ Hari Mohan Bhowmick
	3.	„ Saktipada Chakraborty
	4.	„ Mati Lal Das
	5.	„ Sushil Kumar Bhattacharjee
	6.	„ Makhan Lal Das Chowdhury
	7.	„ Amulya Charan Deb
	8.	„ Satish Chandra Mazumdar
	9.	„ Tarani Kumar Deb
	10.	Smti. Indu Prova Ray
	11.	Shri Dinesh Chandra Chakraborty
	12.	„ Jadab Chandra Deb Barma
	13.	„ Birendra Chandra Das
	14.	„ Sunil Kumar Chakraborty
	15.	„ Nagendra Chandra Das
	16.	„ Keshab Ranjan Naha
	17.	Smti. Minakshi Deb Barma
	18.	Shri Prabir Kumar Bhadra
	19.	„ Khagendra Chandra Debnath
	20.	„ Mukunda Chandra Bhowmick
	21.	„ Jamini Kanta Gupta
	22.	„ Suresh Chandra Das
	23.	„ Radha Raman Sinha

1	2	3
	24.	Shri Hiralal Bhowmick
	25.	, Ramesh Chandra Barman
	26.	, Shridam Chandra Nath
	27.	, Nani Gopal Ghosh
	28.	, Ashutosh Bhattacharjee
	29.	, Gopal Chandra Banerjee
	30.	, Ahi Bhusan Debnath
	31.	, Nisha Kanta Ghosh
	32.	, Gobinda Chandra Das
	33.	, Jitendra Kumar Das
	34.	, Harish Chandra Rudra-Paul
	35.	Model House Building Co-operative Society Ltd.. Agartala, Tripura
	36.	, Anil Chandra Ghose
	37.	, Anil Chandra Banik
	38.	, Sachin Kumar Deb Barma
	39.	, Birendra Narayan Chowdhury
	40.	, Nilmani Deb Barma
	41.	, Dhananjoy Chowdhury
	42.	, Nepal Chandra Chanda
	43.	, Girija Bhusan Haldar
	44.	, Satish Chandra Saha
	45.	, Sailesh Ranjaa Dutta
	46.	, Smti Hashi Ray
	47.	, Shri Sudhir Kumar Datta
	48.	, Bidyut Baran Mazumdar
	49.	, Chittaranjan Dhar
	50.	, Jagadish Chandra Shib
1960-61	51.	Smti Hem Nalini Ghoswami
	52.	Shri Promode Ranjan Dhar and Smti Parul Rani Dhar
	53.	Shri Jyotirmoy Das-Sarma
	54.	, Rakhal Chandra Bhattacharjee
	55.	, Gopal Chandra Chakraborty
	56.	, Satish Chandra Chakraborty
	57.	Smti Madhu Madhabi Debi and Shri Jitendra Mohan Deb Barma
	58.	Shri Sudhirendra Nath Roy Choudhury
	59.	, Manindra Chandra Paul
	60.	, Birendra Kumar Shaha
	61.	, Prafulla Kumar Sarma
	62.	, Lokesh Chandra Das
	63	, Biswanath Dhar

1	2	3
	64.	Shri Chinta Haran Sen-Biswas
	65.	„ Jitendra Kumar Sen Gupta
	66.	„ Birendra Chandra Sen
	67.	„ Nirmal Kanti Majumdar
	68.	Smti Subhasini Debi
	69.	Shri Kalyan Kumar Roy
	70.	„ Dinesh Chandra Saha
	71.	„ Anath Bandhu Ghosh and Kumud Bandhu Ghosh
	72.	„ Kshemesh Chandra Deb
	73.	Smti Bina Kar
	74.	Shri Ajoy Bandhu Bhowmick
	75.	Smti Mrinalini Mazumdar and Shri Pankaj Kr. Mazumdar
	76.	Shri Madhu Sudan Chakraborty
	77.	„ Gopal Chandra Saha
	78.	„ Gopal Chandra Deb Barma and Shri Radhika Mohan Deb Barma
	79.	Sarbashri Pran Gour Singh, Purna Chandra Sihgh, Falguni Singh and Sahadeb Singh
	80.	Shri Harekrishna Debnath
	81.	Sarbashri Gurupada Banerjee and Nanda Gopal Banerjee
	82.	Shri Umesh Chandra Roy
	83.	„ Shiba Prasad Roy
	84.	„ Mahipal Deb
	85.	„ Abinash Chandra Tarakdar
	86.	„ Birendra Chandra Bhowmick
	87.	„ Amar Chandra Debnath
	88.	„ Harendra Nath Bhowmick
	89.	„ Manindra Lal Bhowmick
	90.	„ Ram Krishna Mahabidyalay, Kailashahar
1961-62	91.	Shri Monaj Kanti Dutta.
	92.	' Dhirendra Chandra Nath.
	93.	' Nepal Krishna Nath.
	94.	Sarbashri Joy Sankar Bhattacharjee, Bijoy Sankar Bhattacharjee and Durga Sankar Bhattacharjee.
	95.	Shri Jiban Lal Lodh.
	96.	' Satyendra Kishore Chakraborty.
	97.	Smti. Nani Bala Sarkar and Sarbashri Nripendra Sarkar and Rabindra Sarkar.
	98.	Shri Dibbendu Bikash Sen Gupta.
	99.	' Nepal Chandra Bhattacharjee.
	100.	' Suresh Chandra Chakraborty.

Year	Sl. No.	Name
	101.	Sri Prabir Kumar Chakraborty.
	102.	Smti. Sarajini Paul and Shri Monoranjan Paul.
	103.	’ Lilabati Bhattacharjee and Shri Ramendra Narayan Bhattacharjee.
	104.	Shri Pranab Kumar Mandal.
	105.	’ Nirmal Chandra Dey.
	106.	’ Rabindra Chandra Choudhury.
	107.	’ Kamaljit Singh and Shri Mukhendrajit Singh.
	108.	’ Kashiswar Debnath.
	109.	’ Abani Kanta Dutta.
	110.	’ Haridas Paul.
	111.	’ Amar Chandra Choudhury.
	112	Smti. Hira Prava Deb Barma.
1962-63	113.	Shri Matindra Chandra Bhattacharjee.
1963-64		Nil.
b)	Middle Income Group Housing Scheme.	
1960-61	114.	Shri Mrinal Kanti Majumder.
	115.	’ Phanindra Chandra Majumder and Smti. Anima Majumder.
	116	’ Sanat Kumar Ganguli.
	117.	’ Ajit Kumar Bhattacharjee.
	118.	’ Bhanu-Bikram Kishore Deb Barman.
1961-62	119.	’ Sudhir Choudhury.
	120.	’ Jatindra Mohan Patari.
	121.	’ Makhan Lal Lodh.
	122.	Smti. Hena Rani Bhattacharjee and Shri Chitta Ranjan Bhattacharjee.
	123.	Shri Bimal Kumar Chanda and Shri Amal Kumar Chanda.
1962-63		Nil
1963-64		Nil

Unstarred Question No. 183 raised by Shri Ram Charan Deb Barma, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
a) A division-wise break up of numbers of Govt. employees given loan for construction of houses during last five years.	1. Sadar Sub-division—60 Nos. 2. Udaipur ’ = 1 No. 3. Kailasahar ’ = 1 ’ 4. Kamalpur ’ = 1 ’ 5. Khowai = 1 ’ 6 Dharmanagar = 1 ’

b) Number of quarters constructed by the Govt in each division for the accomodation of Govt. employees.	1. Sadar =474Nos. 2. Sonamura = 74 ' 3. Udaipur = 52 ' 4. Amarpur = 37 ' 5. Belonia = 53 ' 6. Sabroom = 12 ' 7. Dharmanagar = 82 ' 8. Kailasahar = 73 ' 9. Khowai = 33 ' 10. Kamalpur = 37 '
c) Whether these are adequate.	No.
d) If not, steps taken to construct more quarters.	Action is always being taken to construct more quarters as soon as requisition is received from the respective Departments and also on the availability of land & funds.

Unstarred Question No. 245 By Shri Hlura Aung Mog

QUESTION	ANSWER
1. Total number of colonies set up in Tripura during last 5 years for the rehabilitation of the landless agriculturists.	1. No separate colonies were set up under distinctive names. But there are some villages or localities in which groups of families or individual family of landless agriculturists settled down. Total number of such villages is 65, excluding the settlements for Jhumias who are a different class by themselves.
2. Names of these colonies and the number of landless agriculturists rehabilitated in each of them	2. Number of such villages as explained in the answer above and the number of landless agriculturists rehabilitated in each of them are given in the annexure
3 Names of the colonies set up with the scheduled tribe landless agriculturists among them.	3 Names of such villages or localities (as explained in answer to part 1) in which the scheduled tribe landless agriculturists settled down are shown in the annexure separately.
4. Whether any loan or aid has been advanced to these lan less agriculturists.	4. No loan has been advanced. The landless agriculturist families settled down in villages or localities mentioned in the annexure have been given aid.
5. if so. the rates at which such assistance has been advanced.	5. Aid has been given @ Rs 300/- per family.

Scheduled Tribe Landless Agriculturists.

NAME OF SUB-DIVISION		NO. OF FAMILIES.
1. SADAR.		
1) Kalkalia	...	27
2) Radhamohanpur	...	21
3) Unabari	...	6
4) Bagbari	...	16
5) Tairajbari	...	12
6) Belmura	...	2
		84
2) SONAMURA.		
1) Taijiling	...	68
2) Jumerdhepa	...	20
		88
3. KHOWAI		
1) Kamalnagar	...	79
2) Bagabil	...	45
3) Ghiltali	...	66
4) North Ramchandraghat	...	34
5) Gopalnagar	...	22
6) Warrantbari	...	52
7) Belfung	...	40
8) South Ramchandraghat	...	25
9) Singichhera	...	11
10) Rajnagar	...	33
11) Chebri	...	26
12) West Rajnagar	...	17
13) Purba Laxmichhera	...	6
		466
4. AMARPUR.		
1) Kalachanpara.	...	3
2) Garjankhola	...	1
3) Puran Jamaniabari	...	3
4) Rajendra Kr. Chow. para	...	4
5) Kachku bari	...	1
6) Khailsamura	..	1

NAME OF SUB-DIVISION.		NO. OF FAMILIES.
7) Mohankumarbari	...	1
8) Malbasha Jamatiabari	...	1
9) Anatapardapara	...	1
10) Mulachai Mogbari	...	11
11) Panjihampara	...	1
12) Anantapada Jamatiabari	...	5
13) Burabari	...	1
14) Dulak	...	3
15) Melchi	...	1
16) Taidu	...	6
		44
5. KAILASHAHAR.		
1) Karatichera	...	9
6. BELONIA.		
1) Radhanagar	...	52
2) South Krishnapur	...	18
		70

Scheduled Castes Landless Agriculturists

NAME OF SUB-DIVISION.		NO. OF FAMILIES.
1. KHOWAI		
1) Ganki	...	39
2) Khowai	...	1
3) Gopalnagar	...	92
4) Lathabari	...	10
5) Purbalaxmichera	...	34
6) Champachora	...	7
		183
2. KAMALPUR		
1) Misuria	...	24
2) Bilaschera	...	36
3) Chulubari	...	19
4) Majachari	...	20
5) Baraluthma	...	12
6) Nakful	...	1
7) Barasurma	...	8
8) Michiria	...	2
9) Kulachari	...	6
		128

NAME OF SUB-DIVISION.		NO. OF FAMILIES.
3. SADAR		
1) Bhugjur	...	8
4. KAILASHAHAR		
1) Karatichera	...	8
5. BELONIA		
1) Radhanagar	...	84
2) Neharnagar	...	33
3) Kamalpur	...	39
		156
6. AMARPUR		
1) Amarpur	...	3
7. SABROOM		
1) Sabroom	...	6

Landless Agricultural Labourer other than Scheduled Castes, Scheduled Tribes.

NAME OF SUB-DIVISION.		NO. OF FAMILIES.
1. SADAR		
1) Thakkarbappanagar	...	67
2) Barkathal	...	42
		109
2. KHOWAI		
1) Gopalnagar	...	46

Unstarred Question No. 288 By Shri Ram Charan Deb Barma

QUESTION	ANSWER
1) Total number of Sanshit notices served by the Department for realisation of various Govt. dues in 1964-65.	1) 25,684
2) a break-up of that number item-wise and division-wise.	2) As per statement enclosed.

Name of Sub-division.	Total No. of Sanshit.	Land revenue.	Agri. loan.	Dadan	Co-operative.	Industry.	Income tax.	Jhumias	Gharchukti	Municipality.	Housing	Irrigation	Rehab.	R. F. A.	Misc.
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Amarpur	803	792													11
Khowai	3708	1210	2256	107	102	12	4	17							59
Sonamura	8044	6594	1116	275				—							10
Sabroom	324	89	—	—	34	1		—	190						221
Belonia	8447	4351	3875	—	—	—	—	—	—						50
Sadar	2394	1973	160	—	70	80	42	—	—	10	9				18
Kamalpur	179	6	8	40	101	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Udaipur	720	427	195	78	—	8	7	—	—	—	...	...	...	...	49
Kailashahar	421	106	133	133	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4
Dharmanagar	644	347	77	3	159	1	13	16	...	...	...	22	...	2	...
	25684	15895	7820	636	466	108	66	33	190	10	9	22	...	2	427

Un-Starred question No. 230 by Shri Sudhanwa Deb Barma.

QUESTIONS.	REPLIES.
a) Number of power generating stations and their names.	There are at present five power generating stations in Tripura which are named below : 1) Agartala power House. 2) Udaipur power House. 3) Dharmanagar power House. 4) Kailashahar power House. 5) Khowai Power House.
b) Present installed capacity of each of these stations.	The installed capacity of each of the power generating stations is stated below .- 1) Agartala power House 1303 KW 2) Dharmanagar power House ... ... 175 KW 3) Kailashahar power house ... ... 125 KW 4) Khowai power House 75 KW 5) Udaipur power House 125 KW
c) Units of electricity sold to consumers.	30,00,000 KWH (Average Annual).
d) The rates charged for such consumptions.	The rates in force in Tripura have been shown in the enclosed sheet.
e) Whether the rates are high	No.
f) If so, steps to be taken for reducing the rates.	Does not arise.

"Extract from the Tripura Electric Supply undertakings conditions of supply"

Part II

Standard Rates and Charges.

1. In special circumstances subject to section 23 (1) of the India Electricity Act. 1910, and in the case of unusually large consumers, the licensee is prepared to enter into special agreements for the supply of energy.

2. Provided that the installation is on one and the same premises and does not serve on aggregation of two or more premises under one ownership electric energy will be supplied under the conditions of part I of this book at following rates.

A. AGARTALA ELECTRIC SUPPLY.

1. Domestic & Commercial.

i) LIGHTS AND FANS COMBINED.

Net Rate	Rs. 0.44
Surcharge	Rs. 0.06
Gross	Rs. 0,50

Note :— Subject to a minimum charge of Re. 1/- P. M. for each installation, whilst connected to Licensee's mains although energy equivalent to this value has not been consumed.

ii) SMALL POWER.

Net Rate	Rs. 0.25
Surcharge	Rs. 0.06
Gross Rate	Rs. 0.31

2. INDUSTRIAL PURPOSES

i) For each installation having motors in which the aggregated B. H. P. does not exceed 5.

Net	Rs. 0.22
Surcharge	Rs. 0.06
Gross rate	Rs. 0.28

ii) For each installation having motors in which the aggregated B. H. P. exceeds 5.

Net rate	Rs. 0.19 per unit metered.
Surcharge	Rs. 0,06 per unit metered
Gross rate	Rs. 0,25 per unit metered.

Note :— Subject to aminimum charge of Rs, 2/- P M. per rated B, H, P. and any fraction thereof of the motors installed, will be made to the consumer for each installation whilst connected to Licensee's mains although energy equivalent to this value has not been consumed.

N. B. When the minimum charge is levied, no other charge shall be made during that period or month for energy supplied.

B. SMALL TOWNS ELECTRIC SUPPLY (Other than Agartala).

(1) Domestic & Commercial.

(i) LIGHT AND FANS COMBINED.

Net rate	Rs. 0.50
Surcharge	Rs. 0.06
Gross	Rs. 0.56

2. Industrial Purposes.

Net rate	Rs. 0.31
Surcharge	Rs. 0.06
Gross rate	Rs. 0.37

3. Public lighting.

Net rate	Rs. 0.37
Surcharge	Rs. 0.06
Gross rate	Rs. 0.43

4. Cinema.

Net rate	Rs. 0.31
Surcharge	Rs. 0.06
Gross rate	Rs. 0.37

Note :— Subject to a minimum charge of Re. 1/- P. M. for each installation under items 1, 2, 3, 4 whilst connected to Licensee's mains although energy equivalent to this value has not been consumed.

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.